শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তাং।

পরম-পূজ্যপাদ বৈষ্ণব-চূড়ামণি

শ্রীল বৈষ্ণব দাস মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসানুদাস

শ্রীরাধানাথ কাবাসী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ধান্যকুড়িয়া

শ্যামাচরণ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বল্লভ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৮।

[ডাকমাশুল ১৲]   সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

ধান্যকুড়িয়া-নিবাসী
স্বনামধন্য, প্রাতঃস্মরণীয়, বদান্য জমিদার
গোলোক-গত শ্যামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের
সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী — বিবিধ-সদ্‌গুণালঙ্কৃতা,
শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণারবিন্দ-সেবন-পরায়ণা, পরম-ভক্তিমতী

শ্রীমতী দাক্ষায়ণী দাসীর

পুণ্য-কর-কমলে এ দাসের আন্তরিক ভক্তি ও একান্ত
কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এই পরমাদরের
"শ্রীশ্রীপদকল্পতরু"
গ্রন্থ পরম যত্ন সহকারে সমর্পিত হইল।

বিনীত সেবক
শ্রীরাধানাথ কাবাসী।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তাং

নিবেদন।

—— *০* ——

বন্দে গুরূনীশ-ভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং॥

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ, সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বসুখ-প্রদাতা, পরম-করুণাময় শ্রীভগবানের লীলা-গুণাদি কীর্ত্তন যে কীদৃশ পরম পদার্থ, কি মধুর, কি উপাদেয় তাহা ভক্তমাত্রেই অবগত আছেন—ইহা যে কি এক অভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রদান করে, তাহা যিনি একবারমাত্র অনুভব করিয়াছেন, তিনি জীবনে—জীবনে কেন জন্মজন্মান্তরেও আর কখনও তাহা ভুলিতে পারিবেন না। অপিচ, ঈদৃশ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ!॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র।

অর্থাৎ আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীদিগের হৃদয়েও থাকি না, পরন্তু আমার ভক্তগণ যে স্থানে আমার

লীলা ও গুণ কীর্ত্তন করেন, আমি সেই স্থানেই অবস্থিতি করি। শ্রীভগবানের লীলা-গুণাদির কীর্ত্তন নানা প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু তদ্গত-চিত্ত ঐকান্তিক ভক্তগণ স্ব স্ব হৃদয়ে তদীয় লীলাদি প্রত্যক্ষ দর্শন ও তন্মাধুর্য্য অনুভব করতঃ উহা অপরকে আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত যে সমস্ত পদাবলী রচনা পূর্ব্বক তাহা প্রকট করিয়া গিয়াছেন, আমাদের অনুমান হয় সেই সমস্ত পদাবলী দ্বারা শ্রীভগবল্লীলা-গুণাদি কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য যেরূপ সহজে ও উৎকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয়, অন্য কোনও প্রকারে তদ্রূপ হয় না। এই সমস্ত পদাবলীই সাধারণতঃ মহাজনী পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিখিল-সদ্‌গুণ-সম্পন্ন পরমারাধ্যতম বৈষ্ণব-শিরোমণি শ্রীল শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব দাস মহোদয় বহুযত্নে ও বহু-পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে রাশীকৃত পদ সংগ্রহ করিয়া উহা লীলা-পর্য্যায়ে গ্রথিত করতঃ "শ্রীশ্রীগীতকল্পতরু" বা "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" নামে যে অমূল্য গ্রন্থরত্ন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব জগতের পরম আদরের সামগ্রী, এবং এতজ্জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই গ্রন্থখানিই যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন। বস্তুতঃ তদানীন্তন কালের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদয় কি প্রকারে এরূপ

সুবৃহৎ গ্রন্থের সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! ধন্য তাঁহার প্রেম, ধন্য তাঁহার উদ্যম, ধন্য তাঁহার জীব-হিতৈষিণা—জীবের পরমোপকারার্থে তিনি কি কঠোর পরিশ্রমই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন!! পরের মঙ্গলের জন্য এরূপ নিঃস্বার্থভাবে আত্মোৎসর্গ করা যে কীদৃশ দয়ালু হৃদয়ের কার্য্য, তাহা একমাত্র অনুমান সাপেক্ষ। বস্তুতঃ শ্রীবৈষ্ণবগণের দয়ার তুলনা নাই—তাঁহারা স্বভাবতঃই দয়াময়, স্বতঃই তাঁহারা জীবের প্রতি দয়া করিয়া রহিয়াছেন; এইজন্যই পূজ্যপাদ শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন;—

ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাই॥

অপিচ।

যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥

এই গ্রন্থের কেবলমাত্র অধ্যয়নরূপ আস্বাদন দ্বারাই যে কি এক পরমানন্দ উপভোগ করা যায়, তাহা ভক্তগণ বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, পরন্তু এই গ্রন্থের পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণে যে কি অপার, অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনা-তীত—এই সমস্ত পদাবলীর কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃ-মণ্ডলী কি প্রকার মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া অবস্থিতি করেন,

তাহা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য, যে স্থানে এই সমস্ত পদাবলীর আলোচনা বা কীর্ত্তন হয়, তথায় শ্রীভগবানের পরম-মঙ্গলময় অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। অতএব "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থ যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ ও এই গ্রন্থের প্রচার হওয়ায় বৈষ্ণব-মণ্ডলীর যে কি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

ঈদৃশ পরমাদরণীয় "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থ আজি পতিতপাবন বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ-কৃপায় তাঁহাদিগেরই একটী অতি ক্ষুদ্র দাসানুদাস দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থের বৈষ্ণবোপযোগী সংস্করণ ইদানীং দুর্ল্লভ বলিয়া, তাঁহাদিগেরই শ্রীচরণ স্মরণ পূর্ব্বক এই গুরুভার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই। বস্তুতঃ এরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে এ দাসের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, তবে অশেষ-করুণা-নিধান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-কৃপাবলই, "কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়", তদ্রূপ এ অধমের দ্বারা এই মহৎ কার্য্যের উদ্ধার সাধন করাইয়া লইলেন। এই গ্রন্থ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, যদি এ দাস কোন প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্রও বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। অতএব সহৃদয় ভক্তমহোদয়গণ যদি নিজ-গুণে গ্রন্থখানির বর্ত্তমান সংস্করণকে সাদরে গ্রহণ

করেন, তাহা হইলে বড়ই কৃতার্থ হইব ও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পূজ্যপাদ শ্রীবৈষ্ণবগণের পাঠের সুবিধার্থে এ দাস গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট কাগজে ও বৃহৎ অক্ষরে এবং যতদূর সম্ভব নির্ভুল ও উত্তমরূপে মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে জানে না, সে বিচার-ভার দাসের পরম পূজনীয় ভক্তমণ্ডলীর উপর অর্পিত রহিল। পাঠ-বিভ্রাট স্থলে যে পাঠ সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি; দৈবাৎ কোন কোন স্থলে, অসঙ্গত বোধ হইলেও, বহু প্রচলিত বলিয়া সেই পাঠই রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে পরম পাবন কৃপাময় বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ সমীপে করযোড়ে বিনীত নিবেদন, তাঁহারা এই গ্রন্থ মধ্যে যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ বা ত্রুটী লক্ষ্য করিবেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইয়া, এ দাসের অজ্ঞতাজনিত অপরাধ মার্জ্জনা করিলে, দাস বিশেষ উপকৃত ও আপ্যায়িত হইবে।

গ্রন্থখানিকে যত দূর সম্ভব অল্পমূল্যে শ্রীবৈষ্ণবগণের হস্তে প্রদান করা এই গ্রন্থ প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য। এক্ষণে, এই গ্রন্থের প্রচার-কার্য্যে যিনি মূলাবলম্বন তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ধান্যকুড়িয়ার স্বধর্ম্মনিরত প্রথিতনামা

বদান্য জমিদার গোলোকগত শ্যামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের উদারচেতা সুযোগ্য মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বল্লভ মহাশয়ের নাম বোধ হয় ভক্তমণ্ডলীর অবিদিত নাই, কারণ তাহারই অনুগ্রহে ও তাঁহারই উদ্দীপনায় এ দাসের সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। এক্ষণেও তাঁহারই উৎসাহ-প্রণোদিত হইয়া, এই বর্ত্তমান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছিলাম। তিনিই এই গ্রন্থের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ হইতে তিনি কিছুমাত্র লাভের প্রত্যাশী নহেন—কেবলমাত্র এরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থ যে এই দ্রব্যমূল্যাধিক্য সময়েও ঈদৃশ অল্পমূল্যে শ্রীবৈষ্ণবগণের হস্তে প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন, ইহাতেই তাহার বড় আনন্দ। এ দাসও এই গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষী নহে, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীবৈষ্ণব-সেবাই দাসের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রবাবু যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এরূপ ব্যয়ভার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না, এবং আমার মনে হয়, তাহার এই মহৎ চেষ্টা দ্বারা বৈষ্ণব জগতের প্রভূত উপকার ও একটী বিশেষ অভাব দূরীকৃত হইল। এক্ষণে শ্রীবৈষ্ণবগণের সমীপে এ দাসের একান্ত প্রার্থনা এই

যে, তাঁহারা এই কৃপা করুন যেন শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বাবু এবম্বিধ শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবৎ সেবা কার্য্যে নিরত থাকিয়া মানব-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন এবং সুদুর্ল্লভ শ্রীরাধাগোবিন্দ-পদারবিন্দে নিষ্কপট ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতে সক্ষম হন।

বলা বাহুল্য, হরেন্দ্রবাবুই বর্ত্তমান সংস্করণের সমস্ত গ্রন্থের একমাত্র স্বত্বাধিকারী; ইহার একখানি গ্রন্থেও আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই, কিম্বা একখানি গ্রন্থও আমার দান বা বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিল না।

উপসংহারে এ দাসের বক্তব্য এই যে, আমি নিতান্ত অজ্ঞ ও ভক্তিহীন, সুতরাং আমার দ্বারা এরূপ কার্য্যের সুচারুরূপে সম্পাদন হওয়ার আশা করা বাতুলতা মাত্র। কেবল পতিত-পাবন শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ কৃপাই দাসের একমাত্র সম্বল; তাঁহারা এ অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক, দাসের সমস্ত দোষ অগ্রাহ্য করতঃ, তাহাকে শ্রীচরণে স্থান প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন, ইহাই অভাগার আন্তরিক ও একমাত্র প্রার্থনা।

শ্যামাচরণ লাইব্রেরী,
ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
১লা শ্রাবণ, ১৩৩০।

শ্রীবৈষ্ণব-দাসানুদাস
দীন শ্রীরাধানাথ কাবাসী।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০১	২১	কয়ইতে	করইতে
৫৩৭	১৫	দেখেছি	দেখেছ
৫৬৯	২	বনদ	বদন
৬৭৫	১	করিব	করবি
১১৯৭	১	কুসুম	কুঙ্কুম

সূচীপত্র।

—*০*—

(১)

বিষয়-সূচী।

—*০*—

প্রথম শাখা।

প্রথম পল্লব।

বিষয়— পৃষ্ঠা।

মঙ্গলাচরণ

দ্বিতীয় পল্লব।

তৃতীয় পল্লব।

চতুর্থ পল্লব।

পঞ্চম পল্লব।

ষষ্ঠ পল্লব।

সপ্তম পল্লব।

অষ্টম পল্লব।

নবম পল্লব।

দশম পল্লব।

একাদশ পল্লব।

দ্বিতীয় শাখা।

প্রথম পল্লব।

দ্বিতীয় পল্লব।

তৃতীয় পল্লব।

চতুর্থ পল্লব।

পঞ্চম পল্লব।

বাসকসজ্জা পর্য্যায় (২)—হিমকালোচিত

ষষ্ঠ পল্লব।

বাসকসজ্জা পর্য্যায় (৩)—বর্ষাকালোচিত

সপ্তম পল্লব।

বাসকসজ্জা পর্য্যায় (৪)—সর্ব্বকালোচিত

অষ্টম পল্লব।

খণ্ডিতা (১)—ধীর-মধ্যা

নবম পল্লব।

দশম পল্লব।

একাদশ পল্লব।

দ্বাদশ পল্লব।

খণ্ডিতা (৫)—ধীরাধীর-মধ্যা

ত্রয়োদশ পল্লব।

কলহান্তরিতা (১)

চতুর্দ্দশ পল্লব।

কলহান্তরিতা (২)

পঞ্চদশ পল্লব।

কলহান্তরিতা (৩)

ষোড়শ পল্লব।

মান (১)—দুর্জ্জয় মান

সপ্তদশ পল্লব।

মান (২)—দুর্জ্জয় মান

অষ্টাদশ পল্লব।

মান (৩)

ঊনবিংশ পল্লব।

মান (৪)

বিংশ পল্লব।

মান (৫)

একবিংশ পল্লব।

মান (৬)

দ্বাবিংশ পল্লব।

ত্রয়োবিংশ পল্লব।

চতুর্ব্বিংশ পল্লব।

তৃতীয় শাখা।

প্রথম পল্লব।

দ্বিতীয় পল্লব।

স্বয়ংদৌত্য (২)

তৃতীয় পল্লব।

স্বয়ংদৌত্য (৩)

চতুর্থ পল্লব।

পঞ্চম পল্লব।

ষষ্ঠ পল্লব।

সপ্তম পল্লব।

অষ্টম পল্লব।

নবম পল্লব।

দশম পল্লব।

একাদশ পল্লব।

দ্বাদশ পল্লব।

অভিসারানুরাগ (২)

ত্রয়োদশ পল্লব।

অভিসারোৎকণ্ঠা

চতুর্দ্দশ পল্লব।

রূপোল্লাস (১)

রূপোল্লাস (২)

পঞ্চদশ পল্লব।

নিত্যরাস—সর্ব্বকালোচিত

ষোড়শ পল্লব ।

বিপরীত-রসোদ্গার

সপ্তদশ পল্লব ।

জন্মলীলা

অষ্টাদশ পল্লব।

ঊনবিংশ পল্লব।

বিংশ পল্লব।

একবিংশ পল্লব।

গোষ্ঠলীলা (১)

দ্বাবিংশ পল্লব।

গোষ্ঠলীলা (২)

ত্রয়োবিংশ পল্লব।

চতুর্ব্বিংশ পল্লব।

শরৎকালীয় মহারাস (২)

শরৎকালীয় মহারাস (৩)

পঞ্চবিংশ পল্লব।

গোষ্ঠবিহার (১)

গোষ্ঠবিহার (২)

দান-লীলা (১)

ষড়্‌বিংশ পল্লব।

সপ্তবিংশ পল্লব।

অষ্টাবিংশ পল্লব।

উনত্রিংশ পল্লব।

ত্রিংশ পল্লব।

একত্রিংশ পল্লব।

প্রথম সূচী সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

(২)

পদের প্রথম চরণের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

থ

দ

ধ

ন

ফ

ব

ম

য

র

ল

শ

স

হ

দ্বিতীয় সূচী সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু।

—:০:—

প্রথম শাখা।

—•✱•—

প্রথম পল্লব।

মঙ্গলাচরণ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥১॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কারণাতীত-বিগ্রহং।
যল্লীলা কারণাতীতা ধামভৃত্যাদিভিঃ সহ॥২॥

---

(১)

মঙ্গল।

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কল্পতরু
অদ্ভুত যাঁক প্রকাশ।
হিয়-অগেয়ান- তিমির বর-জ্ঞান-
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম।
অযাচিত এ হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥ ধ্রু॥
দুরগতি অগতি অসত-মতি যো জন
নাহি সুকৃতি-লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন- যুগল-ভজন-ধন
তাহে করত উপদেশ॥
নিরমল গৌর- প্রেম-রস-সিঞ্চনে
পূরল সব মন-আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥ ১॥

(২)

কামোদ।

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠান।

কীর্ত্তন আনন্দে   শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান ॥
দ্রাং দ্রমিকি দ্রিমি   মাদল বাজত
মধুর মন্দীর রসাল রে।
শঙ্খ করতাল   ঘণ্টা-রব ভেল
মিলল পদতলে তাল রে ॥
কো দেই গোরা-অঙ্গে   সুগন্ধি চন্দন
কো দেই মালতী-মাল রে।
পিরীতি ফুলশরে   মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোর রে ॥
কোই কহত গোরা   জানকী-বল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে।
নয়নানন্দের মনে   আন নাহি জানে
আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥ ২ ॥

(৩)

গৌরী।

চম্পক শোণ-   কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম   সীম নাহি অনুভব
জগ-মনমোহন ভাঙনি রে ॥
জয় শচীনন্দন   ত্রিভুবন-বন্দন
কলিযুগ-কাল-ভুজগ-ভয়-খণ্ডন ॥ ধ্রু ॥

বিপুল পুলক-কুল- আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেম-ভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥ ৩॥

(৪)

বেলোয়ার।

জয় জগ-তারণ-কারণ ধাম।
আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ-নাম॥ ধ্রু॥
ডগ মগ লোচন- কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌর-প্রেম-ভরে চলই না পার॥
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস-বিকশিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজ-মণ্ডন
কনয়া-খচিত অবলম্বন-দণ্ড॥
কলি-যুগ-কাল- ভুজঙ্গম সঙ্গম
দগধল থাবর জঙ্গম দেখি।

প্রেম-সুধারস　　জগ ভরি বরিখল
　　গোবিন্দ দাসকে কাহে উপেখি ॥ ৪ ॥

(৫)

গৌরী।

নন্দনন্দন　　গোপীজন-বল্লভ
　　রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন　　নদীয়া-পুরন্দর
　　সুর-মুনিগণ-মনোমোহন-ধাম ॥
জয় নিজকান্তা-　　কান্তি-কলেবর
　　জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী-　　লোচন-মঙ্গল
　　জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ ॥
জয় জয় শ্রীদাম　　সুদাম সুবলার্জ্জুন
　　প্রেম-প্রবর্দ্ধন নবঘন-রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর　　প্রিয় সহচর
　　জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতিবল　　বলরাম প্রিয়ানুজ
　　জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন-　　গণ-ভয়-ভঞ্জন
　　গোবিন্দ দাস আশ-অনুবন্ধ ॥ ৫ ॥

(৬)

ধানশী।

জয় জয় অদভুত সো পহুঁ অদ্বৈত
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে প্রেমে নদী বহে
বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে ঘন গরজনে
উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি কাঁদে ফুলি ফুলি
দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত-হুঙ্কারে সুরধুনী-তীরে
আইলা নাগর-রাজ।
তাহার পিরীতে আইলা তুরিতে
উদয় নদীয়া মাঝ॥
জয় সীতানাথ করল বেকত
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন অদ্বৈত-চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি॥ ৬॥

(৭)

শ্রীরাগ।

জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র-বর।
জয় শান্তিপুর-নগর-সুধাকর॥

জয় বসু-জাহ্নবা-দেবী-হৃদয়-হর।
জয় জয় সীতামোদ কলেবর॥
বীর-তাত জয় জীব-প্রিয়ঙ্কর।
জয় জয় অচ্যুত-জনক মহেশ্বর॥
জয় জয় গৌর-অভিন্ন-কলেবর।
ফুকরই কাতর দাস মনোহর॥ ৭॥

(৮)

কামোদ।

জয় জয় শ্রীনব- দ্বীপ-সুধাকর
প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতী- নন্দন পহুঁ মঝু
শ্রীবসু-জাহ্নবা সেব॥
জয় জয় শ্রী- অদ্বৈত সীতাপতি
সুখদ শান্তিপুর-চন্দ।
জয় জয় শ্রীল- গদাধর পণ্ডিত
রসময় আনন্দ-কন্দ॥
জয় মালিনী-পতি সদয়-হৃদয় অতি
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌর-ভকত জয় পরম দয়াময়
শিরে ধরি চরণ সবার॥
ইহ সব ভুবনে প্রেম-রস-সিঞ্চনে
পূরল জগ-জন-আশ।

আপন করম- দোষে ভেল বঞ্চিত
দুরমতি বৈষ্ণব দাস ॥ ৮ ॥

(৯)

তথা রাগ।

জয় জয় অতিশয় দীন দয়াময়
স্বরূপ রামানন্দ রায়।
সুমধুর নিগূঢ় গৌর-রস জগ-জন
জানল যাঁক কৃপায় ॥
জয় নরহরি গদাধর শ্রীনিবাস।
জয় বক্রেশ্বর দাস গদাধর
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস ॥ ধ্রু ॥
বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
জয় বৃন্দাবন- দাস গৌর-রসে
জগ-জনে করল সন্তোষ ॥
জয় জয় অনন্ত- দাস নয়নানন্দ
জ্ঞান দাস যদুনাথ।
শ্রীরূপ সনাতন জয় জয় শ্রীজীব
ভট্ট-যুগল রঘুনাথ ॥
জয় জয় কৃষ্ণদাস কবি-ভূপতি
গৌর-ভকতগণ আর।

বৈষ্ণব দাস- আশ পরিপূরহ
দেহ চরণ-রজ সার ॥ ৯ ॥

(১০)

ধানশী।

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন-হীন-তারণ প্রেম-রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চন-বরণ- হরণ তনু সুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছে বরণ তনু সাজে ॥
নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহিঁ
প্রকটহিঁ চরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
যুগল-ভজন গুণ লীলা-রস আস্বাদন
গ্রন্থ কলপতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দ দাস অনাথে ॥ ১০ ॥

(১১)

ভাটিয়ারী।

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম-ভকতি-মহারাজ।

যাঁকো মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রেম-মকুট-মণি ভূষণ ভাবাবলি
অঙ্গহিঁ অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ-আসন খেতুরী মাহা বৈঠত
সঙ্গহিঁ ভকত সমাজ ॥
সনাতন-রূপ-কৃত গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধা-মাধব যুগল-উজ্জ্বল-রস
পরমানন্দ সুখ-সার ॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন- বিষয়রস-উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ-দান-ব্রত আদি ভয়ে ভাগত
রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি-ধন
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত
কম্পিত দেখি পরতাপ ॥
অভকত চৌর দূরহিঁ ভাগি রহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন-হীন জনে দেয়ল ভকতি-ধনে
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥ ১১ ॥

(১২)

মঙ্গল।

বিদ্যাপতি-পদ-		যুগল-সরোরুহ-
নিস্যন্দিত-মকরন্দে।
তছু মঝু মানস		মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক-শিরোমণি		নাগর-নাগরী-
লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ ধ্রু॥
জনু বাঙন করে		ধরব সুধাকর
পঙ্গু চঢ়ব গিরি-শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে		দশ দিশ খোঁজব
মিলব কলপতরু-নিকরে॥
সো নহ অন্ধ		করত অনুবন্ধহুঁ
ভকত-নখর-মণি-ইন্দু।
কিরণ-ঘটায়		উদিত ভেল দশ দিশ
হাম কি না পাওব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম		যৈখনে পায়ব
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দ দাস		অতয়ে অবধারল
ভকত-কৃপা বলবান্॥ ১২॥

(১৩)

তথা রাগ।

জয় জয় জয়- দেব দয়াময়
পিরীতি-রতন-খনি।
পরম পণ্ডিত পূজ্য গুণগণ-
মণ্ডিত চতুর-মণি॥
মধুর মূরতি অতি অনুপম
বিদিত-চরিত-রীতি।
রসিক-শেখর সুখময় পদ্মা-
বতীর পরাণ-পতি॥
বিপ্রবংশ অব- তংস কবি-ভূষণ
ভুবনে কে সম তাঁর।
প্রেম-রসে মহা- মত্ত সদা কেন্দু-
বিল্বেতে বসতি যাঁর॥
শ্রীরাধামাধব- সেবা সুবিগ্রহ
কেবা না হেরিয়া ভুলে।
সে রস-অমিয়া পিয়া দিবা নিশি
ভাসয়ে আনন্দ-জলে॥
পদ্মাবতী সহ গানে বিচক্ষণ
আনে কি উপমা সাজে।
পশু পক্ষী ঝুরে শুনিয়া গন্ধর্ব্ব
কিন্নর মরয়ে লাজে॥

যাঁর বিরচিত　　　শ্রীগীতগোবিন্দ
গ্রন্থ সুকোমল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে　　　"দেহি পদ-পল্লব"
আদি বর্ণিলেন যাতে॥
প্রেমে মাখি রাখিলেন　　　যেন সব বর্ণ
এ সব অদ্ভুত ভাতি।
নীলাচলচন্দ্র　　　জগন্নাথ যাহা
শুনয়ে আনন্দে মাতি॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন　　　গৌরচন্দ্র নব-
দ্বীপে অবতরি রঙ্গে।
যাঁর বাক্য-রস　　　আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ সঙ্গে॥
পরদুঃখে দুঃখী　　　পদ্মাবতী-নাথ-
পদে যে করয়ে আশ।
যুগল-পিরীতি-　　　রসে সে ভাসয়ে
ভণে নরহরি দাস॥ ১৩॥

(১৪)

তথা রাগ।

জয় জয় চণ্ডী-　　　দাস দয়াময়
মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যাঁর　　　যশ রসায়ন
গাওত জগত-জনে॥

বিপ্র-কুল-ভূপ ভুবনে পূজিত
অতুল-আনন্দ-দাতা।
যাঁর তনু মন- রঞ্জন না জানি
কি দিয়া গড়িল ধাতা॥
সতত সে রসে ডগ মগ নব-
চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে ঝুরে পশু পাখী
পিরীতে মজিল যে॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলি-বিলাস যে
বর্ণিলা বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরুপম মহী
ব্যাপিল যাঁহার গীতে॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপ-পতি
শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যাঁর গীতামৃত আস্বাদে স্বরূপ
রায় রামানন্দ লৈয়া॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব
জিনিয়া যাঁহার গান।
অনুখণ কীর্ত্তন- আনন্দে মগন
পরম করুণাবান্॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গে
সতত সে সুখে ভোর।

রসিক জনার　　প্রাণধন গুণ
বর্ণিতে নাহিক ওর ॥
চণ্ডীদাস-পদে　　যার রতি সেই
পিরীতি-মরম জানে।
পিরীতি-বিহীন　　জনে ধিক্ রহু
দাস নরহরি ভণে ॥ ১৪ ॥

(১৫)

ধানশী।

জয় জয়দেব কবি-　　নৃপতি-শিরোমণি
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডী-　　দাস রস-শেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
যাকর রচিত　　মধুর-রস-নিরমল
গদ্য-পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌর-　　চন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত ॥
যবহুঁ যে ভাব　　উদয় করু অন্তরে
তব গাওই দুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু　　পাষাণ গলি যায়ত
ঐছন সুমধুর কেলি ॥
আছিল গোপত　　যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।

সো রস শ্রবণে পরশ নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ ১৫ ॥

(১৬)

শ্রীরাগ।

প্রভু মোর গৌরচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ
প্রভু সীতানাথ আর।
পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীবাস রামাই
ঠাকুর শ্রীসরকার ॥
মুরারি মুকুন্দ শ্রীজগদানন্দ
দামোদর বক্রেশ্বর।
সেন শিবানন্দ বসু রামানন্দ
সদাশিব পুরন্দর ॥
আচার্য্য নন্দন বুদ্ধিমন্ত খান
ছোট বড় হরিদাস।
বাসুদেব দত্ত রাঘব পণ্ডিত
জগদীশ তার পাশ ॥
আচার্য্য রতন গুপ্ত নারায়ণ
বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর।
শ্রীধর বিজয় শ্রীমান্ সঞ্জয়
চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর ॥
পণ্ডিত গরুড় শ্রীচন্দ্রশেখর
হলায়ুধ গোপীনাথ।

গোবিন্দ মাধব　　ঘোষ বাসুদেব
　　সুধানিধি আদি সাথ ॥
পণ্ডিত ঠাকুর　　দাস গদাধর
　　উদ্ধরণ অভিরাম।
রামাই মহেশ　　ধনঞ্জয় দাস
　　বৃন্দাবন অনুপাম ॥
ঠাকুর মুকুন্দ　　শ্রীরঘুনন্দন
　　চিরঞ্জীব সুলোচন।
বৈদ্য বিষ্ণুদাস　　দ্বিজ হরিদাস
　　গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
গোবিন্দ শঙ্কর　　আর কাশীশ্বর
　　রামাই নন্দাই সাথ।
রায় ভবানন্দ-　　সুত রামানন্দ
　　গোপীনাথ বাণীনাথ ॥
নীলাচল-বাসী　　সার্ব্বভৌম কাশী
　　মিশ্র জনার্দ্দন আর।
শ্রীশিখি মাহাতি　　রুদ্র গজপতি
　　ক্ষেত্র-সেবা অধিকার ॥
গোসাঞি স্বরূপ　　সনাতন রূপ
　　ভট্ট-যুগ রঘুনাথ।
শ্রীজীব ভূগর্ভ　　গোসাঞি রাঘব
　　লোকনাথ আদি সাথ ॥

যতেক মহান্ত কে করিবে অন্ত
গৌরাঙ্গ সবার প্রাণ।
গোরাচাঁদ হেন সবে কৃপাবান
প্রেম-ভক্তি কর দান॥
ইঁহা সবাকার যত পরিবার
সন্তান আছয়ে যাঁর।
গৌর-ভকত আর যত যত
সবে কর অঙ্গীকার॥
অধম দেখিয়া করুণা করিয়া
সবে পূর মোর আশ।
কাতর হইয়া গুণ সোঙরিয়া
কান্দয়ে বৈষ্ণব দাস॥ ১৬॥

(১৭)

তথা রাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের প্রিয় পরিকর
দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন বিলাসী প্রেম-সুখরাশি
যুগল-রসের ধাম॥
তাঁহার নন্দন প্রভু দুই জন
শ্রীদাস গোকুলানন্দ।
প্রেমের মূরতি যুগল পিরীতি
আরতি রসের কন্দ॥

গোরা-গুণময়　　সদয় হৃদয়
প্রেমময় শ্রীনিবাস।
আচার্য্য ঠাকুর　　খেয়াতি যাঁহার
দুহুঁ রহে তাঁর পাশ॥
পিতৃ-অনুমতি　　জানিয়া এ দুহুঁ
হইলা তাঁহার শাখা।
শাখা গণনাতে　　প্রভুর সহিতে
অভেদ করিয়া লেখা॥
গৌরাঙ্গচাঁদের　　প্রিয় অনুচর
জয় দ্বিজ হরিদাস।
জয় জয় মোর　　আচার্য্য ঠাকুর
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস॥
জয় জয় মোর　　শ্রীদাস ঠাকুর
জয় শ্রীগোকুলানন্দ।
করুণা করিয়া　　লহ উদ্ধারিয়া
অধম পতিত মন্দ॥
ইঁহা সবাকার　　বংশ পরিবার
যতেক ঠাকুরগণ।
সবার চরণে　　রতি মতি মাগে
বৈষ্ণব দাসের মন॥ ১৭॥

(১৮)

তথা রাগ।

জয় জয় শ্রী- শ্রীনিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র কবিরাজ।
জয় জয় শ্রীগতি- গোবিন্দ রসময়
জয় তছু ভকত-সমাজ॥
জয় কবিরাজ- রাজ রস-সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম-মূরতি পরকাশ॥
যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চিত।
শুনইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত॥
জয় জয় যুগল- পিরীতিময় শ্রীযুত
চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌরগুণার্ণবে ঘুরত অহর্নিশি
জনু মন্দর গিরীন্দ্র॥
জয় জয় শ্রীযুত ব্যাস কৃপাময়
শ্যামদাস প্রভু আর।
জয় জয় পহুঁ মোর রামচরণ
শরণাগত করু আপনার॥

জয় জয় রাম-　　　কৃষ্ণ কুমুদানন্দ
দ্বিজকুল-তিলক দয়াল।
জয় জয় রূপ　　　ঘটক ষট্-রসময়
মণ্ডল ঠাকুর ভাল॥
জয় জয় নৃপবর　　　মল্ল বংশধর
শ্রীবীর-হাম্বির নাম।
জয় জয় শ্রীকবি-　　　রাজ কর্ণপূর
গোকুল শ্রীভগবান্॥
জয় জয় শ্রীগোপী-　　　রমণ রসায়ন
উজ্জ্বল-মূরতি নিতান্ত।
জয় জয় শ্রীনর-　　　সিংহ কৃপাময়
জয় জয় বল্লবীকান্ত॥
জয় জয় শ্রী-　　　বল্লভ পরমাদ্ভুত
প্রেম-মূরতি পরকাশ।
প্রভু-সুতা-চরণ-　　　সরোরুহ-মধুকর
জয় যত্নন্দন দাস॥
কবি নৃপবংশজ　　　ভুবন-বিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন　　　নিরুপম গুণগণ
গৌর-প্রেমময়-ধাম॥
ইহ সব প্রভুগণ-　　　চরণ যাঁক ধন
তাঁক চরণে করি আশ।

অতিহুঁ অসত-মতি পামর দুরগতি
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥ ১৮ ॥

ইতি মঙ্গল-জনিত-পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-গীত-কর্ত্তৃগণ-শ্রীচরণ-স্মরণং।

(১৯)

সুহই।

জয় জয় যদুকুল-জলনিধি-চন্দ।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দ-কন্দ ॥
জয় জয় জলধর-শ্যামল-অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত-ত্রিভঙ্গ ॥
মূরতি মদন-ধনু ভাঙ-বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম-শর নয়ন-তরঙ্গ ॥
চূড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড ॥
সুধই সুধাময়-মুরলী-বিলাস।
জগজন-মোহন মধুরিম হাস ॥
অবনী-বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহিঁ রসাল ॥
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ-অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥ ১৯ ॥

(২০)

শ্রীরাগ।

জয় জয় জগজন-লোচন-ফাঁদ।
রাধারমণ বৃন্দাবন-চাঁদ ॥ ধ্রু ॥

অভিনব নীল- জলদ তনু ঢর ঢর
পিঞ্ছ-মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ
নূপুর রণরণি বাজনি রে॥
ইন্দীবর-যুগ- সুভগ বিলোচন-
অঞ্চল চঞ্চল কুসুম-শরে।
অবিচল কুল- রমণীগণ মানস
জর জর অন্তর মদন-ভরে॥
বনি বনমাল আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দ দাস পহুঁ ॥ ২০ ॥

(২১)

ধানশী।

জয়তি জয় বৃষ- ভানু-নন্দিনী
শ্যাম-মোহিনী রাধিকে।
বেণী লম্বিত যৈছে ফণিমণি
বেঢ়ল মালতী-মালিকে॥
শরদ-বিধুবর ও মুখমণ্ডল
ভালে সিন্দূর-বিন্দু রে।
ভাঙ-গঞ্জিত জিনিয়া কাম-ধনু
চিবুকে মৃগমদ-বিন্দু রে॥

গরুড়-চঞ্চু জিনি নাসিকা সুবলনি
তাহে শোহে গজমোতি রে।
রাতা উতপল অধর-যুগল
দশন মোতিম পাঁতি রে॥
হৃদয় উপর শোহে কুচযুগ
লাজে চকোরিণী ভোর রে।
নাভি-সরোবরে লোম-ভুজগিনী
বিহরে কুচ-গিরি-কোর রে॥
কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়
ঝলকে দামিনী বিজই।
কনক-দণ্ড জিনি বাহু সুবলনি
কতহুঁ আভরণ সাজই॥
ক্ষীণ কটী-তটে নীল শাটী শোহে
কনক কিঙ্কিণী রোলই।
চরণে নূপুর শবদ সুন্দর
যৈছে চটকিনী বোলই॥
যাবক-রঞ্জিত ও নখ-চন্দ্রিক
কাম রোয়ত তাহ রে।
দীন বলরাম করত পরিহার
দেহ পদযুগ-ছাহ রে॥ ২১॥

(২২)

কানাড়া।

বন্দে শ্রীবৃষভানু-সুতা-পদং।
কঞ্জ-নয়ন-লোচন-সুখ-সম্পদং ॥
কমলান্বিত-সুভগ-রেখাঙ্কিতং।
ললিতাদিক-কর-যাবক-রঞ্জিতং ॥
সংসেবয় গিরিধরমতিমণ্ডিতং।
রাস-বিলাস-নটন-রস-পণ্ডিতং ॥
নখর-মুকুর-জিত-কোটি-সুধাকরং।
মাধব-হৃদয়-চকোর-মনোহরং ॥ ২২ ॥

শ্রীসঙ্কীর্ত্তনস্য অধিবাসঃ।

(১)

ধানশী।

এক দিন পঁহু হাসি অদ্বৈত-মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার ॥
শুনিয়া আনন্দে আসি সীতা ঠাকুরাণী হাসি
কহিলেন মধুর বচন।

তা শুনি আনন্দ-মনে মহোৎসবের বিধানে
কহে কিছু শচীর নন্দন ॥
শুন ঠাকুরাণি সীতা বৈষ্ণব আনিয়ে এথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায় যেবা বায় আমন্ত্রণ করি তায়
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে ॥
এত বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিল সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণঘট করহ স্থাপন ॥
আরোপণ কর কলা তাহে বান্ধ ফুলমালা
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বোলে খোল-মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রস ভাষে ॥ ২৩ ॥

(২)

মঙ্গল।

নানা দ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।

তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন আনিল মহান্তগণ
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গান করিবেন আস্বাদন
পূরিবে সবার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সকল ভকত-বৃন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ ২৪ ॥

(৩)

বরাড়ী।

আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণ-ঘট-স্থাপন
আম্র-পল্লব সারি সারি।
দ্বিজে বেদধ্বনি করে নারীগণ জয়কারে
আর সবে বলে হরি হরি ॥
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ॥
সবার আনন্দ মন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শ্রীনিত্যানন্দ রাম
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥ ২৫ ॥

(৪)

কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা
করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনে নিতাই ধন দেই মালা চন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বোলে ঘনে ঘন
কালি হবে কীর্ত্তন-মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব ॥ ২৬ ॥

(৫)

ভূপালী।

শ্রীপদ-কমল-সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ-গুণগণ করু গানে॥
শ্রীমুখ-বচন-শ্রবণ-অনুষঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেম-তরঙ্গী॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপ।
পহুঁক প্রতাপমন্ত্র করু জাপ॥ ধ্রু॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি।
পহুঁক চরণযুগ সারথি করবি॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশা-পাশ যোরি নহ ভঙ্গ॥
লীলা-জলধি-তীরে চলু ধাই।
প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই॥
রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস।
রতিমণি দেই পূরব অভিলাষ॥
সো রস-জলধি মাঝে মণি-গেহ।
তঁহি রহু গোবিন্দ সুশ্যামর দেহ॥
সারথি লেই মিলায়ব তায়।
গোবিন্দ দাস গৌর-গুণ গায়॥ ২৭॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং প্রথমঃ পল্লবঃ।

দ্বিতীয় পল্লব।

—:*:—

শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ (১)।

———

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

নাগরীর উক্তি।

কামোদ।

নিরমল গোরা-তনু কষিত কাঞ্চন জনু
হেরইতে পড়ি গেলুঁ ভোর।
ভাঙ-ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
সজনি! যব হাম পেখলুঁ গোরা।
আকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদন-লালসে মন ভোরা॥ ধ্রু॥
অরুণিত নয়নে তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুম-শর সাধে।
জীবইতে জীবনে থেহ নাহি পায়লুঁ
ডুবলুঁ গঙ্গা অগাধে॥

মন্ত্র মহৌষধি   তুহুঁ জানসি যদি
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে   শুন শুন এ সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥ ২৮॥

(২)

সখীদিগের পরস্পর উক্তি প্রত্যুক্তি।

ধানশী।

ঘরের বাহিরে   দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন   নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হৈল।
গুরু দুরুজন   ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব পাইল॥ ধ্রু॥
সদাই চঞ্চল   বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি   উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥
বয়সে কিশোরী   রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে   বাড়ায় লালসে
না বুঝি তাহার ছলা॥

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাসে কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে ॥ ২৯ ॥

(৩)

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত-বদনে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু হাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥ ৩০ ॥

(৪)

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীগণের উক্তি।

আড়ানা স্থহিনী।

কহ কহ সুবদনি রাধে।
কি তোর হইল বিয়াধে॥
কেন তোরে আন-মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতলে লেখি॥
হেম-কান্তি ঝামর হইল।
রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল॥
আঁখিযুগ অরুণ হইল।
মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল॥
কি লাগিয়া এমন হইলা।
না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥
এত শুনি কহে ধনী রাই।
এ যদুনন্দন মুখ চাই॥ ৩১॥

(৫)

সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

সিন্ধুড়া।

কদম্বের বনে   থাকে কোন জনে
কেমন শবদ আসি।
এ কি আচম্বিতে   শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি॥

সান্ধাঞা মরমে ঘুচাঞা ধরমে
করিলে পাগলী পারা।
চিত থির নহে সোয়াথ না রহে
নয়নে বহয়ে ধারা॥
কি জানি কেমন সেই কোন জন
এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে হৃদয় বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে॥
পরাণ না ধরে ধক ধক করে
রহে দরশন আশে।
যবহুঁ দেখিবে পরাণ পাইবে
কহয়ে উদ্ধব দাসে॥ ৩২॥

(৬)

ধানশী।

পহিলে শুনিলুঁ অপরূপ ধ্বনি
কদম্ব-কানন হৈতে।
তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥
আর এক দিন মোর প্রাণ-সখি
কহিলে যাহার নাম।
গুণিগণ-গানে শুনিলুঁ শ্রবণে
তাহার এ গুণগাম॥

সহজে অবলা   তাহে কুলবালা
গুরুজন-জ্বালা ঘরে।
সে হেন নাগরে   আরতি বাঢ়য়ে
কেমনে পরাণ ধরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া   মনে দঢ়াইনু
পরাণ রহিবার নয়।
কহত উপায়   কৈছে মিলয়
এ দাস উদ্ধবে কয়॥ ৩৩॥

(৭)

অথ সাক্ষাদ্দর্শনোক্তি—সখীর প্রতি।

তথা রাগ।

কিরূপ দেখিনু   মধুর মূরতি
পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে   এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার॥
বড়ি বিনোদিয়া   চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন চান্দ।
জিনি বিধুবর   বদন সুন্দর
ভুবন-মোহন ফান্দ॥
নব জলধর   রসে ঢর ঢর
বরণ চিকণ কালা।

অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
মণি মুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কে না কৈল নিরমাণ।
তরল নয়ানে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম বাণ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটী কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে ও রূপ নাগর
দেখিলে পরাণ রয়॥ ৩৪॥

(৮)

অথ চিত্রপটে দর্শন।

কামোদ।

কালিয়ার রূপ মরমে লাগিয়া
সোয়াথ না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া সখীরে কহই
দেখাইলে রহে প্রাণে॥
এ বোল শুনিয়া বিশাখা ধাইয়া
শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে দেখাবার তরে
পটের উপরে লেখি॥

আনি চিত্রপট   রাইয়ের নিকট
সমুখে রাখিলা সখী।
সে রূপ দেখিয়া   মূরছিত হৈয়া
পড়িলা কমলমুখী॥
মন্দাকিনী পারা   শত শত ধারা
ও দুটি নয়ানে বহে।
করহ চেতন   পাবে দরশন
দাস উদ্ধবে কহে॥ ৩৫ ॥

(৯)

সুহিনী।

যে দেখেছি যমুনার তটে।
সেই দেখি এই চিত্রপটে॥
যার নাম কহিলা বিশাখা।
সেই এই পটে আছে লেখা॥
যাহার মুরলী-ধ্বনি শুনি।
সেই বটে এ রসিকমণি॥
ভাট-মুখে যার গুণ-গাথা।
দূতী-মুখে শুনি যার কথা॥
এই মোর হরিয়াছে প্রাণ।
ইহা বিনে কেহ নহে আন॥
এত কহি মূরছি পড়য়ে।
সখীগণ ধরিয়া তোলয়ে॥

পুনঃ কহে পাইয়া চেতনে।
কি দেখিনু দেখাও সে জনে॥
সখীগণ করয়ে আশ্বাস।
ভণে ঘনশ্যামর দাস॥ ৩৬॥

(১০)

বালা ধানশী।

রাইক ঐছে দশা হেরি এক সখী
তুরিতহিঁ করল পয়ান।
নিরজনে নিজগণ সঞে যাঁহা মাধব
যাই মিলল সোই ঠাম॥
শুন মাধব! আর হাম কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু- কুমারী বর সুন্দরী
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়॥ ধ্রু॥
তুয়া অনুরূপ এক পট লেখিয়া
দেয়ল তাকর আগে।
সো রূপ হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
মানই করম অভাগে॥
অম্বরে নব জল- ধর হেরি সো ধনী
কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বর অব সহই না পারই
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥

ঐছে দশা হেরি সকল সখীগণ
রোয়ত যামিনী জাগি।
কহে যতুনন্দন শুন নন্দনন্দন
মিলহ সব জন ভাগি ॥ ৩৭ ॥

অথ দশ দশা।

লালসোদ্বেগ-জাগর্য্যা তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥

(১১)

লালসা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

কুসুমিত কানন হেরি শচীনন্দন
ডারত কাহে ঘনশ্বাস।
ক্ষেণে করতলে অব- লম্বই মুখশশী
ক্ষেণে ক্ষেণে রহত উদাস ॥
দেখ নব ভাব-তরঙ্গ।
যো অভিলাষহিঁ প্রকট নবদ্বীপে
তাকর নাহিক ভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল নয়নে চাহ চপলমতি
গতি জিত মত্ত গজরাজ।
পুন পুন ঐছন হেরত ফুলবন
কছু নাহি বুঝিয়ে কাজ ॥

ঐছন ভাতি করি তারল ত্রিভুবন
ভাসায়ল প্রেমামৃত দানে।
রাধামোহন বিন্দু না পাওল
আপন করম বিধানে॥ ৩৮॥

(১২)

উদ্বেগ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি।

বরাড়ী।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জীর-রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাঁহা তুহুঁ গৌরী আরাধলি কান।
জানলুঁ রাই তোহে মন মান॥
স্বামীক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলী নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐছন যতহুঁ মরম অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥ ৩৯॥

(১৩)

জাগর্য্যা।

পঠমঞ্জরী।

লোচন শ্যামর বচনহিঁ শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়মণি শ্যামর
শ্যামর সখী করু কোর॥
মাধব! ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥ ধ্রু॥
মরমহিঁ শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহিঁ লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন-নিন্দ॥
মনমথ সাগর রজনী উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দ দাস কতহুঁ আশোয়াসব
মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥ ৪০॥

(১৪)

তানব।

গান্ধার।

সহজে ননীক পুতলী গোরী।
জারল বিরহ-আনলে তোরি॥

বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোহারি নাম॥
শুন শুন মাধব কহলুঁ তোয়।
শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥ ধ্রু॥
অরুণ অধর বান্ধুলী ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল কবরী উরহিঁ লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুল-অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল॥ ৪১॥

(১৫)

দশ দশার একত্র বর্ণন।

সুহই।

অপরূপ তুয়া মুরলী-ধ্বনি।
লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি॥
কিরূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥

জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ।
অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ॥
পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি বাধা।
মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।
গোকুল মঙ্গল সবাই গায়॥
জ্ঞান দাস কহে শুন হে শ্যাম।
জীবন ঔখদ তোহারি নাম॥ ৪২ ॥

(১৬)

সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

মল্লার।

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥
পরনারী-গ্রহণ দহন সম তাপ।
ধরম-মরম জ্ঞানী কো করু পাপ॥
তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে লব দোখ।
জাগর দূরে রহু স্বপনহিঁ রোখ॥
শুনি সখী কানুক বচন অনুবন্ধ।
কহ রাধামোহন লাগল ধন্ধ॥ ৪৩ ॥

(১৭)

শ্রীরাগ।

কানুক ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত মাথ॥

কছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞান দাস॥ ৪৪॥

(১৮)

শেষ দশায় শ্রীমতীর বিলাপ।

গান্ধার।

নিজ সখী বদন হেরি সুধামুখী
বুঝি কহে গদগদ বাত।
রসিক সুনাহ মোহে যদি উপেখল
কাহে তাপায়সি আঁত॥
মঝু লাগি যতন কয়লি দুখ পায়লি
দৈবহিঁ যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাহে বিরস- বদনে ঘন রোয়সি
কিয়ে পুন কয়লি অকাজ॥
শুন সখি! কর তুহুঁ পর উপকার।
ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব
মৃত তনু রাখবি হামার॥ ধ্রু॥
কবহুঁ শ্যাম-তনু পরিমল পাওব
তবহুঁ মনোরথ পূর।

ইহ সব বচন　　　শুনই নাহি পারই
রহু রাধামোহন দূর ॥ ৪৫ ॥

(১৯)

সখীর উক্তি।

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন-লোচন-অমিয়া স্বরূপ ॥

রূপ চাহি গুণ নহে ঊন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন ॥

সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ।
হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ ॥

তবহুঁ সফল দিন মোর।
রাই শুতব যব্ কানুক কোর ॥

হাম পৈঠব কালিন্দী-বারি।
তবহুঁ মনোরথ পূরব তোহারি ॥

যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই ॥

গোবিন্দ দাস ভালে জান।
কানুক অন্তত পরাণ ॥ ৪৬ ॥

(২০)

শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ।

গান্ধার।

হামারি নিঠুরপণা শুনই ইন্দুমুখী
ভাঙ্গই প্রেম-অঙ্কুর।
দুখিত হৃদয় মাহা ধৈরজ করি পুন
ও রস করে জানি দূর॥

কিয়ে জানি পাপ মদন কদন শরে
তেজই নিরুপম দেহ।
হা হা মনোরথ সব কৈলুঁ আনমত
কি করব অব হাম থেহ॥

অব মঝু অন্তর জ্বলত তুষানল
সহই না পারই অঙ্গ।
হোই সমীরণ বাঢ়ই পুন পুন
দারুণ মদন তরঙ্গ॥

ধিক্ জীবন ধন যৌবন আভরণ
ধিক্ মোর এ সুখ সকল।
কহ রাধামোহন অনুগত বঞ্চিলে
পরিণামে ঐছন ফল॥ ৪৭॥

(২১)

সুহই।

যাঁহা বিলপয়ে বর কান।
তাঁহা সখী করল পয়ান॥
মিলল নাগর পাশ।
দীঘল তেজই নিশ্বাস॥
নাগর হেরি বিভোর।
নয়নহিঁ আনন্দ লোর॥
কানু কহই মৃদু ভাষ।
পূরব কি মঝু অভিলাষ॥
কৈছে আছয়ে ধনী রাই।
শুনইতে মঝু নিঠুরাই॥
হাম কয়লুঁ পরিহাস।
তাকর বিরহ-হুতাশ॥
অতয়ে গমন করু তাঁই।
তুরিতহিঁ আনবি রাই॥
এত শুনি সো সখী গেল।
রাইক সমুখহিঁ ভেল॥
কানুক ইহ রস ভাষ।
সবহুঁ কহল ধনী পাশ॥
সচকিত সো বরনারী।
তবহুঁ কয়ল অভিসারি॥

শুভখণে আওল কুঞ্জ।
সখীগণ আনন্দ পুঞ্জ॥
ইহ যদুনন্দন দাস।
ধায়ল কানুক পাশ॥ ৪৮॥

(২২)

অথ সখী শিক্ষা।

ভূপালী।

শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ॥
পহিলহিঁ বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি।
মৌন রহবি পহুঁ পুছইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে উলটি ধরবি মোহে কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ॥ ৪৯॥

(২৩)

অথ মিলন।

কামোদ।

রাইক কুঞ্জ গমন শুনি মাধব
অচপল প্রেম অনুমানি।

মিলইতে গমন　　করল বর নাগর
আনন্দে আপনা না জানি॥
চলইতে খলই　　চলই নাহি পারই
কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম-　　কদলী হেরি আকুল
গদগদ পুছে সোই নারী॥
ঐছন বহুত　　যতনে পহুঁ মিলল
দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ মন মান　　সফল ভেল জীবন
দুহুঁক গলয়ে প্রেম লোর॥
ধৈরজ ধরি হরি　　অঞ্চল পরশিতে
ধনীক মুগধি পরকাশ।
রাধামোহন পহুঁ　　চিতে ক্ষণ সংশয়
পিছে বুঝল পরিহাস॥ ৫০॥

(২৪)

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

কেদার।

থরহরি কাঁপয়ে গদগদ ভাষ।
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ॥
শুন শুন কানু করয়ে ধনী ভীত।
কবহুঁ না জানই সুরতকি রীত॥

তুহুঁ হোয়বি চন্দন সম শীত।
তোহে সোঁপল ইহ বাল-চরিত॥
রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়।
যৈছনে সুকুমারী দুখ নাহি পায়॥
নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম সব যাই।
এত কহি সব সখী রহল ছাপাই॥
তুহুঁকর কেলি দরশক আশে।
কব হেরব রাধামোহন দাসে॥ ৫১॥

(২৫)

ভূপালী।

পহিলহিঁ রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেয়ল চোরি॥

ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস ॥ ৫২ ॥

(২৬)

ভূপালী।

সুরত-তিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল-নয়ানী ॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশিতে গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ ॥
অভিনব-মদন-তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম-মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই ॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন-তার।
পিবইতে অধর রচই সীতকার ॥
নখর-পরশে ধনী চমকই গোরী।
দশইতে চমকি উঠই তনু মোড়ি ॥
কহইতে কহ গদগদ পদ আধ।
অনোঅন-মনে মনসিজ উনমাদ ॥
তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ।
গোবিন্দ দাস কহ রস-মরিযাদ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং দ্বিতীয়ঃ পল্লবঃ।

তৃতীয় পল্লব।

—:•:—

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ (১)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

সুহই বা জয়জয়ন্তী।

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরুছায়॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল।
বাসু কহে গোরা কেন এত উতরোল॥ ৫৪॥

(২)

সুবলের উক্তি।

বালা ধানশী।

অনুখণ হেরিয়ে তোহে আন-চিত।
দূর গেও মুরলী-আলাপন গীত॥
মরম না কহ কাহে প্রাণ-সাঙ্গাতি।
তুয়া মুখ হেরি অলত মঝু ছাতি॥

মরকত জিনিয়া কলেবর কাঁতি।
সো অব ঝামর কুবলয় ভাতি ॥
হেরইতে নিরমল লোচন জোর।
কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর ॥
শুনইতে ঐছন সহচর-বাণী।
ছোড়ি নিশ্বাস উলটায়ল পাণি ॥
দুরঅবগাহ মরম অভিলাষ।
সমুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৫৫ ॥

(ঙ)

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

গান্ধার।

কালিদমন দিন মাহ।
কালিন্দী-কূল কদম্বক ছাহ ॥
কত শত ব্রজ-নব-বালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরীক মালা ॥
তোহে কহোঁ সুবল সাঙ্গাতি।
তব্ ধরি হাম না জানোঁ দিন রাতি ॥
তহিঁ ধনী-মণি দুই চারি।
তহিঁ মনমোহিনী এক নারী ॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি ॥

অনুখণ তহিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বেয়াধি ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছে নব লেহা ॥ ৫৬ ॥

(৪)

ধানশী।

গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী ॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
ততহিঁ বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ ॥
উরহিঁ অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভবে শরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু ॥
পুনহিঁ দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি　　শুন যদুপতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী　　পরম গুণমণি
পুন কি মিলব তোয় ॥ ৫৭ ॥

(৫)

সুহই।

রতন-মন্দির মাহা　　বৈঠল সুন্দরী
সখী সঞে রস পরচায়।
হসইতে খসয়ে　　কতয়ে মণি মোতিম
দশন কিরণ অব ছায় ॥
শুন সজনি ! কহইতে না রহে লাজ।
সো বর নারী　　হামারি মন-বারণ
বান্ধল কুচগিরি মাঝ ॥ ধ্রু ॥
মঝু মুখ হেরি　　ভরম-ভরে সুন্দরী
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাখ　　বিশিখে তনু জর জর
জীবনে না বান্ধই থেহা ॥
করে কর জোরি　　মোরি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দ দাস ভণ　　তেঞি নন্দনন্দন
দোলত মদন-হিলোর ॥ ৫৮ ॥

(৬)

তিরোতা ধানশী।

অপরূপ পেখলুঁ রামা।
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন-নলিনী দো অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিতে
গীম গজমোতি হারা।
কাম কম্বু ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী ধারা॥
পয়সি পয়াগে যাগ শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী॥ ৫৭॥

অত্র "যব ধরি পেখলুঁ রামা" ইত্যাদি পদং যথাসম্ভবং গেয়ং।

(৭)

অথ শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তদ্ভুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

পাহিড়া।

কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর
মূরতি জগ-মন-হারী ॥
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরা-তনু
আকুল কুলবতী নারী ॥ ধ্রু ॥
বিফলে উদয় করে গগনে সে শশধরে
গোরা-রূপে আলা তিন লোকে।
তাহে এক অপরূপ যেবা দেখে চাঁদমুখ
মনের আঁধার নাহি থাকে ॥
ঢল ঢল হেমমণি কিয়ে থির দামিনী
ঐছন বরণক আভা।
তাহে নাগরালি বেশ ভুলাইল সব দেশ
মদন-মনোহর শোভা ॥
যতি সতী মতি হত গেল মেনে কুলব্রত
আইল ভুবন-চিত-চোর।
হরেকৃষ্ণ দাস কয় গোরা না ভজিলে নয়
এ ঘর-করণে দেহ ডোর ॥ ৬০ ॥

(৮)

শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

তিরোতা ধানশী।

ধনি! ধনি রমণী-জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ ধ্রু॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা- অবলম্বনকারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥
কেশ পসারি যবহুঁ তুহুঁ আছলি
উর পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি
করে কর জোরহিঁ মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখী করি কোর॥
এতহুঁ নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলী তুহুঁ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৬১॥

(৯)

বরাড়ী।

কতয়ে কলাবতী　　যুবতী সুমূরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি অব হাসি　　রভস রসে কাহুক
কুটিল-নয়নে নাহি চাহ॥
সুন্দরি! অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভখণে স্বামি-　　বরত তুহুঁ ছোড়লি
নারী-বরত নিল কান॥ ধ্রু॥
তুয়া নিজ নাম　　গাম ঘন গায়ই
সো এক আখর রঙ্ক।
শুনইতে 'রাতি'　　'রতন' 'রতি' 'রাতুল'
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণগাম　　নাম ঘন গায়ই
অবেকত মুরলী নিসান।
সহচরী-কোরে　　ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ৬২॥

(১০)

ভুপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ॥

সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ জনি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দ-কলা সম বাড়ি॥
তুহুঁ যৈছে রসবতী কানু রসকন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুষঙ্গ।
চৌরী পিরীতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
অতে তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহ ইথে নাহি লাজ।
রূপ-গুণবতীকা ইহ বড় কাজ॥ ৬৩॥

(১১)

শ্রীরাধিকার প্রত্যুক্তি।

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥
সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয়॥
সোঁ বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥

দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকষব যব্ রাখব কোই॥
বিদ্যাপতি কহ মিছই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ৬৪॥

(১২)

অথ সখীর উক্তি।

পঠমঞ্জরী।

হামারি বচন শুন রাই।
দূরহিঁ তাক　　পরশ বিনে অব তুহুঁ
মন্দিরে ভয় অবগাই॥
বিদগধ রসিক-　　শিরোমণি নাগর
দরশে বুঝবি ব্যবহার।
ঐছন সংশয়　　আর তুহুঁ না করবি
শুভক্ষণে কর অভিসার॥
ঐছন বচন　　শুনিয়া বর মুগধিনী
নিজ প্রিয় সহচরী মেলি।
বেশ বনাই　　কতয়ে মনে সংশয়
কালিন্দী-তীরহিঁ গেলি॥
অপরূপ কুঞ্জ-　　কুটীরে নব নাগর
পথ হেরি আকুল পরাণ।
সবহুঁ সখী　　পরবোধি মিলায়ল
যত্নুনন্দন রস গান॥ ৬৫॥

(১৩)

কামোদ।

একে ধনী পত্নমিনী সহজই ছোটী।
করে ধরইতে কত করুণা কোটী॥
হঠ পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।
হরি-ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল॥
বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিগ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহিঁ সঙ্গ॥ ৬৬॥

অত্র "সুরত তিয়াসে" ইত্যাদি পদং যথাসম্ভবং গেয়ং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং তৃতীয়ঃ পল্লবঃ।

চতুর্থ পল্লব।

—:❋:—

শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ (২)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

নীরদ-নয়ানে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব-হেম- কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর॥ ধ্রু॥
চঞ্চল চরণ- কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত আগোর॥
অবিরত প্রেম- রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।

তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত

গোবিন্দ দাস রহু দূর ॥ ৬৭ ॥

(২)

কানাড়া।

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ্র।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেণে খেণে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ ॥
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥ ৬৮ ॥

(৩)

অথ শ্রীরাধিকার প্রতি সখীর উক্তি।

বালা ধানশী।

রাধে! নিগদ নিজং গদমূলং।
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপকুলমনুকৃত-বিকট-কুকূলং ॥ধ্রু॥
প্রচুর-পুরন্দর-গোপ-বিনিন্দিত-কান্তিপটলমনুকূলং।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি সংভৃতমুরসি দুকূলং ॥
অভিনন্দসি নহি চন্দ্র-রজোভব-বাসিতমপি তাম্বূলং।
ইদমপি বিকিরসি বরচম্পক-কৃতমনুপম-দাম-সচূলং ॥

ভজদনবস্থিতিমখিল-পদে সখি! সপদি বিড়ম্বিত-তূলং।
কলিত-সনাতন-কৌতুকমপি তব হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং ॥৬৯॥

(৪)

বরাড়ী।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ ॥
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ।
জানলুঁ ভেটলি শ্যামরু চন্দ ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই ॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত ॥
দূরে রহু গুরুজন গৌরব-লাজ।
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ৭০ ॥

(৫)

ধানশী।

তোহারি বেদন　　ছেদন কারণ
পুন পুন পুছি তোয়।

তুহুঁ উর ধরি ধরি মরি মরি বোলসি
শুধ বুধ সব খোয় ॥
আলি রি! হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে।
যো তুয়া দুখে দুখায়ত শতগুণ
তাহারে কি বেদনা না কহিয়ে ॥ ধ্রু ॥
এ তুয়া সঙ্গিনী রঙ্গিণী রসকিনী
কহিলে কি আওব লাজে।
ফণি-মণি ধরব শমন-ভবনে যাব
যৈছে সিধায়ব কাজে ॥
হাম আগুয়ানী আগুনি পৈঠব
বৈঠব যোগিনী সাজে।
তন্ত্র মন্ত্র যত শত শত ঢূড়ব
বুড়ব সাগর মাঝে ॥
ভাবনা অব তুয়া অন্তরে অন্তরু
কহিলে কি রহে তাপ-লেশ।
বিন্দু ইন্দুমুখী সিন্ধু উতারব
বোলহ বচন বিশেষ ॥ ৭১ ॥

(৬)

শ্রীরাধিকার উক্তি।

পাহিড়া।

কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজমুপরি চুচুম্ব স রঙ্গী।
তেন হঠাদহমভবং বেপথু-মণ্ডল-সঙ্কুলদঙ্গী ॥

ভাবিনি। পৃচ্ছ ন বারংবারং।
হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনো মম বল্লব-রাজকুমারং ॥ ধ্রু ॥
দাড়িম-লতিকামনু নিস্তল-ফল-নমিতাং স দধে হস্তং।
তদনুভবান্মম ধর্ম্মোজ্জ্বলমপি ধৈর্য্য-ধনং গতমস্তং ॥
অদশদশোক-লতা-পল্লবময়মতনু-সনাতন-নর্ম্মা।
তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরং বত বিস্মৃত-কায়িক-কর্ম্মা ॥ ৭২ ॥

(৭)

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ-নয়ন-গতি বিজুরী চমক জিতি
দগধল কুলবতী লাজ ॥
সজনি। যাইতে পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম-শর
নয়ানে না হেরিয়ে আন ॥ ধ্রু ॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয় দলে করু দংশ ॥
অতয়ে সে মঝু মন জ্বলতহিঁ অনুখণ
দোলত চপল পরাণ।

গোবিন্দ দাস মিছাই অশোয়াসল
অবহুঁ না মিলল কান ॥ ৭৩ ॥

(৮)

ধানশী।

চূড়ক চূড় ময়ূর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতী-মাল।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কার ॥
সজনি! কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি-কদম্ব-তলে সো রতি-নায়ক
পেখলুঁ নটবর-ভঙ্গ ॥
কতহুঁ বিষম শর নয়ন তূণ ভর
সঞ্চরু ভাঙ কামানে।
নাগরী-নারী- মরম মাহা হানই
লখই না পারই আনে ॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর-আকার।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
মদন মোহন অবতার ॥ ৭৪ ॥

(৯)

শ্রীরাগ।

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর ॥

না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ানে।
হানত অতয়ে কুসুম-শর বাণে॥
এ সখি কাহে ভেটল নন্দ-নন্দনা।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা॥ ধ্রু॥
তৈখনে দখিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥
সাজহ শেজ কমল-দল পাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ শাতি॥
তাঁহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরজ লাজ গেল দুহুঁ ভাগি॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দ দাস কহ মিলব কান॥ ৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ (২)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

দেখ সখি! গৌর পরম অনুপাম।
শৈশব তারুণ   লখই না পারিয়ে
তবহুঁ জিতল কোটি কাম॥ ধ্রু॥

সুরধুনী-তীরে সবহুঁ সখা মেলি
বিহরই কৌতুক রঙ্গী।
কবহুঁ চঞ্চল-গতি কবহুঁ ধীর-মতি
নিন্দিত গজগতি ভঙ্গী॥
থির নয়নে খেণে ভোরি নেহারই
খেণে পুন কুটিল কটাখ।
কবহুঁ ধৈরজ ধরি রহই মৌন করি
কবহুঁ কহই লাখে লাখ॥
রাধামোহন দাস কহই সতি শুনহ
ইহ নহ-বয়স-বিলাস।
যছু লাগি কলিযুগে প্রকট শচীসুত
সোই ভাব পরকাশ॥ ৭৬॥

(২)

আদৌ শ্রীমতীর নাম শ্রবণে যথা।

সুহিনী।

সখি! রাধা নাম কি কহিলে।
শুনি কাণ মন জুড়াইলে॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ঐ নামে আছে কি মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥

চিতে নিতে মূরতি বিকাশ।
অমিয়া সায়রে যেন বাস ॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যতুনন্দন মন কাঁদ ॥ ৭৭ ॥

(৩)

তথা রাগ।

রাধা নাম কি কহিলে আগে।
শুনইতে মনমথ জাগে ॥
সখি! কাহে কহলি উহ নাম।
মন মাহা নাহি লাগে আন ॥
কহ তছু অনুপম রূপ।
বুঝলম অমিয়া স্বরূপ ॥
হেরইতে আঁখি করে আশ।
কহ রাধামোহন দাস ॥ ৭৮ ॥

(৪)

শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধি।

গান্ধার।

কি কহব মাধব বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব ॥

আধ আধ চাহি যাই পথ আধা।
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা॥
হামরা দুইজনে পথে একু মেলি।
সো আন জন সঞে করু আন খেলি॥
যব কছু পুছিয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশে হাসি পশি যাব॥
ঐছন হেরি দৈব ভেল সঙ্গ।
বিহি উদগীম যাহি দিল ভঙ্গ॥ ৭৯॥

(৫)

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলুঁ রাই॥
মুখ-রুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন-ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতীক বচনে।
বিকসত অঙ্গ না যায়ত ধরণে॥ ৮০॥

(৬)

শ্রীরাগ।

কহইতে সো ধনী বচন না শুন।
পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পুন॥
আন পরথাই যাই যব পাশ।
আন সম্ভাষে আন পরিহাস॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকুল॥
লাজে লাজাই কহলুঁ এক বেরি।
যতনহিঁ নয়ন-কোণে নাহি হেরি॥
মুকুলিত করজ-কুসুম নাহি ভেল।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভৈ গেল॥
কুবলয় কর চির চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥
অপর সে আন সঞে প্রিয়সখী সঙ্গে।
জ্ঞান দাস কহে বুঝল অনঙ্গে॥ ৮১॥

(৭)

তিরোতা।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥

মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার।
সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ॥
মাধব পেখলুঁ অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
দুহুঁ এক যোগ ইহকো কহে সেয়ানি॥ ৮২॥

(৮)

তথা রাগ।

খেণে খেণে নয়ন-কোণ অনুসরই।
খেণে খেণে বসন ধূলি তনু ভরই॥
খেণে খেণে দশন ছটাছট হাস।
খেণে খেণে অধর আগে করু বাস॥
চঙকি চলয়ে খেণে খেণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি থোর থোর।
খেণে আঁচর দেই খেণে হোয় ভোর॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না ারিয়ে জেঠ কনেঠ॥

বিদ্যাপতি কহ শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না. জান॥ ৮৩ ॥

অত্র "দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন" ইত্যাদি পদং গেয়ং।

(৯)

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

বরাড়ী।

রাধা বয়স কহসি তুহুঁ থোর।
মন মাহা মনসিজ তব্ কাহে মোর॥
ইথে যদি সজনি কহসি নানা ছন্দ।
বুঝলম কহসি সকলি পুন ধন্দ॥
হামারি শপথি তোহে কহ কথিঁ রূপ।
শ্রবণ-রসায়ন অমিয়া স্বরূপ॥
নামহিঁ যাক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ॥ ৮৪ ॥

(১০)

সাক্ষাদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥

পেখলুঁ ব্রজ-নব-নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মন মাহা মোরি॥
তবহিঁ কুসুম-শর জোরি।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি॥
গোবিন্দ দাস চিতে জাগ।
চাঁদকি লাগি সূরয উপরাগ॥ ৮৫॥

(১১)

বালা ধানশী।

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকমতি হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহিঁ খেলি॥ ধ্রু॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥

যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নিত রাই চিহ্নই নাহি জান॥ ৮৬॥

(১২)

তথা রাগ।

শুন শুন এ সখি কর অবধান।
সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ॥
যব্ ধরি না দেখিয়ে সো চাঁদ মুখ।
তব্ ধরি মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
ঝর ঝর অনুখণ এ দুই নয়ান।
জর জর অন্তর না যায় পরাণ॥
তা সঞে রভস-রস যদি নাহি হোয়।
নিচয় না জীয়ব কহলম তোয়॥
দুই এক পলকে মিলয়ে বরনারী।
যদুনন্দন তব্ যাও বলিহারি॥ ৮৭॥

(১৩)

ভূপালী।

এত শুনি দোতী চলল ধনী পাশ।
যৈছনে নাহক পূরয়ে আশ॥
বচনক ভাতি আপন হিয়ে সাঁচি।
মিললি মুগধী সঞে গুরুজনে বাঁচি॥

হেরি সুধামুখী হরিণ-নয়ানী।
পুছইতে না পুছয়ে তা সঞে বাণী॥
কহ যতুনন্দন কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান॥ ৮৮॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য দশ দশা।

(১৪)

১ম দশা—লালসা।

সুহই।

চম্পক-দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥
"রা" কহি "ধা" পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখমণি লোটায় ধরণী পুনি
কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দ দাস তুয়া চরণে নিবেদল
কানুক এতহুঁ সম্বাদ।

নিচয়ে জানহ　　　　তছু দুখ-খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ ॥ ৮৯ ॥

(১৫)

২য় দশা—উদ্বেগ।

আড়ানা।

কাঞ্চন যূথী কুসুমময় গোরী।
নিরমই মূরতি যতন করি তোরি ॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু-তাপে ভসম ভই যায় ॥
শুন শুন ও বৃষভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি ॥
ঝামর ভেল নীল-উতপল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়ন তরঙ্গ ॥
বিগলিত মুরলী খুরলী রহু দূর।
অনুখণ মদন-দহন ভরিপূর ॥
বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি।
সহচর মেলি মরত জীউ ফাটি ॥
জীউ রহত অব তুয়া রস-আশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দ দাসে ॥ ৯০ ॥

(১৬)

৩য় দশা—জাগর্য্যা।

সুহই।

গহন বিরহ গহ লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি॥
করতহিঁ তোহারি ধেয়ান।
নিঝরে ঝরই নয়ান॥
এ ধনি জানি কহ আন।
তো বিনু আকুল কান॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর॥
সো রস পরশ না পাই।
মূরছিত ধরণী লোটাই॥
মন মাহা মদন-তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ॥
কহতহিঁ গদ গদ ভাষ।
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥ ৯১॥

(১৭)

৪র্থ দশা—তানব।

তথা রাগ।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে॥

চাঁদ দিনহিঁ দিন হীনা।
সো পুন পালটি খেণে খেণে ক্ষীণা॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গঢ়ায়ব বুঝি কত বেরি॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥ ৯২॥

(১৮)

৫ম দশা—জড়িমা।

আড়ানা।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল হরি কছু না আলাপি॥
পরসঙ্গে কহলহিঁ নামহিঁ তোরি।
তবহিঁ মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥
সুন্দরি ইথে নাহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ॥
যোই নয়ন-ভঙ্গী না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর-তরঙ্গ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীঘল নিশাস॥
বিদ্যাপতি কহ মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দ দাস রহু তহিঁ কৃত সাখী॥ ৯৩॥

(১৯)

ষষ্ঠ দশা—বৈয়গ্র্য।

তিরোতা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥
শুনিলে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ৯৪॥

(২০)

৭ম দশা—ব্যাধি।

তথা রাগ।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥ ধ্রু॥
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনী জাগি॥

ক্ষীণ-তনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত-পুতলী সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুটি আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার॥ ৯৫॥

(২১)

৮ম দশা—উন্মাদ।

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
"হা ধিক্" "হা ধিক্" বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপ নারায়ণ সাখী॥ ৯৬॥

(২২)

৯ম দশা—মোহ।

গান্ধার।

সুন্দরি! তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।

কানুক নবমী দশা হেরি সহচরী
ধরই না পারই পরাণ ॥ ধ্রু ॥

কতয়ে ক্ষীণতনু কহই না পারিয়ে
তেজত তাহে ঘন শ্বাসে।

তেজব পরাণ ঐছে অনুমানিয়ে
রহত তোহারি আশোয়াসে ॥

কি জানিয়ে কি খেণে নেহারল তুয়া রূপ
তব্‌ধরি আকুল ভেলি।

খেণে খেণে চমকি চমকি অব মূরুছয়ে
হেরি রোয়ত সখী মেলি ॥

কোই যব তোহারি নাম কহে শ্রবণহিঁ
তবহিঁ নয়ন পরকাশ।

এতহুঁ নিদেশ কহল তোহে সুন্দরি
পামরি বল্লভ দাস ॥ ৯৭ ॥

(২৩)

১০ম দশা—মৃত্যু।

শ্রীরাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।

নিদান দেখিয়া আইনু পুন ॥

দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হয়ে শুধি॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
সোণার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই॥
তুলা খানি দিলুঁ নাসিকা মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥
আছয়ে শোয়াস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দিব্॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔখধ রাধা॥ ৯৮॥

ইতি দশ দশা।

(২৪)

ভূপালী।

কানুক শেষ দশা শুনি রাই।
কাতর-বদনে সখী-মুখ চাই॥
ঐছন ইঙ্গিত সহচরী পাই।
আনন্দে নিমগন বেশ বনাই॥

সুখময় কুঞ্জহিঁ করল পয়ান।
পন্থহিঁ কতবিধ করু অনুমান॥
আকুল নাগর হাম অতি ভীত।
না জানি রভস-রস পহিল পিরীত॥
ঐছন ভাবিতে মিলল আয়।
ধাই কহল দোতী নাগর-পায়॥
দূর কর বিরহ আওল ধনী রাই।
চমকি উঠল জনু জীবন পাই॥
আনন্দে আগুসরি আওল কান।
কুঞ্জ মাঝে সবে করল পয়ান॥
সুন্দরী মুগধিনী বচন না কহই।
সহচরী-আঁচর ধরি তঁহি রহই॥
পহিল সমাগম রাধা কান।
মোহন দূরহিঁ তুহুঁক গুণ গান॥ ৯৯॥

(২৫)

কেদার।

ধরি সখী-আঁচর ভই উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি-পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলী চলই পুন চাহ।
রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥

লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি কোঙারী॥
পরশিতে তরসি করহিঁ কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়ন-জল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥
শুতলি ভীত পুতলী সম গোরী।
চিত-নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দ দাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কান॥ ১০০॥

(২৬)

সখীর প্রতি সখীর উক্তি।

তথা রাগ।

সৌরভে আগরী রাই সুনাগরী
কনক-লতা সম সাজ।
হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গম-রাজ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল-ভুজগ-কোরে ছোড়ি মুগধী সখী
গমন যুকতি না জুয়ায়॥

চন্দ্রক চারু ফণাগণ মণ্ডিত
বিষ বিষমারুণ দিঠ
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মিঠ ॥
এক সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহিঁ
পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দ দাস কহ মেলি সবহুঁ সখী
বুঝহ রস অবগাই ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং চতুর্থঃ পল্লবঃ।

পঞ্চম পল্লব

—**—

শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ (৩)।

——:*:——

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

"দেখ সখি গৌর পরম অনুপাম" ইত্যাদি পদং গেয়ং।

(১)

শ্রীরাগ।

পৌগণ্ড বয়স শেষে গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভুরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর॥
লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটী।
বুঝিতে নারিনু এই তার পরিপাটী॥
বাম নয়নে পুন কটাক্ষ করয়।
মধুর মধুর স্মিত করে বুঝিল না হয়॥
কুন্দন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি।
রাধামোহন পহুঁ ভাবে কুতূহলী॥ ১০২॥

(২)

ধানশী।

মো মেনে মনু গোরাচাঁদেরে দেখিয়া।
অপরূপ রূপ কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া॥

খেণে শীঘ্রগতি চলে মারে মালসাট।
খেণে থির হৈয়া চলে সুরধুনী-বাট ॥
অরুণ নয়ানে ঘন চাহে অনিবার।
হানিলে নয়ান-বাণ হিয়ার মাঝার ॥
আজানুলম্বিত ভুজ দোলে দুই দিগে।
যুবতী যৌবন দিতে চাহে অনুরাগে ॥
খেণে মন্দ মন্দ হাসি খেণে উতরোল।
না বুঝিয়া নরহরি হইল বিভোল ॥ ১০৩ ॥

(৩)

তিরোতা ধানশী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল-বলে ধনী দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি ॥
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয়-থল লালিম দেল ॥
চঞ্চল চরণ চিত্ত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ॥ ১০৪ ॥

(৪)

তথা রাগ।

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে ॥
বালা জন সঞে যব্ রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহিঁ করই ॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটলুঁ রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী ॥
কেলি-রভস যব্ শুনে।
আনত হেরি ততহিঁ দেই কাণে ॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা-চরিত রসিক জন জানে ॥ ১০৫ ॥

(৫)

পঠমঞ্জরী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥
মদনকি ভাব পহিল পরচার।
ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইনকে ক্ষীণ উনহিঁ অবলম্ব ॥

প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
বরণ প্রকট ফের উহ্নক নেল ॥
চরণ চঞ্চল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥
নব কবি শেখর কি কহিতে পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন ব্যবহার ॥ ১০৬ ॥

(৬)

বরাড়ী।

রাধা বয়স কহসি তুহুঁ থোর।
মন মাহা মনসিজ তব্ কাহে মোর ॥
ইথে যদি জানি করু নানা ছন্দ।
বুঝলম কহসি সকল পুন ধন্দ ॥
হামারি শপথি তোহে কহ কথি রূপ।
শ্রবণ-রসায়ন অমিয়া স্বরূপ ॥
নামহিঁ যাক অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ রাধামোহন প্রেম-তরঙ্গ ॥ ১০৭ ॥

(৭)

ধানশী।

মাধব ঐছে বচন শুনি সো সখী
চললহিঁ রাইক পাশ।
মন মাহা বচন রচন করি যৈছনে
নাহক পূরয়ে আশ ॥

অপরূপ দোতীক রীত।
সখীগণ সঙ্গে   রাই যাঁহা বৈঠই
তাঁহি যাই উপনীত ॥ ধ্রু ॥
শুন শুন রমণী-   শিরোমণি মুগধিনি
তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম।
তুয়া রূপ হেরি   সোই ভেল আকুল
কহই দাস বলরাম ॥ ১০৮ ॥

(৮)

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল ॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত ॥
সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী ॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥ ১০৯ ॥

(৯)

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহুঁ জানি ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদ-কলা সম বাঢ়ি॥
তুহুঁ যৈছে রসবতী কানু রসকন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হয়ে লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ-গুণবতীকা ইহ বড় কাজ॥ ১১০॥

(১০)

শ্রীরাধিকার উক্তি।

ভাটিয়ারী।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥

সহচরী মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরতকি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥
সো বরনাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কি বোলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥ ১১১॥

(১১)

অথ সখীশিক্ষা।

কানাড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহিঁ অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যায়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত-বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহিঁ নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥

মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥ ১১২॥

(১২)

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে চললি বররঙ্গিণী
শোভা বরণি না হোয়।
কত কত চাঁদ চরণ-তলে নিছই
লাখ মদন তহিঁ রোয়॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম-রঙ্গ।
পদ দুই চারি চলত পুন ফিরই
ভীতহিঁ কম্পিত অঙ্গ॥ ধ্রু॥
ঐছন ভাতি আওল যাঁহা মাধব
দ্বারহিঁ রহু পুন ঠারি।
অদভুত মনহিঁ বিলাসন-উনমুখ
তবহিঁ নয়ানে ঝরু বারি॥
পুন পরবোধিয়া নিকটহিঁ আনিয়া
কহে সখী সুমধুর বাণী।
বুঝি করবি রতি জগত-দুলহ অতি
কমলিনী সোঁপলুঁ আনি॥

আপন করি তোহে ইহ যৈছে জানত
ঐছন করবি আচার।
মধুসূদন পুন চন্দন বিলেপন
বর কুসুমে সুশিঙ্গার॥
কহ রাধামোহন আর কিয়ে শুভদিন
ঐছন হোয়ব মোরি।
নিজ জন জানি সেবনে নিয়োজব
সদয় হৃদয় মোহে গোরী॥ ১১৩॥

(১৩)

বিহাগড়া।

সকল সখী পর- বোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধ বিপিন সোঁ মৃগী
তেজই তীখণ নিশ্বাস॥
বৈঠল শয়ন- সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ নাহি হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশ দিশ
দেই মনমথ ফোয়॥
নিবিড় নীবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম কঠোর কামিনী
মানে নাহি পরবোধ॥

সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কথিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ পরিহর
পূরব কি রতি আশ॥
কান্ত কাতরে কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়।
কি জানি কি পর- কার অব দুহুঁ
কছুই নাহি অবধায়॥
দিবস চারি গোঙাও মাধব
করহ রতি সমাধান।
বড়ই কাজ সোঁ বড়ই ধৈরজ
সিংহ ভূপতি ভাণ॥ ১১৪॥

(১৪)

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি পতিগেহ।
ঘর সঞে করযয়ে নয়ল সুনেহ॥
নিবসয়ে নরপতি পতিভয় লাজ।
দোতীক পৈঠয়ে এ হেন অকাজ॥
কি কহব রে সখি কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান॥ ধ্রু॥
যব ধনী যতনে কান্ত সঞে ভেট।
অবনত-নয়ানে বয়ান করু হেট॥

যব্ তুঁহু সোঁপল করে কর আপি।
সাধসে ধয়ল তুহুঁক তনু কাঁপি॥
যব্ তুহুঁ পায়ল মদন-শয়ান।
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচবাণ॥
গোবিন্দ দাস কহ তুহুঁ সে সেয়ানী।
হরি-করে সোঁপলি হরিণী-নয়ানী॥ ১১৫॥

অত্র প্রার্থনা।

শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ হের নয়ানের কোণে।
শরণ লইনু তোমার শীতল চরণে॥
দিয়াছি তোমার দায় আমার কেহ নাই।
তুমি দয়া না করিলে যাব কার ঠাঁই॥
প্রভু নিত্যানন্দচাঁদ করহ করুণা।
কাতর হইয়া ডাকে দীনহীন জনা॥
পূর্ব্বে পাপী তরাইলে এবে না তরাও।
পাপিষ্ঠ-উদ্ধার এবে জগতে দেখাও॥
তোমার কৃপা না পাইয়া বেড়াই কান্দিয়া।
পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে যাচিয়া॥
সে করুণা প্রকাশিয়া উদ্ধারহ মোরে।
শুনিয়াছি দয়ার ঠাকুর দেখুক সংসারে॥ ১১৬॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং পঞ্চমঃ পল্লবঃ।

ষষ্ঠ পল্লব।

শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ (৪)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

কামোদ।

কি ক্ষণে দেখিনু গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে॥
বিধি তো বিনে বলিতে কেহ নাই।
যত গুরু গরবিত গঞ্জন-বচন কত
ফুকরি কাঁদিতে নাহি ঠাঁই॥ ধ্রু॥
অরুণ-নয়ানের কোণে চাঞাছিল আমা পানে
পরাণে বড়শি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর ছারেখারে যাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে॥

আপনা আপনি খাইনু　　ঘরের বাহির হৈনু
শুনি খোল করতালের নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয়　　মরমে যার লাগয়
কি করিবে কুল-পরিবাদ ॥ ১১৭ ॥

(২)

পঠমঞ্জরী বা গুর্জ্জরী।

এই ত গোকুলবাসী　　কেহ কিছু জানসি
তাহার চরণে করোঁ সেবা।
তোমরা আসিয়া দেখ　　রাইয়ের বেয়াধি লখ
রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেঁবা ॥
সব দেব হাকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কোঙারের নামে কাঁপি ঝাঁপি উঠে ॥
কালিয়া কোঙার থাকে কদম্বের ডালে।
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে ॥
তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর।
পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর ॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দঢ়।
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড় ॥ ১১৮ ॥

(৩)

সুহই।

রাই কেন বা এমন হৈলা।
কিরূপ দেখিয়া আইলা ॥

মরম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাঙ তোয় ॥
না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত ॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর ভৈ গেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞান দাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥ ১১৯ ॥

(৪)

তুড়ী।

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে সেখানে ভুলিল বাটে
তিমিরে গরাসিল মোরে ॥ ধ্রু ॥
রসে তনু ঢর ঢর তাহে নব কৈশোর
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে ময়ুর-চন্দ্রিকা ঠামে
ললিত লাবণ্য রূপ-শেষ ॥
ললাটে চন্দন-পাঁতি নব-গোরোচনা-ভাতি
তার মাঝে পূর্ণমিক চান্দ।

অলকা-বলিত মুখ　　　ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ
কামিনী জনের মন ফান্দ ॥

লোকে তারে কাল কয়　　　সহজ সে কাল নয়
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা　　　কদম্ব গাছেতে ঠেকা
ভুবন-মোহন রূপ-ভাতি ॥

সঙ্গে ননদিনী ছিল　　　সকল দেখিয়া গেল
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞান দাসেতে কয়　　　তারে তোমার কিবা ভয়
সে কি সতী বোলইতে পারে ॥ ১২০ ॥

(৫)

তথা রাগ।

আলো সই। কি হইল মোরে প্রেম-জ্বালা।
মো মেনে আপনা খাইনু　　　কেনে বা যমুনা গেনু
শয়নে স্বপনে দেখি কালা ॥

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে　　　নানা আভরণ অঙ্গে
সাধে গেলাম জল ভরিবারে।
তেমাথা পথের ঘাটে　　　সেখানে ভুলিনু বাটে
কালামেঘে ঝেঁপেছিল মোরে ॥

যমুনা যাইতে পথে দো সারি কদম্ব আছে
তাতে চরে সে কোন দেবতা।
তার গলার মালা দিলে আচম্বিতে মোর গলে
সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা ॥
সে কালা কালিয়া শ্যাম কালিয়া তাহার নাম
কালিন্দী-কদম্ব-তলে থানা।
বংশীবদনে কয় যুবতী জীবার নয়
দেখিলে মরমে দেয় হানা ॥ ১২১ ॥

(৬)

ভাটিয়ারী।

তখনি বলিল তোরে যাইস না যমুনা-তীরে
চাইস না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখনে কেন বা বোল শুন না গো বড়ি মাই
গা মোর কেমন কেমন করে ॥
রাঙ্গ হাত রাঙ্গা পা মেঘের বরণ গা
রাঙ্গা দীঘল ছুটি আঁখি।
কাহার শকতি উহার দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আইসে আপনাকে রাখি ॥
কাণে মকর-কুণ্ডলে আস্ত মানুষ গিলে
কাচাঁ পাকা কিছু নাহি বাছে।
আমরা উহার ডরে সদাই ডরাই গো
বাহির না হই বাড়ীর নাছে ॥

আন সনে কথা কয়　　　　আন জনে মূরুছায়
ইহা কি শুনেছ সখি কাণে।
এ কুল ও কুল মোরা　　　　দু কুল খাঞাছি গো
হয় নয় বংশী দাস জানে ॥ ১২২ ॥

(৭)

তথা রাগ।

আলো মুঞি জানোঁ না,
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥ ধ্রু ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা ॥
কটি পীত বসন রশনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া ॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু কুলে দিনু দুখ।
জ্ঞান দাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥ ১২৩ ॥

(৮)

সুহই।

শ্যাম পানে চাহিয়া অকাজ করিনু।
দিবস রজনী আন নাহি জানি
ভাবিতে গুণিতে মনু ॥ ধ্রু ॥
দাঁড়াইয়া তরুমূলে আকুল করিল মোরে
ঈষত বঙ্কিম দিঠে চাঞা।
ঘর যাইতে না লয় মন যাউক জাতি কুল ধন
চিকণ শ্যামের বালাই লৈয়া ॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি প্রেমে পূরিত আঁখি
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি বিরলে বসিয়া থাকি
মন কেনে শ্যাম পানে ধায় ॥
খাইতে শুইতে না লয় চিতে শুনিয়া বংশীর গীতে
না জানি কি হৈল হিয়া মাঝে।
মনে অনুমান করি ছাড়িতে নারিনু হরি
তিলাঞ্জলি দিনু কুল লাজে ॥
কি ক্ষণে জলেরে গেনু কি রূপ দেখিয়া আইনু
ঘরেতে আসিয়া হৈনু জ্বরী।
গোপতে অনন্ত কহে জ্বর জ্বালা কিছু নহে
কালা করিয়াছে মন চুরি ॥ ১২৪ ॥

(৯)

শ্রীরাগ।

কি হেরিনু কদম্ব-তলাতে।
বিনি পরিচয়ে মোর　　পরাণ কেমন করে
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥ ধ্রু ॥
কপালে চন্দন-চাঁদ　　কামিনী-মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে চাঁদ　　সদাই উদয় করে
নিশিদিশি শশী ষোল-কলা ॥
কিশোর বয়স বেশ　　আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর　　পরাণ পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥
যে দেখয়ে একবার　　সে কি পাসরয়ে আর
শুধুই সুধার তনুখানি।
দাস অনন্ত বলে　　রূপ হেরি কে না ভুলে
জগতে নাহিক হেন প্রাণী ॥ ১২৫ ॥

(১০)

ধানশী।

রাই মুখে শুনলহিঁ ঐছন বোল।
সখীগণ কহে ধনী নহ উতরোল ॥

তুয়া মুখ দরশন পাওল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমুঝল এহ॥
তুহুঁ কাহে এত উতকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ গেল॥
ঐছে বিচার করত যাঁহা রাই।
তুরিতহিঁ এক সখী মিলল তাঁই॥
এ ধনি পদুমিনি কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে মুঝে ভেজল কান॥ ১২৬॥

(১১)

কামোদ।

নাগর নিকট সঞে দোতী আওল
রাই সুনাগরী ঠাম।
শ্যামক কত দুঃখ দেখিতে না পারিয়ে
কহইতে আয়নু হাম॥
কো জানে কখন দেখল তোহে শ্যামর
তুয়া রূপ করত ধেয়ান।
রাধা নামে দ্বিগুণ তনু মোড়ই
ধৈরজ না ধরয়ে পরাণ॥
শুন কহি সুন্দরি! তোয়।
সো হেন সুনাগর সব-গুণ-সাগর
তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়॥ ধ্রু॥
তুহুঁ রমণী ধনী- মুকুট-শিরোমণি
মোহে না করু আন ছন্দ।

কহ ব্রজানন্দ　　বিলম্ব না কর ধনি
হেরহ শ্যামর চন্দ ॥ ১২৭ ॥

(১২)

ধানশী।

সুন্দরি! তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন-　　শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কান ॥ ধ্রু ॥
বৈঠলি তরু-তলে　　পন্থ নেহারই
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
"রাই" "রাই" করি　　সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর ॥
শীতল-নলিনী-দল　　তাহে মলয়ানিল
আগোরে লেপই অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি　　উঠত কত বেরি
হানত মদন-তরঙ্গ ॥
চলহ বিপিনে ধনি　　রমণী-শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।
গোবিন্দ দাসের বাণী　　তুরিতে চলহ ধনি
কানু ভেল বহুত নিদান ॥ ১২৮ ॥

(১৩)

বালা ধানশী।

দূতীমুখে শুনইতে ঐছন রীত।
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত ॥

কহইতে গদ গদ কণ্ঠহিঁ বোল।
সখী মুখ নিরখই অন্তর দোল॥
ইঙ্গিত জানি বনায়ল বেশ।
সিন্দূর দেওল বান্ধল কেশ॥
সব সখীগণ মেলি কয়ল পয়ান।
নিশবদে চললিহুঁ কোই না জান॥
চলইতে পদ দুই থরহরি কাঁপ।
হেরইতে পন্থ নয়ন-যুগ ঝাঁপ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ।
পহিল মিলন কহে দ্বিজ হরিদাস॥ ১২৯॥

(১৪)

কেদার।

সুরত তিয়াসে ধয়ল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল-নয়ানী॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশিতে গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব-মদন-তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন-তার।
পিবইতে অধর রচই সীতকার॥
নখর পরশে ধনী চমকই গোরী।
দশইতে চমকি উঠই তনু মোড়ি॥

কহইতে কহ গদগদ পদ আধ।
অনোঅন-মনে মনসিজ-উনমাদ ॥
তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ।
গোবিন্দ দাস কহে রস-মরিযাদ ॥ ১৩০ ॥

(১৫)

তথা রাগ।

বালা রমণী রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ ॥
বেরি এক করে ধনী মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখধ পান ॥
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাঁহে ধনি তুহুঁ মোড়সি মুখ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সায়র মুগধিনী নারী ॥ ১৩১ ॥

ইতি সঙ্কীর্ত্তনানুসারে পূর্ব্বরাগস্য সংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং ষষ্ঠঃ পল্লবঃ।

সপ্তম পল্লব।

শ্রীরাধিকায়াঃ পূর্ব্বরাগঃ (৫)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

কামোদ।

গৌর বরণ তনু শোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠান।
অনুপম অরুণ- কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান॥
পেখলুঁ গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলি-যুগ-কলুষ- তিমির-বর-নাশক
নবদ্বীপ-চাঁদ উজোর॥ ধ্রু॥
ভাবহিঁ ভোর ঘোর দুহুঁ লোচন
মোচন-ভব-নদ-বন্ধ।
নব নব প্রেমভর বর-তনু সুন্দর
উয়ল ভকত জন সঙ্গ॥

লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ বীজ দেই সব তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥ ১৩২॥

(২)

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ-নয়ান-বাণে॥

সই! মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে
নাগরী না রবে ঘরে॥ ধ্রু॥

রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইনু
পরাণ রহিবার নয়॥

কোন্ পুণ্যবতী যুবতী ইহার
বুঝয়ে রস-বিলাস।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
কহয়ে গোবিন্দ দাস॥ ১৩৩॥

(৩)

মুখরার উক্তি।

ধানশী।

সোণার নাতিনী এমনি যে কেনি
হইলা বাউরী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা॥
যমুনা যাইতে কদম্ব-তলাতে
দেখিলে সে কোন জনে।
যুবতী জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেই খানে॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলে
চাহিয়া তাহার পানে॥ ধ্রু॥
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে
কালিয়া-প্রেমের মধু॥ ১৩৪॥

(৪)

ধানশী।

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন
যখন পড়য়ে মনে।

মূরছি পড়িয়া   কান্দয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে ॥

কেহ কহে মাই   ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পাইয়াছে ভূতা।
কাঁপি ঝাঁপি উঠে   কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানু-সুতা ॥

রক্ষা-মন্ত্র পড়ে   নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
আনি দিব তোহে   নিশ্চয় কহিয়ে
কালার গলার ফুলে ॥

কহে চণ্ডীদাসে   আন উপদেশে
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে   পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥ ১৩৫ ॥

(৫)

তুড়ী।

শুনইতে কাণহিঁ   আনহিঁ শুনত
বুঝইতে বুঝই আন।
পুছইতে গদ গদ   উতর না নিকসই
কহইতে সজল নয়ান ॥

সখি হে! কি ভেল এ বর-নারী।

করহুঁ কপোল থকিত রহু ঝামরী
জনু ধন-হারী জুয়ারী॥ ধ্রু॥

বিছুরল হাস রভস রস চাতুরী
বাউরী জনু ভেলি গোরী।

খণে খণে দীঘ নিশসি তনু মোড়ই
সঘন ভরমে ভেলি ভোরী॥

কাতর-কাতর নয়ানে নেহারই
কাতর-কাতর বাণী।

না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
ঝরঝর এ দুই নয়ানি॥

ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আওত
ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ॥

বলরাম দাস কহ জানলুঁ জগ মাহ
প্রেমক বিষম সন্তাপ॥ ১৩৬॥

(৬)

সখীর উক্তি।

সুহই।

রাই কেন বা এমন হৈলা।
কিরূপ দেখিয়া আইলা॥
মর্ম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাও তোয়॥

না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত ॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর ভৈ গেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞান দাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥ ১৩৭ ॥

(৭)

ধানশী।

নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই
ঘন ঘন মেটসি তাই।
সচকিত লোচনে জলদ নেহারসি
মানসি হাত বাঢ়াই ॥
খেণে ঘর বাহির করসি নিরন্তর
খেণে খেণে দশ দিশ হেরি।
ময়ুর ময়ুরী সনে হাসি সম্ভাষসি
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥
কেলি-কদম্ব পুনহিঁ পুন হেরসি
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥ ১৩৮ ॥

(৮)

শ্রীমতীর উক্তি।

ধানশী।

সজনি! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।

কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি

জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥ ধ্রু॥

পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর

তৈখনে মন চুরি কেল।

না জানিয়ে কো ঐছে মুরলী আলাপই

চমকই শ্রুতি হরি নেল॥

না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি

নব-জলধর জিনি কাঁতি।

চকিত হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে

তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥

গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরি

অতয়ে করহ বিশোয়াস।

যাকর নাম মুরলী-রব তাকর

পটে ভেল সো পরকাশ॥ ১৩৯॥

(৯)

পুনঃ সখ্যুক্তি।

সুহই।

কেমন শুনিলা নাম কেমন মুরলী।

কি রূপ দেখিয়া পটে সব গেলা ভুলি॥

কেমন দেখিলা তারে কিবা অভিলাষ।
শুনিয়া সকল তোর পূরাইব আশ ॥
তিন জন নহে সে বুঝিলুঁ মন দিয়া।
উপায় করিয়া তোরে দিব মিলাইয়া ॥
থির হৈয়া সুবদনি কহ সব বাত।
কহয়ে মাধবী মোর শিরে ধর হাত ॥ ১৪০ ॥

(১০)

শ্রীমতীর উক্তি।

কামোদ।

সই ! কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া　মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
না জানি কতেক মধু　শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম　অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার　ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার　নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে　পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥ ১৪১ ॥

(১১)

অথ বংশী-ধ্বনি-শ্রবণ।

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখি হে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলাঙ্গনা মন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহেঁ হেন দশা হৈল মোরে॥ ধ্রু॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী-ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।

তাপ নহে উষ্ণ অতি   পোড়য়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥ ১৪২ ॥

(১২)

অথ চিত্রপটে দর্শন।

তিরোতা।

হাম সে অবলা   হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া   পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি ॥
হরি হরি এমন কেন বা হৈল।
বিষম বাড়বা-   অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল ॥ ধ্রু ॥
বয়স কিশোর   বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন-যুগল   করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন   সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে   পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে   ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।

কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নব-রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥ ১৪৩ ॥

(১৩)

অথ স্বপ্নে দর্শন।

তুড়ী।

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই ॥
রজনী শাঙণ ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী ॥

রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
"আমা কিন বিকাইনু" বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে না নিঃসরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞান দাস ভাবিতে লাগিল॥ ১৪৪॥

(১৪)

তথা রাগ।

তোমারে কহিয়ে সখি! স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥ ধ্রু॥
শাঙণ মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম-বরণ এক পুরুষ আসিয়া গো
মুখে ধরি করয়ে চুম্বন॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।

আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেম-ধন
বলে "কিন যাচিয়া বিকাই" ॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর ছু'নয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥ ১৪৫ ॥

(১৫)

মল্লার।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥ ধ্রু ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতি কুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরূ-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥

মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥ ১৪৬॥

(১৬)

অথ সাক্ষাদ্দর্শন।

তুড়ী।

কি পেখলুঁ যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক　　মানুষ আকার গো
বিকাইলুঁ তার আঁখি ঠারে॥
নিতি নিতি আসি যাই　এমন কভু দেখি নাই
কি খেণে বাড়াইলাম পা ঘরে।
গুরুয়া গরব কুল　　নাশাইল কুলবতী
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে॥
কামের কামান জিনি　　ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে বেড়িয়া ছুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়ান-বাণ　　মরমে হানিল গো
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকণ কালার রূপে　　আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া　　মু'খানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥ ১৪৭॥

(১৭)

সিন্ধুড়া।

সজনি ! ও কে নাগর তরু-মূলে।
এত দিনে নাহি জানি লোক-মুখে নাহি শুনি
হেন জন আছয়ে গোকুলে ॥ ধ্রু ॥
মুরলীর আলাপনে পবন রহিয়া শুনে
যমুনায় বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ বাজি নাহি পায় পথ
দরবয়ে দারু পাষাণ ॥
রমণী-রমণ-বর গতি অতি মন্থর
মনোহরের মনোহর বেশ।
মৃগমদ চন্দন তনু ঘন লেপন
পরিমলে ভুলায়ল দেশ ॥
শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি ধ্যান ছাড়ে যত মুনি
জপ তপ কিছুই না ভায়।
তৃণ মুখে ধেনু যত উর্দ্ধমুখে রহত
বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায় ॥
ময়ুর পাখার চূড়া মালতীর মালে বেড়া
ভুবন-মোহন তার বেশ।
অগোর চন্দন তনু ঘন লেপন
সৌরভে ভরল সব দেশ ॥

দাস অনন্তের ধন সেই নন্দ-নন্দন
নাম তার সুন্দর কানাই।
এ দেশ উহার ডরে মরয়ে আঁখির ঠারে
ঘরের বাহির হৈতে নাই ॥ ১৪৮ ॥

(১৮)

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায় ॥
কালিন্দীর কূলে কি পেখলুঁ সই
ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে নারিলুঁ সই
আকুল করিল প্রাণ ॥
চাঁদ ঝলমলি ময়ূর পাখা
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী
মধুর মধুর বায় ॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
কেলি-কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী যুবতী জনার
পরাণ লইয়া খেলা ॥

শ্রবণে চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
পিন্ধন পিঙল বাস।
রাতা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দ দাস ॥ ১৪৯ ॥

(১৯)

কামোদ।

সহজই বিষম অরুণ দিঠি তাকর
আর তাহে কুটিল কটাখি।
হেরইতে হামারি ভেদি উর অন্তর
ছেদল ধৈরজ-শাখী ॥
এ সখি ! বিহরয়ে কো পুন এহ।
পীত-বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
সজল-জলদ-রুচি দেহ ॥ ধ্রু ॥
মৃদু মৃদু ভাষি হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ আগি।
যাকর ধূমে ধরম-পথ কুলবতী
হেরই রহ পুন ভাগি ॥
তহিঁ পুন বেণু অধরে ধরি ফুকরই
দহইতে গৌরব লাজ।
কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন
অনোঅন হৃদয়ক মাঝ ॥ ১৫০ ॥

(২০)

ধানশী।

অলখিতে গতি জিতি বিজুরী-সঞ্চার।
চৌদিকে ধাবই লোচন-তার ॥
এ সখি অতয়ে না পায়লুঁ ওর।
কৈছন চিত চোরায়ল মোর ॥
জানলুঁ অবহুঁ কয়ল মুঝে হাত।
অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত ॥
লোচন-যুগলে লোর পরিপূর।
কহইতে বয়নে কথন নাহি ফুর ॥
চলইতে চরণ অচল সব ভেল।
কুলবতী-ধরম-করম দূরে গেল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ।
না বুঝিয়ে কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ১৫১ ॥

(২১)

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মূরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর কি খেণে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণামে
দাস গোবিন্দে কয় ॥ ১৫২ ॥

(২২)

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।

ভাঙ ধনু ভঙ্গী ঠাম   নয়ান-কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই ! এমন সুন্দর বরকান।
হেরিয়া সে মূরতি   সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥ ধ্রু ॥
এ বড় কারিগরে   কুন্দিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতি-ধরম   ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত   বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে   মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে   লোম-লতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনি   কাম-ধনু জিনি
ইন্দ্র-ধনুক আভা ॥
চরণ-নখরে   বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া   সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥ ১৫৩ ॥

(২৩)

সুহিনী।

দেখিয়া নাগর শিরোমণি।
না জানিয়ে দিবস রজনী ॥
কি হৈল মরমে ব্যথা।
কাহারে কহিব কথা ॥
কি আর পুছসি মোরে।
মরম কহিলুঁ তোরে ॥
যদি সে মিলয়ে মোয়।
তবে সে সফল হোয় ॥
নহিলে না জীব আর।
তোহারে কহিলুঁ সার ॥
রাইক ঐছন বাত।
শুনি পুলকিত গাত ॥
সে সখী আকুল হৈয়া।
চলিল আপনি ধাঞা ॥
যেখানে নাগর শ্যাম।
মিললি যে সোই ঠাম ॥
রাইক যে সব দশা।
কহে গদ গদ ভাষা ॥
মোহন তাহার পাশে।
কহে কিছু মৃদু ভাষে ॥ ১৫৪ ॥

অথ শ্রীমতীর আপ্তদূতীর উক্তি।

দশ দশা।

লালসোদ্বেগ-জাগর্য্যা তানবং জড়িমা তথা।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

অথ লালসা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

অত্র "কুসুমিত কানন হেরি শচী-নন্দন"
ইত্যাদি পদং গেয়ং।

(২৪)

ধানশী।

সখীগণ সঞে নাহি হাস পরিহাস।
অনুখণ ধরণী-শয়নে অভিলাষ॥
এ হরি যব ধরি পেখলুঁ তোয়।
তব ধরি দিনে দিনে ঐছন হোয়॥ ধ্রু॥
নয়ন-কমলে জল গলয়ে সদায়।
বিরলে বসিয়া সে তোহারি গুণ গায়॥
তঁহি যদি প্রিয়-সখী আওত কোই।
চরণে লিখয়ে মহী নিশবদ হোই॥
যতনে পুছয়ে যব মরমক বোল।
উতর না দেই রোয়ে উতরোল॥
কিয়ে পুন আছয়ে হিয়-অভিলাষ।
না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ১৫৫॥

(২৫)

উদ্বেগ-মিশ্রিত লালসা।

গান্ধার।

মন্দির মাঝে বৈঠল বর-সুন্দরী
দিনকর দুপর ঠানে।
যব হাম পুছলুঁ পিরীতি সম্ভাষণ
প্রেম-জলে ভরল নয়ানে॥
মাধব! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা॥ ধ্রু॥
ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরী গোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি॥
ফুয়ল কবরী উরহিঁ লোটায়ত
কোরে করত তুয়া ভাণে।
জ্ঞান দাস কহ তুহুঁ ভালে সমুঝহ
কোন করব চিতে আনে॥ ১৫৬॥

(২৬)

অথ উদ্বেগ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া।

কানড় কুসুম　　　　হেরি শচীনন্দন
করতলে মুখ-শশী আপি।
অনুভাবে বেকত　　　　করত নব অনুরাগ
তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি॥
অপরূপ গৌর-বিলাস।
যো বর-ভাব-　　　　বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ॥ ধ্রু॥
ঘামহিঁ ভিগল　　　　সকল কলেবর
বিবরণ দিশই কাঁতি।
নয়নক নীরহিঁ　　　　সিঁচই ভূতল
শাঙণ মেঘক ভাতি॥
গদ গদ কণ্ঠে　　　　করত হরি-কীর্ত্তন
অদভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধামোহন কহ　　　　কুহকে নাচিয়ে জনু
না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ॥ ১৫৭॥

(২৭)

দূতীর উক্তি।

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি আগি জ্বলু অন্তরে
জীবন রহ কিয়ে যাব॥
মাধব! তোহে কি কহব করি ভঙ্গী।
প্রেম-অগেয়ান- দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহত পতঙ্গী॥ ধ্রু॥
কহত সম্বাদ কহই না পারই
কৈছে বিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী- শয়নে কত মেটব
সুতনু অতনু-শর-জ্বালা॥
কালিন্দী-কূল কদম্ব-কানন
নামে নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দ দাস কহই অব মাধব
কৈছে জীয়ব বরনারী॥ ১৫৮॥

(২৮)

অথ জাগর্য্যা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

কাহে পুন গৌর-কিশোর।

জাগত যামিনী জনু ব্রজ-কামিনী
নব নব ভাবে বিভোর॥

কাঞ্চন বরণ ভেল পুন বিবরণ
গদগদ হরি হরি বোল।

মুখ অতি নীরস শবদহিঁ বুঝিয়ে
মনমথ-মথন হিলোল॥

স্তম্ভ কম্প অরু অঙ্গে পুলক ভরু
উতপত সকল শরীর।

ঘন ঘন শ্বাস বহত লুঠত মহী
নয়নহিঁ বহ ঘন নীর॥

ঐছন ভাতি করত কত বিতরণ
প্রেম-রতন-বর দীনে।

আপম করম-দোষে ও ধনে বঞ্চিত
রাধামোহন মতিহীনে॥ ১৫৯॥

(২৯)

দূতীর উক্তি।

তিরোতা।

তুহুঁ মনমোহন কি কহব তোয়।
মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥
নিশিদিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম।
থরহরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম॥
যামিনী আধ অধিক যব হোয়।
বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয়॥
সখীগণ যত পরবোধয়ে তায়।
তাপিনী তাহে ততহিঁ নাহি ভায়॥
ইহ কবি শেখর তাক উপায়।
রচইতে তবহিঁ রজনী বহি যায়॥ ১৬০॥

(৩০)

শ্রীরাগ।

ধরণী-শয়নে ঝরয়ে নয়নে
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।
চম্পক বরণ তাপে মলিন
হৃদয় দহ অনঙ্গ॥
কিছু করুণা করহ কানাই।
তোহারি কটাক্ষ- শরে জর জর
অতি ক্ষীণ-তনু রাই॥ ধ্রু॥

এ দিন যামিনী জাগিয়া কামিনী
জপিয়া তোহারি নাম।
না জানিয়ে কিয়ে বেয়াধি হইল
শ্বাস বহে অবিরাম॥
সব সখীগণ করয়ে রোদন
কারণ কিছু না জানি।
গৌরীদাস বিধি রচে মহৌষধি
দেবের আদেশ মানি॥ ১৬১॥

(৩১)

অথ তানব।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিহাগড়া।

দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম।
যো রূপ লাবণি দেহ সুগঠনি
দেখি ঝুরে কোটি কাম॥ ধ্রু॥
সোই ভাব-ভরে ক্ষীণ দিশই
পরম দুবর দেহ।
তবহুঁ দীপতি উজোর ঐছন
যৈছন চাঁদকি রেহ॥
শ্যাম-নব-রস করত কীর্ত্তন
স্মরই ও নব রূপ।
তেঞি অহর্নিশি ভ্রমই দশ দিশি
স্নাত নব-রস-কূপ॥

ঐছে নিতি নিতি বিহরে দ্বিজ-পতি
জাগু পূরবক প্রেম।
রাধামোহন চিতহিঁ অনুমানল
ও রূপ জগজন ক্ষেম ॥ ১৬২ ॥

(৩২)

বরাড়ী।

মাধব! ধৈরজ না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জর জর
মানস মিলল শমনে ॥ ধ্রু ॥
ধূলি-ধূসর ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরী-ভার হার তেয়াগল
তাপিত তৃষিত পরাণে ॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
সুর-সুতা স্রবে নয়ানে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল
সোই নয়ন-বর বয়ানে ॥
মা বোলই ধনী ধরণী-তলে মূরছলি
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
কহই চতুরা ধনী আর কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দ দাস পরমাণে ॥ ১৬৩ ॥

(৩৩)

অথ জড়িমা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বেলাবলী।

আজু হাম নবদ্বীপ-　দ্বিজ-রাজ পেখলুঁ
নব নব ভাবে বিভোর।
দিন রজনী কিয়ে　কছু নাহি জানত
নয়নহিঁ অবিরত লোর॥
সজনি! হেরইতে লাগয়ে ধন্ধ।
ঐছন প্রেম　কথিহুঁ নাহি হেরিয়ে
নিরুপম নব রস-কন্দ॥ ধ্রু॥
শত শত ভকত　উচ্চ করি বোলত
কছুই না শুনত বাত।
হুঙ্কতি শবদ　করত পুন ঘন ঘন
প্রেমবতী নারীক জাত॥
হরি হরি শবদ　কাণহিঁ যব পৈঠত
তবহিঁ ডারত ঘন শ্বাস।
ভ্রমময় বাত　কহত ইহ না বুঝিয়ে
কহ রাধামোহন দাস॥ ১৬৪॥

(৩৪)

তিরোতা।

থোরি বয়স ধনী　ভাল মন্দ নাহি জানি
খেলই সহচরী সাথ।

বাট ঘটিত তুয়া কামদ রূপ হেরি
দৈবে পড়ল পরমাদ ॥
শুন মাধব ! ইথে কাহে বোলসি আন।
ও অচপল-মতি পুন তাহে কুলবতী
নিচয়ে তুহুঁ সে নিদান ॥ ধ্রু ॥
তাহে তুহুঁ সুমধুর মুরলী আলাপলি
মুনি-জন-মোহন সোয়।
মুরলী-নিসান শ্রবণে যব পৈঠল
তবহুঁ চঞ্চল ভই রোয় ॥
তব্ ধরি জাগর ক্ষীণ কলেবর
দিন রজনী নাহি জান।
তুয়া প্রেম-বিষমে জড়িত ভেল অন্তর
কিছুই না শুনই কাণ ॥
বরজ-সুধাকর বোলয়ে সব জন
তাহে কাহে অকরুণ ভেল।
রাধামোহন কহ অব যাই মিলহ
মরমে রহয়ে জানি শেল ॥ ১৬৫ ॥

(৩৫)

ধানশী।

কাঞ্চন গোরী ভোরী বৃন্দাবনে
খেলই সহচরী মেলি।

তুয়া দিঠি মিঠি গরলে তনু জারল
তৈখনে শ্যামরী ভেলি॥
মাধব! সো অবিচল কুল-রামা।
মরমহিঁ গোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণ-গামা॥ ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ মুগধ-মতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনী মণি- মন্ত্র-মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি॥
খেণে খেণে অঙ্গ- ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি॥ ১৬৬॥

(৩৬)

অথ বৈরগ্র্য।

তদ্রূচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

কাঞ্চন-কমল নিন্দি মুখ সুন্দর
কাহে পুন ঝামর ভেলি।
করতলে সতত করই অবলম্বন
ছোড়ল কৌতুক কেলি॥

হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
অভিনব ভাব বেকত কিয়ে করতহিঁ
কিয়ে ইহ সহজ প্রকাশ ॥ ধ্রু ॥
কহতহিঁ গদ গদ কৈছনে বিছুরব
ভেল মোহে শ্যামর দায়।
ইহ দুখ হাম কহই না পারিয়ে
হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায় ॥
খেণে খেণে করু খেদ খেণে খেণে নিরবেদ
অসূয়াদি কতয়ে সঞ্চারি।
রাধামোহন পাপী কছু নাহি বুঝল
ও রূপ জগমনোহারী ॥ ১৬৭ ॥

(৩৭)

সুহই।

তুয়া রূপ জগ-জন করত ধেয়ান।
সো অব বিষ-শর ধনী মন মান ॥
মাধব তুয়া খেদ সহই না পার।
মানই সো নিজ জীবন ভার ॥ ধ্রু ॥
তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার।
আন জন যাহা লাগি করে পরকার ॥
মন অবধানি কহ সুসংবাদ।
ভণ রাধামোহন যাউ বিবাদ ॥ ১৬৮ ॥

(৩৮)

অথ ব্যাধি।

তদ্রূচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

লাখবাণ হেম জিতি   অপরূপ গোরা-দ্যুতি
দিশই পাণ্ডুর কাঁতি।
অভিনব প্রেম-   তপন-তপত তনু
নব অনুরাগিণী ভাতি॥
ইহ দুখ বড়ই হামারি।
ও সুখময় তনু   মদন-মথন জনু
তাহে এত কো সহু পারি॥ ধ্রু॥
কোই জন মুখ ভরি   যব্ কহ হরি হরি
তব্ বহ শ্বাস-তরঙ্গ।
সজল কমল-দল   পরশে ভসম-তুল
দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ॥
ঐছন ভাতি   ভকতগণ তছু গুণ
অহনিশি করত আলাপ।
রাধামোহন পুন   ও রস না বুঝিয়ে
মনহিঁ করত অনুতাপ॥ ১৬৯॥

(৩৯)

তথা রাগ।

নিরমল কুল শীল কাঞ্চন-গোরী।
পাণ্ডুর কয়ল বিরহ-জ্বর তোরি॥
অনুখণ খল খল নিগদই রাই।
নিশিদিশি রোয়ই সখী-মুখ চাই॥
শুন শুন গোকুল-মঙ্গল শ্যাম।
কথি লাগি তাক হৃদয় ভেলি বাম॥ ধ্রু॥
তুয়া রূপ জগজন-লোচন-শোহ।
একলি তাক নয়ন মন মোহ॥
রসবতী নিরখয়ে নয়ন পসারি।
সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি॥
আন ধনী বিছুরি করত আন কাম।
তাকর মনহিঁ না ভাওত আন॥
তুহুঁ বর-নাগর রসিক সুজান।
যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥ ১৭০॥

(৪০)

করুণা মঙ্গল।

অদভুত রূপ দৈবে হেরি দূর সঞে
উনমতি পরশক লাগি।
বরজক সীম করত গতাগতি
লাজ-কুল-ভয় দূর ভাগি॥

মন তনু কাঁপি   চপল ভেল অন্তর
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তব্‌ধরি জাগর-   শোষিত অন্তর
বড়ই বেকত গদ-ভাষ॥
শুন মাধব! তুয়া রূপ অপরূপ ফান্দ।
সো ধনী দুবরী   খীয়ত যৈছন
অসিত-চতুর্দ্দশী চান্দ॥
কবহিঁ গেয়ান-   শূন হোই চাহই
না চিহ্নই নিজ সখীবৃন্দ।
রমণীক হুঙ্কতি   কতিহুঁ না পেখলুঁ
শুনইতে লাগই ধন্দ॥
প্রেম-গজ-দলন   সহই নাহি পারই
জীবইতে করই ধিকার।
অন্তর-গত তুহুঁ   নিরগত করইতে
কত কত করত সঞ্চার॥
অথির নয়ন-শর-   ঘাতে বিষম জ্বর
ছটফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন কহ   ইহ অপরূপ নহ
যাহে লাগয়ে পাঁচ-বাণ॥ ১৭১॥

(৪১)

বেলোয়ার।

অনধিগতাকস্মিক-গদ-কারণ-

মর্পিত-মন্ত্রৌষধি-নিকুরম্বং।

অবিরত-রুদিত-বিলোহিত-লোচন-

মনুশোচতি তামখিল-কুটুম্বং॥

দেব হরে! ভব করুণাশালী।

সা তব নিশিত-কটাক্ষ-শরাহত-

হৃদয়া জীবতু কৃশ-তনুরালী॥ ধ্রু॥

হৃদি বলদবিরল-সংজ্বর-পটলী-

স্ফুটদুজ্জ্বল-মৌক্তিক-সমুদায়া।

শীতল-ভূতল-নিশ্চল-তনুরিয়-

মবসীদতি সংপ্রতি নিরুপায়া॥

গোষ্ঠ-জনাভয়-সত্র-মহাব্রত-

দীক্ষিত ভবতো মাধব বালা।

কথমর্হতি তাং হন্ত সনাতন

বিষম-দশাং গুণ-বৃন্দ-বিশালা॥ ১৭২॥

(৪২)

অথ উন্মাদ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার।

ভাবহিঁ গদ গদ কহত শচীসুত

কো ইহ আনন্দ-ধাম।

নীল-উতপল-দল   নিন্দি কলেবর

অপরূপ মোহন শ্যাম ॥

সজনি। অদভুত প্রেম-উনমাদ।

ঐছন নব ভাব   দেখি ভকত সব

ভাবহিঁ করত বিষাদ ॥ ধ্রু ॥

ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত   ক্ষণে ক্ষণে হাসত

বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ।

নয়নক নীর   ঢরকত ঝর ঝর

যৈছন গঙ্গ-তরঙ্গ ॥

অনিমিখ নয়নহিঁ   নিরখই দশ দিশ

ছোড়ত দীঘ নিশ্বাস।

যাচে রাধামোহন   সো পদ অনুক্ষণ

হোয় জনু বর অভিলাষ ॥ ১৭৩ ॥

(৪৩)

সুহই।

আঁচরে মুখশশী গোয়।

ঝর ঝর লোচনে রোয় ॥

কারণ বিনু ক্ষণে হসই।

উতপত দীঘ নিশসই ॥

শুন শুন সুন্দর শ্যাম।

প্রেমক ইহ পরিণাম ॥

তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগ ভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দ দাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥ ১৭৪॥

(৪৪)

সুহিনী।

ক্ষণে হাসয়ে ক্ষণে রোয়।
দিশি দিশি হেরই তোয়॥
ক্ষণে আকুল ক্ষণে থির।
ক্ষণে ধাবই ক্ষণে গির॥
ক্ষণে ক্ষণে হরি হরি বোল।
সহচরী ধরি করু কোল॥
ঐছন হেরি অগেয়ান।
সবহুঁ দগধ করু প্রাণ॥
গুরুজন-ভয়ে সখী মেল।
মন্দির মাঝহিঁ নেল॥
তাহি সোয়াথ নাহি পায়।
যদুনন্দন মুখ চায়॥ ১৭৫॥

(৪৫)

অথ মোহ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

পূরবহিঁ শচীসুত ভাবহিঁ উনমত
পেখলুঁ কত শত বেরি।
এবে দিন দিন পুন নব নব শত গুণ
বাঢ়ল অব হাম হেরি॥
সজনি! কোই না পাওই ওর।
হোর দেখ শ্যাম কহই পুন তৈখনে
ভূতলে পড়লহিঁ ভোর॥ ধ্রু॥
মধুর ভকতগণ কান্দি বেয়াকুল
যব হরি বোলল কাণে।
তবহিঁ পুলক-কুল তনু মাহা উয়ল
থির ভেল সকল পরাণে॥
ঐছন ভাব- রতন পরিপূরল
কাহুক কঁহি নাহি দেখি।
কাঠপুতলী জনু কুহকে নাচাওত
ঐছে রাধামোহন লেখি॥ ১৭৬॥

(৪৬)

ধানশী।

যব্ তুয়া নয়ন মুরলী-বিষ জারল
তব্ মন মোহন ভেল।
নিচল কলেবর পড়ল ধরণীতল
পরিজনে লাগল শেল ॥
আন উপদেশে তোহারি নামে তৈখনে
দৈবহিঁ উপনীত কেল।
সোই শবদ পুন কাণে সাম্ভায়ল
ঐছনে চেতন ভেল ॥
মাধব ! কি কহব সো অনুরাগ।
ঐছন ভাতি দিশই মোহে পুন পুন
না বুঝিয়ে জাগ না জাগ ॥ ধ্রু ॥
কিয়ে জানি দশমী দশা যদি নিচয়ে
ইছয়ে তুয়া অভিলাষে।
আশা পরম তুখদ পুন মেটউ
নহ কহ সুখদ নৈরাশে ॥
যাচিত লখিমী উপেখয়ে যো জন
কভু নহে তাক কল্যাণ।
অতয়ে তুরিতে চল রমণী রতনে মিল
রাধামোহন যশ গান ॥ ১৭৭ ॥

(৪৭)

তিরোতা।

তোহারি বিরহময় বাধা।
মূরছলি মুগধিনী রাধা॥
বরজ-মঙ্গল তুয়া নাম।
মোহে অব বিপরীত ভাণ॥
নবমী দশা অব ভেল।
গদ গদ নিশবদ কেল॥
তিরি-বধ লাগব তোয়।
বুঝি করব অব সোয়॥ ১৭৮॥

(৪৮)

অথ দশমী দশা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বালা ধানশী।

যছু মুখ লাবণি   কত কুল-কামিনী
হেরইতে মদন আগোর।
সো অব বরজক   রমণী-শিরোমণি
নব নব ভাবে বিভোর॥
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছন প্রেম-ধন   বিতরয়ে জগজন
তারল সকল সংসার॥ ধ্রু॥

গদ গদ কহত মোহে যদি নিকরুণ
নাগর করুণাক সীম।
অখিল-রসামৃত সকল সুখাকর
বিদগধ গুণহিঁ গরিম॥
এত কহি তৈখনে করল প্রিয়ক হেরি
দশমী দশা পরকাশ।
কান্দি ভকত সব উচ হরি বোলত
কহ রাধামোহন দাস॥ ১০৯॥

(৪৯)

তিরোতা।

লুঠতি ধরণী ধরি সোয়।
শ্বাস-বিহীন হেরি সহচরী রোয়॥
মূরছলি কণ্ঠে পরাণ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই।
বিনহিঁ পরশে তুয়া ন জীবই রাই॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি।
কেহ নবগ্রহ পূজে জ্যোতিখ আনি॥
কেহ নাস ধরি শ্বাস বিচারি।
বিরহ-বিঘন কেহ লখই না পারি॥
শেষ দশা যব সো সব জান।
কহই গোপাল কি হই পরিণাম॥ ১৮০॥

(৫০)

এতৎ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

গুর্জ্জরী।

গোপ-কুমার-সমাজমিমং সখি!
পৃচ্ছ কদানুগতোঽহং।
কথমিব মামনুপশ্যতি দিশি দিশি
কথমিব কলয়তি মোহং॥
সখি হে! পরিহর বচন-বিলাসং।
গোপ-শিশূনাং বিদিতমিদং মম
জনয়তি গুরু-পরিহাসং॥ ধ্রু॥
যদিচ কুলাবলয়াপি কুল-স্থিতি-
রনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতি-বিক .।
বালে কিল করণীয়া॥
গজপতি-রুদ্র-মুদে মধুসূদন-
বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং
জনয়তু মুদমখিলেষু॥ ১৮১॥

(৫১)

সুহিনী।

সখি কাহে কহ বিপরীত।
হাম নহ চপল-চরিত॥

জগতে বিদিত মঝু নাম।
মদন-পরাজয়ী শ্যাম॥
কৈছন রাধা নাম।
কভু নাহি শুনি গুণগাম॥
পর-নারী নয়ানে না হেরি।
ঐছন না বোলহ ফেরি॥
না করহ ও পরসঙ্গ।
শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ॥
পুন যদি কহ অনুচিত।
ব্রজ মাহা করব বিদিত॥
এত কহি পদ দুই যাই।
বটু পরবোধল তাই॥
যদুনন্দন দাসক দাস।
শুনইতে ভেল নৈরাশ॥ ১৮২॥

(৫২)

বালা ধানশী।

কানুক নিঠুর বচন শুনি সো সখী
আওল রাইক পাশ।
পন্থ ঘটিত দুখ লোচন ছল ছল
কহতহিঁ গদ গদ ভাষ॥

সুন্দরি। দূরে কর কানু আশোয়াস।
ঐছে নিঠুর সঞে　　লেহ নহে সমুচিত
না পূরব তুয়া অভিলাষ॥ ধ্রু॥
তোহারি নিদান হাম　　কতয়ে শুনায়লুঁ
তাহে যে সুকঠিন বাণী।
সো হাম তুয়া পায়　　কতয়ে নিবেদব
কহইতে দহয়ে পরাণী॥
ঐছন বচন রাই　　যব্ দোতী-মুখে
শুনইতে মূরছিত ভেল।
ইহ পরমানন্দ　　দাসক হৃদি মাহা
কো জানি রোপল শেল॥ ১৮৩॥

(৫৩)

তথা রাগ।

মোরে উপেখিল　　শ্যাম সুনাগর
এ সব শুনিলুঁ কাণে।
দুরাশা বিরোধী　　হৈয়া নিরবধি
তথাপি দগধে মনে॥
সখি হে! দঢ়াইলুঁ এই সার।
সে হেরি দুর্ল্লভ　　না হয় সুলভ
মরণ সে প্রতীকার॥ ধ্রু॥
কালিন্দী গম্ভীর　　জলের ভিতর
প্রবেশ করিব আমি।

তবে সে পিরীতি রহয়ে কিরীতি
নিচয় জানিহ তুমি ॥
এমতে রাধিকা ব্যাকুল অধিকা
ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
অনুরাগী মন ধৈর্য্য গেল ভণ
এ যতুনন্দন দাসে ॥ ১৮৪ ॥

(৫৪)

সুহই।

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে।
তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে ॥
না কান্দিহ আরে সখি কহিয়ে নিশ্চয়ে।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে ॥
উত্তর কালের এক করিহ সহায়।
এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয় ॥
তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া।
নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া ॥
কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পূরিবেক আশ।
শুনিয়া কাতর যতুনন্দন দাস ॥ ১৮৫ ॥

(৫৫)

আড়ানা।

সখীগণে বিভোর হইয়া।
কান্দয়ে ধরণী লোটাইয়া ॥

ললিতা প্রবোধ করে তায়।
বহুমত রচিয়া উপায়॥
হাম অব করব পয়ান।
যৈছে মিলয়ে তোরে কান॥
ঐছন কহি পুন তায়।
নহে বা ধরব তছু পায়॥
ইথে সকরুণ হই শ্যাম।
আপে মিলব তুয়া ঠাম॥
এত কহি চলে তছু পাশ।
কহতহিঁ মোহন দাস॥ ১৮৬॥

(৫৬)

অথ শ্রীকৃষ্ণের অনুতাপ।

তথা রাগ।

শুনিয়া নিঠুর　　বচন আমার
সে চন্দ্র-বদনী রাধা।
হইল প্রেমের　　অঙ্কুর সুন্দর
ভাঙ্গে পাছে পাঞা বাধা॥
সখি! আর কি কহিব তোরে।
কেনে পরিহাস　　বচন নৈরাশ
কহিলুঁ হইয়া ভোরে॥ ধ্রু॥
কিম্বা সেই ধনী　　ধৈর্য্য ধরে জানি
হৃদয়ে ধরিয়া ব্যথা।

পাছে সে ব্যথায়ে সে তনু জারয়ে
উপায় কি করি এথা ॥
কিম্বা সে দারুণ কামের কামান
বিন্ধয়ে বিষম-শরে।
শিরীষের ফুল জিনিয়া কোমল
সেহ কি সহিতে পারে ॥
হা হা সে মুগধী রূপের অবধি
ফলি মনোরথ-লতা।
হা হা কেন হেন বঞ্চন-বচন
কহি কৈলুঁ উন্মূলিতা ॥
অমৃত পুতলী রূপের আগলী
না জানি কি জানি হয়।
এ যদুনন্দন দাস মনে ভণ
দর্শনে পরাণ রয় ॥ ১৮৭ ॥

(৫৭)

পুনঃ দূতীর আগমন।

তথা রাগ।

রাইক জীবন- শেষ শুনি সহচরী
বহু পরবোধল তায়।
ধৈরজ করি পুন কানু নিয়ড়ে চলু
না দেখিয়া আনহিঁ উপায় ॥

মাধব ! নিলজহিঁ কহি পুন বেরি।
সো কুল-কামিনী   নিচয় মরণ জানি
কহইতে আয়লুঁ ফেরি ॥ ধ্রু ॥
শুনইতে কানু   নয়ন-যুগ ঝর ঝর
আকুল তনু মন প্রাণ।
গণি গণি কাতর   ধৈরজ পরিহরি
বোলত নাগর কান ॥
সজনি ! তোহে হাম কি কহব আর।
মঝু লাগি সো ধনী   ভেলহিঁ যৈছন
ঐছন ভেলহুঁ হামার ॥ ধ্রু ॥
ভাবিনী-ভাব   মনহিঁ মন গণইতে
ধনি ধনি আপনাকে মানি।
সহচরী সঙ্গে   চলল বর-নাগর
কহইতে গদ্গদ বাণী ॥
কত কত ভাব-   বিভাবিত অন্তর
সোঙরিতে সো গুণগাম।
যোই নিকুঞ্জে   আছয়ে ধনী আকুল
যাই মিলল সোই ঠাম ॥
কুঞ্জক দ্বারে   রাখি বর-নাগর
সখী কহে মুগধিনী পাশ।
চেতন করহ   তুরিতে উঠি বৈঠহ
কহ গৌরসুন্দর দাস ॥ ১৮৮ ॥

(৫৮)

অথ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ।

কেদার।

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলি-সমাগমে কাঁপ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক অদরশে ঐছে বেয়াকুল
দরশনে ইহ চিত-রঙ্গ॥ ধ্রু॥
রাই-বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী
চুম্বনে রহ মুখ মোড়ি॥
ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ
অধরে অধর রস নেল।
গোবিন্দ দাস পহুঁ পূরল মনোরথ
নব নব সঙ্গম ভেল॥ ১৮৯॥

(৫৯)

কেদার।

কুচ পর হাত ধয়লি বলী।
কমলে গরাসল কমল-কলি॥

অধরে অধরে কিয়ে লাগল দ্বন্দ্ব।
কমল পিয়ে কি কমল-মকরন্দ ॥
এত বলি কিঙ্কিণী করত ফুকার।
রাজা মদন না করে পরচার ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে হিয়ে হিয়ে লাগে।
টুটল হার লাজ ভয় ভাগে ॥
শ্রমজলে পূরিত ভেল দুহুঁ দেহা।
জনু ঘন বিজুরী তৈ গেল নব লেহা ॥
একহিঁ মানস একহিঁ পরাণ।
পহিলহিঁ হোয়ল রাধা কান ॥
এত জানি মনমথ করল বিবেক।
আনি করল দুহুঁ তনু তনু এক ॥
কহে হরিবল্লভ আর কি বিচার।
এ দুহুঁ মূরতি রস অবতার ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং সপ্তমঃ পল্লবঃ।

অষ্টম পল্লব।

—ঃ*ঃ—

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ (৩)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ

পহুঁ করুণা-সাগর গোরা।
ভাবের তরঙ্গে অঙ্গ গর গর
হেরিয়া ভুবন ভোরা॥ ধ্রু॥
হাহাকার করি ভুজযুগ তুলি
বোলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
গদাধর হেরি ভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করত
গরজে গভীর নাদে।
পতিত দেখিয়া আকুল হইয়া
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে॥ ১৯১॥

(২)

অথ সাক্ষাদ্দর্শনে যথা।

ধানশী।

নিরমল-বদন- কমল-বর-মাধুরী
হেরইতে ভৈ গেলুঁ ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণী- ভাঙ-ভুজঙ্গিনী
মরমহিঁ দংশল মোর॥
সজনি! যব ধরি পেখলুঁ রাই।
মদন-মহোদধি- নিমগন মঝু মন
আকুল কূল নাহি পাই॥ ধ্রু॥
বঙ্কিম হাস বিলোকন-অঞ্চলে
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন মরমহিঁ জানত
সদয় হৃদয় তহিঁ চাই।
গোবিন্দ দাস কহ নিতি নব নৌতুন
লাগল রসবতী রাই॥ ১৯২॥

(৩)

তথা রাগ।

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি॥

কুটিল কটাখ-ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল॥
কাহার রমণী ও কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি॥
তে ভেল বেকত পয়োধর-শোভা।
কনক-কমল হেরি কাহে না লোভা॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপনক আশ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন-শর কাহে না লাগ॥ ১৯৩॥

(৪)

ধানশী।

কিয়ে মঝু দিঠে পড়ল শশি-বয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুয় নয়না॥
দারুণ বঙ্ক-বিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥

আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ ॥ ১৭৪ ॥

(৫)

কামোদ।

সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমাল সঞে   তড়িতলতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥ ধ্রু ॥
আধ আঁচর খসি   আধ বদনে হাসি
আধহিঁ নয়ান-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি   আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা   কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন   জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম ॥
দশন মুকুতা পাঁতি   অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ   অতয়ে সে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥ ১৭৫ ॥

(৬)

গান্ধার।

সজনি! অপরূপ পেখলুঁ বালা।

হিমকর মদন মিলিত মুখ-মণ্ডল
তা পর জলধর-মালা॥ ধ্রু॥

চঞ্চল নয়ানে হেরি মুঝে সুন্দরী
মুচকায়ই ফিরি গেল।

তৈখনে মরমে মদন-জ্বর উপজল
জীবইতে সংশয় ভেল॥

অহনিশি শয়নে স্বপনে আন না হেরিয়ে
অনুখণ সোই ধেয়ান।

তাকর পিরীতিকি রীতি নাহি সমুঝিয়ে
আকুল অথির পরাণ॥

মরমক বেদন তোহে পরকাশল
তুহুঁ অতি চতুরী সুজান।

সো পুন মধুর মূরতি দরশায়বি
রাধাবল্লভ গান॥ ১৯৬॥

(৭)

তিরোতা ধানশী।

নমুণ্ডা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শারদ পূণিম শশী॥

অপরূপ রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজ-গমনী ধনী ॥ ধ্রু ॥
সিংহ জিনি মাঝা খীণী তনু অতি কোমলিনী।
কুচ ছিরীফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধরল নয়ন-বর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর ॥ ১৯৭ ॥

(৮)

তুড়ী।

পথে জড়াজড়ি   দেখিলুঁ নাগরী
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ   মদন রঙ্গ
হসিত বদনে চায় ॥
সই! কে বল মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই   এমতি হয়
তা সঞে করিয়ে লেহ ॥ ধ্রু ॥
নীল মুকুতা-   হার বেকতা
শোভিত দেখিলুঁ ভাল।
যেন তারাগণ   উদিত গগন
চান্দেরে বেড়িয়া জাল ॥

কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডীদাস কহে যদি দান হয়ে
কি জানি মাগিবা তায়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥ ১৯৮॥

(৯)

ধানশী।

রতন-মঞ্জরী ধনী লাবণি-সায়র
অধরহিঁ বান্ধুলী রঙ্গ।
দশন-কিরণ কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া-তরঙ্গ॥
সজনি! যাইতে পেখলুঁ রাই।
মুঝে হেরি সুন্দরী ভরমহিঁ চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥ ধ্রু॥
পদ দুই চারি চলই বর নায়রী
রহল নিমিখ-শর জোরি।
কুটিল কটাখ- কুসুম-শর বরিখণে
সরবস লেয়ল মোরি॥

মঝু মন যশ গুণ সুধি মতি সাধস
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দ দাস কহই অব মাধব
জপতহিঁ তুয়া গুণ-মালা ॥ ১৯৯ ॥

(১০)

কামোদ।

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই পালটি পুন বিঙ্কলি
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি ॥
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরলুঁ রাধা ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন আঁচর কুচ কনকাচল
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া-কুম্ভ ভরি
মুহরি রাখত কত বেরি ॥
যব্ মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁফর
তাহি মিলল আন আন।
কাঠক মূরতি ঐছে মূরুছায়ত
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ ২০০ ॥

অথ অপরাহ্ণে দর্শনং যথা।

"রতন-মন্দির মাহা" ইত্যাদি গীতং পূর্ব্বোক্তং।

(১১)

বেলোয়ার।

যব্ গোধূলি সময় বেলি
ধনী মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥
ধনী অলপ বয়েস বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল
বাঢ়ল মদন-জ্বালা॥
গোরী কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি খীণী
দুলহ লোচন-কোণা॥
ঈষৎ হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ২০১॥

(১২)

তুড়ী।

বেলি অসকালে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন-যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
সই! রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসন-শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥ ধ্রু॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে।
সীঁথায় সিন্দূর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত মাথে॥
নীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥
কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়া চায়
ঘন না চাহে লোক-লাজে॥

কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা
চলন মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি॥
চণ্ডীদাসে কয় মূরতি এ নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গঢ়িল সে অনুমানে॥ ২০২॥

(১৩)

আসাবরী।

রমণীর মণি পেখলুঁ আপনি
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরী ঝলকে
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই! চাহনি মোহিনী থোর।
মরমে বান্ধিলুঁ হেরিয়া ভুলিলুঁ
রূপের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥
বদন চান্দ কামের ফান্দ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুম্বয়ে চাগ
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥

বসন খসয়ে অঙ্গুলি চাপয়ে
কর সে কড়ছে থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন-কাঁতি মুকুতা-পাঁতি
হাস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতলী হইল পাগলী
মরমে রহল পশি॥
শূন যে হিয়া রহল পড়িয়া
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাস কয় ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়॥ ২০৩॥

(১৪)

অথ স্নানকালে দর্শনং।

বরাড়ী।

সহচরী মেলি চলল বর-রঙ্গিণী
কালিন্দী করই সিনান।

কাঞ্চন শিরীষ- কুসুম জিনি তনু-রুচি
দিনকর-কিরণে মৈলান ॥
সজনি ! সো ধনী চিতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর ॥ ধ্রু ॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত-বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে
তুহুঁ পাতুক করি নেল ॥
চিত নয়ন মঝু এ তুহুঁ সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ-পাপ- দহনে তনু জারত
গোবিন্দ দাস ভালে জান ॥ ২০৪ ॥

(১৫)

তুড়ী।

থির বিজুরী বরণ গোরী
পেখলুঁ ঘাটের কূলে।
কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে
নব মল্লিকার মালে ॥
সই ! মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়ানে ঈষত হাসিয়া
আকুল করিল মোরে ॥ ধ্রু ॥

ফুলের গেঁড়ুয়া   লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ-কুচযুগ-   বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে   মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে   হৃদয়-উল্লাসে
পুন কি হইবে দেখা॥ ২০৫॥

(১৬)

তথা রাগ।

কনক বরণ   কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত   চান্দ যে শোভিত
সিন্দূর অরুণ আর॥
সই! কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর   পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহল পশি॥ ধ্রু॥
গলার উপর   মণিময় হার
গগন-মণ্ডলে হেরু।
কুচযুগ-গিরি   কনক গাগরী
উলটি পড়ল মেরু॥

গুরু সে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরিয়ে সুন্দর তার।
চরণের ফুল হেরিয়ে দুকূল-
জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন জনে॥ ২০৬॥

(১৭)

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ-বাণ॥
চিকুরে গলয়ে জল-ধারা।
মুখ-শশি-ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥
কুচ-যুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥ ২০৭॥

(১৮)

তথা রাগ।

যাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জল-ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম-হারা॥
অলকহিঁ তিতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর পয়োধর-সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
তুল কি করইতে চাহে কে দেহা।
অবহুঁ ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি॥ ২০৮॥

(১৯)

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলুঁ সিনানক বেলা॥

চিকুরে গলয়ে জল-ধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥
তেঞি উদাসল কুচ জোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥
নীবি-বন্ধ করল উদেশ।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥ ২০৯॥

(২০)

বেলাবলী।

সজনি! ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥ ধ্রু॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ-মূলে হেম-হার দোলে
সুমেরু শিখর জানি॥

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়েছে চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া আঁধার কনক-চাঁদার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশি-কলা।
মাজিতে উদয় শুধু সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোরা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনোরথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
শুন হে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥ ২১০॥

(২১)

ত্রিস্রোতা।

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥
একলি চললি ধনী হই আগুয়ান।
উমতি কহই সখি করহ পয়ান॥

এ সখি পেখলুঁ অপরূপ গোরী।
বল করি চিত চোরায়ল মোরি॥
কিয়ে ধনী রাগিণী বিরাগিণী হোয়।
আশ নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব মোহে সো ধনী অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ করহ মিলব বর-নারী॥ ২১১॥

ইত্যাদি দর্শনং।

(২২)

শ্রীকৃষ্ণের অত্যুৎকণ্ঠা।

বরাড়ী।

আর কবে হবে মোর শুভখণ দিন।
নয়ানে নেহারিতে না বাসব ভিন॥
এ সখি এ সখি নিবেদন তোয়।
সো কি সুধামুখী মিলব মোয়॥ ধ্রু॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে।
সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥
কুচযুগ করে পরশিতে যব্ যাব।
করে কর বারি বয়ান পালটাব॥
চরণ পরশি মুখ করব সরস।
রসাবেশে মঝু হিয়ে করব আলস॥

রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর।
সফল জীবন তব্ হোয়ব মোর॥
ঐছন কাতর নাগর ভাষ।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ॥ ২১২॥

(২৩)

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগর-রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥
মুগধী গোঙারী কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ॥
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥
মাধবী-কুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহুঁ যাই অব করহ বিশ্রাম॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দ দাস কহত পরিণাম॥ ২১৩॥

(২৪)

বরাড়ী।

এ সখি বিহি কি পূরায়ব সাধা।
হেরব পুন কিয়ে রূপনিধি রাধা॥

যদি মোহে না মিলব সো বর রামা।
তব্ জীউ ছার ধরব কোন কামা॥
তুহুঁ ভেলি দোতী পাশ ভেল আশা।
জীব বান্ধব কিয়ে করব উদাসা॥
শুনইতে বচন দোতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাঁহা রমণী-কদম্বে॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গুণ-মণি-মালা॥ ২১৪॥

(২৫)

শ্রীকৃষ্ণস্থাপ্তদূতী।

তিরোতা।

শুন লো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলি কি॥
বেলি অবসান কালে
গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥
দেখাইয়া বয়ান চাঁদে
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে।

তুহুঁ তুরিতে আওলি　　লখিতে নারিল
ওই ওই করি কাঁদে॥
তারে হৃদয় দরশি থোরি
তার মন করলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহ　　শুনহ সুন্দরি
কানু জীয়াবে কি করি॥ ২১৫॥

(২৬)

পঠমঞ্জরী।

মাধবীলতা-তলে বসি।
চিবুকে ঠেকনা দিয়া বাঁশী॥
তোহারি চরিত অনুমানে।
যোগী যেন বসিলা ধেয়ানে॥
হরি হরি যব্ গেলি রাধা।
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধা॥ ধ্রু॥
জল গেলে কি করিবে বান্ধে।
নিশি গেলে কি করিবে চান্দে॥
জীউ গেলে কি কাজ শরীরে।
রাধা বিনু কিয়ে নন্দকুমারে॥
রাধা রাধা জপে অবিরাম।
না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥ ২১৬॥

(২৭)

কেদার।

মঞ্জুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিরে
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে জপয়ে মন্তর
একলি তোহারি নাম॥
রামা হে! তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিলোলে তো বিনু দোলত
নন্দনন্দন চন্দ॥ ধ্রু॥
হিম হিম-কর সলিল শীকর
নিন্দই কালিন্দী-তীর।
সরস চন্দন পরশে মূরছই
সজল জ্বলত চীর॥
কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত
পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল নয়ন-যুগল
সঘনে গলয়ে লোর॥
এতহুঁ যতনে পুরুষ রতনে
চিতে নাহি বিশোয়াস।
গহন বিরহ- দহনে দহই
কহই গোবিন্দ দাস॥ ২১৭॥

(২৮)

শ্রীরাগ।

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই না পারই
কৈছে করব অভিসার॥
সুন্দরি! তো বিনু আকুল কান।
বিরহে ক্ষীণ তনু অনুখণ জর জর
জীবইতে বিহি ভেল বাম॥ ধ্রু॥
যতনহিঁ মেঘ- মল্লার আলাপই
তিমির পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহিঁ উড়ি যাওত
উতপত দীঘ নিশাসে॥
তুয়া গুণ নাম গাম জপি জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাঁহা ইহ নব নব লেহা॥ ২১৮॥

(২৯)

সুহই।

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর-ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।

কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জ্বলতহিঁ চন্দন-পঙ্ক ॥
সুন্দরি ! কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।
নায়রী-কোরে সোঙরি তোহে মূরুছই
নয়নহিঁ লোর-তরঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত
আকুল চিকুর বিথার।
রাধা নামে নয়ন ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পার ॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রমণী-শিরোমণি
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদ-পঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ত
গোবিন্দ দাস মতিমন্ত ॥ ২১৯ ॥

(৩০)

অথ গমনং।

কামোদ।

কানুক শেষ- দশা শুনি মুগধিনী
কাতরে সখী-মুখ চাই।
ঐছন ইঙ্গিত বুঝইতে সহচরী
যতনহিঁ বেশ বনাই ॥
দেখ দেখ পহিল সমাগম-রীত।

চলইতে কত কত সংশয় মন মাহা

ঐছে কুঞ্জে উপনীত ॥ ধ্রু ॥

রাইক আগমন হেরি চতুরী দোতী

তুরিতে সম্বাদল কান।

শুনইতে চমকি উঠল বর-নাগর

যৈছন পাওল পরাণ ॥

দূরে গেও বিরহ সকল দুখ মেটল

কানুক হৃদয় উল্লাস।

মুগধিনী রমণী সমুখ নাহি হোয়ত

কহ রাধাবল্লভ দাস ॥ ২২০ ॥

(৩১)

ভূপালী।

সখীর বচনে ধনী থির করি চিত।

করইতে গমন ভেল উপনীত ॥

পদ দুই চারি চললি সখী মেলি।

ধস ধস অন্তর ধাধস ভেলি ॥

ক্ষণে ক্ষণে চৌঙকি পাদ পালটায়।

ক্ষণে কাতর দিঠে সখী-মুখ চায় ॥

সখীগণ পুন পুন করে আশোয়াস।

রহি রহি ধনী-হিয়ে উপজে তরাস ॥

ঐছনে কুঞ্জে মিলল হরি-পাশ।

দূরে হেরই যদুনন্দন দাস ॥ ২২১ ॥

(৩২)

অথ সম্ভোগ।

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোহে সোঁপলুঁ ধনী রাই॥
কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভুখিল মধুকর॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিম হারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতি-রস রঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতীক মিনতি তুয়া পায়ে॥ ২২২॥

(৩৩)

কেদার।

অবনত-বয়নী না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ-পাণি॥

সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ॥
পিরীতি বচন পুন কহল বিশেষ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নব লেশ॥
পহিরণ বসন ধরল যব্ হাতে।
তব্ ধনী দিব্ দেই নিজ মাথে॥
রস-পরসঙ্গ কয়ল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়।
জ্ঞান দাস কহে এহ না জুয়ায়॥ ২২৩॥

(৩৪)

বিহাগড়া।

মনমথ কেলি- লুবধ অতি মাধব
ধরলহিঁ রাইক পাণি।
করে কর বারি হৃদয় অতি কম্পিত
কহইতে গদ গদ বাণী॥
দেখ রাধামাধব বিলাসে।
অতি রসে ভোরি গোরী তনু বেঢ়ল
জলদ বিজুরী জনু বাসে॥ ধ্রু॥
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী
লোচনে জল ভরিপূর।

দশনক ঘাতে অধর বিখণ্ডন
নীবি-বন্ধন করু দূর ॥
কোরহিঁ জোরি উবরি পুন সুন্দরী
চললি তেজি পুন নাহ।
সহচরী ধাই বাহু ধরি আনল
দুর্ল্লভ রস-নিরবাহ ॥ ২২৪ ॥

অত্র "ধরি সখী আঁচর ভই উপচঙ্ক" ইত্যাদি পদং গেয়ং।

ইতি পূর্ব্বরাগ-সংক্ষিপ্তসম্ভোগঃ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং অষ্টমঃ পল্লবঃ।

নবম পল্লব।

রসোদ্গারঃ (১)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস।

পুলক-বলিত অতি ললিত হেমতনু
অনুখণ নটন বিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে
প্রেম-সিন্ধু বহ নয়নহিঁ লোর ॥

জয় জয় ভুবন-মঙ্গল অবতার।
কলিযুগ-বারণ-   মদ-বিনিবারণ
হরিধ্বনি জগতে বিথার॥ ধ্রু॥
নিজ রসে ভাসি   হাসি ক্ষণে রোয়ই
আকুল গদ গদ বোল।
প্রেমভরে গর গর   না চিনে আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোর॥
ইহ রস-সায়রে   মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জান।
গোবিন্দ দাস   বিন্দু লাগি রোয়ই
শ্রীবল্লভ পরমাণ॥ ২২৫॥

(২)

সখীর উক্তি।

ঠমঞ্জরী।

আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব-অবঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥

অাঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দঢ়।
গোপত পিরীতি বিষম বড়॥ ২২৬॥

(৩)

বিভাষ।

চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাঁহ্ন শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি! কি ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গোপত প্রেমধন
জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥ ধ্রু॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এতদিনে পেখলুঁ অাঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনাহঁ সমুঝলুঁ কাজ॥ ২২৭॥

(৪)

ধানশী।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলুঁ অদভুত কাজে ॥
তুহুঁ বর-নারী চতুর-বর কান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ ॥
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজ জন জানি না কহ বেভার ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে ক্ষণে আলসে মুদসি দুটী আঁখি।
নিজ তনু-ছাহে চাহি করি সাখী ॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত।
শ্যামর চান্দে চোরায়ল চিত ॥
ক্ষণে পুলকিত তনু রহসি সাঁভারি।
মৃগমদ উরজে যতনে চীরে বারি ॥
ফুয়ল কবরী উরহিঁ লোটায়।
জ্ঞান দাস কহে কাহে না লুকায় ॥ ২২৮ ॥

(৫)

বরাড়ী।

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই ॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ।
লাজ-কপাট কয়ল মুখ বন্ধ ॥

তিলে তিলে প্রতি অঙ্গে পরতেক হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীত দেখিয়ে আন রঙ্গ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদ তোহে কয়ল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞান দাস কহ নব নব লেহ॥ ২২৯॥

(৬)

বরাড়ী।

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঞে মিলল রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি॥
ধনি হে! বুঝলুঁ এ সব বাত।
এত দিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল
ভেটলি কানুক সাথ॥ ধ্রু॥
যব্ তোহে সখীগণ নিরজনে পুছল
তব্ তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি সো সব বেকত কয়ল সখি
কৈছনে গোপবি তায়॥

চৌরিক বচন　　কহত সব গুরুজন
　　সো সব পায়লুঁ সাখী।
দশ দিন দুরজন　　এক দিন সুজনক
　　আজু দেখিলুঁ পরতেকি ॥
হাম সব নিজ জন　　কহসি রাতি দিন
　　সো সব বুঝলুঁ আজে।
জ্ঞান দাস কহ　　সখি তুহুঁ বিরমহ
　　রাই পায়ল বহু লাজে ॥ ২৩০ ॥

(৭)

কামোদ।

রূপ কলা গুণ　　সব সম্পূরণ
　　ঐছন কানু বর নাহ।
আছিল আমার চিতে　　তুয়া সহ মিলাইতে
　　ভালে ভেল বিহি নিরবাহ ॥
সখি হে! কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।
বিহি-পরসাদে　　সাধ সব পূরল
　　বুঝল মো অপরূপ কাজে ॥ ধ্রু ॥
যাকর কাহিনী　　ছাড়ি তুহুঁ আন দিন
　　আন না শুনসি কাণে।
বচন রচন করি　　সব উলটায়সি
　　আজু দেখি আন সন্ধানে ॥

সব আন রীত চিত তুয়া অন্তর
বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞান দাস কহ বচন আন নহ
কো পাতিয়ায়ব ইথে ॥ ২৩১ ॥

(৮)

শ্রীরাগ।

সুন্দরি ! বেকত গোপন লেহা।
বঞ্চিত আজু করণে নাহি পারবি
সাখী দেয়ল তুয়া দেহা ॥ ধ্রু ॥
সঘনে আলস সখি তুয়া মুখমণ্ডল
গণ্ড অধর ছবি মন্দ।
কত রস পানে কয়ল সব মোহিত
রাহু উগারল চন্দ ॥
জাগি রজনী তুহুঁ লোহিত লোচন
অলস নিমীলিত ভাতি।
মধুকর লোহিত কমল-কোরে জনু
শুতি রহল মদে মাতি ॥
বেকত পয়োধরে নখ-রেখ ভূখণ
তাহে পড়ল কচ-ভারা।
নিজ রিপুবান কলানিধি হেরইতে
মেরু পড়ল আন্ধিয়ারা ॥

নব কবি শেখর　　কহই না পারত
ঘোষ শপতি করি জানি।
কত শত বেরি　　চোরি করু গোপন
বেরি এক বেকত বাণী॥ ২৩২॥

ইত্যাদি সখ্যুক্তি।

(৯)

অথ শ্রীমত্যা নিজোক্তিঃ।

শ্রীগান্ধার।

দরশনে লোর নয়ন-যুগ ঝাঁপ।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপ॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ।
নামহিঁ যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন-বেরি।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি॥
সো ধনী মানি সুরত-অধিদেবী।
তাকর চরণ-কমল পর সেবি॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরক সমুঝাব॥
অবহুঁ জগত ভরি অকিরীতি এহ।
রাধা মাধব অবিচল লেহ॥
এ কিয়ে সুদঢ় বিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দ দাস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ॥ ২৩৩॥

(১০)

সুহই।

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব্ ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটী কুসুম শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি! জানলুঁ বিহি মোরে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥ ধ্রু॥
সুনয়নী কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥
প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দ দাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতী-রস-মরিযাদ॥ ২৩৪॥

(১১)

বরাড়ী।

যাঁহা দরশনে তনু পুলকে ভরই।
যাঁহা কর করষণে টুটত বলই॥

যাঁহা পরিরম্ভণে অম্বর খলই।
যাঁহা ঘন চুম্বনে বয়ান না টুটই॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব্ হোয় এ হেন মনোভব-কেলি॥ ধ্রু॥
যাঁহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বোলই।
যাঁহা নখ-বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥
যাঁহা মণি-নূপুর তরলিত কলই।
যাঁহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই॥
যাঁহা নাহি ঐছন রস নিরবহই।
তাঁহা পরিবাদ গোবিন্দ দাস কহই॥ ২৬৫॥

(১২)

পুনঃ সখ্যুক্তি।

ধানশী।

যব্ হরি-পাণি- পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
তব্ কিয়ে ঘন ঘন মণিময় আভরণ
বেশ পরায়লি রঙ্গ॥
এ ধনি! অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিঁদহুঁ না জীবসি
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥ ধ্রু॥
কয়ইতে কোরে জোরি তনু-বল্লরী
নহি নহি বোলসি থোর।

চুম্বন বেরি জনি মুখ মোড়সি
জনু বিধু-লুবধ চকোর ॥
যব্ হোয়ে নাহ- রতন রত-আরত
বারত জনি অভিলাষ।
গোবিন্দ দাস কহ নহ বহু-বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ ॥ ২৩৬ ॥

(১৩)

শ্রীমত্যা নিজোক্তিঃ।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
বহু দুখে গোঙায়লুঁ মাধব সাথ ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধুপান।
বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ ॥
নব যৌবন তাহে রস পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার ॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তুহুঁ মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি ॥ ২৩৭ ॥

(১৪)

তথা রাগ।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায় ॥

আজি অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পর-ধন মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারে তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখি এ পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহ আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস বোল॥ ২৩৮॥

(১৫)

রামকেলী।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই কয়ল সোই নাগর-রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতী মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে কয়ল রসকেলি॥

হঠ করি নাহ কয়ল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ॥
জানসি তব্ কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ল পহিল বিলাস॥ ২৩৯॥

(১৬)

স্বয়ংদৌত্যেন মিলনং যথা।

কামোদ।

গোকুলে দেব- দেয়াসিনী আওল
নগরহিঁ ঐছে ফুকারি।
অরুণ বসন পরি জটিলী বেশ ধরি
কানু দ্বার মাহা থারি॥
শুনি ধনী জটিলা তুরিতে চলি আওল
হেরইতে চমকিত ভেল।
শ্যামরি বধূর রীতি হেরি জনু আনমতি
কহি নিজ মন্দিরে নেল॥
দেব-দেয়াসিনী কান।
জটিলা-বচনে সুধামুখী নিয়ড়হিঁ
এক দিঠে নেহারে বয়ান॥ ধ্রু॥
কহ তব্ অতনু দেব ইথে পাওল
হৃদি মহ পৈঠল কাল।

নিরজনে সোই মন্ত্রে যব্ ঝারিয়ে
তব্ ইহ হোয়ব ভাল ॥
এত শুনি জটিলা ঘরহুঁ দোঁহে লেয়ল
নিরজনে দুহুঁ এক ঠাম।
সব জন নিকসল বাহিরে বৈঠল
পূরল কানু-মনকাম ॥
বহুখণ অতনু- মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল
ভাগল তব্ সোই দেবা।
দেব-দেয়াসিনী ঘর সঞে নিকসল
চাতুরী বুঝব কেবা ॥
জটিলা বহুত ভকতি করি হরষিতে
কতহুঁ ভিখ আনি দেল।
কহ শেখর বর ভিখ লেই তব্
সোই দেয়াসিনী গেল ॥ ২৪০ ॥

(১৭)

শ্রীমতীর উক্তি।

ধানশী।

কহ সখি কিয়ে ভেল।
দেয়াসিনী কাঁহা গেল ॥
হাম মুগধিনী নারী।
না শুনি অতনু-ঝারি ॥

ঐছন লুবধ কান।
কত না চাতুরী জান॥
সহজে আমরা বালা।
কে জানে এতহুঁ কলা॥
পহিল পিরীতি তায়।
বহু দিন নাহি যায়॥
ইথেই ঐছন কেল।
কুহক সমান ভেল॥
অপরে কি সুখ পাব।
কত না হোয়ব লাভ॥ ২৪১॥

ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগস্থ রসোদ্গারঃ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং নবমঃ পল্লবঃ।

দশম পল্লব।

—:*:—

রসোদ্গারঃ (২)।

———

(১)

সখীর উক্তি।

গান্ধার।

কাহে কানু ঘন ঘন আওত যাওত
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।
হাসি হাসি মুখ-শশী উগারে অমিয়া-রাশি
তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি॥
সুন্দরি! কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে না জানি কাহার ভিতে
আছয়ে পিরীতি নব লেশ॥ ধ্রু॥
সহজে রসিক-রাজ অলখিতে সব কাজ
অনুভবি ওর নাহি পাই।
যাহার নয়ন-শরে জাতি কুল শীল হরে
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই॥
একই নগরে বৈসে কখন এ দিগে আইসে
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।

জ্ঞান দাস শুনি বলে কহ দেখি কোন্ ছলে
করিতে না পারি অনুমান ॥ ২৫২ ॥

(২)

ললিত।

আজু কেন হেন বাসি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি ॥ ধ্রু ॥
রসের ভরে অঙ্গ না ধরে
বসন পড়িছে খসি।
স্বরূপ করিয়া কহ না আমরা
মনের মরমী সখী ॥
এক কহইতে আন কহিছ
বচন হইল হারা।
রসিয়ার সঙ্গে কিবা রস-রঙ্গে
সঙ্গ হইয়াছে পারা ॥
ঘন ঘন তুমি মুড়িছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া কেন না কহসি
মরমে কপট কর ॥
ভালের সিন্দুর আধেক আছে
নয়ানে আধ কাজল।

চান্দ নিঙ্গাড়িয়া　　এমন করিয়া
কেবা নিলে এ সকল ॥
কৃষ্ণপ্রসাদ কয়　　যে বোল সে হয়
ভাল ভুলাইলে কাজ ।
সঙ্গের সঙ্গিনী　　বঞ্চিতে নারিবা
কিবা কর আর লাজ ॥ ২৪৩ ॥

(৩)

শ্রীমত্যা নিজোক্তিঃ ।

মঙ্গল ।

সখি হে ! তোহে হামারি বহু সেবা ।
ঐছন বাণী　　কবহুঁ জনি বোলবি
জাতি কুল কিয়ে নেবা ॥ ধ্রু ॥
গোকুল নগরে　　কানু রতি-লম্পট
যৌবন সহজে হামারা ।
তুহুঁ সখি রভসে　　মোহে জনি বোলবি
লোকে করব পাতিয়ারা ॥
কেশর-কুসুম　　হেরি হাম কৌতুকে
ভুজযুগে মেটল তাই ।
দাড়িম ভরমে　　পয়োধর উপরে
পড়লহুঁ কীর লোভাই ॥
উভয় চকিত ভুজে　　ইতি উতি পেখলুঁ
তে বেশ বৈছে গেল আন ।

ইথে পরিবাদ কহসি মোহে বৈরিণী
ইহ কবি শেখর গান ॥ ২৪৪ ॥

(৪)

সখীর উক্তি।

ধানশী।

অভিসারিণি! কপট করহ কথি লাগি।
কোন পুরুখ হেন হরল তোহারি মন
রজনী গোঙায়লি জাগি ॥ ধ্রু ॥
জনু পদ্মাগরী গজ গেহ লঢ়ায়ল
পরশল সুরকি রমণে।
ঐছন হেরি তনু নাত করহ জনু
বেকত লুকায়ত কোনে ॥
মুধক পরশে পণ্ডার ধবল ভেল
অরুণ-কিরণ কোন কেল।
গৌর পয়োধর নখ-রেখ সুন্দর
পঙ্কজে মৃগমদ ভেল ॥ ২৪৫ ॥

(৫)

তিরোতা।

মন্দিরে আছিলুঁ সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি ॥
যব্ সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব্ মঝু নিঁদে ভরল সব দেহ ॥

শুতি রহলুঁ হাম করি এক-চিত।
দৈব-বিপাকে ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহ জানি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
ত্বরিতে ঘুচায়লুঁ নীবিক কাজ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহিঁ গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দূর ভেল॥
অতয়ে করব কেহু অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহ কো পাতিয়াব॥ ২৪৬॥

(৬)

তথা রাগ।

না কহ না কহ মিছা অপবাদ।
সহজে যৌবন তাহে কুল-মরিযাদ॥
সখী পরসঙ্গে নিশি জাগলুঁ হাম।
বিপরীত হোয়ে জানি গুরু-কুল ঠাম॥
ঐছন বচন পুন না কহবি মোয়।
রভসহিঁ বচন সাঁচি জনি হোয়॥ ২৪৭॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং দশমঃ পল্লবঃ।

একাদশ পল্লব।

—:*:—

রসোদ্গারঃ (৩)।

——

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

বিভাস।

দেখ দেখ গৌর প্রেম-রস-ধাম।

পদ-নখে জিতল কতহুঁ শশি-কুল
লাখে লাখে মদযুত কাম॥ ধ্রু॥

চকিত বিলোকনে সব দিশ হেরই
ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ।

আপাদ মস্তক পুলকহিঁ পূরিত
নিরুপম ভাব-তরঙ্গ॥

খেণে মৃদু হাসি কহই সো পিরীতি
যৈছন হেম দশবাণ।

শ্যাম নাগর মোর প্রাণ-মনোহর
কহইতে ঝরয়ে নয়ান॥

ভাবহিঁ বিবশ　　কহই বরজ-রস
অভিনয় তৈছে পরকাশ।
পরমানন্দ-সার　　মহাভাব-অবতার
ভণ রাধামোহন দাস ॥ ২৪৮ ॥

(২)

তদ্ধৃচিত্ত-নবদ্বীপ-নাগরীণাং উক্তিঃ।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক ভাব।
অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ ॥
একলি আছিলুঁ হাম বনাইতে বেশ।
মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধলুঁ কেশ ॥
তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ।
ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ ॥
দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে করলহিঁ কোর ॥ ২৪৯ ॥

(৩)

অথ সখ্যুক্তিঃ।

পঠমঞ্জরী।

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলি-কলা-রস কহবি মোয় ॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলক মিটি গেলহিঁ দূর ॥

কুসুম-কুল সব ভেল ভিন্ ভিন্।
অধরহিঁ লাগল দশনক চিন্॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
অলসহিঁ পূরল সকলহিঁ গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥ ২৫০॥

(৪)

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ বয়স হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ সে লাজ ডর অতি সে করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহিঁ কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥
হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥
দেলহিঁ আলিঙ্গন ভুজ যুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়লুঁ রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥

অধর নীরস মধু করলহিঁ মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥
কুচ-যুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহুঁ সে সচেতনী লুবধ মুরারি॥ ২৫১॥

(৫)

তথা রাগ।

হাম অতি ভীত রহল তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি।
দমন-লতা জনু দমসল হাতী॥
পুন কত কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মধু নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পূরবক ভাগি।
ফেরি আওল হাম সো ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ॥ ২৫২॥

(৬)

পুনঃ সখীগণস্য উক্তিঃ।

রাগ ধানশী।

কহ কথি শাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি নেহা॥

অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি তুহুঁ পূরবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ২৫৩॥

(৭)

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার॥
সুন্দর পয়োধর নখ-ক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
আনন্দে পুড়িলে পুন আনন্দে কাজ॥ ২৫৪॥

(৮)

তথা রাগ।

ঐছন শুনইতে মুগধিনী রমণী।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনত-বয়নী॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ।
সখীগণ কহতহিঁ প্রিয়তর ভাষ॥
কহইতে না কহসি রজনীক কাজ।
হামারি শপতি তোহে যদি কর লাজ॥
পহিল সমাগম লাগি এত দুখ।
পুন মিলনে কত পাওবি সুখ॥
ঐছে বচন শুনি কহে মৃদু হাসি।
শিবরাম দাস ইহ রস পরকাশি॥ ২৫৫॥

(৯)

বালা ধানশী।

কি কহব রে সখি আজুক বিচার।
সো সুপুরুখ মঝু কয়ল শিঙ্গার॥
ধরি পহুঁ হাসি আলিঙ্গন দেল।
মনমথ-অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥
আঁচর পরশি পয়োধর হেরু।
জনম-পঙ্গু জনু ভেটল সুমেরু॥
যব্ নীবি-বন্ধ খসায়ল কান।
আপন দিব্ তব্ কছু যদি জান॥

রতি-চিহ্নে জানলুঁ কঠিন মুরারি।
তোহারি পুণ্যে জীয়লুঁ হাম নারী॥
কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই।
না কহ সুধামুখি গেও চতুরাই॥ ২৫৬॥

ইতি মুগ্ধা-রসোদ্গারঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রসোদ্গারঃ।

---

(১)

রামকেলী।

প্রভাতে উঠিয়া বরজ-রাজ।
সকালে চলিলা ধেনু সমাজ॥
সখাগণ আসি মিলল তাই।
আনন্দ বাঢ়ল ও মুখ চাই॥
গাভী দোহন করিয়া কান।
সুবলের সনে নিভৃতে যান॥
পুছত সুবল হেরিয়া মুখ।
কি ভেল আজুক রজনী-সুখ॥
কহত নাগর করি প্রকাশ।
ভণতহিঁ রস শেখর দাস॥ ২৫৭॥

(২)

গান্ধার।

সুবল মিতা হে! কি কব সে সব রঙ্গ।

সে যে মুগধিনী হেরিয়া মু'খানি
বাঢ়ল রস-তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

কত না যতনে বচন বোলল
হাসি মিলাওল আধ।

সে যে কুল-বহূ কহ লহু লহু
শুনিতে বাঢ়ই সাধ ॥

গাঢ় আলিঙ্গনে চমকি উঠয়ে
আলসে শুতলি কোর।

পবনে আকুল নবীন কমল
ভ্রমর রহল আগোর ॥ ২৫৮ ॥

(৩)

বিভাষ।

হামে দরশাইতে কতহুঁ বেশ করু
হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ।

সুরত-শিঙ্গারে আজু ধনী আওলি
পরশিতে থরহরি কাঁপ ॥

শুন হে! কানুক ইহ অবধারি।

সকল কাজ হাম বুঝলুঁ বুঝায়লুঁ
না বুঝলুঁ অন্তর নারী ॥ ধ্রু ॥

অভিনব কাম নাম পুন শুনইতে
রোখত গুণ দরশাই।
অরি সম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে
আপন মনোরথ সাই ॥
অন্তরে জীউ- অধিক করি মানয়ে
বাহিরে লাগয়ে উদাসে।
কহ কবি শেখর অনুভব জানলুঁ
বিদগধ কেলি বিলাসে ॥ ২৫৯ ॥

(৪)

কৃষ্ণস্য প্রিয়সখ্যঃ ধনিষ্ঠাকুন্দলতাবৃন্দাদয়ঃ।
কাশ্চিৎ তত্রাগতাস্তৎসম্বোধনং কথয়তি ॥

ধানশী।

করে কর ধরি যে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিম-কর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥
রামা হে! শপতি করহুঁ তোর।
সোই গুণবতী- গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর ॥ ধ্রু ॥
গলিত বসন লোলিত ভূষণ
ফুয়ল কবরী-ভার।

আহা উহু করি   যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার ॥
নিভৃত কেতনে   হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি   ভালে সে উমতি
বিপতি পড়ল রাধা ॥ ২৬০ ॥

(৫)

সুহই।

বেনন সঞে যব্   বসন উতারলুঁ
লাজে লাজায়লি গোরী।
করে কুচ ঝাঁপিতে   বিহসি বয়ন ধনী
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি ॥
নীবি-বন্ধ খসইতে   করে কর ধরু ধনী
পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয় সমাধানে   বিকল ভেল শশিমুখী
তব্ হাম কোরে আগোরি ॥
এত কহি বিষাদ   ভাবি রহুঁ মাধব
রাইক প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি   গোবিন্দ দাস তথি
পূরল ইহ রস ওর ॥ ২৬১ ॥

(৬)

অথ শ্রীরাধায়াঃ স্নানচ্ছলেন অভিসারঃ।

ভাটিয়ারী।

সকালে সিনানে চলিলা গোরী।
সখীগণ সঙ্গে আনন্দে ভোরি ॥
সুগন্ধি তৈল হলদি লইয়া।
কোন সখী আগে চলিল ধাইয়া ॥
কেহ ত বসন ভূষণ নিলা।
রাইয়েরে বেড়িয়া সবে চলিলা ॥
দূর সঞে হেরি নাগর-রাজ।
তুরিতে আওল ধেনু সমাজ ॥
রাই-রূপ হেরি বিভোর হইয়া।
দোহনের ছাঁদ পড়ে এলাইয়া ॥
কহয়ে শেখর রসিকরাজ।
ভুলল গোধন-দোহন কাজ ॥ ২৬২ ॥

(৭)

শঙ্করাভরণ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন-দোহন তেজল রে ॥
চান্দ চকোর জনু পাওল রে।
রাই-প্রেমভরে ভাসল রে ॥

মূরছি অবনীতলে পড়ল রে।
অরুণিত লোচনে ঢল ঢল রে॥
করে পহুঁ কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে॥
তুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দ দাস মনোমোহন রে॥ ২৬৩॥

(৮)

ভাটিয়ারী।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক-লতায়ে জনু তরুণ তমাল।
নব-জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
তুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥
তুহুঁ অধরামৃত তুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস তুহুঁক গুণ গান॥ ২৬৪॥

(৯)

তথা রাগ।

বিপিনহিঁ কেলি কয়ল তুহুঁ মেলি।
জল মাহা পৈঠি কয়ল জলকেলি॥

নাহি উঠল তুহুঁ মোছল অঙ্গ।
তুহুঁ রূপ হেরইতে মূরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল তুহুঁ নব নব বেশ।
কবরী, বনায়ল বান্ধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান।
গোবিন্দ দাস তুহুঁক গুণ গান॥ ২৬৫॥

ইতি সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগস্য গোদোহনে মিলনং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ প্রথম-শাখায়াং একাদশঃ পল্লবঃ।

প্রথম শাখা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু।

দ্বিতীয় শাখা।

প্রথম পল্লব।

শ্রীগুরুং গৌরচন্দ্রঞ্চ সকলত্রং সভক্তকং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রঞ্চ নমামি স্বগণান্বিতং॥

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য সঙ্কীর্ত্তন-বর্ণনং।

মঙ্গল।

শ্রীবাস-অঙ্গনে বিনোদ বন্ধনে
নাচত গৌরাঙ্গ রায়।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সবাই দেখিবারে ধায়॥
ভকত-মণ্ডল গাওত মঙ্গল
বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনমত নিতাই নাচত
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়াল॥

গরজে পুন পুন লম্ফ ঘন ঘন
মল্লবেশ ধরি নাচই।
অরুণ লোচনে প্রেম বরখিয়ে
অবনী-মণ্ডল সিঞ্চই॥
ধরণী-মণ্ডল প্রেমে বাদল
করল অবধৌত চান্দ।
না জানি নর নারী ভুবন দশ চারি
সবাই রূপ হেরি কান্দ॥
শান্তিপুর- নাথ গরজে অবিরত
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার॥
মুকুন্দ কুতূহলী কান্দয়ে ফুলি ফুলি
ধরিয়া গদাধর কোর।
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম
সঘনে ভাইয়া ভাইয়া বোল॥
না জানে দিবা নিশি প্রেমরসে ভাসি
সকল সহচর-বৃন্দ।
বৃন্দাবন দাস প্রেম পরকাশ
নিতাই-চরণারবিন্দ॥ ২৬৬॥

রূপানুরাগ (১)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

সুহই।

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা মু যাঙ নিছনি॥
কি কাজ শরদ কোটী শশী।
জগত করিলে আলো গোরা-মুখের হাসি॥
দেখিয়া রঙ্গিমাধর-কাঁতি।
মল্য মল্য অনুরাগে এ বর যুবতী॥
সুদশন শিখর-মূরতি।
মরমে ভরম জাগে পিরীতি-আরতি॥
ভাঙ গঞ্জে মদন. ধানুকী।
কুলবতী উনমতি কৈল দুটি আঁখি॥
অলকা তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর মনে রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি॥

চন্দন কেশর মাখা তনু।
রঙ্গিণীর প্রাণ বাটি লেপিয়াছে জনু॥
মদন-বিজয়ী দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা॥
রাঙ্গা-প্রান্ত পীত পট-বাস।
পহিরণ নিতম্বিনী রস অভিলাষ॥
অরুণ চরণে নখচান্দ।
পামরি গোবিন্দ দাসের চিত-বান্ধা ফান্দ॥২৬৭॥

(২)

শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং।

বেলোয়ার।

বিকচ সরোজ ভাণ মুখ মণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই
পি পি আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন পুঞ্জ কিয়ে কুবলয়-দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥ ধ্রু॥
অঙ্গদ বলয়া হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটী কিঙ্কিণী কলনা।
আভরণ-বরণ- কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দী-জলে, যৈছে চান্দকি চলনা॥

কুঞ্চিত কেশ কুসুমাবলী তছু পর
শির পর শোভে শিখি-চান্দকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবণি
সকল যুবতী-মন পড়ি গেও ফান্দে ॥ ২৬৮ ॥

(৩)

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চাঁদ কামিনী-মোহন ফাঁদ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥
সই! কিবা সেই নয়ান-চাহনি।
আঁখির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥ ধ্রু ॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ নখ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥
কুল শীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ ॥ ২৬৯ ॥

(৪)

অথ শ্রীরাধিকায়া রূপাভিসারঃ।

শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস-আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী অঙ্গ তরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জর-গামিনী মোতিম-দশনী
দামিনী-চমক-নেহারিণী রে।
আভরণ-ধারিণী নব অভিসারিণী
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিণী রে॥
নব অনুরাগিণী অখিল-সোহাগিনী
পঞ্চম-রাগিণী-মোহিনী রে।
রাস-বিলাসিনী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দ-দাস-চিত-শোহিনী রে॥ ২৭০॥

(৫)

ধানশী।

করিবর রাজ- হংস জিনি গামিনী
চললিহুঁ সাঙ্কেত-গেহা।
অমল-তড়িত- দণ্ড হেম-মঞ্জরী
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥

জলধর তিমির   চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙ-লতা ধনু   ভ্রমর ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে ॥
নলিনী চকোর   সফরী বর মধুকর
মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল   গরুড়-চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি ॥
কনক-মুকুর শশী   কমল জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি   কুন্দ করগ-বীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥
বেল তাল যুগ   হেম-কলস গিরি
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল   পাশ বল্লরী জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোম লতাবলী   শৈবাল কজ্জল
ত্রিবলী তরঙ্গিণী রঙ্গা।
নাভি সরোবর   সরোরুহ-দল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী   করিবর-কর জিনি
স্থল-পঙ্কজ পদ পাণি।

নখ দাড়িম বীজ ইন্দু রতন জিনি
পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মূরতি
রাধা-রূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥ ২৭১ ॥

(৬)

কামোদ।

দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই।
চকিত বিলোকনে চাহই দশ দিশ
প্রেম-সিন্ধু অবগাই ॥ ধ্রু ॥
এক সখী সঙ্গে চলু নব নাগরী
নাগর সঙ্কেত-কুঞ্জে।
মল্লিকা মালতী কুসুম বিথারিত
গুঞ্জিত তহিঁ অলিপুঞ্জে ॥
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গ বিভূষণ
তৈছন নূপুর চরণে।
সিন্দূর চন্দন কজ্জল উজ্জ্বল
কৃত-অবগুণ্ঠন বসনে ॥ ২৭২ ॥

(৭)

তথা রাগ।

নব অভিসারিণী   কুঞ্জহিঁ ভেটল
ও নব নাগর সঙ্গ।
পন্থ ঘটিত দুখ   সবহুঁ দূরে গেও
বাঢ়ল মনোভব-রঙ্গ॥
দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু।
দুহুঁক দরশ-রসে   ভাব-লহরী সঞে
উছলল প্রেমক সিন্ধু॥ ধ্রু॥
দুহুঁক আলোকনে   দুহুঁ পুলকায়িত
লোচনে আনন্দ-লোর।
বিবরণ কাঁপ   ঘাম ভেল গদ গদ
স্তবধ ভেল পুন ভোর॥
ঐছন ভাব   না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
ঐছন নিরুপম লেহ।
দাস রাধামোহন   চিতে নিচয় করু
এক পরাণ ভিন দেহ॥ ২৭৩॥

(৮)

।

কিয়ে শুভ দরশনে   উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ-ছান্দে।

তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চারু চান্দে ॥
আধ নয়ানে দুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আনহিঁ ভাতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতি ॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে এলাইল আনন্দ-ভরে
শিরীষ কুসুম কমলিনী ॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোর।
নব জলধরে জনু চান্দ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোর ॥
বিগলিত কেশ- কুসুম শিখি-চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল ॥ ২৭৪ ॥

(৯)

কেদার।

পহিল সমাগম রাধা কান।
অতি রসে মগন ভেল পাঁচবাণ ॥ ধ্রু ॥

তুহুঁ মুখ দরশনে   তুহুঁক বিলোকনে
আনন্দ নীর নিঝাঁপই রে।
অবিরত পরশিতে   কুচ কনকাচল
গিরিবর-ধর-কর কাঁপই রে॥
গদ গদ ভাষে   আলাপই তুহুঁ তুহুঁ
চুম্বনে নয়ন ঢুলায়ই রে।
তুহুঁ পরিরম্ভণে   তুহুঁ পুলকায়িত
অঙ্গহিঁ অঙ্গ হেলায়ই রে॥
তুহুঁ রসে ভাসি   তুহুঁ অবলম্বই
রঙ্গ-তরঙ্গিত অঙ্গ তুহুঁ।
নব নাগরী সঞে   নাগর শেখর
ভুলল গোবিন্দ দাস পহুঁ॥ ২৭৫॥

(১০)

ভাটিয়ারী।

রাধা মাধব বিহরই বনে।
নিমগন তুহুঁ জন সুরত-রণে॥
তুহুঁ উঠি বৈঠি কতয়ে করু কেলি।
বহুবিধ খেলন সহচরী মেলি॥
নিভৃত নিকুঞ্জ-গৃহে করত বিলাস।
হেরত তুহুঁ রূপ নরোত্তম দাস॥ ২৭৬॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং প্রথমঃ পল্লবঃ।

দ্বিতীয় পল্লব।

রূপানুরাগঃ (২)।

বাসকসজ্জাদি মিলন পর্য্যন্ত গীত।

(১)

তত্র শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রঃ।

ধানশী।

মো মেনে মলুঁ মো মেনে মলুঁ।
কি খেণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইলুঁ ॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর তুলাল দেখি আইলুঁ বাটে ॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রস-রঙ্গে ॥
থির বিজুরী করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ-অঙ্গের রেখে ॥
আঁখির নাচনি ভাঙর দোলা।
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা ॥

চান্দ ঝলমলি বদন-ছান্দে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কান্দে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুঁটা।
যুবতী উমতি কুলের খোঁটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দ দাস তেঞি সে ঝুরে॥ ২৭৭॥

(২)

শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রস্য।

ভাটিয়ারী।

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পুরুষ বিলাসী রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া॥
চন্দনে চর্চ্চিত সব অঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর॥
কঞ্জ-নয়নে বহে সুরধুনী-ধারা।
নাহি জানে দিবা নিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর-শুণ্ড।
কনক-খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড॥
শির পর পাগড়ী বান্ধে নটপটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটী পরে নীল ধটিয়া॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস॥ ২৭৮॥

(৩)

কামোদ।

ভালে সে চন্দন চান্দ নাগরী-মোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুন ঠেকিলুঁ ও না ফান্দে॥
সই! কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া ও রূপ নিছনি নিয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥ ধ্রু॥
দেখিয়া ও মুখ-ছান্দ কান্দে পূর্ণমিক চান্দ
লাজ-ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান-কোণের বাণে হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মলুঁ মলুঁ কি রূপ দেখিয়া আইলুঁ
কালা-অঙ্গে পড়িছে বিজুলী।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ মনে এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কি খেণে দেখিলুঁ তারে না জানি কি হৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে ও রূপ দেখিয়া গো
কোন পামরী রবে ঘরে॥ ২৭৯॥

(৪)

সুহই।

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি।
গুরুজন-পথ ধনী করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সবে নিঁদ গেল।
দেখি ধনী অতি উতকণ্ঠিত ভেল॥
বিছুরল আপনক বেশ বনান।
সখীগণ সঞে তব্ করল পয়ান॥
পূর্ণমিক চান্দ জিনিয়া মুখ-জ্যোতি।
ঝলমল করে তনু কতয়ে মণি মোতি॥
থলকমল-দল চরণ সঞ্চার।
নব অনুরাগে কত আরতি-বিথার॥
আওল মদন-কুঞ্জগৃহ মাঝ।
না হেরল তাঁহি বরজ-যুবরাজ॥
বৈঠলি তঁহি পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
নাগর আনিতে চলু বলরাম দাস॥ ২৮০॥

অথ বাসকসজ্জা।

(৫)

ধানশী।

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনী সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকিত॥ ধ্রু॥

কিশলয় শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতন প্রদীপ।
তাম্বূল কপূর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
লেই পুন তেজত তাই।
সচকিত নয়নে নেহারই দশ দিশ
কাতরে সখী-মুখ চাই॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ মণিময় আভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখীগণ হেরি কতহুঁ পরবোধয়ে
জ্ঞান দাস কহ ধাই॥ ২৮১॥

(৬)

শ্রীমতীর উক্তি।

তথা রাগ।

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজিনু দীপ উজাইনু
মন্দির হইল আলা॥
সই! পাছে এ সব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥ ধ্রু॥

শাশুড়ী ননদে　　বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে　　এ রূপ যৌবনে
মিলিব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি　　কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি　　আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে॥ ২৮২॥

(৭)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি।

কামোদ।

শুন শুন নাগর　　সব গুণ আগর
তুহুঁ বর চতুর সুজান।
একলি সঙ্কেত-　　নিকেতনে সো ধনী
নয়ানে না হেরই আন॥
তোহারি গমন-পথ　　পুন পুন হেরত
সো অবিচল কুল-বালা।
রতন প্রদীপ　　বাস-গৃহে সাজই
তুয়া লাগি গাঁথই মালা॥
এত কহি সহচরী　　তুরিতে গমন করি
কুঞ্জে ভেল উপনীত।
ভণ যত্নন্দন　　ও নন্দনন্দন
গমনহিঁ উনমত চিত॥ ২৮৩॥

(৮)

কামোদ।

বাসক-গেহ গমন শুনি শ্যামর
দেয়ই বেণু-নিসান।
তিল মঝু গমন বিলম্বহিঁ সো ধনী
কলপ কোটি অনুমান॥
ধনি ধনি রাইক সোহাগ।
যো জগ-জীবন যুবতী-প্রাণধন
তাহারি পরাণ সম জাগ॥ ধ্রু॥
তছু প্রেমে আকুল মৌলি বকুল ফুল
আভরণ পন্থহিঁ ভারি।
চলন সিন্ধুর-গতি নাহি জন সঙ্গতি
উপনীত ভেল যাঁহা নারী॥
দেখি ধনী নাগর আনন্দ সাগর
সফল দেহ করি মান।
জীবন যৌবন বাস-গেহ পুন
যো কিছু আপন বিতান॥
আনন্দ-সায়রে নিমগন সখীগণ
হেরইতে দুহুঁক উল্লাস।
সো সুখ-সিন্ধু- বিন্দু পরশ লাগি
যাচে রাধামোহন দাস॥ ২৮৪॥

(৯)

অথ নিবেদন।

বিহাগড়া বা কেদার।

শুন শুন নাগর রসিক সুজান।

তুয়া মুখ তিল আধ   না দেখিলে হাম কত

কোটি কলপ করি মান ॥ ধ্রু ॥

তুয়া নব অনুরাগে   হাম আয়নু আগে

পথ হেরি আকুল পরাণ।

তোহারি দরশে অব   দূরে গেও দুখ সব

সফল ভেল পাঁচ বাণ ॥

হাম অতি দুখিত   তাপিত তাহে পরবশ

তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।

গৃহের ভিতরে থাকি   যেমন পিঞ্জরে পাখী

সদা ভয়ে জীউ উতরোল ॥

অনেক পুণ্যের ফলে   তোমা বন্ধু পাইয়াছি

কত কত করিয়া কামনা।

হেন মনে অভিলাষি   কহি এবে পরকাশি

তুয়া পায়ে নিছিয়ে আপনা ॥ ২৮৫ ॥

(১০)

সুহই।

শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে! মোর নিবেদন।

তোমার অদ্ভুত গুণে   সদা করে আকর্ষণে

তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ধ্রু ॥

তোমার মধুর বাণী সুধাসিন্ধু-তরঙ্গিণী
মোর কর্ণ তাহে ডুবি থাকে।
তোমার গৌর দেহ পরম সুগন্ধি সহ
উনমত করিল আমাকে ॥
সখাগণ সঙ্গে থাকি সুবল তাহার সাখী
তোমা বিনে আন নাহি ভায়।
বিরলে বসিয়ে যবে তোমারে দেখিয়ে তবে
কহ তুমি মোরে এ উপায় ॥ ২৮৬ ॥

এতদ্গীতদ্বয়ং শ্রীযদুনন্দন-ঠকুরস্য বর্ণনং।

(১১)

বিহাগড়া।

তুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
তুহুঁ রূপ নিতি নিতি তুহুঁ হিয়ে জাগ ॥
তুহুঁ মুখ চুম্বই তুহুঁ করু কোর।
তুহুঁ পরিরম্ভণে তুহুঁ ভেল ভোর ॥
তুহুঁ তুহেঁ যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং দ্বিতীয়ঃ পল্লবঃ।

অথ রূপাভিসারঃ।

তৃতীয় পল্লব।

—:*:—

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

শ্রীরাগ।

মরি মরি আলো নদীয়ার মাঝারে ও না রূপ
কেবল মূরতি নব-পিরীতির কূপ ॥ ধ্রু ॥

বদন-মণ্ডল চান্দ ঝলমল
কনক দরপণ নিন্দিতে।
কপোল রঙ্গিম ভুরুর ভঙ্গিম
অতনু-সারঙ্গ খণ্ডিতে ॥
নয়ন যুগল প্রেমে ছল ছল
নাসা খগপতি নিন্দিতে।
চাঁদ-মুখে হরি বোলে কান্দিতে কান্দিতে ॥
ত্যজি সুখময় শয়ন আসন
নাম-ডোর গলে শোভিতে।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন
সঙ্কীর্ত্তন-ধূলি-ভূষিতে ॥

ভাবে গর গর না চিহ্নে আপন পর
পুলক-আবলি শোভিতে।
"রা" বলিয়া "ধা" বোল না পারে বলিতে ॥
বাজহিঁ মাদল করহিঁ করতাল
কলি-কলুষ-ভয় নাশিতে।
ভকতগণ মেলি দেই করতালী
ফিরয়ে চৌদিগে নাচিতে ॥
চরণ-পল্লব ভকত-বল্লভ কল্পতরু প্রকাশিতে।
দীনহীন দাসের মন রহিল তাহাতে ॥ ২৮৮ ॥

(২)

কামোদ।

ভাল ভালিরে গৌরাঙ্গ নাচে যার সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনী ভাসল প্রেমে গায় রামানন্দ ॥
কম্পিত অধরে পহুঁ গদ গদ ভাষে।
চৌদিকে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পহুঁ হাসে ॥
ভাবে গরগর অঙ্গ কত ধারা বয়।
পতিতের গলে ধরি রোদন করয় ॥
আপনার ভক্তগণে ডাকয়ে আপনে।
গদাই মুকুন্দ ধরি কান্দে খেণে খেণে ॥
গোবিন্দ মাধব বাসু হের আইস বলি।
তোমা সবা লাগি কান্দে পরাণ পুতলী ॥ ২৮৯ ॥

(৩)

কেবল রূপানুরাগ।

ধানশী।

গৌরাঙ্গ-লাবণ্য রূপে কি কহব এক মুখে
আর তাহে ফুলের কাচনি।
ও চান্দ-মুখের হাসি জীব না গো হেন বাসি
আর তাহে পিরীতি-চাহনি॥
সই লো! বিহি গঢ়ল কত ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
পরাণ-পুতলী মোর কান্দে॥ ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি করিলে কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরী।
গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়
মনের অনলে পুড়ে মরি॥
কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনি
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ-প্রেম-ফান্দে॥ ২৯০॥

(৪)

মল্লার।

দেখ জীব অপরূপ গৌরাঙ্গচান্দের মুখ
নয়নে বহয়ে কত ধারা।

কুন্দ করবীর গাঁথিয়াছে থরে থর
গলে দোলে বিনোদিয়া মালা ॥
গৌরাঙ্গের গুণ শুনি পাষাণ হয়ে ত পানী
শুক কান্দে পিঞ্জর ভিতরে।
কুলের কুলবতী হরিনামে পিরীতি
বিরলে বসিয়া গুণে ঝুরে ॥ ২৯১ ॥

(৫)

শ্রীমতীর উক্তি।

তিরোতা ধানশী।

যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ নাহি ভায় গৃহবাস
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥
মাথায় করি কুল-ডালা ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহুঁ পূরব মন-সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিবে মনের সিদ্ধি
যবে হবে কানু পরিবাদে ॥
কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়নের কোণে চায়।
স্বরূপে দঢ়াইলুঁ ন জাতি যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম-পায় ॥

মনেতে করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞান দাসেতে কয় এমত যাহার হয়
ত্রিভুবন তাহার নিছনি ॥ ২৯২ ॥

(৬)

শ্রীরাগ।

বিনোদ শ্যামের রূপ হেরি প্রাণ কান্দে।
নাগরী-মোহন চূড়া বান্ধে কত ছান্দে ॥
দোসূতী মুকুতা-মালা কেশের সাজনি।
রতনে জড়িত মণি মাণিকের খেচনি ॥
মল্লিকা-কলিকা শোভে চূড়ার দুই পাশে।
ভুবন ভুলালে ময়ূর-পাখার বিলাসে ॥
নব-ঘন জিনি অঙ্গ পীত পরিধান।
আগে পাছে কত মত্ত অলি করে গান ॥
মুকুরে নিরখে রূপ সুখের নাহি ওর।
আপনার রূপে নাগর আপনি বিভোর ॥
রহই ত্রিভঙ্গ হই হিলন কদম্ব।
দাস অনন্ত চিতে লাগি গেল ধন্ধ ॥ ২৯৩ ॥

(৭)

কামোদ।

জনম অবধি হৈতে দেখি নাই এমন রীতে
কিবা দিয়া নিরমিল বিধি।

মুরলী লইয়া করে কি মধুর গান করে
কালা নহে, রসময় নিধি ॥
মনোহর বংশীবদন বনমালী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে চূড়ার টালনি বামে
আর তাহে অলকা-আবলী ॥ ধ্রু ॥
বরণ চিকণ কালা তাহে শোভে বনমালা
পীতাম্বর পরিধান করি।
কিবা সে মূরতি খানি অপরূপ লাবণি
কালা নহে, জগমনোহারী ॥ ২৯৪ ॥

(৮)

সুহই।

কিশোর বয়স মণি কাঞ্চন আভরণ
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ- সায়রে মন ডুবল
বহুভাগ্যে রহল পরাণ ॥
সখি হে! পেখলুঁ পন্থকি মাঝ।
হাম নারী অবলা একলা যাইতে পথে
বিছুরল সব নিজ কাজ ॥ ধ্রু ॥
নয়ান-সন্ধান- বাণে তনু জর জর
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানী না পূরলুঁ কুম্ভে ॥

ঘর নহে ঘোর যেন　　জাগিয়ে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞান দাস কহে　　মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপ-ছায় ॥ ২৯৫ ॥

(৯)

অথ শ্রীমতীর অভিসার ও মিলন।

ধানশী।

হরি-অভিসারে　　চললি বর-সুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে　　চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংসরাজ ॥
একে সে তরুণ ইন্দু　　মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী-তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেম-ঝাঁপা　　রঙ্গিয়া পাটের থোপা
নাসায় মুকুতারাজ সাজে ॥
চৌদিকে রমণী শোভে　　ডম্ফ রবাব বাজে
সবে চলে মদন-তরঙ্গে।
যে দিকে পয়ান করে　　মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে ॥ ২৯৬ ॥

(১০)

শঙ্করাভরণ।

ধনি ধনি বনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী　　প্রেম-তরঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-বিহারে ॥

চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
মকরন্দ পানকি লোভে।
সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত
যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে॥
কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনী
বিধির অবধি রূপ সাজে।
কিঙ্কিণী রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি
চলইতে সুমধুর বাজে॥
হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি
অবলম্বন সখী কান্ধে।
অনন্ত দাসে ভণে মিললি নিকুঞ্জবনে
পূরাইতে শ্যাম-মন-সাধে॥ ২৯৭॥

(১১)

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পঠমঞ্জরী।

আইস আইস সুবদনি রসময়ি রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ-বাধা॥
তুহুঁ মোর সরবস নয়ানের তারা।
তো বিনে সকল দিগ লাগে আন্ধিয়ারা॥
করে ধরি রাই লই বসাইল বামে।
পীতবাসে মোছই রাই-মুখ-ঘামে॥

পন্থকি দুখ পুছত বর কান।
আনন্দে মগন দুহুঁ কিছু নাহি জান॥
অপরূপ রাধা-কানু-বিলাস।
দূরহিঁ নেহারত দ্বিজ হরিদাস॥ ২৯৮॥

(১২)

ধানশী।

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কনকের লতা যেন তমালে বেড়িল।
নবঘন মাঝে যেন বিজুরী পশিল॥
রাই-কানু-রূপের নাহিক উপমা।
কুবলয় চাঁদ মিলল এক ঠামা॥
রসের আবেশে দুহুঁ হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত পহুঁ না পাওল ওর॥ ২৯৯॥

(১৩)

সুহই।

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুহুঁক রূপের　　নাহিক উপমা
প্রেমের নাহিক ওর॥ ধ্রু॥

হিরণ-কিরণ আধ বরণ
আধ নীলমণি-জ্যোতি।
আধ গলে বন- মালা বিরাজিত
আধ গলে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয়
আধ কপালে রবি॥
আধ শিরে শোভে ময়ূর-শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝলমল
ফণী উগারয়ে মণি॥
মন্দ পবন মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতারে
ডুবল শেখর রায়॥ ৩০০॥

(১৪)

সম্ভোগ।

কেদার।

রতি-রসে মাতল অতিশয় নাহ।
অমিয়া-সরোবরে দুহুঁ অবগাহ॥
সহজে নিরঙ্কুশ নাগর-রাজ।
তাহে মনমথ নৃপ কৌতুক কাজ॥

দৃঢ় পরিরম্ভণে ঘন সীতকার।
অনুখণ কিঙ্কিণী করয়ে ফুকার॥
কর গহি রাখি ও যুগ চকেবা।
দংশইতে সরসিজ বারব কেবা॥
কহ হরিবল্লভ সহচরী-কুলে।
দেখই নিভৃতে উলাসহিঁ ফুলে॥ ৩০১॥

(১৫)

কেদার।

রতি-রস-ছরমে　　শ্যাম-হিয়ে শুতলি
শরদ-ইন্দু-মুখী বালা।
মরকত-মদনে　　কোই জনু পূজল
দেই নব কাঞ্চন-মালা॥
শ্যাম-বয়ান পর　　বয়ান বিরাজই
উর পর কুচ-যুগ সাজে।
কনক-কুম্ভ জনু　　উলটি বৈসায়ল
মদন-মহোদধি মাঝে॥
জোড়ল তনু মন　　ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহিঁ অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে　　হেম নীলমণি জনু
বান্ধল যুগ এক ঠান॥
ঘন সঞে দামিনী　　দুকূলে দুকূল জনু
দুহুঁ জন এক পটবাস।

যাকর চরণ সমাধয়ে শঙ্কর
চতুরানন করু আশে।
সো পহুঁ পতিত কোরে ধরি কান্দই
কি কহব গোবিন্দ দাসে॥ ৩০৪॥

(২)

তত্র শুক্লাভিসার।

ধানশী।

কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহিঁ অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চান্দনী রজনী উজরোলি গোরী।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরী॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ-পুতলী কিয়ে রস মাহা বুর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল-কণ্টক কি করয়ে পার॥
সুরত-শিঙ্গার-কিরীতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস॥ ৩০৫॥

(৩)

গান্ধার।

শূন্য কুঞ্জ হেরি রসবতী রাই।
নাগর-শেখর না মিলল আই॥
মধু-ঋতু রজনী চন্দ্র উজোর।
কোকিল ভ্রমর ডাকে আনন্দে বিভোর॥
মলয় পবন বহে কুসুম সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল শবদ কতহুঁ পরবন্ধ॥
ঐছে সময়ে যব্ মিলব কান।
দাস অনন্ত তোঁহারি গুণ গান॥ ৩০৬॥

অথ বাসকসজ্জা।

(৪)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

কি লাগিয়া মোর গৌরসুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ
সাজয়ে অঙ্গের মাঝে॥
আপন বপুর ছাহ হেরিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।

কি লাগি অবহুঁ না মিলল পহুঁ
এত না বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল নয়ানে চাহে পথ পানে
কহে গদ গদ ভাষা॥ ৩০৭॥

(৫)

ধানশী।

বাসিত বারি কপূরিত তাম্বূল
কুসুমিত মদন-শয়ান।
উজোর দীপ সমীপহিঁ জারহ
বিরচহ চারু বিতান॥
সখি হে! কহই না যায়ে আনন্দ।
ঋতু-পতি রাতি অবহুঁ নব নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥
কুসুমিত মৌলি রসালক পরিমলে
ভ্রমর ভ্রমরী রহু ভোর।
মদন মনোরথে সগরিহ যামিনী
সুখে বঞ্চব হরি-কোর॥
বিহি পায়ে লাগি মাগি নিব এক বর
চেতন রহু মঝু দেহ।

গোবিন্দ দাস   কহই হরি-পরশহিঁ
সো পুন হোত সন্দেহ ॥ ৩০৮ ॥

(৬)

কামোদ।

উজোর রাতি   শেজ নব কিশলয়
বাসিত তাম্বূল বারি।
এহি উপচারে   আজু হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি ॥
সজনি ! কি ফল বেশ বনান।
কানু পরশমণি-   পরশক বাধন
আভরণ সোতিনী মান ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ কুণ্ডল তুহুঁ   কঙ্কণ কিঙ্কিণী
তুহুঁ তুহুঁ নূপুর রাখি।
মৃগমদ সিন্দূর   লোচনে কাজর
পদ-যাবক রতি-সাখী ॥
সো তনু পরশে   পুলক জনু বাধত
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দ দাস   কহঁই ধনি ধনি ধনি
কানু-মরম তুহুঁ জান ॥ ৩০৯ ॥

(৭)

কেদার।

অনুপম মন-অভিলাষ।

সঙ্কেত-কুঞ্জহিঁ শেজ বিছায়ই

কানু মিলব প্রতি-আশ ॥ ধ্রু ॥

মৃগমদ চন্দন গন্ধ সুলেপন

বিকসিত-চম্পক-দাম।

কর্পূর তাম্বূল সম্পুট ভরি রাখয়ে

পূরব মনোরথ কাম ॥

মঙ্গল কলস পর দেই নব পল্লব

রম্ভা শোভে তছু ঠাম।

রতন প্রদীপ সমীপহিঁ জ্বারল

চামর বীজন অনুপাম ॥

কত উপহার কুঞ্জ মাহা করলহিঁ

কানু মিলব প্রতি-আশ।

ঘর বাহির কত আওত যাওত

কি কহব বলরাম দাস ॥ ৩১০ ॥

(৮)

বিহাগড়া।

ধনী সহজে রাজার ঝি।

ঘরের বাহির কখন না হয়

আমরা দেখিয়াছি ॥ ধ্রু ॥

তাহাতে রজনী   কানন মাঝারে
করয়ে কমল-শেজ।
মিনতি করিয়া   প্রিয়-সখীগণে
কানুর উদ্দেশে ভেজ॥
সবহুঁ রজনী   নিঁদ যায়ে ধনী
রতন-পালঙ্ক পরে।
সে যে কমলিনী   জাগয়ে যামিনী
নিমিখ না দেই ডরে॥
কর-পদ-তল   ও থল-কমল
ননীর পুতলী দেহ।
সে যে সুকুমারী   কান্দয়ে গুমরি
এত না সহিবে কেহ॥
এ ঘর বাহির   করে কত বার
কপট শঠের আশ।
এতহুঁ বিপদ   সহিতে না পারি
ধায় কানুরাম দাস॥ ৩১১॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নৈতি দ্রুতং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ন্তী শুচা ভৃশং॥

(৯)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

গান্ধার।

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ-রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পূরুব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞান দাস কহে গোরা।
নিজ-রসে ভেল ভোরা॥ ৩১২॥

(১০)

সুহই।

মধু-ঋতু রজনী উজোরল হিমকর
মলয়-সমীরণ মন্দ।
কানু-আশোয়াসে চপল মনোভবে
মনহিঁ বিথারল ধন্দ॥
সজনি! পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দী-কূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥ ধ্রু॥
কিশলয় দহন- শেজ অব সাজহ
আহুতি চন্দন পঙ্কা।

দ্বিজ-কুল-নাদ-　　মন্ত্রে তনু জারব
দূরে যাউ প্রেম-কলঙ্কা ॥
চিত-রতন মঝু　　কানু পাশে রহু
অবহুঁ না মিলল যোই।
গোবিন্দ দাস　　কহই ধনি বিরমহ
আপহিঁ মিলব সোই ॥ ৩১৩ ॥

(১১)

শ্রীগান্ধার।

ঋতু-পতি রাতি উজোরল চন্দ।
মলয় সমীরণ কুসুম সুগন্ধ ॥
যামিনী আধ-অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল ॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দ্বন্দ্ব।
আপন মনহিঁ মনোভব মন্দ ॥ ধ্রু ॥
সো মুখ হেরইতে না রহে মান।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ ॥
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দ দাস ॥ ৩১৪ ॥

(১২)

তথা রাগ।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ।
চিতহিঁ তোহারি দরশ দুরাপ ॥

বিরহক বেদনে সো বর-নারী।
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি॥
দারুণ দৈব ততহিঁ নাহি গেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহিঁ ধন্দ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করু তোয়।
ভীতক চিত-পুতলী ভেল সোয়॥
গোবিন্দ দাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত-দেবা॥ ৩১৫॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

যস্যা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।
শোচন্তী তং বিনা দুস্থা বিপ্রলব্ধা তু সা স্মৃতা॥

(১৩)

মালব রাগ।

কথিত-সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপ-যৌবনং॥
যামি হে কমিহ শরণং সখী-জন-বচন-বঞ্চিতা॥ ধ্রু॥

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং।
তেন মম হৃদয়মিদমসম-শর-কীলিতং॥
মম মরণমেব বরমতি-বিতথ-কেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদি-মণিভূষণং।
হরি-বিরহ-দহন-বহনেন বহুদূষণং॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুর-মধু-যামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃত-কামিনী॥
কুসুম-সুকুমার-তনুমতনু-শর-লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষম-শীলয়া॥
অহমিহ নিবসামি নগণিত-বন-বেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥
হরি-চরণ-শরণ-জয়দেব-কবি-ভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমল-কলাবতী॥ ৩১৬॥

(১৪)

ধানশী।

মাধব! মনমথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনী   ফুল-শরে জর জর
পন্থ নেহারত তেরা॥ ধ্রু॥
উজোর শশধর   দীপ পজারল
অলিকুল ঘাঘর রোল।

হনইতে হরিণী- নয়নী দরশায়ই
ওহি ওহি পিক বোল ॥
তুহুঁ অতি মন্থর গমন দুরন্তর
মধুর যামিনী অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানয়ে যুগ-কোটি ॥
আশা-পাশ লেই গলে বৈঠল
প্রেম-কলপতরু-মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে ধরব গরল ফল
গোবিন্দ দাস কহ ফুর ॥ ৩১৭ ॥

(১৫)

বিহাগড়া।

হরিণী-নয়ানী তেজি নিজ মন্দির
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।
তৈখনে চাঁদ উদয় ভেল দারুণ
পসারল কিরণক দামা ॥
মাধব ! তোহে কি বোলব আন।
বিষম-কুসুম-শরে পাঁজর জর জর
ধনী জনি তেজই পরাণ ॥
মোতিম হার ভার হিয়ে জারই
কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক।

সহচরী-কোরে　　ভোরে তনু মোড়ই
লোরে ধরণী করু পঙ্ক ॥
কিশলয়-শয়নে　　থির নাহি বান্ধই
চন্দন-পবনে মূরছাই।
গোবিন্দ দাস　　কহই হরি অভিসর
যতি খণে জীবই রাই ॥ ৩১৮ ॥

(১৬)

ঋতু-পতি-রাতি　　বিরহ-জ্বরে জাগরি
দোতী উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরী বলি　　মোরে পাঠায়লি
অতয়ে আয়লুঁ তুয়া ঠামা ॥
শুন মাধব! কর জোড়ি কহল মো তোয়।
মনমথ-রঙ্গ-　　তরঙ্গিত-লোচন
তুহুঁ না হেরবি মোয় ॥ ধ্রু ॥
দূরে কর আলস　　আনহি লালস
চাতুরী-বচন-বিভঙ্গ।
বরু জীবন হাম　　তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ ॥
যাহে শির সোঁপি　　কোর পর শুতিয়ে
সো যদি করু বিপরীতে।

পিরীতিক রীত ঐছে তব্ মিটব
গোবিন্দ দাস চিত ভীতে ॥ ৩১৯ ॥

(১৭)

ধানশী।

শুন শুন মাধব বিদগধ-রাজ।
ধনী যদি পেখবি না সহে বেয়াজ ॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি নারী।
বিষম-কুসুম-শর সহই না পারি ॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধরয়ে তুয়া দরশক লাগি ॥
অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক কলা-গুরু তুহুঁ সব জান ॥ ৩২০ ॥

(১৮)

তথা রাগ।

চলিল নাগর-রাজ ধনী দেখিবারে।
অথির চরণ-যুগ আরতি বিথারে ॥ ধ্রু ॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন-তরঙ্গ ॥
সুশীতল কুঞ্জবনে শুতি আছে রাধে।
ধনী-মুখচাঁদ হেরই পুন সাধে ॥

অধর কপোল আঁখি ভুরূযুগ মাঝ।
পুন পুন চুম্বই বিদগধ-রাজ॥
অচেতন ছিলা রাই সচেতন ভেল।
মদন-জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর॥ ৩২১॥

(১৯)

ললিত।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে পুলকিত অঙ্গ।
দূরে গেও রজনীক বিরহ-তরঙ্গ॥
যৈছে বিরহ-জ্বরে লুঠল রাই।
তৈছন অমিয়া-সাগরে অবগাই॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি।
আনন্দে দুহুঁ জন করু নানা কেলি॥
সুখময় যামিনী চাঁদ উজোর।
কুহরত কোকিল আনন্দে বিভোর॥
বিকসিত কুসুম মলয় সমীর।
ঝলমল করতহিঁ কুঞ্জ-কুটীর॥
বিহরয়ে রাধা মাধব রঙ্গে।
নরোত্তম দাস হেরি পুলকিত অঙ্গে॥ ৩২২॥

(২০)

কেদার।

সরস বসন্ত সুধাকর নিরমল
পরিমল বকুল রসাল।
রসের পসার পসারল রসবতী
গাহক মদনগোপাল॥
বৃন্দাবনে কেলি-কলা-নিধি কান।
হাস-বিলাস- মগন দিঠি মন্থর
হেরি মুরছয়ে পাঁচবাণ॥ ধ্রু॥
নব যুবরাজ পরশি তরল মণি
পুছই মূলকি বাত।
তরল-নয়ানী হাসি মুখ মোড়ই
ঠেলই হাতহি হাত॥
দুহুঁ রসে ভোর ওর নাহি পাওই
রস চাখই মদন দালাল।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস-কৌতুক
দ্বিজ-কুল কহে ভালি ভাল॥ ৩২৩॥

(২১)

ললিত।

কিশলয়-শয়নে শুতলি ধনী গোরী।
নাগর-শেখর শুতলি ধনী-কোরি॥

চন্দন-চরচিত দুহুঁ জন অঙ্গ।
দুহুঁ গলে ফুলহার লম্বিত জঙ্ঘ॥
বদনে বদন দোঁহার চরণে চরণ।
প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণে করয়ে সেবন॥
পূরল দুহুঁ জন মন-অভিলাষ।
দুহুঁ গুণ গাওত নরোত্তম দাস॥ ৩২৪॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং চতুর্থঃ পল্লবঃ।

পঞ্চম পল্লব।

—ঃ*ঃ—

বাসকসজ্জা পর্য্যায় (২)।

হিম-সময়োচিতাভিসারিকা-বাসকসজ্জাদি-পর্য্যায়ো গীয়তে।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

ধানশী।

বিমল হেম জিনি   তনু অনুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশর জিনি   একটী পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥

চলিতে না পারে গোরা- চাঁদ গোসাঞি রে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর-গতি জিনি ময়মত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন-ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এ হেন সম্পদ কালে গোরা না ভজিনু হেলে
তুয়া পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ৩২৫॥

অথ অভিসারিকা।

(২)

ভূপালী।

পৌখনী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ ধ্রু॥

পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরমহিঁ তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহিঁ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাঁহা নবীন সুলেহ॥ ৩২৬॥

(৩)

কেদার।

হিমকর-কিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিম-গিরি-পবন বিথার॥
চলিলা রমণী ধনী আকুল চিত।
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জে উপনীত॥
না দেখিয়া তঁহি বর-নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥
গুরুজন-নয়ন-পাশগণ বারি।
আয়লুঁ কুলবতী চরিত উঘারি॥
ইথে যদি না মিলল সো বর কান।
কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥
কহ কবি শেখর সুন্দরি রাই।
ধৈরজ ধর হাম আনব যাই॥ ৩২৭॥

অথ বাসকসজ্জা।

(৪)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মঙ্গল রাগ।

সুরধুনী-তীরে তরুণতর তরুতল
তলপিত মালতী-মালে।
বৈঠি বিনোদবর বাসিত কুঙ্কুমে
তিলক বনায়ত ভালে॥
হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
গোকুল-নায়ক বিহরই নবদ্বীপে
তরুণী-ভাব পরকাশ॥ ধ্রু॥
চমৎকৃত-চারু- চন্দ্রযুত চন্দন
চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে।
নিজ বর-ভাব- বিভাবিত অন্তর
ঐছে ভকতগণ সঙ্গে॥
রাকা রজনী রজনীকর-রমণক
রাহুল পদনখ-ফান্দে।
রাধামোহন- তুষ্ট-দ্বিরেফ-চিত
দমন দাস করি বান্ধে॥ ৩১৮॥

(৫)

স্পষ্ট-রূপেণ যথা।

ভূপালী।

সুরধুনী-তীরে নব ভাণ্ডীর-তলে।
বসি আছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে॥

রজনী কৌমুদী আর হিম-ঋতু তায়।
হিম সহ পবন রহয়ে মৃদু কায়॥
তাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়ান।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ান॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসকসজ্জার ভাব জ্ঞান দাস কহে॥ ৩২৯॥

(৬)

সখীর উক্তি।

কামোদ।

নিকুঞ্জ মন্দিরে শেজ বিছাইয়া
সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
নীল নিচোলে সো তনু ঝাঁপল
পবনে না রহে সেহ॥
সুকুমারী কত না সহিবে দুখ।
মন্দিরে রচিত তুলি পরিযঙ্ক
তেজিয়া সে সব সুখ॥ ধ্রু॥
কপট কামুক পিরীতি লাগিয়া
আওল সঙ্কেত-গেহা।
কোন কলাবতী সঙ্গে বিলসয়ে
তেজিয়া এ হেন লেহা॥
এ ঘর বাহির করিতে কতই
চমকিত হৈয়া চাহে।

ঘন বসি উঠে দেখি প্রাণ ফাটে
শিবরাম দাস কহে॥ ৩৩০ ॥

(৭)

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু-সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথ পানে চাঞা॥
ফুল-শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥
উজোর চান্দনী রাতি।
মন্দিরে রতন-বাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল॥
শ্যাম-বন্ধুর পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥ ৩৩১ ॥

(৮)

ধানশী।

পবনক পরশহিঁ বিচলিত পল্লব
শবদহিঁ সজল নয়ান।

সচকিতে সঘনে নয়নে ধনী নিরখয়ে
জানল আওল কান ॥
মাধব ! সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
অব কৈছে রহবি ছাপাই ॥ ধ্রু ॥
পুনহিঁ বিলম্বে ফিরয়ে সব কাননে
পুন অনুমানয়ে চিতে।
ভুলল পন্থ অন্ত নাহি পাওল
না বুঝিয়ে নাগর-রীতে ॥
নূপুর-রণিত- কলিত নব মাধুরী
শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।
আগুসরি রাই কাননে অবলোকই
কহতহিঁ কানুরাম দাস ॥ ৩৩২ ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কেদার।

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার।
যছু গুণ-গানে গবাশন গণ সঙ্গে
গরবহিঁ পাওল পার ॥ ধ্রু ॥

গোপীগণ-প্রাণ- বল্লভ যো জন
সো শচীনন্দন হোই।
গোপীগণ-গুণ- গাএে গৌর পুন
হোই রজনী বনি রোই॥
চৌদিশে চাঁদ- চাঁদনী চাহি চমকিত
চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁপি কহয়ে কাহে কানু নাহি মিলল
কি ফল কায়-বিলাস॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহিঁ কীর্ত্তন
কান্তক কাগন মর্ম্ম।
ভণ রাধামোহন ভাবে ভোর পহুঁ
ভণ যুগ-পাবন ধর্ম্ম॥ ৩৩৩॥

(১০)

তথা রাগ।

মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলুঁ
কানু-মিলন প্রতি-আশে।
আভরণ বসন অঙ্গে সব সাজল
তাম্বূল কর্পূর বাসে॥
সজনি! সো মুঝে বিপরীত ভেল।
কানু রহল দূরে মনমথ আসি ঘুরে
সো নাহি দরশন দেল॥ ধ্রু॥

ফুল-শরে জর জর সকল কলেবর
কাতরে মহী গড়ি যাই।
কোকিল-বোলে ডোলে ঘন জীবন
উঠি বসি রজনী গোঙাই॥
শীতল ভবন গরল সমান ভেল
হিমাচল-বায়ু হুতাশ।
লোচনে নীর থির নাহি বান্ধয়ে
কান্দয়ে কানুরাম দাস॥ ৩৩৪॥

(১১)

শ্রীমতীর উক্তি।

ধানশী।

রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার।
গাহক না আওল যৌবন ভেল ভার॥
বড় দুখ পাই সখি বড় দুখ পাই।
শ্যাম-অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়।
হিম-ঋতু-পবনে মোর হিয়া চমকায়॥
দারুণ কোকিল মোর প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায়॥
ফুলশরে জর জর হিয়া চমকায়।
কানুরাম দাসের তনু ধূলায় লোটায়॥ ৩৩৫॥

(১২)

গান্ধার।

তোহারি সঙ্কেত- কুঞ্জে কুসুম-শর-
পুঞ্জে রহল একেশ্বরিয়া।
তনু-বন বিরহ- দহনে ধনী দগধই
প্রাণ-হরিণ যায় জরিয়া॥
মাধব! ধৈরজ গমন তোহারি।
ও খণ লাখে কলপ করি মানই
তলপ ভরয়ে দিঠে বারি॥ ধ্রু॥
তোহারি সন্দেশ- আশে ধনী কুলবতী
খোয়ল কুল তনু-কাঁতি।
নিকরুণ মদন বেদন নাহি জানই
হানই খর-শর-পাঁতি॥
পরাণ প্রেম- আশ-গুণে বান্ধল
ভাষ না নিকসই বদনে।
ভণে যদুনন্দন সো জনি টুটয়ে
অতয়ে চলহ সোই সদনে॥ ৩৩৬॥

(১৩)

কেদার।

হিম-ঋতু যামিনী যামুন তীর।
তরল লতা-কুল কুঞ্জ-কুটীর॥

তঁহি তনু থির নহে তুহিন-সমীর।
কৈছে বঞ্চব শ্যাম-শূন শরীর॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ।
ধনি ধনি সো ধনী পরিহরি গেহ॥
কুলবতী-গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজন-নয়ন সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব ধনী রাই॥
ইথে যো পূরব তুহুঁ মনকাম।
তাকর চরণে হামারি পরণাম॥
গোবিন্দ দাস তবহুঁ ধরি জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব অনুরাগ॥ ৩৩৭॥

(১৪)

বালা ধানশী।

সখী-মুখে শুনইতে সুনয়নী-দুখ।
কি কহব কানু কছু না কহত মুখ॥
নয়নক নীর বয়ন সঞে বারি।
চলইতে টলমল চলই না পারি॥
ধাধসে মিলল সুন্দর শ্যাম।
সব দুখ দূরে গেল পূরল কাম॥ ৩৩৮॥

(১৫)

ভূপালী।

হিম-ঋতু-নিশি দিশি দিশি বহ বাত।
হিমকর-শীকর-নিকর নিপাত ॥
মদন-জলধি-জলে তঁহি দেই ঝাঁপ।
মিলল শ্যাম-তনু থরহরি কাঁপ ॥
সুন্দরি দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান ॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি ॥
তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ।
ধনি ধনি মনসিজ-রস নিরবাহ ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী-বোল।
মধুরিম হাসি গোরী তনু মোড় ॥
হরি পরিপূরিত মানস-কাম।
গোবিন্দ দাস গাওয়ে গুণগাম ॥ ৩৩৯ ॥

(১৬)

তথা রাগ।

হেরইতে দুহুঁ জন দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনোভব-সিন্ধু ॥
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু এক।
শ্যামর গোরী কিরণ রঙ রেখ ॥

তুহুঁ তুহুঁ জীবন মিলল এক ঠাম।
আনন্দ-সায়রে হরল গেয়ান ॥
তুহুঁ প্রেম পূরল তুহুঁ মনসাধ।
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ ॥ ৩৪০ ॥

ইতি সঙ্কীর্ত্তনানুসারেণ হিমসময়োচিত-পর্য্যায়ো গীতঃ।
ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং পঞ্চমঃ পল্লবঃ।

ষষ্ঠ পল্লব।

বাসকসজ্জা পর্য্যায় (৩)।

বর্ষাকালোচিতাভিসারিকা-বাসকসজ্জাদি-পর্য্যায়ো গীয়তে।

(১)

তত্রাদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তুড়ী।

চিত-চোর গৌর মোর
প্রেমে মত্ত মগন ভোর
অকিঞ্চন জনে করই কোর
পতিত-অধম-বন্ধুয়া।
ভুবন-তারণ-কারণ নাম
জীব লাগিয়া তেজল ধাম

প্রকট হইলা নদীয়া নগরে
যৈছে শরদ-ইন্দুয়া ॥
অসীম মহিমা কে করু ওর
যুবতী-জীবন করই চোর
বিধি নিরমিল কি দিয়া গৌর
বড়ই রসের সিন্ধুয়া।
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ
হরল সকল মনের দুখ
বাসু ঘোষ কহে কিবা সে রূপ
নিরখি চিত সানন্দুয়া ॥ ৩৪১ ॥

অথ কৃষ্ণাভিসারঃ।

(২)

কামোদ।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব-সিন্ধু ॥
অব জনি সজনি করহ বিচার।
শুভ-ক্ষণ ভেল পহিল অভিসার ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥

কি ফল উচ-কুচ-কঞ্চুক ভার।
দূর কর সৌতিনী মোতিম-হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দিগ-ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোয়॥ ৩৪২ ॥

(৩)

তথা রাগ।

মেঘ-যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত যামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহিঁ নেল।
নব অনুরাগ-ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত-গেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞান দাস চলু যাঁহা নাগর-রাজ॥ ৩৪৩ ॥

অথ বাসকসজ্জা।

(৪)

মল্লার।

গগনে গরজে ঘন নিশি আন্ধিয়ারী।
কুঞ্জহিঁ শেজ রচয়ে বর-নারী॥

মিলব নাগর-বর অভিলাষে।
অঙ্গহিঁ রচয়ে বিভূষণ বাসে॥
তাম্বূল কর্পূর গন্ধ অপার।
মৃগমদ চন্দন করু ফুল-হার।
মনহিঁ মনোরথ কত অনুমান॥
চিন্তয়ে কাহে না মিলল কান॥ ৩৪৪॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

(৫)

শ্রীমতীর উক্তি।

ইমন্ কল্যাণ।

এ ঘোর রজনী মেঘ-গরজনি
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিনু বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া॥
সই! কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইনু
নব-অনুরাগ-ভরে॥ ধ্রু॥
এ হেন রজনী কেমনে গোঙাব
বন্ধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে॥

দহয়ে দামিনী　　ঘন-ঝনঝনি
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞান দাস কহে　　শুনহ সুন্দরি
মিলবি বন্ধুর সনে ॥ ৩৪৫ ॥

(৬)

কেদার।

ভুজগে ভরল পথ　　কুলিশ-পাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতী-গৌরব　　বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার ॥
সজনি ! 　কি ফল পাপ পরাণ।
যামিনী আধ-　　অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান ॥
যতয়ে মনোরথ　　সব ভেল অনরথ
কানু-পিরীতি অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন　　কলাবতী বান্ধল
ভাঙ-ভুজঙ্গিনী-পাশে ॥
দারুণ ফুলশর　　কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দ দাস　　কহয়ে তুহুঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারি ॥ ৩৪৬ ॥

(৭)

মালব রাগ।

নিভৃত-নিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং।
চকিত-বিলোকিত-সকল-দিশা রতি-রভস-রসেন হসন্তং॥

সখি হে! কেশি-মথনমুদারং।
রময় ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারং॥ ধ্রু॥

প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটু-চাটু-শতৈরনুকূলং।
মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলং॥

কিশলয়-শয়ন-নিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানং।
কৃত-পরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধর-পানং॥

অলস-নিমীলিত-লোচনয়া পুলকাবলি-ললিত-কপোলং।
শ্রমজল-সকল-কলেবরয়া বর-মদন-মদাদতি-লোলং॥

কোকিল-কলরব-কূজিতয়া জিত-মনসিজ-তন্ত্র-বিচারং।
শ্লথ-কুসুমাকুল-কুন্তলয়া নখ-লিখিত-ঘন-স্তনভারং॥

চরণ-রণিত-মণিনূপুরয়া পরিপূরিত-সুরত-বিতানং।
মুখর-বিশৃঙ্খল-মেখলয়া সকচ-গ্রহ-চুম্বন-দানং॥

রতিসুখ-সময়-রসালসয়া দর-মুকুলিত-নয়ন-সরোজং।
নিঃসহ-নিপতিত-তনু-লতয়া মধুসূদন-মুদিত-মনোজং॥

শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমতিশয়-মধুরিপু-নিধুবন-শীলং।
সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপবধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলং॥৩৪৭॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

(৮)

সুহই।

কানুর লাগিয়া　　জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই　　নিশ্চয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
মেঘ-তুরতুর　　দাতুরীর বোল
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে　　বিজুরী-ছটা
হিয়ার পুতলী দোলে॥
যতনে সাজালুঁ　　ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি　　সহনে না যায়
দারুণ-বিরহ-জ্বরে॥
মনের আগুনি　　মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন　　নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥ ৩৪৮॥

অত্র "কথিত-সময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনং" ইত্যাদি পদং গেয়ং।

(৯)

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনং যথা।

ভৈরবী।

গরজয়ে গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
ঐছে সময়ে চলু নন্দ-কিশোর ॥
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারি।
দামিনী চমকে চলয়ে অনুসারি ॥
পাওল সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ।
জানল রাই আওল যুবরাজ ॥
কুঞ্জ-মন্দিরে ধনী দেয়ল কপাট।
কানু না জানল ঐছন নাট ॥
অন্তরে ভাবয়ে শ্যাম-শরীর।
আজু দুরদিনে ধনী না ভেল বাহির ॥
আওলুঁ বিফল ভেল মনসাধ।
আকুল নাগর করই বিষাদ ॥
রোই রোই পরশল দ্বারে কপাট।
কো ইহ মুদল কুঞ্জক বাট ॥
শুনি ধনী রাইক দরবে হৃদয়।
কহতহিঁ কোন্ দ্বার মাহা রোয় ॥
তবহিঁ জানল বর-নাগর কান।
অব ঘনশ্যাম কহই পরমাণ ॥ ৩৪৯ ॥

(১০)

গান্ধার।

কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
হরি হাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগ-রাজ॥
সো নহ ধনি মধুসূদন হাম।
চলু কমলালয় মধুকরী ঠাম॥
শ্যাম-মূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।
তারা-পতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘরহুঁ রতন দীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার॥
রাধারমণ হাম কহি পরচার।
রাকা রজনী নহ ঘন আন্ধিয়ার॥
পরিচয়-পদ যবে সব ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ শূর।
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পূর॥ ৩৫০॥

(১১)

বিহাগড়া।

করে ধরি রাই　　মন্দির মাহা আনল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।

আগমন জনিত সকল দুখ কহতহিঁ
মধুর বচন অনুপাম ॥
দুহুঁ জন মনোরথে ভোর।
দুহুঁক অধর মধু দুহুঁ জন পিবই
দুহুঁ দোঁহা কোরে আগোর ॥ ধ্রু ॥
কুসুম-শেজ মাহা বিলসই দুহুঁ জন
পূরল সব অভিলাষ।
নিধুবন-সমরে দুহুঁ পরবেশল
কহ ঘনশ্যামর দাস ॥ ৩৫১ ॥

ইতি বর্ষাকালোচিত-গীতং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং ষষ্ঠঃ পল্লবঃ।

সপ্তম পল্লব।

বাসকসজ্জা পর্য্যায় (৪)।

অথাষ্টনায়িকা-প্রকরণং সর্ব্বকালোচিতং গীয়তে।

অথাভিসারিকা বাসসজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতাপরা ॥
প্রোষিত-প্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।
ইত্যষ্টৌ নায়িকা-ভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

অভিসারিকা-প্রকরণং বহুবিধং তত্র গান-নির্ব্বাহার্থে একদিনস্ত
লীলা-পর্য্যায়ো গীয়তে।

অথ অভিসারিকা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

ব্রজ অভিসারিণী- ভাব-বিভাবিত
নবদ্বীপ-চাঁদ বিভোর।
অভিনয় তৈছন করত পুলকি-তনু
নয়নহিঁ আনন্দ-লোর ॥

দেখ দেখ প্রেম-সিন্ধু অবতার।
তহিঁ পুন নিমগন নাহি জানে রাতি দিন
বুঝি সো মহাভাব-সার ॥ ধ্রু ॥
নিশবদ মণ্ডন অঙ্গহিঁ পহিরণ
গতি অতি ললিত সুধীর।
বৃন্দাবন ভাণে চকিত বিলোকনে
পাওল সুরধুনী-তীর ॥
কেবল কৃষ্ণ- নাম-গুণ-কীর্ত্তন
করতহিঁ পরম আনন্দে।
রাধামোহন দাস আশ রাখত জানি
সো প্রভু-চরণারবিন্দে ॥ ৩৫২ ॥

(২)

আদৌ সঙ্কেত।

তুড়ী।

এক দিন বর নাগর শেখর
কদম্বতরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা-জলে ॥
রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত করল তাতে ॥

গোধন চালাঞা শিশুগণ লৈয়া
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহ মাঝে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বন্ধুর সঙ্কেত
না ছাড় আপন হিয়ে॥ ৩৫৩॥

(৩)

মঙ্গল রাগ।

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই।
সব সখীগণ-বদন চাই॥
আবেশে কহত মনের কথা
কবহুঁ হরিষ বিষাদ ব্যথা॥
সঙ্কেত করল নাগর রায়।
কি করব সখি কহ উপায়॥
গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি।
কেমনে যাইব রহিতে নারি॥
এতহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনী।
যতহুঁ বিঘিনি কিছু না গণি॥
সখীগণ মেলি সঙ্কেত-গেহে।
আওল তরণীরমণ কাহে॥ ৩৫৪॥

(৪)

ভূপালী।

চাঁদ-বদনী ধনী চলু অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পাথার॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
মালতী-মাল হিয়ে বনি সাজ॥
চাঁদনী রজনী কিরণ বন মাহ।
হাসিতে কুন্দ কুসুম গলি যাহ॥
মোতিম হার করে কঙ্কণ সাজ।
ঐছন আওল নিকুঞ্জক মাঝ॥
বৈঠলি হৃদয়ে আরতি বলবন্ত।
শ্যাম পাশে চলু দাস অনন্ত॥ ৩৫৫॥

অথ বাসকসজ্জা।

(৫)

তত্তুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

অরুণ নয়নে ধারা বহে।
অবনত মাথে গোরা রহে॥
ছায়া দেখি চমকিত মনে।
ভূমে পড়ি যায় ক্ষণে ক্ষণে॥

কমল-পল্লব বিছাইয়া।
রহে পহুঁ ধেয়ান করিয়া॥
বিরলে বসিয়া একেশ্বরে।
বাসকসজ্জার ভাব করে॥
বাসুদেব ঘোষ তা দেখিয়া।
বোলে কিছু চরণে ধরিয়া॥ ৩৫৬॥

(৬)

কল্যাণী।

কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পং।
মাল্যঞ্চামল-মণিসরকল্পং॥
প্রিয়সখি কেলি-পরিচ্ছদ-পুঞ্জং।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জং॥ ধ্রু॥
মণি-সম্পুটমুপনয় তাম্বূলং।
শয়নাঞ্চলমপি পীত-দুকূলং॥
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধং।
মাধবমাশু সনাতন-সন্ধং॥ ৩৫৭॥

(৭)

ধানশী।

সাজল কুসুম-   শেজ পুন সাজই
আরই আরল বাতি।
বাসিত থপূরে   কপূরে পুন বাসই
ভৈ গেল মদন-ভরাঁতি॥

আজু রাই সাজল বাসক-শেজ।
মনমথ লাখ মনোরথে ধাবই
অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজ ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
ক্ষণে ক্ষণে তেজই তাই।
চকিত বিলোকনে চমকি খণে উঠই
হেরইতে নিজ তনু-ছাই ॥
কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরি
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দ দাস কহই অব শুনিয়ে
সঙ্কেত মুরলী-নিসান ॥ ৩৫৮ ॥

(৮)

গুর্জ্জরী।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং।
তদধর-মধুর-মধূনি পিবন্তং ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাস-গৃহে ॥ ধ্রু ॥
ত্বদভিসরণ-রভসেন বলন্তী।
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া।
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া ॥
মুহুরবলোকিত-মণ্ডন-লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারং।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারং ॥
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পং।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং ॥
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতং।
রসিক-জনং তনুতামতিমুদিতং ॥ ৩৫৯ ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা।

(১)

তত্নচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার।

এ হেন সুন্দর বেশ কেন বনাইলুঁ।
নিরুপম গোরা-রূপ দেখিতে নারিলুঁ ॥
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল।
নিশ্চয়ে জানিলুঁ মোরে বিধি বিড়ম্বিল ॥
সুবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন।
গৌর বিনু কার অঙ্গে করিব লেপন ॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া দিব কার মুখে।
বাসু ঘোষ কহে নিশি যায় বড় দুখে ॥ ৩৬০ ॥

(১০)

কামোদ।

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লুঁ
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।
মাধবী-পরিমলে ভরি তনু জারই
ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ॥
অবহুঁ না মিলল দারুণ কান।
নিলজ চিত পিরীতি অনুরোধই
ইথে নাহি যাত পরাণ॥ ধ্রু॥
কানুক বচন- অমিয়া-রস সেচনে
বেচলুঁ তনু মন জাতি।
নিজ-কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ
তেঞি ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকর-কিরণে গমন অবরোধল
কি ফল চলবহুঁ গেহ।
গোবিন্দ দাস কহ যাই সতি জানহ
কানু কি তেজল লেহ॥ ৩৬১॥

(১১)

তথা রাগ।

কতহুঁ প্রেম-ধন হিয়া মাহা সাঁচি।
দুরজন-নয়ন-পহরী কত বাঁচি॥

হাম রহু সঙ্কেত আনত রহু কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুম-শর হান ॥
এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি ॥ ধ্রু ॥
যাকর লাগি মনহিঁ মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই ॥
কুলবতী-চরিত পিরীতি লাগি খোই।
হা হা হরি করি কাননে রোই ॥
পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি।
টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগি ॥
অবহুঁ না মিলল শ্যামর-কাঁতি।
গোবিন্দ দাস কহ দিগ-ভরাঁতি ॥ ৩৬২ ॥

(১২)

পাহিড়া।

বন্ধুরে লইয়া কোরে　　রজনী গোঙাব সই
সাধে নিরমিলুঁ আশা-ঘর।
কোন্ কুমতিনী মোর　　এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল
আমারে ফেলিয়া দিগন্তর ॥
বন্ধুর সঙ্কেতে আমি　　এ বেশ বনাইলুঁ গে
সকল বিফল ভেল মোয়।
না জানি বন্ধুরে মোর　　কেবা লৈয়া গেল গে
এ বাদ সাধিল জানি কোয় ॥

গগন উপরে চান্দ- কিরণ উজোর গো
কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথী ॥
কর্পূর তাম্বূল গুয়া খপুর পূরিল সই
প্রিয় বিনা কার মুখে দিব।
এমন মালতী-মালা বৃথাই গাঁথিলুঁ গো
কেমনে রজনী গোঙাইব ॥
এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো
এখনে আছয়ে কার আশে।
ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলুঁ গো
কহি ধায় নরোত্তম দাসে ॥ ৩৬৩ ॥

(১৩)

কেদার।

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়-গভীরা।
অরুণদমুং রতি-বীরমধীরা ॥
অতিচিরমজনি রজনিরতিকালী।
সঙ্গমবিন্দত নহি বনমালী ॥
কিমিহ জনে ধৃত-পঙ্ক-বিপাকে।
বিস্মৃতিরস্ত বভূব বরাকে ॥
কিমুত সনাতন-তনুরলঘিষ্ঠং।
রণমারভত সুরারিভিরিষ্টং ॥ ৩৬৪ ॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

(১৪)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কেদার।

আজু রজনী হাম   কৈছে বঞ্চব রে
মোহে বিমুখ নট-রাজ।
নব অনুরাগে   আশ নাহি পূরল
বিফল ভেল সব কাজ॥
সজনি! কাহে বনায়লুঁ বেশ।
আধ পলকে কত   যুগ বহি যাওত
ভাবিতে পাঁজর ভেল শেষ॥ ধ্রু॥
গুরুজন-গৌরব   দূরহিঁ ডারলুঁ
গৌর-প্রেমরস লাগি।
দুর্ল্লভ প্রেম   মোহে বিহি বঞ্চল
মঝু ভালে দেয়ল আগি॥
প্রেম-রতন-ফল   জগ ভরি বিথারল
হাম তাহে ভেল নৈরাশ।
নব অনুরাগ-   ভরমে হাম ভুলল
বাসু ঘোষ না পূরল আশ॥ ৩৬৫॥

(১৫)

ধানশী।

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নীরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘনে অবলম্বই
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ॥
মাধব! কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহ যামিনী জাগি পোহায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥ ধ্রু॥
হরি হরি বলি ধরণী ধরি উঠই
বোলত গদ গদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম-ভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ॥
কি করব চন্দ্র চন্দন-ঘন-লেপন
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পয়ে ঔখদ
গোবিন্দ দাস নাহি মান॥ ৩৬৬॥

(১৬)

বিহাগড়া।

তেজ সখি কানু-আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥

তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহিঁ ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি মাণিক মাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অব কি করব সখি কহ না উপায়।
কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক্ ধিক্ রে বিধি তোহারি বিধান।
এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥ ৩৬৭॥

(১৭)

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ।
ধিক্ রহু ঐছন তোহারি সুলেহ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত-বাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহিঁ সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বর কান।
তুহুঁ সম মূরুখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক তেজি কাঁচে অভিলাষ।
সুধা-সিন্ধু তেজি খারে পিয়াস॥

ক্ষীর-সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ ॥
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান ॥ ৩৬৮ ॥

(১৮)

তথা রাগ।

উত্তর না পাই যাই সখী কুঞ্জহিঁ
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ
হেরি চমকি ভেল ভীত ॥
সুন্দরি ! কানু মিলন ভেল ধন্দ।
নিশিপতি-কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে
টুটল সব পরবন্ধ ॥ ধ্রু ॥
এত শুনি রাই পাই মন-দুখচয়
চললিহ অব নিজ গেহ।
রজনী উজাগর নাহ পন্থ পর
মিলল ঝামর দেহ ॥
দূর সঞে নাগর রাই বদন হেরি
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দ দাস ভণ ওহে নন্দনন্দন
ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত ॥ ৩৬৯ ॥

অথ খণ্ডিতা।

(১৯)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ বা তুড়ী।

আজি কেনে গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়েছে মনে সজল নয়ান॥
মুখচাঁদ শুখায়েছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেন হৈয়াছে মলিনে॥
আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায়॥
বাসু ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
কিবা রস আশোয়াসে নিশি পোহাইল॥৩৭০॥

(২০)

গান্ধার।

শুন মাধব! কোন কলাবতী সোই।
প্রেম-হেম গহি   আপন রঙ্গ দেই
এ হেন সাজায়লি তোয়॥ ধ্রু॥
নয়নক অঞ্জন   অধরে ভেল রঞ্জিত
নয়নহিঁ তাম্বূল দাগ।
সিন্দূর-বিন্দু   চন্দন-ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক-রাগ॥

মদন-সোণার ভোরি রূপ-লালসে
তাহে দেওল নখ-রেহ।
কোন গোঙারী তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ॥
অব রস-লালস কিয়ে দরশায়সি
নিলজ দেহ মৈলান।
গোবিন্দ দাস কহ আপন পরশ দেহ
হেম ধরউ নিজ বাণ॥ ৩৭১॥

(২১)

বিভাস।

হৃদয়ান্তরমধিশয়িতং।
রময় জনং নিজ-দয়িতং॥
কিং ফলমপরাধিকয়া।
সম্প্রতি তব রাধিকয়া॥
পরিহরি পটিম-তরঙ্গং।
বেত্তি ন কা তব রঙ্গং॥
আঘূর্ণতি তব নয়নং।
যাহি ঘটীং ভজ শয়নং॥
অনুলেপং রচয়ালং।
নশ্যতু নখ-পদ-জালং॥
ত্বামিহ বিহসতি বালা।
মুখর-সখীনাং মালা॥

দেব সনাতন বন্দে।
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ॥ ৩৭২ ॥

(২২)

ভৈরবী।

থির নয়নে ধনি   তুয়া পথ হেরইতে
কুসুম পরাগ তহিঁ লাগি।
নয়নক আরকত   বাঢ়ল অতিশয়
তাহে পুন যামিনী জাগি ॥

মানিনি! মিছই বাঢ়ায়সি মান।
কুঙ্কুম নখ-পদ   গৈরিক অলকত
রোখে করসি সোই ভাণ ॥

তুয়া আগে পুন পুন   করিয়ে নিবেদন
ইহ সব মিছই মান।
নহ ত পরীক্ষণ   করতহিঁ তুয়া আগে
সাঁচ কি মিছ ইহ জান ॥

তুয়া বিনে শয়নে   স্বপনে নাহি হেরিয়ে
তুয়া অনুগত হাম কান।
রাধামোহন পহুঁ   তুয়া পায়ে নিবেদয়ে
ইথে নাহি জানহ আন ॥ ৩৭৩ ॥

(২৩)

সুহই।

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনী ঠামে॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাকর চরণ যাহ সেবি॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মুগধিনী ঠাম॥
এত কহু গদ গদ ভায।
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৩৭৪॥

(২৪)

ধানশী।

সুন্দরি! কাহে কহসি কটু বাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥ ধ্রু॥
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চনু
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ-বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥

তোহে বিমুখ দেখি   ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে   মোহে উপেখবি
হাম কাঁহা যায়ব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ   ভাল রীতে জানসি
তব্ কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে   দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে
জ্ঞান দাস চিতে ভীত॥ ৩৭৫॥

(২৫)

গান্ধার।

আদরে বাদর   করি কত বরিখসি
বচন-অমিয়া-রস-ধারা।
ও রস-সাগরে   ডুবি মরত জনু
পুণ-ফলে পায়লুঁ পারা॥
মাধব! বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
নাগরী লাখ   ভরল তুয়া অন্তর
কো পরবেশব তাঁই॥ ধ্রু॥
কি ফল ইঙ্গিত-   নয়ন-তরঙ্গিত-
সঙ্গিত মনমথ ফান্দে।
তুহুঁ নাগর-গুরু   মোহে পড়ায়লি
কপট প্রেমময় বান্ধে॥

দূর কর লালস রসিক-শিরোমণি
ব্রজ-রমণীগণ-দেবা।
গোবিন্দ দাস কতহুঁ গুণ গায়ত
তুয়া চরণে মঝু সেবা ॥ ৩৭৬ ॥

(২৬)

ধানশী।

এতহুঁ বচন কহ মানিনী রাই।
কাতরে কানু মানায়ই তাই ॥
বাহু পাকড়ি কত সাধই কান।
ঝটকত কর-কঙ্কণ ঝনঝান ॥
সমুখে কহত কত কাতর বাণী।
বিমুখ ভেল তব্ কছু নাহি মানি ॥
পড়ইতে চরণে চলয়ে করি রোখ।
বাহু পসারি মানায়ত দোখ ॥
চরণ হেরি ঠেলি চললহিঁ গোরী।
রোই নাগর চলু লোরে বিভোরি ॥
রোখে আওল ধনী আপনক বাস।
নাগর চলি গেও হইয়া নৈরাশ ॥
কহে যহুনন্দন-দাসক দাস।
গৌরদাস তহিঁ করু আশোয়াস ॥ ৩৭৭ ॥

এতৎ সর্ব্বকালোচিত-গীতং।

ইতি শ্রীগীতকল্পত[illegible] দ্বিতীয়-শাখায়াং সপ্তমঃ পল্লবঃ।

অষ্টম পল্লব।

খণ্ডিতা (১)।

ধীরমধ্যা-স্বভাবেন যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভৈরবী।

পশ্য শচী-সুতমনুপম-রূপং।
খণ্ডিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপং ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণরাগ-কৃত-মানস-তাপং।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্রপ্রতাপং ॥
প্রকলিত-পুরুষোত্তম-সুবিষাদং।
কমলাকর-কমলাঞ্চিত-পাদং ॥
রোহিত-বদন-তিরোহিত-ভাষং।
রাধামোহন-কৃত-চরণাশং ॥ ৩৭৮ ॥

(২)

অথ খণ্ডিতা-রসোচিত-শ্রীকৃষ্ণস্য চরণারবিন্দ-বন্দনং।

শ্রীরাগ।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতং।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতং॥
বন্দে গিরিবর-ধর-পদ-কমলং।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলং॥ ধ্রু॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ং।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ং॥
অতিলোহিতমতিরোহিত-ভাসং।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসং॥ ৩৭৯॥

(৩)

ললিত।

দেখ সখি! হোর কিয়ে নাগর-রাজ।
বিপরীত বেশ বিভূষণ হেরিয়ে
কোন্ কয়ল ইহ কাজ॥ ধ্রু॥
ঢুলি ঢুলি চলত খলত পুন উঠত
আওত ইহ মঝু কান্ত।
স্থল-পঙ্কজ-দল নয়ন-যুগল-বর
যামিনী জাগি নিতান্ত॥
মুখ-বিধু-রাজ মলিন অব হেরিয়ে
অরুণ-কিরণ-ভয় লাগি।

অলক-নিকর-উড়ু ভাল-গগন পর
নিশি-অবসান ভয় ভাগি ॥
বান্ধুলী-অধরে হেরি জনু নীলিম
কাজর করি অনুমান।
অপরূপ দশন- কাঁতি জনু দরপণ
সো অব রঙ্গিম ভাণ ॥
উর পর নখ-পদ তনু তনু নিরমদ
অনুখণ অলসে বিভোর।
যাবক-রাগ দাগ কিয়ে শোভন
ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড় ॥
শ্যামর অঙ্গে নীল অম্বর কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।
দূরহিঁ দিগ- বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহিঁ ভেল ॥
টলমল চরণ- যুগল মণি-মঞ্জীর
ঝনর ঝনর ঝন বাজে।
কহ বলরাম দাস ইহ বিপরীত
হেরত নাগর-রাজে ॥ ৩৮০ ॥

(৪)

ধানশী।

শ্যামর-তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে অরকত সাজ ॥

তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখ-পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতর পহিল রজনী ভেল ভাণ॥ ৩৮১॥

(৫)

রামকেলি।

উমত ঝুমত ঢরত চলত
চরণ ধরত থোর।
মধুর মূরতি পূজল যুবতী
শোণ কুসুম জোর॥
সখি! শ্যাম-নাগর দেখ।
রজনী জাগরে অরুণ লোচন
হৃদয়ে নখর-রেখ॥ ধ্রু॥
কটি-আভরণ নীল বসন
আনতহিঁ আন বেশ।
বকুল-মাল ভ্রমরী-জাল
সৌরভে ভুলল দেশ॥
অধর অরুণ অমিয়া ঝরণ
রসবতী রস নেল।
নয়ন-কমলে মধু পিবইতে
ভ্রমর বরণ ভেল॥

কিঙ্কিণী-জাল　　অতি রসাল
বিরমি বিরমি বাজে।
নরহরি পহুঁ　　গিরত গিরত
রাই-অঙ্গন মাঝে ॥ ৩৮২ ॥

(৬)

বিভাষ।

ডগমগ অরুণ　　উজাগর লোচন
উরে নখ পরতীত রেখা।
রতি-রণে রমণী　　পরাভব মানই
দেয়ল রতি-জয়-লেখা ॥
মাধব! অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতি-রস　　ও সুখ সম্পদ
কি ফল তুয়া অনুরাগে ॥ ধ্রু ॥
রতি-রসে অলস　　অবশ দিঠি মন্থর
নিরবধি নিঁদক সেবা।
কোন কলাবতী　　করি কত আরতি
পূজল মনমথ দেবা ॥
বচন রচন করি　　কিয়ে পরবোধসি
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দ দাস কহ　　পরশ-তুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই ॥ ৩৮৩ ॥

(৭)

ধানশী।

গগনহিঁ এক চাঁদ নাহি দোসর
ধরু যাহে নীলিম চিন।
অরুণ উদয়ে পুন লাজে মলিন তনু
বেকত না হোয়ত দিন॥
মাধব! অপরূপ তোহারি বিলাস।
তুয়া উর-অম্বরে চাঁদ-ঘটা অব
দিনহিঁ হোত পরকাশ॥ ধ্রু॥
বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতী
অরুণ ঘটায়ল তায়।
তছু সেবন বিনু প্রাতরে তোহে পুন
আনত গমন না জুয়ায়॥
জানমু অতয়ে কয়লি হাম বহু পুণ
তাহে তুহুঁ অবহুঁ না যাব।
কহ ঘনশ্যাম দাস হাম কৈছনে
ঐছন দরশন পাব॥ ৩৮৪॥

(৮)

ললিত।

ভাল হৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝল বিদগধ-রাজ॥

নয়নক কাজর অধরহিঁ শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গোপত রহু যামিনী-রঙ্গ॥
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদসি আধ-তারা।
কহইতে বচন বচন আধ হারা॥
যাবক আধক উর পর লাগ।
অনুক্ষণ সো ধনী করু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর-বিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞান দাস কহে উপজল আধি॥ ৩৮৫ ॥

(৯)

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
বিনি অপরাধে কহসি কাহে আন॥
পূজলুঁ পশুপতি যামিনী জাগি।
গমন-বিলম্বন ভেল তথি লাগি॥
লাগল মৃগমদ কুঙ্কুম দাগ।
উচারিতে মন্ত্র অধরে নাহি রাগ॥
রজনী উজাগরি লোচন ভোর।
তথি লাগি তুহুঁ মুঝে বোলসি চোর॥

নব কবি শেখর কি কহব তোয়।
শপথি করহ তবে পরতীত হোয়॥ ৩৮৬॥

(১০)

ধানশী।

এ ধনি মানিনি! করহ সঙ্গাত।
তুয়া কুচ হেম-ঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত॥ ধ্রু॥
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়।
তুয়া হার-নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥
ভুজ-পাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥ ৩৮৭॥

(১১)

ভৈরবী।

যাং সেবিতবানসি জাগরী।
ত্বামজয়ত সা নিশি নাগরী॥
কপটমিদং তব বিন্দতি হৃরে।
নাবসরং পুনরালি-নিকরে॥

মা কুরু শপথং গোকুল-পতে।
বেত্তি চিরং কা চরিতং ন তে ॥ ধ্রু ॥
মুক্ত-সনাতন-সৌহৃদ-ভরে।
ন পুনরহং ত্বয়ি রসমাহরে ॥ ৩৮৮ ॥

(১২)

বিভাষ।

তুহুঁ না পরশ যদি মোয়।
পিরীতি কৈছে তব হোয় ॥
ইথে লাগি শরণ তোহারি।
মানহ পরশ হামারি ॥
যদি জানসি মঝু দোখ।
মোহে হেরি সম্বর রোখ ॥
এ তুয়া চরণ ধরি হাম।
কহি পদ-যুগ ধরু শ্যাম ॥
তাহে না টুটল মান।
মানিনী উপেখি চলু কান ॥
কুঞ্জ-অঙ্গনে কুঞ্জ-রাজ।
কাঁপি পড়ল ক্ষিতি মাঝ ॥
ফেরি নেহারত রাই।
মরি মরি করত কানাই ॥
ভুজগে কাটল তনু-ওর।
কপটহিঁ মূরুছল ভোর ॥

বজর পড়ল শুনি বোলে।
ধাই ধনী ধরি করু কোলে॥
উঠল নাগর-বর শূর।
মান-গরব ভেল চূর॥
মন্ত্র-শিরোমণি ব্রজচাঁদ।
সোই পড়ল পুন ফাঁদ॥
ধনী-মুখ মোছল বাসে।
চুম্বন কয়ল বহু আশে॥
নিরসল হেরি বিহান।
সব রস করু সমাধান॥
কো সমুঝব দুহুঁ লেহ।
দুহুঁ তনু না বান্ধয়ে থেহ॥
কবি শেখর রস গায়।
দুহুঁ জন প্রেম সহায়॥ ৩৮৯॥

ইত্যাদি মিলনং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং অষ্টমঃ পল্লবঃ।

নবম পল্লব।

খণ্ডিতা (২)।

ধীরমধ্যা-স্বভাবেন যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

কি লাগি আমার গৌর রায়।
আবেশে শ্রীবাস-মন্দিরে যায়॥
কিবা ভাবে গোরা জাগিল নিশি।
কি লাগি মলিন বদন-শশী॥
অলসে এলাইয়া পড়িছে গা।
চলিতে না চলে কমল পা॥
গৌর বরণ ঝামর ভেল।
নিশি-শেষে কেবা এ দুখ দেল॥
কহয়ে রসিক ভকতগণ।
রাধার ভাবে বিভাবিত মন॥
পরসাদ কহে আমার গোরা।
কাহারে কি কহে প্রলাপ পারা॥ ৩৯০॥

(২)

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বন্ধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায়ে হিয়ায় বিদ্ধিত॥
না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিলুঁ তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ কি আর বিচার।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ ৩৯১ ॥

(৩)

রামকেলি।

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসঙ্গত বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইয়ে বড় দুখ॥

মিছা কথায় যত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনী ॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমন বাদ হইবে তখনে ॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কিবা যাবে ॥ ৩৯২ ॥

(৪)

বিভাষ।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস ॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পাইয়াছিল লাগ ॥
নখ-পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত ॥
কপালে সিন্দূর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী-বিরহে তোমার আঁখি ছল ছল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইহ আমি ইহার সব রঙ্গ জানি ॥ ৩৯৩ ॥

(৫)

ধানশী।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥

বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনে দিবানিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগু-বিন্দু দেখিয়া সিন্দূর-বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলিতে চায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ৩৯৪॥

(৬)

সুহই।

ছল করি বাণী কতয়ে পরলাপসি
তোহারি বচন পরমাণ।
চারি প্রহর রাতি জাগিয়া পোহায়লুঁ
আওলি রাতি-বিহান॥
মাধব! আজি বড় দেয়লি দুখ।
আগে ইহ আরতি না বুঝিয়া অব তোহে
হেরি পায়লুঁ বড় সুখ॥
ভালহিঁ সিন্দূর কাজরে পূরল
বদনহিঁ দশনক-রেখ।
হেরইতে তোহে লাজ মোহে হোয়ত
যাবক-রাগ পরতেক॥
কমলিনী পাই সরস রসে ভুললি
না বুঝহি মালতী-গন্ধ।

কহই গোপাল　　দাস নাহি সমুঝলি
কি ফুলে কিয়ে মকরন্দ ॥ ৩৯৫ ॥

(৭)

তথা রাগ।

অন্তরে রাইক গোপন মান।
ইঙ্গিত-বচনহিঁ সমুঝল কান ॥
কত ছল বচনহিঁ সাধল তায়।
তাকর শ্রবণহিঁ কছু নাহি ভায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ল কোপ-তরঙ্গ।
কহইতে বদনহিঁ বচন-বিভঙ্গ ॥
বুঝল নাগর সো পরকার।
বিনতি-বচন নাহি শুনব আর ॥
চরণ-যুগল ধরি ভাঙ্গিয়ে মান।
ঐছন মনহিঁ বিচারল কান ॥
তব্ ধনী মানিনী পরিহরি গেল।
কহ মোহন অব বিপরীত ভেল ॥ ৩৯৬ ॥

(৮)

তথা রাগ।

মন মাহা কোপ বেকত নাহি ভেল।
ঐছন মানিনী ঘর মাহা গেল ॥
গুণি গুণি মাধব চলু নিজ বাস।
দ্বন্দ্ব পড়ল অব না পূরল আশ ॥

মনহিঁ বিচারয়ে রসময় কান।
কৈছনে আজুক টুটব মান ॥
নিরজনে বৈঠিয়া রহল মুরারি।
তেজল গোঠক গমন বিহারী ॥
সুবল সখা সঞে যুকতি দঢ়াই।
যোই মনোরথ পূরব তাই ॥
কি কহব মোহন ও পরসঙ্গ।
কত কত চাতুরী রভস-তরঙ্গ ॥ ৩৯৭ ॥

(৯)

তত্রান্তরে মিলনং।

কামোদ।

গোরখ-জাগাই- শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভিখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত
বুঝল ভিখ নাহি নেল ॥
জটিলা কহত তব্ কা তুহুঁ মাগত
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ হাত ভিখ হাম লেয়ব
তুরিতহিঁ দেহ পাঠাই ॥
পতি-বরতা বিনু ভিখ যব্ লেয়ব
যোগী-বরত হোয়ে নাশ।

তাকর বচন　　শুনিতে তনু পুলকিত
ধাই কহল বধূ পাশ ॥
দ্বারে যোগিবর　　পরম মনোহর
জ্ঞানী বুঝলুঁ অনুমানে।
বহুত যতন করি　　রতন থারী ভরি
ভিখ দেহ তছু ঠামে ॥
শুনি ধনী রাই　　আই করি উঠল
যোগী নিয়ড়ে হাম যাব।
জটিলা কহত　　যোগী নহ আনমত
দরশনে হোয়ব লাভ ॥
গোধূম-চূর্ণ　　পূর্ণ থারী পর
কনক-কটোরি ভরি ঘিউ।
কর যোড়ে রাই　　লেহ করি ফুকরই
তাহে হেরি থরহরি জীউ ॥
যোগী কহত হাম　　ভিখ নাহি লেয়ব
তুয়া মুখ-বচন এক চাই।
নন্দনন্দন পর　　যো অভিমান সো
মাফ করত হাম যাই ॥
শুনি ধনী রাই　　চীরে মুখ ঝাঁপল
ভেখধারী নটরাজ।
গোবিন্দ দাস কহ　　নটবর-শেখর
সাধি চলত মনকাজ ॥ ৩৯৮ ॥

(১০)

ধানশী।

জটিলা শাশ ফুকরি তহিঁ বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলুঁ
সতী পতি-ভয় অব গাঢ়ি॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহূরীক পাণি ধরি হেরহ যোগি
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি বহূরীক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক নিশঙ্কউ
বনহুঁ পশুপতি সেব॥
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহুঁ বীজ কর ইহ দান॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম॥

পুন দুহুঁ জন　　মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখি।
যব্ ইহ গৌরী-　　আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি॥
এত কহি সবহুঁ　　চলল নিজ মন্দিরে
যোগি-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ　　নটবর-শেখর
সাধি চলল মনকাম॥ ৩৯৯॥

(১১)

পঠমঞ্জরী।

সবহুঁ আপন ভবনে গেল।
সুবদনী-চিতে চমক ভেল॥
নাসা পরশি রহল ধন্দ।
ঈষত হাসয়ে বয়ান-চন্দ॥
সখি হে অপরূপ বর কান।
কাঁহা গেও মঝু সে হেন মান॥
যো কিছু কহল রসিক-রাজ।
কহিতে অবহুঁ বাসিয়ে লাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।
দাস গোবিন্দ ও রস ভাণ॥ ৪০০॥

ইতি শ্রীপদকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং নবমঃ পল্লবঃ।

দশম পল্লব।

খণ্ডিতা (৩)।

---

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

সহজে গৌর প্রেমে গর-গর
ফিরাঞা যুগল আঁখি।
দামিনী সহিতে সুন্দর জলদে
অরুণ-কিরণ দেখি॥
উঠিল ভাবের তরঙ্গের রঙ্গ
সম্বরি না পারি চিতে।
কহে কি লাগিয়া কেবা সাজাইয়া
কেন কৈল হেন রীতে॥
এ রাধামোহন কহে বৃষভানু-
সুতা-রসে পহুঁ ভোর।
হেন ছলে বুলে উদ্ধারে সকলে
কিছু না হইল মোর॥ ৪০১॥

(২)

তথা রাগ।

মধু-ঋতু যামিনী　　উজাগরি নাগরী
নাগর মিলনক আশে।
সো সব আনত　　আনমত হোয়ল
ভৈ গেল তবহিঁ নৈরাশে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
নিজ মন্দিরে ধনী　　গমন কয়ল পুন
নাহ পন্থে উপনীত॥ ধ্রু॥
হেরল নাহ-　　বদন যব্ সুবদনী
নাগর চমকিত ভেল।
ধনী কহে শুন বর-　　নাগর-শেখর
আজু রজনী কাঁহা গেল॥
সুন্দর সিন্দূর-　　বিন্দু ভালোপর
কিয়ে ভেল অপরূপ শোভা।
অধর সুরঙ্গ　　রঙ্গ অব হেরিয়ে
তছু পর মৃগমদ আভা॥
উরে যাবক হেরি　　দুখিত হৃদয়ে মরি
কোন্ রমণী অছু কেল।
রাধামোহন　　দাস কিয়ে বোলব
পিরীতি-দ্বন্দ্ব অব ভেল॥ ৪০২॥

(৩)

কেদার।

ভাল হৈল আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু! তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥ ধ্রু॥
আই আই পড়িছে রূপ কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনোলোভা॥
খর-নখ-দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনী।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক-রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে॥ ৪০৩॥

(৪)

রামকেলি।

কলধৌত-কান্তি-কলেবর গোরী।
কান্তক কত দুখ না জানসি থোরি॥
কৈতব না কহ এ তুয়া কান।
কোপে করসি তুহুঁ কত মত ভাণ॥

কুসুমিত কাননে জাগলুঁ তুয়া লাগি।
কেবল করণ উচিত হিয়ে লাগি ॥
কুসুমক হার কয়লুঁ কত রাধে।
কণ্ঠে করসি যদি পূরয়ে সাধে ॥
কপট না কর ইথে কোপিনি থোর।
কাতর অন্তর না করহ মোর ॥
কামিনি কু-করম কতয়ে হামারি।
কহ রাধামোহন পহুঁ কর হারি ॥ ৪০৪ ॥

(৫)

বিভাষ।

আকুল চিকুর　　চূড়োপরি চন্দ্রক
ভালহিঁ সিন্দূর দহনা।
চন্দন-চান্দ মাহা　　মৃগমদ লাগল
তাহে বেকত তিন নয়না ॥
মাধব! অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর-পুণ-ফলে　　প্রাতরে ভেটলুঁ
দূরহিঁ দূরে রহু সেবা ॥ ধ্রু ॥
চন্দন-রেণু-　　ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে　　মঝু মনে মনসিজ
মনোরথ সঞে জরি গেল ॥

তবহুঁ বসন ধর কাহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহই পর-অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি ॥ ৪০৫ ॥

(৬)

কামোদ বা সুহই।

সহজই গোরী রোখে তিন লোচন
কেশরী জিনিয়া মাঝা ক্ষীণ।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈল-সুতাকর চিন ॥
সুন্দরি! অব তুহুঁ চণ্ডী-বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
কালিয় কুটিল ভাও ভুজঙ্গম
সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি-দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ ॥
দহন মনোভবে তুহুঁ জিয়ায়বি
ঈষত-হাস বর দানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে
গোবিন্দ দাস পরমাণে ॥ ৪০৬ ॥

(৭)

ভূপালী।

রজনী গোঙায়লি রতি-সুখ সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে॥
সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব॥
কি কহব যে সব কয়লি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী সমাজ॥
ভাগল সহচরী না বোলই কোই।
পালটি চলল মুখে আঁচর গোই॥
বসন হেরি অঙ্গে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥
গোবিন্দ দাস চললি আগুসারি।
আওল মন্দিরে কোই লখই না পারি॥ ৪০৭॥

ইতি উত্তর-প্রত্যুত্তর-প্রকরণং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং দশমঃ পল্লবঃ।

একাদশ পল্লব।

খণ্ডিতা (৪)।

অধীরমধ্যা-স্বভাবেন যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পূরব প্রেম-ভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখ বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া॥
জানলু তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সঞে বঞ্চিলা নিশি তাঁহা কর নতি॥
এত কহি গৌরাঙ্গের গর গর মন।
ভাবের তরঙ্গে যেন নিশি-জাগরণ॥
কহে নরহরি রাধা-ভাবে হৈল হেন।
পাই আশোয়াস বঞ্চি ৺ হৈল যেন॥ ৪০৮

(২)

তথা রাগ।

যামিনী জাগি অলস দিঠি-পঙ্কজ
কামিনী-অধরক রাগ।
বান্ধুলী অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভালোপরি অলকত দাগ॥
মাধব! দূর কর কপট সুলেহ।
হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ॥ ধ্রু॥
সো স্মর-সমরে সুধীর কলাবতী
রতি-রণে বিমুখ না ভেল।
নখর-কৃপাণে হানি উর অন্তর
প্রেম-রতন হরি নেল॥
প্রেম-ধন-হীন পুরুষে অব কো ধনী
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার সাথী এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দ দাস॥ ৪০৯॥

(৩)

ললিত।

কোপ-হৃদয়ে মঝু অঙ্গ না হেরসি
ভাল ভাতি আঁখি পসারি।

খল-জন-বচনহিঁ কছু নাহি শুনসি
সাঁচহুঁ বচন হামারি ॥
মানিনি! যব্ কোপ করবি অন্তরায়।
গুণ অবগুণ ভাল মন্দ বিচারণ
তবহিঁ বুঝন ভাল যায় ॥ ধ্রু ॥
ঐছন ভাতি নিজ নয়ন-কোণে পুন
হেরসি হামারি বয়ান।
হামারি হৃদয় হৃদয়ে অবধারিয়ে
নখ-পদ অছু অনুমান ॥
ইথে যদি দোষ- লেশ তুহুঁ পায়বি
তবহুঁ করবি অপমান।
রাধামোহন পহুঁ কহ নহ আন-মত
যথি দুহুঁ একই পরাণ ॥ ৪১০ ॥

(৪)

সুহই।

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিয়া সকল নিশি আইলা বিহান ॥
হাম বনচারী বঞ্চি একেশ্বরিয়া।
না কর চাতুরী তুহুঁ শতঘরিয়া ॥
মিছই শপথি না কর মোর আগে।
কেমনে মিটায়বি ইহ রতি-দাগে ॥

যাহ চলি চঞ্চল না কর জঞ্জাল।
দগধ পরাণ দগধ কত বার ॥
বিমুখ ভেল ধনী না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার ॥ ৪১১ ॥

(৫)

ধানশী।

মানিনি ! করযোড়ে কহি পুন তোয়।
বিনি অপরাধে　　বাদ দেই ভামিনি
কাহে উপেখসি মোয় ॥ ধ্রু ॥
তুয়া লাগি সব নিশি　　জাগিয়া পোহাইলুঁ
একলি নিকুঞ্জক মাহ।
তোহারি বিয়োগে হাম　　বন মাহা লুঠলুঁ
তুহুঁ রতি-চিহ্ন কহ তাহ ॥
গোকুল-মণ্ডলে　　কতয়ে কলাবতী
হাম নাহি পালটি নেহারি।
নিশি দিশি তুয়া গুণ　　ভাবিয়ে এক-মন
কি কহব কহই না পারি ॥
কোপে কমল-মুখি　　কছু নাহি শুনসি
তুয়া নিজ কিঙ্কর হাম।
বংশীবদন অব　　কতয়ে সমুঝায়ব
কোপিনী কামিনী ঠাম ॥ ৪১২ ॥

(৬)

পঠমঞ্জরী।

দূর কর মাধব কপট সোহাগ।
হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ॥
ভাল ভেল অলপে মিটল সব দ্বন্দ্ব।
ভাল নহে কবহুঁ আশ-পরিবন্ধ॥
তুহুঁ গুণ-সাগর সেহ গুণ জান।
গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচবাণ॥
তুরিতে চলহ তাঁহা না কর বেয়াজ।
ভ্রমর কি তেজই নলিনী-সমাজ॥
কৈতবিনী হামরা কৈতব নাহি তায়।
তোহারি বিলম্ব অব নাহিক জুয়ায়॥
বিমুখ ভেল ধনী গদ গদ ভাষ।
বিনতি না শুনল বলরাম দাস॥ ৪১৩॥

(৭)

তথা রাগ।

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ।
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ॥
নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
চরণ-যুগল ধরি করু পরিহার।
রোই রোই বচন কহই নাহি পার॥

মানিনী না হেরই নাহ-বয়ান।
পদ-তলে লুঠয়ে নাগর কান ॥
চরণ ঠেলি জনি যাওত রাই।
বলরাম দাস কানু-মুখ চাই ॥ ৪১৪ ॥

(৮)

ভৈরবী।

রজনি-জনিত-গুরু-জাগর-রাগ-কষায়িতমলস-নিমেষং।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিত-রসাভিনিবেশং ॥
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতব-বাদং।
তামনুসর সরসীরুহ-লোচন যা তব হরতি বিষাদং ॥
কজ্জল-মলিন-বিলোচন-চুম্বন-বিরচিত-নীলিম-রূপং।
দশন-বসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপং ॥
বপুরনুহরতি তব স্মর-সঙ্গর-খর-নখর-ক্ষত-রেখং।
মরকত-শকল-কলিত-কলধৌত-লিপেরিব রতিজয়লেখং :
চরণ-কমল-গলদলক্তক-সিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারং।
দর্শয়তীব বহির্মদন-দ্রুম-নব-কিশলয়-পরিবারং ॥
দশন-পদং ভবদধর-গতং মম জনয়তি চেতসি খেদং।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপোরেতদভেদং ॥
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনং।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসম-শর-জ্বর-দূনং ॥
ভ্রমতি ভবানবলা-কবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রং।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূ-বধ-নির্দ্দয়-বালচরিত্রং ॥

শ্রীজয়দেব-ভণিত-রতি-বঞ্চিত-খণ্ডিত-যুবতি-বিলাপং।
শৃণুত সুধা-মধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপং ॥৪১৫॥

(৯)

ধানশী।

ধিক্ রহু মাধব তোহারি সোহাগ।
ধিক্ রহু যো ধনী তোহে অনুরাগ ॥
চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ।
কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ ॥
সহজই আনলে দগধ ভেল অঙ্গ।
কাহে দেহ আহুতি বচন-বিভঙ্গ ॥
সো ধনী কামিনী গুণবতী নারী।
হাম নিরগুণ রতি-রভসে গোঙারী ॥
সোই পূরব তুয়া হিয়-অভিলাষ।
বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনী-পাশ ॥
পুন পুন কাহে ধরসি মঝু পায়।
তুহুঁ বহু-বল্লভ তোহে না জুয়ায় ॥
সিন্দূর কাজর ভালহিঁ তোর।
ছল করি চরণে লাগায়সি মোর ॥
কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ।
কহ বলরাম ইহ প্রেম-তরঙ্গ ॥ ৪১৬ ॥

(১০)

সখীর উক্তি।

গান্ধার।

সুন্দরি! অব তুহুঁ তেজসি কান।
সুখময় কেলি- নিকুঞ্জে যব পৈঠবি
তব্ কাঁহা রাখবি মান॥ ধ্রু॥
ইহ নাগর-বর রসিক কলা-গুরু
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
লঘুতর দোখহিঁ রোখ বাঢ়ায়সি
চরণহিঁ ঠেলসি তায়॥
প্রেম-লছিমী হিয় ছোড়ল বুঝি অব
মান-অলখী পরবেশ।
গুণ বিছুরাই দেখি সব ঘোষই
আরতি ছোড়ায়ল দেশ॥
ইহ অলখী যব্ তোহে ছোড়ি যায়ব
তব্ গুণ-গণ সোঙরাব।
রোই পুন হামারি বাহু ধরি সাধবি
তব্ কোই নিয়ড়ে না যাব॥
সহচরী এতহুঁ বচন নাহি শুনয়ে
কোপে ভরল সব অঙ্গ।
কহ বলরাম চমক মোহে লাগল
সখীক বচন ভেল ভঙ্গ॥ ৪১৭॥

(১১)

কৌ-রাগিণী।

কানুক মিনতি না মান।
মন্দিরে করত পয়ান॥
কতহুঁ করত অনুরোধ।
কছু না মানয়ে পরবোধ॥
সহচরী কতহুঁ বুঝাই।
তাহে বিমুখী ভেল রাই॥
রোখে চলয়ে নিজ বাস।
কি কহব মোহন দাস॥ ৪১৮॥

(১২)

অত্রান্তরে দুর্জ্জয়-মানঃ।

তস্য মিলনং।

তিরোতা ধানশী।

কত রূপে মিনতি করল বর-নাহ।
গলে পীতাম্বর ঠাড়হিঁ কর যোড়ি
তব্ ধনী পালটি না চাহ॥ ধ্রু॥
তবহুঁ রসিক-রাজে সিরজিয়া মন মাঝে
গদ্গদ কহে আধ বাত।
পাঁচ-বদন অহি মঝু পদে দংশল
জর জর ভেল সব গাত॥

এত কহি নাগর　　কাঁপই থর থর
মূরছি পড়ল সোই ঠাম।
কি ভেল কি ভেল বলি　　রাই ধাই চলি
কোরে করল ঘনশ্যাম ॥
শীতল সলিল লেই　　নয়নে বয়নে দেই
নীল বসনে করু বায়।
চেতন পাইয়া হরি　　উঠল অঙ্গ মোড়ি
উদ্ধব দাস গুণ গায় ॥ ৪১৯ ॥

(১৩)

তথা রাগ।

দূরে গেও মানিনী-মান।
রাইক কোরে মগন ভেল কান ॥
অরুণ উদয় ভেল দেখি অতি ভীত।
নাগর নাগরী চমকিত চিত ॥
শ্যাম-করে ধরি ধনী কহে মৃদু বোল।
নিজ গৃহে চল অব নহ উতরোল ॥
দেব-আরাধনে আওব হাম।
পুন দরশন হোয়ব সোই ঠাম ॥
রসিক-শেখর তুহুঁ বিদগধ কান।
হাম অবলা গুণহীন মতি বাম ॥
কঠিন বচন হাম যে কহলুঁ তোয়।
ইথে কিছু অপরাধ না লহবি মোয় ॥

এত কহি দুহুঁ জন চলু নিজ গেহ।
মন্দিরে আওল লখই না কেহ॥
ঐছন রসময় দুহুঁক চরিত।
উদ্ধব দাস হেরি হরষিত চিত॥ ৪২০॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং একাদশঃ পল্লবঃ।

দ্বাদশ পল্লব।

খণ্ডিতা (৫)।

ধীরাধীরমধ্যা-স্বভাবেন যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

গান্ধার।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া॥
ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
রজনী জাগিল হেন সাখী॥
বিরস-বদনে কহে বাণী।
আশা দিয়া বঞ্চিল রজনী॥

কান্দিয়া কহয়ে গোরা রায়।
এ দুখ সহনে নাহি যায়॥
কাতরে করয়ে সবিষাদ।
নরহরি মাগে পরসাদ॥ ৪২১॥

(২)

ভৈরবী।

পশ্য শচী-সুতমনুপম-রূপং।
খণ্ডিতামৃত-রস-নিরুপম-কূপং॥
কৃষ্ণরাগ-কৃত-মানস-তাপং।
লীলা-প্রকটিত-রুদ্রপ্রতাপং॥
প্রকলিত-পুরুষোত্তম-সুবিষাদং।
কমলাকর-কমলাঞ্চিত-পাদং॥
রোহিত-বদন-তিরোহিত-ভাষং।
রাধামোহন-কৃত-চরণাশং॥ ৪২২॥

(৩)

বিভাষ।

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম, উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥

কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হামারি রোদন-অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ৪২৩॥

(৪)

তথা রাগ। কন্দর্প তাল।

কাহা নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব কুঙ্কুম-রেহ।
কাজর-ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ-রস এহ॥
ভামিনি! মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহিঁ তরুণি দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥
গৈরিক হেরি বৈরী সম মানসি
উর পর যাবক ভাণে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥

তোহারি সম্বাদে　　জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি　　মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥ ৪২৪ ॥

(৫)

ধানশী।

জানলুঁ এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি　　রজনী গোঙায়লি
তাহি করহ অনুরাগ ॥ ধ্রু ॥
রতি-রণ-পণ্ডিত　　বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
তে অনুমানিয়ে　　বেকত উজাগরি
বিঘটন ভামিনী-সঙ্গ ॥
মতি অনুরূপ গতি　　এহ বচন সতি
আজু দেখলুঁ পরতেক।
যো পরবঞ্চক　　বিহি তাহে বঞ্চউ
তুরজন দেখি না দেখ ॥
তুহুঁ রস-সাগর　　বিদগধ নাগর
হাম মুগধী কুল-নারী।
গোবিন্দ দাস　　কহই তুয়া হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি ॥ ৪২৫ ॥

(৬)

তথা রাগ। তাল দশকুশী।

রাইক চরিত বুঝি বর-নাগর
মন মাহা কয়ল উপায়।
চরণ পাকড়ি নিজ দোখ মানাইয়ে
তব কিয়ে ধনী রোখ যায়॥
হরি হরি অপরাধ কিছুই না জান।
যাহে লাগি শয়নে স্বপনে নাহি হেরিয়ে
সোই করত অবমান॥ ধ্রু॥
এত কহি রাইক চরণ ধরি বোলত
ক্ষেম ধনি মঝু অপরাধ।
ঐছন দোষ কবহুঁ হাম না করব
প্রেমে না করু ধনি বাদ॥
তবহুঁ সুধামুখী এতহুঁ নাহি শুনি
চরণ হেলি ঠেলি যায়।
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম রোই চলতহিঁ
করবহিঁ কোন উপায়॥ ৪২৬॥

(৭)

তথা রাগ।

করে কর যোড়ি মিনতি করু তো সঞে
চরণ-কমলে প্রণিপাত।

কোপে কমল-মুখি　　নয়ানে না হেরসি
অভিমানে অবনত মাথ ॥
সুন্দরি ! ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন　　তেজি পুন মাঙ্গন
সো মিলন অতি দূর ॥ ধ্রু ॥
কোকিল-নাদ　　শ্রবণে যব শুনবি
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম-শর　　হিয়া পর বরিখব
তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥
মঝু এত বচনে　　তোহার নাহি আরতি
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দখিণ-　　পবন যব পরশব
তবহিঁ মিটব দুরভাণ ॥
গুণগণ ছোড়ি　　দোষ এক সোঙরসি
নিকটহিঁ কোই না যাব।
দারুণ নয়ানে　　আরতি তব বাঢ়ব
অব ঘনশ্যাম দুখ লাভ ॥ ৪২৭ ॥

(৮)

ধানশী।

এতহুঁ কহল সব সহচরী মেল।
মানিনী শুনি কছু উত্তর না দেল ॥

কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান॥
কাহে তুহুঁ পুন পুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহুঁ যাঁহা নিবসয়ে সোয়॥৪২৮॥

(৯)

সুহই।

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে।
চলি যাহ সো ধনী ঠামে॥
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী।
তাকর চরণ যাহ সেবি॥
যো যাবক তুয়া অঙ্গ।
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ॥
সোই পূরব তুয়া কাম।
কি ফল মুগধিনী ঠাম॥
এত কহু গদ গদ ভাষ।
ভণ রাধামোহন দাস॥ ৪২৯॥

(১০)

ধানশী।

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহিঁ বিমুখ ভেল রাই॥

পুনহিঁ মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত	তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি	মঝু মুখ না হেরবি
হাম যাওব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন	কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ ॥
এতহুঁ মিনতি	কানু যব করলহিঁ
তব্ নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দ দাস	মিছই আশোয়াসল
রোই চলত বর কান ॥ ৪৩০ ॥

(১১)

তিরোতা ধানশী।

রাই অনাদর	হেরি রসিকবর
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ	লখই না পারই
পীত বাসে মোছই বয়ান ॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন প্রেম গহি	কথি লাগি নিরসল
কাহে কয়ল মুঝে মান ॥ ধ্রু ॥
মোরে উপেখি	রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।

রসবতী-হৃদয় বিরহ-জ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাইক সম্বাদ সুধা-রস সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব্ যতনে মিলায়ব
তব্ যশ গাওব তোর ॥ ৪৩১ ॥

ইত্যাদি খণ্ডিতা-গীত পর্য্যায়ঃ।
ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং দ্বাদশঃ পল্লবঃ।

ত্রয়োদশ পল্লব।

কলহান্তরিতা (১)।

নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ ॥

(১)

তদ্ভুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

মান-বিরহ-ভাবে পহুঁ ভেল ভোর।
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গচাঁদ।
অখিল জীবের মন-লোচন-ফাঁদ ॥
প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥
হাসিয়া কহয়ে পুন ধিক্ মোর বুদ্ধি।
অভিমানে উপেখলুঁ কানু গুণ-নিধি ॥
যে হৈল মনের দুখ কি বলিব কায়।
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নর নারী।
রাধামোহন কহে কিছু নহিল হামারি ॥৪৩২॥

(২)

সুহই।

আন্ধল প্রেম　　পহিলে নাহি হেরলুঁ
　　সো বহু-বল্লভ কান।
আদর-সাধে　　বাদ করি তা সঞে
　　অহর্নিশি জ্বলত পরাণ ॥
　সজনি! তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে　　যো ধনী রোখই
　　সো তাপিনী জগ মাহ ॥ ধ্রু ॥
যো হাম মান　　বহুত করি মানলুঁ
　　কানুক মিনতি উপেখি।

সো অব মনসিজ- শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না দেখি ॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দ দাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক লেহ ॥ ৪৩৩ ॥

(৩)

তথা রাগ।

কুলবতী কোই নঁয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান ॥
সজনি! অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ।
মান-দগধ জীউ অব নাহি নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোখ ॥
যো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।
তাকর দরশন বিনে তনু জর জর
পরশ পরশ সম ভেল ॥
সহচরী মোহে লাখ সমুঝায়ল
তাহে না রোপলুঁ কাণ।

গোবিন্দ দাস　　সরস বচনামৃতে
পুন বাহুড়ায়ব কান ॥ ৪৩৪ ॥

(৪)

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু-　　মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ　　নয়ান-যুগ ঝাঁপলুঁ
তব্ মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি ! তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহিঁ তা সঞে　　লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয় ॥
বিনি গুণ পরখি　　পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি　　ইহ রূপ-লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে　　প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন-　　নীর দেই সিঞ্চহ
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে ॥ ৪৩৫ ॥

(৫)

সুহই।

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরলুঁ দূরহিঁ ডারলুঁ
মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি! কাহে মোর দুরমতি ভেল।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥
গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমী চরণ পরে ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি॥
সো বহু-বল্লভ সহজই দুর্ল্লভ
দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস যব্ যতনে মিলায়ব
তবহিঁ মনোরথ পুর॥ ৪৩৬॥

(৬)

ধানশী।

কহলম খল জন দোখল কান।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥

রোখে বিমুখ যব্ চলু বর নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥
সুন্দরি তোহে সমুঝায়ব কোই।
অব রহ নিরজনে বন মাহা রোই॥
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান-ভুজঙ্গ॥
কোন কুমতি দরশায়ল এহ।
জানলুঁ গরলে ভরল তুয়া দেহ॥
মদন-কুমন্ত্রে অথির ভেল সোই।
চললহিঁ দংশি লখই নাহি কোই॥
ইথে বিনু নাগ-দমন-রস পান।
গোবিন্দ দাস মণি-মন্ত্র না জান॥ ৪৩৭॥

(৭)

শ্রীগান্ধার।

কি কহসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলুঁ গুরু-কুল-সঙ্গ।
পূরল দু কুল কলঙ্ক॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল॥
হাম অবলা মতি বাম।
না গণলুঁ ইহ পরিণাম॥

কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলায়ব কান ॥ ৪৩৮ ॥

(৮)

ধানশী।

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মিললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যাওব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে ॥
মা গো! কিয়ে ইহ জিদ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পঙরি উতারয়ে পার ॥ ধ্রু ॥
আপনক মান বহুত করি মানলি
তাক মান করি ভঙ্গ।
সো তুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব
বঞ্চবি কাহুক সঙ্গ ॥
সখীগণ-বচন অলপ করি মানলি
চাহসি কাহে মঝু মুখ।
ভণ ঘনশ্যাম শ্যাম তুহুঁ উপেখলি
দেয়লি বহুতর দুখ ॥ ৪৩৯ ॥

(৯)

তথা রাগ।

তিল এক শয়নে　　স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে　　গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি! সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি　　নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই॥ ধ্রু॥
তুহুঁ কাহে বিরস　　বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোককি কূপে।
মূরছিত জনে　　ঘাত নহে সমুচিত
জগজনে কহব বিরূপে॥
ভাঙ্গল মান　　আন জন গঞ্জন
পিরীতি পিরীতে করি বাধা।
রসিক সুনাহ　　আপনে সুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥
সো মুখ-চাঁদ　　হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিষ-হ্রদ-নীরে।
পামরী গোবিন্দ　　দাস মরি যায়ব
সাজ্ঞি আনল তছু তীরে॥ ৪৪০॥

(১০)

গান্ধার।

কি কহলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শুনব
জীবনে না বান্ধব থেহা॥
তাহে তুঁহু বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহিঁ বিরহ বিথারি॥ ধ্রু॥
কানুক চিত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দ দাস কহ শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥ ৪৪১॥

(১১)

পঠমঞ্জরী।

হাম মরইতে তুহুঁ মরইতে চাহ।
অনুখণ মঝু হিয়া তুয়-দহ দাহ॥

এ সখি কিয়ে করব পরকার।
সোঙরিতে নিকসয়ে জীবন হামার॥
হামার বচন-দৃঢ়-কণ্টকে জারি।
বিদগধ নাহ গেও মুঝে ছাড়ি॥
মুঞি অতি পাপিনী কলহে বিরাজ।
জানি মোহে তেজল নাগর-রাজ॥
দারুণ প্রাণ রহ কণ্ঠহিঁ লাগি।
বুঝলুঁ এহ মঝু করম অভাগি॥
গৌরদাস কহ না কর সন্দেহ।
তুয়া প্রেমে মিলব রসময় দেহ॥ ৪৪২॥

(১২)

ধানশী।

সো বহু-বল্লভ সহজই ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাঁহা আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে বিরহ-তরঙ্গ॥
সখি হে কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান॥
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপলুঁ পরাণ॥

অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দ দাস তব্ তুয়া গুণ গান॥ ৪৪৩॥

(১৩)

কামোদ।

রাইক বিনয়- বচন শুনি সো সখী
চললিহ শ্যামক আগে।
দূরহিঁ তাক বদন হেরি মাধব
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
আদর বিনহিঁ সোই বহু-বল্লভ
দোতী নিয়ড়ে উপনীত॥ ধ্রু॥
দোতী কহত তুহুঁ কৈছন পিরীতি
রীত বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান- ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।
গোবিন্দ দাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলহ মঝু সাথ॥ ৪৪৪॥

(১৪)

ধানশী।

দূতীক বচন শুনি নাগর-রাজ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো অশোয়াস।
মন মাহা হোয়ল বহুত উল্লাস ॥
তবহিঁ সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি করল পয়ান ॥
পন্থহিঁ কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পায়ল কুঞ্জক ওর ॥
দূর সঞে নাগরী নাগর হেরি।
বৈঠল তঁহি পুন আনন ফেরি ॥
গদ গদ নাগর যুড়ি দুই পাণি।
কহইতে বদনে না নিকসয়ে বাণী ॥
গোবিন্দ দাস কহই পুন মান।
দেখি ভীত অতি নাগর কান ॥ ৪৪৫ ॥

(১৫)

সুহই।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী ॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥

রাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ॥ ধ্রু ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের্ ধূলি ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলী।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞান দাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥ ৪৪৬ ॥

(১৬)

দেশ বরাড়ী। অষ্ট তাল।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত-রুচি-কৌমুদী
হরতি দর-তিমিরমতি-ঘোরং।
স্ফুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরং ॥
প্রিয়ে চারু-শীলে! মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ-কমল-মধু-পানং ॥ ধ্রু ॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নখর-[illegible]র-ঘাতং।

ঘটয় ভুজ-বন্ধনং   জনয় রদ-খণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখ-জাতং ॥
ত্বমসি মম ভূষণং   ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধি-রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি   সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি-যত্নং ॥
নীল-নলিনাভমপি   তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ-রূপং।
কুসুম-শর-বাণ-   ভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং ॥
স্ফুরতু কুচ-কুম্ভয়ো-   রুপরি মণি-মঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়-দেশং।
রসতু রসনাপি তব   ঘন-জঘন-মণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথ-নিদেশং ॥
স্থল-কমল-গঞ্জনং   মম হৃদয়-রঞ্জনং
জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগং।
ভণ মসৃণ-বাণি   করবাণি চরণদ্বয়ং
সরস-লসদলক্তক-রাগং ॥
স্মর-গরল-খণ্ডনং   মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো   মদন-কদনানলো
হরতু তদুপাহিত-বিকারং ॥

ইতি চটুল-চাটু-পটু চারু মুরবৈরিণো
রাধিকামধি-বচন-জাতং।
জয়তি পদ্মাবতী- রমণ-জয়দেব-কবি-
ভারতী-ভণিতমতিশাতং ॥ ৪৪৭ ॥

(১৭)

বালা ধানশী।

নিজ অপরাধ মানি যব মাধব
কোরে আগোরত ধাব।
সরস-বিরসময়ী ইঙ্গিতে রসবতী
অসমতি সমতি বুঝাব ॥
দেখ সখি! রাই কি করয়ে নৈরাশে।
মান-জলদ সঞে নিকসয়ে মুখ-শশী
কাম্নুক দীঘ নিশাসে ॥ ধ্রু ॥
কনয়াচল-রুচ উচ কুচ-চূচুক
সরসহিঁ পরশতি নাহ।
মানক শেষ- লেশ-রস-সূচক
আধ মুদিত দিঠি চাহ ॥
অধর-সুধা-রস পিবইতে যব্ ধনী
বঙ্কিম করু মুখ আধা।
জগদানন্দ ভণ তবহিঁ সফল করু
হরি মন-মনসিজ-বাধা ॥ ৪৪৮ ॥

(১৮)

শ্রীরাগ।

অনুনয় করি হরি পাণি পসারই
রাইক চরণক আগে।
নিজ মুখে আপনক কহই দোষ শত
মানই করম অভাগে॥
দেখ রাধা-মাধব-প্রীত।
দুহুঁ কর নিজ নিজ গুণহিঁ বাঢ়াওত
দুহুঁ জন নিজ নিজ রীত॥ ধ্রু॥
সুমুখী কহয়ে কাহে মোহে বিড়ম্বহ
হাম তুয়া মুগধিনী নারী।
তুহুঁ সে রসিক-বর বিদগধ নাগর
নাগরী-জন-মনোহারী॥
কহইতে এতহুঁ নয়ন লোরে ঝাঁপল
কানু করল ধনী কোর।
ভাঙ্গল মান হেরি রাধামোহন
আনন্দে পুন ভেল ভোর॥ ৪৪৯॥

(১৯)

ধানশী।

দেখ দেখ রাধা মাধব ধারি।
রতি-রণ মান বিরামক যৈছন
চরবণ তপত কুশারি॥

হরি-মুখ হেরইতে সুমুখী অবাঞ্চই
চাহনি কুটিলহিঁ ভাতি।
গদ গদ বচন অসূয়া কছু সূচন
ততহিঁ মনোমথে মাতি॥
নখ-শর-ঘাত তৈছে সুখাবহ
চুম্বন কছু পরসাদ।
রম্ভণ শূন পুলক কচুঁক-বর
ভেদই রস-মরিযাদ॥
ও সুখ-সিন্ধু মগন ভেল মাধব
কামিনী কছু কছু বুর।
ভণ রাধামোহন সম্ভোগ সঙ্কীরণ
তুহুঁক মনোরথ পূর॥ ৪৫০॥

এতদ্গীতং সর্ব্বকালোচিতং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং ত্রয়োদশঃ পল্লবঃ।

চতুর্দ্দশ পল্লব।

কলহান্তরিতা (২)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

পঠমঞ্জরী।

মঝু মনে লাগল শেল।
গৌর বিমুখ ভৈ গেল॥
জনম বিফল মোর ভেল।
দারুণ বিহি দুখ দেল॥
কাহে কহব ইহ দুখ।
কহইতে বিদরয়ে বুক॥
আর না হেরব গোরা-মুখ।
তব জীবনে কিয়ে সুখ॥
বাসুদেব ঘোষ রস গান।
গোরা বিনে না রহে পরাণ॥ ৪৫১॥

(২)

ধানশী।

চরণ-নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কত রূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন কয়লুঁ হাম মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ-তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভাণ॥
নারী-জনমে হাম না করলুঁ ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভালে সমুঝাই॥ ৪৫২॥

(৩)

সুহই।

যাকর চরণ- নখর-রুচি হেরইতে
মূরুছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম॥
সজনি! কি পুছসি হামারি অভাগি।

ব্রজকুল-নন্দন   চাঁদ উপেখলুঁ
দারুণ মানকি লাগি ॥ ধ্রু ॥
কাতর দিঠে   মিঠ বচনামৃতে
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ-   সীম নাহি আনলুঁ
অব হিয়া তুষ-দহ দাহ ॥
সে হেন রসিক পিয়া   কাঁহা রহু কাহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস কহ   শুন বর-নাগরি
সো পহুঁ তোহারি অদূর ॥ ৪৫৩ ॥

(৪)

বালা ধানশী।

একে তুহুঁ নাগরী   সব গুণে আগরী
বৈঠসি চতুরী-সমাজ।
আপনক বাত   আপে নাহি সমুঝসি
হঠে নট কৈলি সব কাজ ॥
মানিনি! নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি   বাত তুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ ॥ ধ্রু ॥
অপরাধ জানি   গারি দশ দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।

পিরীতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তাকর মুখে দেই আগি ॥
যো তুয়া চরণ পরশি মহী লুঠল
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝুরসি
গোবিন্দ দাস কহ ক্রূর ॥ ৪৫২ ॥

(৭)

সুহই।

সো মুখচাঁদ নয়ানে নাহি হেরলুঁ
নয়ন-দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলুঁ
মধুকর-ধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব ॥
সজনি! কাহে বাঢ়ায়লুঁ মান।
প্রেম-ভঙ্গ-ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান ॥ ধ্রু ॥
সো কর-কিশলয় পরশ উপেখলুঁ
অব কিশলয়ে তনু ফোর।
নব নব লেহ সুধা-রস নিরসলুঁ
গরলে ভরল তনু মোর ॥
সো কর-বিরচিত হার উপেখলুঁ
হার ভুজঙ্গম ভেল।

গোবিন্দ দাস কহ　　সো অতি দুরগহ
যো ঐছন মতি দেল ॥ ৪৫৫ ॥

(৬)

ভূপালী।

শুন শুন মানিনি না কহব তোয়।
অনুচিত মানে গোঙায়বি রোয় ॥
তব্‌ নাহি শুনলি সহচরী-বোল।
ফেরি রহলি মুখ ঝাঁপি নিচোল ॥
রোই রোই মাধব সাধল তোয়।
কাহে কাতর দিঠে চাহসি মোয় ॥
অব হাম যাইয়ে কি কহব তায়।
যাচিত রতন ত্যাগ না জুয়ায় ॥
সো বিনু অব কোই পূরব আশ।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস ॥ ৪৫৬ ॥

(৭)

ধানশী।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয় ॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ ॥
সখীগণ মাঝে চতুরী তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি ॥

অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দ দাস তব তুয়া যশ গাব॥ ৪৫৭॥

(৮)

তথা রাগ।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী করল পয়ানি॥
দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি॥
হেরইতে নাগর আয়ল তাঁহি।
কি করহ এ সখি আওলি কাহি॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ॥ ৪৫৮॥

(৯)

শ্রীগান্ধার।

শুন বহু-বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান॥
পামরী পিরীতি উপেখি।
আয়লুঁ কুলবন্তী দেখি॥

তোহারি রসিক-পণ জানি ।
কহইতে আওলুঁ বাণী ॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ ।
হাসব যুবতী সমাজ ॥
যো পদ পরশক আশে ।
করসি কতহুঁ অভিলাষে ॥
সো পদ-পঙ্কজ ছোড়ি ।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি ॥
কোন শিখায়লি নীতে ।
ধিক্ ধিক্ তোহারি পিরীতে ॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে ।
যাক হৃদয়ে এত সাধে ॥
গোবিন্দ দাস মতি মন্দ ।
হেরইতে ভৈ গেল ধন্দ ॥ ৪৫৯ ॥

(১০)

শ্রীরাগ ।

দোতী-বচন শুনি　　রসিক-শিরোমণি
আওল তাকর সাথ ।
দূর সঞে হেরি　　সোই বর-নাগরী
অবনত করি রহু মাথ ॥

কর যোড়ি সাধয়ে কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর পড়িয়ে চরণ-তল
তেজ ধনি দারুণ মান ॥ ধ্রু ॥
এত কহি নাগর অন্তর গর গর
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
হেরি সুধামুখী আকুল ভেল অতি
সো মুখ হেরি বিভোর ॥
ছল ছল নয়ানে শ্যাম-কর-কিশলয়
ধরি কহে গদ গদ ভাষ।
জলদে গোপন বিধু যৈছে উদয় ভেল
কহ যদুনন্দন দাস ॥ ৪৬০ ॥

(১১)

ধানশী।

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু ॥
ভাঙ্গল মান রোদনহিঁ ভোর।
কানু কমল-করে মোছই লোর ॥
মান-জনিত দুখ সব দূর গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন ॥

নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ ৪৬১॥

(১২)

তথা রাগ।

রাই কানু বিলসই নিকুঞ্জ-ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখ এ সখি রাই শ্যাম-কোর॥
দোঁহ দোঁহ অধরে কয়ল মধুপান।
চান্দ চকোরে যেন মিলায়ল আন॥
ভুজে ভুজে মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দ দাস নিগূঢ় রস গান॥ ৪৬২॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং চতুর্দ্দশঃ পল্লবঃ।

পঞ্চদশ পল্লব।

কলহান্তরিতা (৩)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

মোহে বিহি বিপরীত ভেল।
অভিমানে মোহে উপেখি পহুঁ গেল॥
কি করব কহ না উপায়।
কেমনে পাইব সেই মোর গোরা রায়॥
কি করিতে কি না জানি হৈল।
পরাণ-পুতলী গোরা মোরে ছাড়ি গেল॥
কে জানে যে এমন হইবে।
আঁচলে বান্ধিতে ধন সায়রে পড়িবে॥
চৈতন্য দাসের সেই হৈল।
পাইয়া গৌরাঙ্গচাঁদ না ভজি তেজিল॥ ৪৬৩

(২)

কৌ রাগিণী। একতাল ধরা।

সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।
যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরং॥
নাকর্ণয়মপি সুহৃদুপদেশং।
মাধব-চাটু-পটলমপি লেশং॥
নালোকয়মর্পিতমুরু-হারং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারং॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তং।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তং॥ ৪৬৪॥

(৩)

শ্রীরাগ।

পরবশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে।
নিলজ জীউ লেহ লাগি কান্দে॥
শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ॥
পরজন কিয়ে পিরীতি-অনুরোধ।
দুরজন কিয়ে সুজন পরবোধ॥
কুলবতী-বল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দ দাস ইহ রস পরমাণ॥ ৪৬৫॥

(৪)

ধানশী।

পরিহরি সো গুণ-রতন-নিধান।
যতনহিঁ যো হাম রাখলুঁ মান॥
সো অব কাল-অনল সম হোয়।
দগধই নীরস দারুণ হিয়া মোয়॥
এ সখি যতহুঁ মিনতি পহুঁ কেল।
সো সব অব তহিঁ আহুতি ভেল॥
মুখরিত পিক-কুল যাজক তায়।
তহিঁ মলয়ানিল রচয়ে সহায়॥
জানলুঁ দৈব বিমুখ যাহে হোয়।
তাকর তাপ না মিটই কোয়॥
ভরমহুঁ মঝু মনে নাহি এত ভাণ।
রোখি চলব কিয়ে নাগর কান॥
শুনইতে রাইক ঐছন ভাষ।
জর জর ভেল ঘনশ্যামর দাস॥ ৪৬৬॥

(৫)

তথা রাগ।

যুবতী-নিকর মাঝে যাকর বাস।
অনুখণ নব নব যছু অভিলাষ॥
ঐছন জন তুয়া পরশক লাগি।
বিপিনে গোঙায়ল যামিনী জাগি॥

তবহুঁ প্রাতে নিজ গৌরব ছোড়ি।
তোহারি সমীপে করহিঁ কর যোড়ি॥
আওল যব্ নব-নাগর কান।
তৈখনে ভেল তোহে দারুণ মান॥
অনুনয় বচন না শুনলি জানি।
চরণে পসারল সো নিজ পাণি॥
লোচন-কোণে তবহিঁ নাহি হেরি।
বৈঠলি তহিঁ পুন আনন ফেরি॥
অবনত মুখ যব্ চলু নিজ বাস।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥ ৪৬৭॥

(৬)

তথা রাগ।

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মিললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যাওব
তবহিঁ দেখব ইহ রঙ্গে॥
মা গো! কিয়ে ইহ জিদ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পওরি উতারয়ে পার॥ ধ্রু॥
শ্যামর ঝামর মলিন নলিন-মুখ
ঝরই নয়নক নীর।

পীতাম্বর গলে পদহিঁ লোটায়ল
হিয়া কৈছে বান্ধলি থির ॥
সাধি সাধি ছরমি ঘরমি মহা বিকল
ঘন ঘন দীঘ নিশাস।
মনমথ-দাহ- দহনে মন ধসি গেও
রোখে চললি নিজ বাস ॥
অবিরোধি প্রেম- পহু তুহুঁ রোধলি
দোষ-লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হামারি ওরে নাহি চাহ ॥ ৪৬৮ ॥

(৭)

গান্ধার।

রোখে দোখলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে ॥
রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ ॥
শীতল তুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধী হাম উপেখলুঁ তায় ॥
কত রূপে বচন কহল সব মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়লুঁ পিঠ ॥
পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দ দাস কহ মরমক শেল ॥ ৪৬৯ ॥

(৮)

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে   বরিখে রস-বাদর
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি   আকুল সো হরি
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি ! কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে   তোহে কত সাধল
পালটি না হেরলি কান॥ ধ্রু॥
যছু গুণে গুণিগণ   ঝুরয়ে রাতি দিন
তুয়া গুণে উনমত.সোই।
বিনি অপরাধে   তাহে উপেখলি
জনম গোঙায়বি রোই॥
তাকর বচন   শ্রবণে নাহি শুনলি
রোখি চলল যব নাহ।
অব কাতর দিঠে   মঝু মুখ হেরসি
পাই মনোভব-দাহ॥
বিহি তোহে বাম   মান-ধনে বঞ্চল
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দ দাস   কহই চিতে মানই
ইহ বড দারুণ শেল॥ ৪৭০॥

(৯)

সুহই।

সখি নাহি বোলহ আর।
হাম ফল পায়লুঁ তার॥
সহজই মতি গতি বাম।
ঐছন ইহ পরিণাম॥
যৈছে গরবে হিয়া পূর।
সো অব হোয়ল চূর॥
অবহুঁ না রহ পরাণ।
সমুচিত কয়লহিঁ মান॥
যৈছে রহত মঝু দেহ।
সোই করহ অব থেহ॥
তুহুঁ যদি না পূরবি আশ।
কি কহব বলরাম দাস॥ ৪৭১॥

(১০)

কামোদ।

সুন্দরি! কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয়॥ ধ্রু॥
কত কত গোপ- সুনাগরী পরিহরি
যব তুয়া মন্দিরে কান।

তব্ তুহুঁ মান   পরম ধন পায়লি
না হেরলি কমল-বয়ান ॥
বিনি অপরাধে   উপেখলি মাধব
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন   কলাবতী-মন্দিরে
অব রহু নাগর-রাজ ॥
যাহে বিনু পল এক   রহই না পারই
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দ দাস কহ   অব ধনি সমুঝলি
পুন হেন না করবি আর ॥ ৪৭২ ॥

(১১)

তিরোতা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপ মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই ॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি ॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে বেদন জানায়বি মোয় ॥
ইহ রস বিত্থাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥ ৪৭৩ ॥

(১২)

ভূপালী।

টুটল রাইক মান।
হেরি সখী করল পয়ান॥
যাঁহা বহু-বল্লভ কান।
তুরিতে মিলল সোই ঠাম॥
রাইক সহচরী গেল।
নাগর হরষিত ভেল॥
গদ গদ কহ বর-কান।
রাই কি তেজল মান॥
পুন কিয়ে মিলব মোয়।
ঐছে সফল দিন হোয়॥
সো মুখে সুধাময় বাত।
শুনি কি জুড়ায়ব গাত॥
বঙ্কিম লোচন হেরি।
মোহে জীয়ায়ব ফেরি॥
তুহুঁ সখি করহ সহায়।
তব হাম মিলব তায়॥
যবহুঁ কয়ল ধনী মান।
তব্ ধরি আকুল পরাণ॥
শুনি সখী কহে মৃদু বোল।
অব তুহুঁ নহ উতরোল॥

তুরিতে চলহ মঝু সাথ।
বংশী মানাওব তাথ ॥ ৪৭৪ ॥

(১৩)

তথা রাগ।

সখীর বচনে অথির কান।
বুঝল সুন্দরী তেজল মান ॥
অরুণ নয়ানে ঝরয়ে লোর।
গদ গদ স্বরে বচন বোল ॥
কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়।
অনুকূল যদি বিধাতা হোয় ॥
এত কহি হরি সখীর সঙ্গে।
মিলল রাই আনন্দ রঙ্গে ॥
হেরি বিধু-মুখী বিমুখী ভেল।
কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল ॥
চরণ-কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান ॥
ধনী-মুখ শশী হরি চকোর।
হেরিতে তুহুঁক গলয়ে লোর ॥
হৃদয় উপরে ধরল রাই।
প্রেম দাস তব জীবন পাই ॥ ৪৭৫ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং পঞ্চদশঃ পল্লবঃ।

ষোড়শ পল্লব।

মান (১)।

তত্র সহেতু-মানঃ।

নায়কাঙ্গে ভোগচিহ্নে দৃষ্টে সতি দুর্জ্জয়-মানঃ।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

বরণ কাঞ্চন দশবাণ।
অরুণ বসন পরিধান॥
অবনত মাথে গোরা রহে।
অরুণ নয়ানে ধারা বহে॥
খেণে শির করতলে রাখি।
খেণে ক্ষিতিতলে নখে লিখি॥
কান্দিয়া আকুল গোরা রায়।
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়॥
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়।
নিশি দিশি আন নাহি ভায়॥ ৪৭৬॥

(২)

ধানশী।

মদন কুঞ্জ পর বৈঠল নাগর
বৃন্দাসখী-মুখ চাই।
যোড়ি যুগল-কর মিনতি করত কত
তুরিতে মিলায়বি রাই॥
হাম পর রোখি বিমুখ ভৈ সুন্দরী
যবহুঁ চললি নিজ গেহা।
মদন-হুতাশনে মঝু মন জারল
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
তুহুঁ অতি চতুরী- শিরোমণি নাগরী
তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহুঁ বিনে হামারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি॥
চন্দন চাঁদ পবন ভেল রিপু সম
বৃন্দাবন বন ভেল।
ময়ূর কোকিল কত ঝঙ্কার দেওত
মঝু মনে মনমথ-শেল॥
ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হা হা সো ধনী হামে না হেরব
সিংহ ভূপতি রস গায়॥ ৪৭৭॥

(৩)

শ্রীগান্ধার।

মাধব ! নিপট কঠিন মন তোর।

হাত হাত হাম বাত শিখায়লুঁ
বাত না রাখলি মোর ॥ ধ্রু ॥

সো বর নাগরী সহজেই সুন্দরী
কোমল অন্তর বামা।

বহুত যতন করি তোহে মিলায়লুঁ
কাহে উপেখলি রামা ॥

তুহুঁ অতি লম্পট করলহিঁ বিপরীত
প্রেমক রীত না জানি।

হাতক লছমী চরণ পরে ডারলি
কৈছে মিলায়ব আনি ॥

বাসর জাগি আগি সম উপজল
রজনী গোঙায়ল জাগি।

তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মিলব তুয়া গতি ভাগি ॥

মোহন-মানস বুঝি দোতী আওল
মিলল রাইক পাশ।

ভূপতিনাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস ॥ ৪৭৮ ॥

(৪)

ধানশী।

মদন কুঞ্জ তেজি　　চললি চতুর দূতী
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি　　দেখি মুখ ঝাঁপল
রাই উতর নাহি দেল॥
চতুর দূতী তব্　　মনহিঁ বিচারল
কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভই　　বৈঠলি দুবরি
কি ভেল আজুক বাত॥
হেরি ললিতা সখী　　মৃদু মৃদু বোলত
হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর　　কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলী সঞে কেলি॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে　　যাই দূতী বৈঠল
কহতহিঁ মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখে　　রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সিয়ানী॥
উঠ উঠ সুন্দরি　　মান দূর করি
বাহু পসারি করু কোর।
ফটকি হাত　　বাত নাহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর॥

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
কোপে ভরল সব গাত।
ভূপতিনাথ রোখে তব্ বোলত
যবহুঁ ফটকল হাত ॥ ৪৭৯ ॥

(৫)

শ্রীরাগ।

অখিল-লোচন-তম-- তাপ-বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিনী-মুখ মলিন করয়ে যদি
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে ॥
সুন্দরি! বুঝল তুয়া প্রতিভাতি।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তর আহীরিণী জাতি ॥ ধ্রু ॥
সকল-জীব-জন- জীব সমীরণ
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মারুতে ॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখ দেই সকল শরীরে।
কাগজ পত্র পরশে যব নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥

খেণে খেণে সকল   কুসুম-মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক   যদ্যপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥
পাঁচ পঞ্চগুণ   দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
চম্পতি-পতি অতি   আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে॥ ৪৮০॥

(৬)

কামোদ।

সখি হে! কাহে কহসি কটু ভাষা।
ঐছন বহু গুণ   এক দোষে নাশই
এক গুণ বহু দোষ নাশা॥ ধ্রু॥
কি করব জপ তপ   দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুল শীল   ধন জন যৌবন
কি করব লোচন-হীনে॥
গরল-সহোদর   গুরু-পত্নী-হর
রাহু-বমন তনু-কারা।
বিরহ-হুতাশন   বারিজ-নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা॥

পরস্থতে অহিত যতন নাহি নিজস্থতে
কাক-উচ্ছিষ্ট-রস-পানী।
সো সব অপগুণ সগুণ এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীতি কি কহব রে সখি
সব গুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহিঁ প্রতীত নাহি বোলে॥
বর পরিরম্ভণ চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে॥
স্থন্দর সিন্দূর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশ নখ রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাতঃ সময়ে দিল দেখা॥
দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহিল
রতি-চিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তবহুঁ মিলব হরি সঙ্গে॥ ৪৮১॥

(৭)

কামোদ।

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মিলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রম-ভরে বচন কহে গদ গদ
খরতর বহই নিশাস॥
মাধব! দুর্জ্জয় মানিনী মানি।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুরয়ে এহ আধ বাণী॥ ধ্রু॥
"কা" বোল বোলইতে শুনই না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুন পুন ফুকরই
বজর শবদ সম মানি॥
তুয়া গুণ নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে
কৈছে মিলায়ব আনি॥
নীল বসন বর কাঁচক চুড়ি কর
পৌতিক মাল উতারি।
করি-রদ-চুড়ি কর মোতি-মাল বর
পহিরণ অরুণিম শাড়ী॥

অসিত চিত্র কর উর পর আছিল
মিটায়লি চন্দন লাগাই।
মৃগমদ-তিলক ধোই দৃগঞ্চল
কুচ-মুখ চন্দনে ছাপাই॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জে রঞ্জল
সবহুঁ ছাপায়লি রামা॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপে ঝাঁপল
শ্যামরী সখী নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখী পিকু দূরে নিবাস॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহিঁ উঠি রোষাই।
পঞ্জর ঝটকি ফটকি কর পটকিতে
ধাই ধরল হাম যাই॥
মধুকর ডরে ধনী চম্পক-তরুতলে
লোচনে জল ভরিপূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল
টুটি ভৈ গেল শত চূর॥
মেরু সম মান কোপ সুমেরু সম
দেখি ভেল রেণু সমান।

চম্পাতি-পতি অব রাই মানাইতে
আপ সিধারহ কান ॥ ৪৮২ ॥

(৮)

তথা রাগ।

বর-নাগর সাজই নাগরী বেশা।
মুকুট উতারি সীঁথি সোঙারল
বেণী বিরচিত কেশা ॥ ধ্রু ॥
চন্দন ধোই সিন্দূর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন-অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণ-ফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর-পঙ্কা ॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুড়ি কনক কর-কঞ্জে।
চরণ-কমল পাশে যাবক রঞ্জল
তা পর মঞ্জীর গঞ্জে ॥
কাঁচুলী মাঝে কদম্ব-কুসুম ভরি
আরম্ভল কুচ-আভা।
অরুণাম্বর বর শাটী পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা ॥
ধরি পরিবাদিনী শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।

পহিলহিঁ বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়া-গতি-লচ্ছণ ভাণে ॥
ঐছন চরিতে মিলল যাঁহা সুন্দরী
দূরহিঁ একলি ঠারি ।
করে করি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারত
কো ইহ লখই না পারি ॥
রাইক নিকটে বাজাওত সুন্দরী
শুনইতে ভৈ গেল সাধা ।
এ নবযৌবনি নবীন বিদেশিনি
আও ফুকারই রাধা ॥
শুনইতে শ্যাম হরখি চিতে আওল
উঠি ধনী আদর কেল ।
বাহু পাকড়ি নিজ আসনে বৈসায়ল
কত কত হরষিত ভেল ॥
তহিঁ বাজাওত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণি-মাল ।
ঐছে বাজাওত হামারি যন্ত্রিয়া
মোহন যন্ত্র রসাল ॥
সুর অপসরী কিয়ে নাগ-কুমারী তুহুঁ
স্বরূপে কহবি তুহুঁ মোয় ।
আজুক দিবস সফল করি মানলুঁ
দুর্ল্লভ দরশন তোয় ॥

নাম গাম কহ   কুল-অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।
সুখময়ী নাম   মথুরা পুর যদু কুল
গুণি-জনে পীড়ই রাজা॥
ধনী কহে তুয়া গুণে   রিঝি প্রসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোয়।
মনোরথ কর্ম্ম   যাচলি যদি সুন্দরি
মান-রতন দেহ মোয়॥
হাসি মুখ মোড়ি   পিঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান   বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥ ৪৮৩॥

(৯)
ভূপালী।

অপরূপ রাধা-মাধব রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ৪৮৪॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং ষোড়শঃ পল্লবঃ।

সপ্তদশ পল্লব।

মান (২)।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

সুহই।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া।
অবনত বদন করিয়া॥
পদ-নখে ক্ষিতি পর লেখি।
নয়ন-লোরে নাহি দেখি॥
মানে মলিন মুখচাঁদ।
হেরি সহচর-মন কাঁদ॥
কাহে না কহ কছু বাত।
প্রেম দাস শিরে দেই হাত॥ ৪৮৫॥

(২)

পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদন-চাঁদ।
হেরি সহচরী-হৃদয় কাঁদ॥

অবনত করি আপন শির।
সঘনে নয়নে বহয়ে নীর ॥
ক্ষিতি-তল নখে লিখই রাই।
থির নয়নে রহয়ে চাই ॥
সখীগণে কছু না কহে বাত।
অরুণ বসন খসয়ে গাত ॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে তায়।
কাতরে শেখর দাঁড়াঞা চায় ॥ ৪৮৬ ॥

(৩)

কৌ-রাগিণী।

সকালে অমনি　　　　বৃন্দা ঠাকুরাণী
আইল ললিতা-বাস।
কহিলা সকলি　　　　কানুর বিকলি
মধুর বিনয় ভাষ ॥
শুনিয়া ললিতা　　　　মনে পাই বেথা
দুজনে চলিলা ধাই।
সজল নয়ানে　　　　মলিন বয়ানে
যেখানে বসিয়া রাই ॥
ললিতা যাইয়া　　　　তারে উঠাইয়া
করিলা আপন কোরে।
আপন বসন　　　　অঞ্চলে তখন
মোছয়ে নয়ন-লোরে ॥

তুহুঁ রসবতী জগতে খেয়াতি
রূপে গুণে নাহি সীমা।
সো বহু-বল্লভ আনের দুর্ল্লভ
জানিয়া না দেহ ক্ষমা॥
শত গুণ যার এক দোষ তার
ছাড়িতে উচিত হয়।
সে তোর কারণে কান্দয়ে কাননে
এ কবি শেখর কয়॥ ৪৮৭॥

(৪)

বৃন্দোক্তিঃ।

জয়জয়ন্তী।

বিরহে ব্যাকুল বকুল-তরু-তলে
পেখলুঁ নন্দকুমার।
নীল নীরজ নয়ন নাহক
ঝরই নীর অপার॥
লেপি মলয়জ- পঙ্ক মৃগ-মদ
তামরস ঘন-সার।
নিজ পাণি-পল্লবে মুদি লোচন
ধরণী পড়ু অসম্ভার॥
বহই মন্দ সুগন্ধি শীতল
মন্দ মলয় সমীর।

জনু প্রলয়কালক প্রবল পাবক
দহই দ্বিগুণ শরীর ॥
অধিক বেপথু টুটি পড়ু ক্ষিতি
মসৃণ মুকুতা-মাল।
অনিল-ভরে জনু তমাল তরুবর
মুঞ্চ সুমনস-জাল ॥
মান-মতি তেজি চলহ সুন্দরি,
যাঁহা রসিক-রায় রসাল।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
কবি ভূপতি কণ্ঠহার ॥ ৪৮৮ ॥

(৫)

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি ! আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান ॥ ধ্রু ॥
কি রসে ভুলায়লি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম কহই যব পন্থিক
শুনইতে আকুল কান ॥
পুরুখ বধের হেতু তুহুঁ অভিমানলি
কোন শিখায়ল রীত।

লেহ-বিচ্ছেদ পুন সহই না পারিয়ে
গোবিন্দ দাস কহ নীত ॥ ৪৮৯ ॥

(৬)

শ্রীরাগ।

তেজল তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গহিঁ
শয়নে স্বপনেহিঁ ভোর।
চমকি উঠি ঘন কাঁপি মূরছল
আধ নাম লেই তোর ॥
মানিনি ! সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহুঁ সকরুণে তোহে বোধলি
অবহুঁ ঐছে বিরাগ ॥ ধ্রু ॥
সো তনু সুন্দর ধূলি-ধূসর
সো মুখ নিরসল ভেল।
সো দুহুঁ লোচনে নীর নিকসই
এ দুখ কোনহিঁ দেল ॥
হরিকি রীতি নীতি বিরহে জীবতি
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরী ভেলি দুবরী
এ বড়ি সংশয় মান ॥
দেহ তেজবি তাহে উপেখবি
তেজবি ও নব লেহ।

মধত উনমত   অতুয়ে না মানত
দাস গোবিন্দ থেহ ॥ ৪৯০ ॥

(৭)

সুহই।

ঘোর তিমির অতি   ঘন কাজর জিতি
নিবসই বিপিনে একান্ত।
পিক-কুল বোলে   সমাধি সমাপই
চমকি নেহারই পন্থ ॥
মানিনি! ইথে কিয়ে নাহি অবধান।
নিমিখ বিমুখ যছু   জীবন সংশয়
কি ফল তা সঞে মান ॥ ধ্রু ॥
যাক শয়ন পুন   শিরীষ-কুসুম সম
অতি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো বিরহানলে   লুঠই মহীতলে
লোরে ততহিঁ করু পঙ্ক ॥
পেখলুঁ সো পুন   তোহারি পরশ বিনু
পানী-বিহীন জনু মীন।
কহ ঘনশ্যাম-   দাস নাহি জগ মাহা
ঐছন প্রেমক চিন ॥ ৪৯১ ॥

(৮)

ধানশী।

নয়ানের নীর নিঝরে ঝরয়ে
চাঁদ নিরখয়ে তায়।
তোহারি বদন সোঙরি তখন
মূরছিত গড়ি যায়॥
রামা হে! তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ-বিরহ দুঃসহ কঠিন
এবার রাখহ প্রাণ॥ ধ্রু॥
কুসুম-লতা ধরি আলিঙ্গয়ে হরি
তুয়া কলেবর ভাণে।
পরশে বিবশ ভৈ গেল মাধব
মূরুছে মদন-বাণে॥
শিরীষ-কুসুমে শেজ বিছাইয়া
কাম-শরে অগেয়ান।
গরল অধিক চন্দন-লেপন
তেজিতে চাহে পরাণ॥ ৩৯২॥

(৯)

কামোদ।

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব।

ভাল মন্দ দুই　　　　সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি ! হরি-বধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই　　　　আন নাহি ভাবই
কাল বিরত তুয়া লাগি ॥ ধ্রু ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা　　　　ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখ দেই।
তুহুঁ ধনি গুণবতী　　　　উধার গোকুল-পতি
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥
লাখ লাখ নাগরী　　　　যো কানু হেরই
সো শুভদিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি　　　　সোই আকুল ভেল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৪৯৩ ॥

(১০)

শ্রীমতীর উক্তি।

ধানশী।

সখি হে ! না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম　　　　অলপে চিহ্নলুঁ
যৈছন কুটিল কান ॥ ধ্রু ॥
কাঠ কঠিন　　　　কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড়।

কনয়া-কলস বিখে পূরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাকর বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কোটিকে গুটিক পাই ॥
যে ফুল তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৪৯৪ ॥

(১১)

তিরোতা ধানশী।

সজনি না কর কানু-পরসঙ্গ।
পানী না সেঁচহ দগধল অঙ্গ ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুহুঁ দোতী।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি ॥
ভাল জন বচন কয়লুঁ যত বাম।
সো ফল ভুঞ্জইতে ইহ পরিণাম ॥
পহিলহিঁ কি কহব আরতি-রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি ॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পূরুবক পুণ-ফলে রহল পরাণ ॥

চন্দন-তরু অব বিখ-তরু ভেল।
অতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লুঁ অনুরাগ।
জ্ঞান দাস কহ গুরুয়া অভাগ॥ ৪৯৫॥

(১২)

বরাড়ী।

পহিলহিঁ চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈল-শিখরে এক পাণি॥
অব বিপরীত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোল আন।
কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ ধ্রু॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানী তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধু-ধার।
বিষ-ঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম-সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠী নিকপটে কহ মোয়।
জ্ঞান দাস কহ সমুচিত হোয়॥ ৪৯৬॥

(১৩)

গান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতি-হীনা।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীনা॥
হা হা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গূল নহত সমান॥ ৪৯৭॥

(১৪)

কেদার।

সজনি! তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হিত অহিত সবহুঁ হাম বুঝিয়ে
আনে হোয়ত বিপরীত॥ ধ্রু॥
লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত করয়ে মূরুখ জনে
মানয়ে সরিষ প্রমাণ॥

কানুক রীত　　ভীত মঝু চিতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।
ঐছন পিরীতিক　　বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমানে ॥
কি কহব রে সখি　　কহি কহি দেখলুঁ
অতয়ে চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ　　কবহুঁ না যাওত
জ্ঞান দাস পরমাণ ॥ ৪৯৮ ॥

(১৫)

ধানশী।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতী মানায়ই তাই ॥
রোখে চলই যব্ করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব্ বাহু পসারি ॥
তবহুঁ মলিন-মুখী সুমুখী না ভেল।
হোই নৈরাশ তব্ সখী চলি গেল ॥
একলি বন মাহা যাঁহা বর কান।
আওল সখী তাঁহা বিরস বয়ান ॥
কি কহব মাধব মানিনী-মান।
জ্ঞান দাস তাহা কি কহিতে জান ॥ ৪৯৯ ॥

(১৬)

তিরোতা।

শুন মাধব! রাধা স্বাধীনা ভেল।

যতনহিঁ কত পরকার বুঝায়লুঁ
তবু সে সমতি নাহি দেল॥ ধ্রু॥

তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।

তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥

তোহারি কেশ - কুসুম তৃণ তাম্বূল
ধরলহুঁ রাইক আগে।

কোপে কমল-মুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥

হেন বুঝি কুলিশ- সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।

কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান॥ ৫০০॥

(১৭)

কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন॥

দোতীক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলয়ে জল-ধার॥
বাউর সম কত করু পরলাপ।
শতগুণাধিক মনে মনসিজ-তাপ॥
"রা" "রা" "ধা" ধরি আখর এক।
গদ গদ কণ্ঠ না হয় পরতেক॥
মানিনী-মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাম॥
পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ॥
কত পরবোধি কয়ল সখী থির।
জ্ঞান দাস হেরি ভেল অথির॥ ৫০১॥

(১৮)

দুতীর উক্তি।

কামোদ।

গগনক চাঁদ হাত ধরি দেয়লুঁ
কত সমুঝায়লুঁ নীত।
যত কিছু কহল সবহুঁ ঐছন ভেল
চিত-পুতলী সম রীত॥
মাধব! বোধ না মানই রাই।
বুঝাইতে বুঝ অবুঝ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই॥ ধ্রু॥

তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনী না সহে পরাণে॥
যতনহিঁ বহু চরণ ধরি সাধলুঁ
রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে তাকর সহচরী
সো না বুঝল জ্ঞান দাস॥ ৫০২॥

(১৯)

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

গান্ধার।

সজনি না বুঝিয়ে এ মঝু ভাগ।
আকুল চিত মঝু তাহিঁ সজাগ॥ ধ্রু॥
বচনহিঁ নিজ করি না বোলয়ে রাই।
মুঞি জীবন বিনু না বোলহ তাই॥
মঝু পরসঙ্গে সে না দেই কান।
তাহা বিনু মঝু মুখ না ফুরয়ে আন॥
সমাধান চাহি না হয় সমাধান।
তে অতিরেক হানয়ে পাঁচ-বাণ॥
শেখর কহয়ে প্রিয় মন কর থির।
সহজই নায়রী-ভাব গভীর॥ ৫০৩॥

(২০)

ভাটিয়ারী।

সহচরী-বচনহিঁ　　বিদগধ নাগর
আকুল অথির পরাণ।
তুরিতহিঁ গমন　　করল যাঁহা মানিনী
ঢল ঢল সজল নয়ান॥
কহ সখি! কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ　　করয়ে যত রঙ্গিণী
হাম যৈছে উহ পরমাণ॥ ধ্রু॥
তাহে বিনু নিশি দিশি　　আন নাহি হেরিয়ে
ও মুখ সতত ধেয়ান।
যো মধুর বোল　　শ্রবণে মঝু লাগি রহু
সো গুণ অহর্নিশি গান॥
এত কহি মাধব　　মিলল রাই পাশে
ঠাড়ি রহল তঁহি যাই।
অবনত বয়ানে　　রহল যব মানিনী
জ্ঞান দাস মুখ চাই॥ ৫০৪॥

(২১)

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিহারঃ।

ভাটিয়ারী।

রামা হে! ক্ষেম অপরাধ মোর।
মদন-বেদন　　না যায় সহন
শরণ লইনু তোর॥ ধ্রু॥

ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি ফিরিয়া না চাহ
আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার
চিরজীবী হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ সকলি আমার
করের মোহন বেণু॥
দেহ-গেহ-সার সকলি আমার
তুমি সে নয়ান-তারা।
আধ তিল আমি তোমা না হেরিলে
সব বাসি আন্ধিয়ারা॥
এত পরিহার করিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন।
কবজ লিখিয়া লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান॥
জ্ঞান দাস কহে শুনহ সুন্দরি
এ কোন ভাব যুগতি।
কানু সে কাতর সদয় হইয়া
কেন না করহ প্রীতি॥ ৫০৫ ॥

(২২)

শ্রীমতীর উক্তি।

বরাড়ী।

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার ॥ ধ্রু ॥
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লুঁ সরবস নিরমল কুল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমর-তিয়াস ॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক চরিত।
নামহিঁ যৈছে অন্তর সেহ রীত ॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নিব ॥
জ্ঞান দাস কহ কর অবধান।
তুয়া নিজ জনে কাহে এত অপমান ॥ ৫০৬ ॥

(২৩)

সুহই।

অনুনয় করইতে　　অবগতি না কর
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি　　গারি যব দেয়াব
তবহিঁ ইন্দ্র-পদ মোর ॥

মানিনি ! অব কি করব দুরদিনে।

মনমথ গরল গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল

তোহারি পরশ-রস বিনে ॥ ধ্রু ॥

অনুগত জানি পাণি পসারয়ে

বিপদে বুঝিয়ে উপকার।

তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে

জগতে রহয়ে যশোভার ॥

সময় জানি অব কোপ নিবারহ

বেরি এক কর অবধানে।

জ্ঞান দাস কহ নিজ জন জানিয়া

অতয়ে করিয়ে সমাধানে ॥ ৫০৭ ॥

(২৪)

তথা রাগ।

চাঁদ-বদনী তুহুঁ রামা।

কাহে ভেলি অতি বামা ॥

হাম চকোর তুয়া আশে।

পিবইতে করু অভিলাষে ॥

তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।

দূরে গেল বিহি-বরণীতে ॥

অনুগত-কিঙ্কর-দোষে।

তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে ॥

যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগ ভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দ দাস মরি যাব॥ ৫০৮॥

(২৫)

শ্রীরাগ।

দুরুজন-বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি
কোপহিঁ রোখলি মোয়।
তুয়া বিনে শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনি! মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥ ধ্রু॥
কুচ-যুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে
তা পর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম- ঘটহিঁ করি পরীখহ
উচিত কহিয়ে এই বাণী॥
মনমথ-অনল অন্তর মাহা জ্বলতহিঁ
তুহু জনু কাঞ্চন-গোরী।
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব
সাঁচি জানব তব্ মোরি॥

তোহারি লোমাবলী কাল-ভুজঙ্গিনী
হার তরঙ্গিণী জানি।
গোবিন্দ দাস ভণি পরশ করহ ফণী
নহে জনি ডুবহ পানী॥ ৫০৯॥

(২৬)

ধানশী।

পীন কঠিন কুচ কনয়া-কঠোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধু পান॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ নাহি করহ মহত রাখ মোর॥
পুন পুন কতয়ে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ সমান॥ ৫১০॥

(২৭)

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখ-বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর॥

মানিনি! আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর ॥ ধ্রু ॥
কিয়ে গিরিবর কনয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপরে শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালক-চন্দ ॥
এ কর-কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইয়ে রামা ॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
কানুক করহ হিত ॥ ৫১১ ॥

(২৮)

সুহই।

কত কত অনুনয় করু বর-নাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান ॥

গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড়ি ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর-কান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥ ৫১২॥

(২৯)

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দৈন্যোক্তিঃ।

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
রাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥ ধ্রু॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি-পুতলী॥

এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞান দাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥ ৫১৩ ॥

(৩০)

তথা রাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেনে মার ॥
যে চাঁদের সুধা-দানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ-বদনে কেন আমারে পোড়াও ॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোণা শতবাণ হৈয়া কাহে নাহি তোষে ॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞান দাস কহে যদি করে পরসাদ ॥ ৫১৪ ॥

ততঃ সখ্যুক্তিঃ।

তিরোতা ধানশী।

সুন্দরি আর কিয়ে সাধবি মান।
চরণ লাগিয়ে তোহে সাধয়ে কান ॥

ইত্যাদি গেয়ং।

(৩১)

তিরোতা ধানশী।

সুন্দরি! উলটি নেহারহ নাহ।
চাঁদ-অমিয়া বিনু   চকোর না জীবয়ে
জানি করহ নিরবাহ ॥ ধ্রু ॥

কতয়ে কলাবতী পশুপতি-পদযুগ
সেবই যাকর আশে।
সো বহু-বল্লভ তোহারি পরশ বিনু
দগধল মদন-হুতাশে॥
শ্যাম-সুধাকর নিকটহিঁ রোয়ত
কুরু চিত-কুমুদ বিকাশ।
অঞ্চল অন্তর মান-তিমির রহু
লোচন পড়ল উপাস॥
সো সুখ-সম্পদ তুহুঁ বিনু সুন্দরি
হাসি হাসি আপনে বোলাই।
জ্ঞান দাস কহ অলপ ভাগি নহ
দূতীক পরশ না পাই॥ ৫১৫॥

(৩২)

গান্ধার।

রামা হে! কি আর বোলসি আন।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান॥ ধ্রু॥
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার॥

কালি দমন   করল যে জন
চরণ-যুগল-বরে।
এবে সে ভুজঙ্গ-   ভরমে ভুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক   না ছাড়য়ে ব্রত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর   বরিখণ বিনু
না পিয়ে তাহার নীরে॥
যদি দৈব-দোষে   অধিক পিয়াসে
পিয়য়ে হেরিয়া থোর।
তবহুঁ তাহারি   নাম সোঙরিয়া
গলে শতগুণ লোর॥ ৫১৬॥

(৩৩)

কামোদ।

কত কত ভুবনে   আছয়ে কত নাগরী
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ-রতন   যতনে নাহি পাইয়ে
সো তুয়া দাসক আশে॥
সুন্দরি! কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক-   মুকুট বর নাগর
চরণেহিঁ সাধয়ে কান॥ ধ্রু॥

কি তোর কঠিন মন বুঝই না পারিয়ে
গুরুতর কৌশল মোর।
লাখ লছিমী যৈছে চরণে লোটায়ই
তাহে এত বিরকতি তোর॥
জীবন যৌবন সফল না মানসি
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞান দাস কহ কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরীতিক ইহ নিরবাহ॥ ৫১৭॥

(৩৪)

বরাড়ী।

চলইতে চাহি চরণ নাহি ধাবয়ে
রহিতে নাহিক প্রতিআশ।
আশ নৈরাশ কছুহ নাহি সমুঝিয়ে
অন্তরে উপজে তরাস॥
সজনি! বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতী উহ রসিক-শিরোমণি
হঠে রস না করহ বাধা॥ ধ্রু॥
প্রেম-রতন জনু কনয়া-কলস পুন
ভাগ্যে যো হোয় নিরমাণ।
মোতিম হার বার শত টুটয়ে
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥

হর-কোপানলে   মদন দহন ভেল
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান   কানু-মুখ হেরহ
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥ ৫১৮॥

(৩৫)

ভূপালী।

তোহারি কোর পর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর॥
কতিহুঁ গেলি বলি মূরছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরী না বান্ধহ থেহ॥
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।
কৈছে রহলি এত মানিনী হোই॥ ধ্রু॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক॥
ফুল পর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিন্ধয়ে মদন-বাণ তঁহি লাখে লাখ॥
কবহুঁ নাহ তুয়া দুঃখ না জান।
গোবিন্দ দাস কহ তেজহ মান॥ ৫১৯॥

(৩৬)

নাটিকা।

মানিনি ! হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকটে পাই যো জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি ॥ ধ্রু ॥
দিনকর-বন্ধু কমল সবে জানয়ে
জল তহিঁ জীবন হোয়।
পঙ্ক-বিহীন তনু ভানু শুখায়ত
জলহিঁ পচায়ত সোয় ॥
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব
অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে সকল সুখ-সম্পদ
খেণে খেণে দগধই সোই ॥
তুহুঁ ধনি গুণবতী বুঝি করহ রীতি
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ
অনুমতি করল প্রকাশ ॥ ৫২০ ॥

(৩৭)

বরাড়ী।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি াত লেখি দেহ ॥

ছোড়বি কেলি-কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন-আশ॥
মো বিনে স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥
ঐছন কবজ ধরব যব হাত।
তবহিঁ তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভণহ বিদ্যাপতি শুন বর-কান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ ৫২১॥

(৩৮)

কামোদ।

সুন্দরি বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেম-　　　　বাদ করবি যব
তব্ কৈছে ধরব পরাণ॥ ধ্রু॥
লেখি লহ কবজ　　　　দাস করি সুন্দরি
জীবন যৌবনে বহু ভাগি।
তুয়া গুণ-রতন　　　　শ্রবণে মণি-কুণ্ডল
এবে ভেল ত্রিভঙ্গ বৈরাগী॥
পীতাম্বর গলে　　　　করি কর-যুগলে
মিনতি করহুঁ তুয়া আগে।

হাম যৈছে লাখ লাখ শ্যাম লুঠত
তুয়া ধনি চরণ-সোহাগে॥
মনসিজ-করে ধনু হেরি কাতর তনু
বিছুরল ধন-জন-মায়া।
তছু ভয় লাগি শরণ হাম লেয়লুঁ
দেহ পদ-পঙ্কজ-ছায়া॥
ঐছন মিনতি করল যব নাগর
ধনী লোচন জল পূর।
হেরইতে বদন রোদন করু তুহুঁ জন
অব ঘনশ্যাম মন পূর॥ ৫২২॥

(৩৯)

ভূপালী।

রাই যব্ হেরল হরি-মুখ-ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর॥
যব্ পহুঁ কহলহিঁ লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনী অবনত মাথ॥
যব্ হরি ধরলহিঁ অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ॥
যব্ পহুঁ পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ॥
পূরল মনোরথ মদন উদেশ।
কহ কবি শেখর পিরীতি বিশেষ॥ ৫২৩॥

(৪০)

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীঘ নিশাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহিঁ মনোভব তব্ নাহি গেল॥
তোড়ল যব্ নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহিঁ মনোভব মন্দ॥
তব্ কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ৫২৪॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং সপ্তদশঃ পল্লবঃ।

অষ্টাদশ পল্লব।

মান (৩)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়।
ধূলায় ধূসর তনু ভূমে গড়ি যায়॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥
ক্ষেণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়।
মান ভাব গোরাচাঁদের বাসু ঘোষ গায়॥ ৫২৫॥

(২)

সখী-বচনেন মানো যথা।

সুহই।

প্রিয় সখী নিকটে যাই কহে দ্রুত-গতি
শুন ধনি চতুরিণি রাধে।

চন্দ্রাবলী সঞে   কানু রজনী আজু
কামে পূরায়ল সাধে ॥
ঐছন শুনইতে বাত।
অরুণিত লোচন   গর গর অন্তর
রোখে পূরল সব গাত ॥ ধ্রু ॥
আপনক কামে   কামী যেই কামিনী
রসিক-মরম নাহি জান।
সো মঝু বিদগধ   নাহক বলে ছলে
কত না কয়ল অপমান ॥
চঞ্চল মনহিঁ   থির নাহি হোয়ত
কামে লুবধ-চিত কান।
ঐছন নাহক   বদন না হেরব
উদ্ধব দাস পরমাণ ॥ ৫২৬ ॥

(৩)

শ্রীরাগ।

দূর সঞে নয়নে   নয়নে না হেরবি
নিয়ড়ে রহবি শির নামাই।
পরশিতে শিহরি   করহিঁ কর বারবি
যতনে রোখ নিরমাই ॥
সুন্দরি ! অতয়ে শিখায়ব তোয়।
বিনহিঁ মানে ধনি   সো বহু-বল্লভ
কবহুঁ আপন বশ হোয় ॥ ধ্রু ॥

পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহুঁ হাস।
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি
কহবি আনহিঁ আন ভাষ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠি-পঙ্কজে
পূজবি সো মুখ-চন্দ।
গোবিন্দ দাস কহ যাক হৃদয়ে রহ
তাহে কি এত পরবন্ধ॥ ৫২৭॥

(৪)

সিন্ধুড়া।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যো কহে শ্যাম নাম তাহে না পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমল-বর-বয়নী।
নয়ন-লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত বদনে উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল॥ ৫২৮॥

(৫)

কামোদ।

মাধব! অপরূপ পেখলুঁ রামা।
মানিনী মানে　　ধরণী পর লেখই
নয়ানে না হেরই শ্যামা॥ ধ্রু॥
শুনইতে বিদগধ　　নাগর-শেখর
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব দৈবে　　রজনী হাম বঞ্চল
তবহিঁ হৃদয় মঝু দোল॥
হামারি শপতি তোহে　　শুন শুন সহচরি
তুরিতে গমন করু তাঁই।
বহুত যতন করি　　তাহে মানায়বি
যৈছে সদয় হোয়ে রাই॥
শপতি বচনে সোই　　কছু নাহি বোলল
আওল মানিনী পাশ।
হেরইতে রাই　　বিমুখ ভই বৈঠল
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ৫২৯॥

(৬)

গান্ধার।

তোহারি বিরহ-　　বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।

ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন
ক্ষণে নাম ধরু তোর ॥
রামা হে! তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-তুলহ লেহ ॥ ধ্রু ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগই
শুতই দেখই তোয়।
কি ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয় ॥
কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন পান।
কাঠ-মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৫:০ ॥

(৭)

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময় শয়ন তেজল
নিন্দই চন্দন চন্দ।
শুতল ভূতল ফুয়ল কুন্তল
কাম-চামর-বন্ধ ॥
তেজহ দারুণ মান মানিনি
নাহ গাহক তোরি।

তুহুঁ সে মরকত-　　মূরতি মানই
কাঁচা-কাঞ্চন-গোরি ॥
নীল-উতপল-　　দাম-শ্যামর-
ধাম ঝামর দেহ।
কুসুম-শর যব　　বরিখে ঝর ঝর
নয়ন শাঙণ মেহ ॥
বিরহ-মোচন　　এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি　　বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥ ৫৩১ ॥

(৮)

কামোদ।

সো বর শঠগুণ-　　গুরু-বর গুরুতর
যছু গুণ জলনিধি-সার।
হাম অবলা জাতি　　তাহে দুখিত-মতি
কৈছনে পাওব পার ॥
সজনি! আর কত কর পরলাপ।
সো মুঝে যৈছন　　কয়লহিঁ অপমান
সো বড় হৃদয়ক তাপ ॥ ধ্রু ॥
যো বর-নারী　　সার করি লেওল
সো পদ সেবউ আনন্দে।

তাকর লাগি জাগি দিন রোয়উ
পিবউ সো মকরন্দে ॥
তাহে লাগি অন্ন পানী সব তেজউ
জপ করু তাকর নাম।
চম্পতি-পতিকর সোই যুবতী বর
গাওত তছু গুণ গাম ॥ ৫৩২ ॥

(৯)

ধানশী।

তব চঞ্চল-মতিরয়মঘহন্তা।
অহমুত্তম-ধৃতি-দিগ্ধ-দিগন্তা ॥
দূতি বিদূরয় কোমল-কথনং।
পুনরভিধাস্যে নহি মধু-মথনং ॥ ধ্রু ॥
শঠ-চরিতোঽয়ং তব বনমালী।
মৃদু-হৃদয়াহং নিজ-কুলপালী ॥
তব হরিরেষ নিরঙ্কুশ-নর্ম্মা।
অহমনুবন্ধ-সনাতন-ধর্ম্মা ॥ ৫৩৩ ॥

(১০)

তিরোতা।

শুন মাধব ! রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতনহিঁ কত পরকার বুঝায়লুঁ
তবু সে সমতি নাহিঁ দেল ॥ ধ্রু ॥

তোহারি নাম　　শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি ।
তোহারি পিরীতি যো　　নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী ॥
তোহারি কেশ　　কুসুম তৃণ তাম্বূল
ধরলহুঁ রাইক আগে ।
কোপে কমল-মুখী　　পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥
হেন বুঝি কুলিশ-　　সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান ।
কহ বিদ্যাপতি　　বচন অব সমুচিত
আপে সিধারহ কান ॥ ৫৩৪ ॥

(১১)

বালা ধানশী।

শুনি সখী-বচন মনহিঁ অনুমান ।
নাগরী-বেশ বনাওল কান ॥
আগু পদ বাম　　বাম গতি চাহনি
বাম কুণ্ডল অনুপাম ।
বাম ভুজে বসন　　ঢুলায়ত ঘন ঘন
যৈছন পেখলুঁ শ্যাম ॥

পট-অম্বর পরি অভিনব নাগরী
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সীঁথোপরি কাম-সিন্দূর পরি
লখই না পারই আন॥
এমন চতুরবর কবহুঁ না পেখলুঁ
এ মহী-মণ্ডল মাঝে।
মণিময় কঙ্কণ দুহুঁ ভুজে সাজন
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝে॥
পদতলে অরুণ- কিরণ মণি পেখলুঁ
তেঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞান দাস কহ রাইক মন্দিরে
নাগর করল পয়ান॥ ৫৩৫॥

(১২)

কামোদ।

কানু উপেখি রাই মহী লিখই
মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী- বেশ ধরি সো হরি
আওল সহচরী সাথ॥

শুন সজনি ! কি ফল মানিনী-মানে ।

ঢাট কানাই　　　　কতয়ে ভঙ্গী জানত
কো করু কত অবধানে ॥ ধ্রু ॥

শ্যামরী হেরি　　　　সখীক রাই পুছত
সো কহ ব্রজ-নব-রামা ।

তুয়া সখী হোত　　　　যতনে চলি আওত
কোরে করহ ইহ শ্যামা ॥

করইতে কোরে　　　　পরশে ধনী জানল
কানুক কপট বিলাস ।

নাসা পরশি　　　　হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দ দাস ॥ ৫৩৬ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং অষ্টাদশঃ পল্লবঃ ।

ঊনবিংশ পল্লব

মান (৪)।

(১)

দূতীর উক্তি।

গান্ধার।

তুয়া বিনে কান আন নাহি জানত

ফুল-শরে জর জর দেহ।

তুহুঁ বিনে মান আন নাহি জানসি

অপরূপ তোহারি সুলেহ ॥

সুন্দরি! দূরে কর বচন-বিভঙ্গ।

তোহারি বিরহ-জ্বরে ছিরি গিরিবর-ধর

ধরই না পারই অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

কি কহব তোহে অতি তোহারি চরণে নতি

কহইতে কথন না ফূর।

এতহুঁ বিপতি যব শুনইতে তুহুঁ অব

চাতুরী না করহ দূর ॥

হেরইতে রীত ভীত মঝু চিতহিঁ

কঠিন হৃদয় হেন জানি।

কহ ঘনশ্যাম　　　দাস তুয়া দাসহিঁ
অতয়ে সে ঐছন বাণী ॥ ৫৩৭ ॥

(২)

বিহাগড়া।

প্রেম আগুনি　　　মনহিঁ গুণি গুণি
এ দিন যামিনী জাগি।
মদন-পঞ্জর-　　　কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রস-কণ লাগি ॥
কি ফল মানিনি　　　মান মানসি
কানু জানসি তোরি।
তুহুঁ সে জলধর-　　　অঙ্গে শোভিত
যৈছন দামিনী গোরী ॥
নওল কিশলয়　　　বলয় মলয়জ-
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত।
শয়নে ছটফট　　　লুঠই মহীতলে
তো বিনু দহই গাত ॥
জানহ পুন পুন　　　সো পিয়া পরীখণ
সোই পূজে পাঁচ বাণ।
রায় চম্পতি　　　ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥ ৫৩৮ ॥

(৩)

সুহই।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই॥
কিশলয়-শয়ন উপেখি।
ভূমি উপরে নখে লেখি॥
তেজ ধনি অসময় মান।
কানুক তুহুঁ সে নিদান॥
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয়ে অবধি না পাই॥
যো জগ-জীবন জান।
তাকর জ্বলত পরাণ॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়॥ ৫৩৯॥

(৪)

তথা রাগ।

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
কানু সঞে প্রেম করসি কাহে বাধে॥
অনুখণ যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কাণ॥

তুয়া লাগি তেজল গুরুজন-আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস ॥
ঐছন সুপুরুখ কতিহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব্ তোহে হরি না উপেখি ॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ ॥
জ্ঞান দাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ ॥ ৫৪০ ॥

(৫)

সুহিনী।

না কহ রে সখি উহার কথা।
দ্বিগুণ হৃদয়ে না দেহ ব্যথা ॥
যৈছন চতুর শঠের পহুঁ।
তৈছন তাহার দূতী সে তুহুঁ ॥
নিকুঞ্জে হৃদয়ে ধরল যে।
তাহারে সেবউ না কহ সে ॥
সোই কলাবতী নিবসে যাঁহা।
তুরিতে গমন করহ তাঁহা ॥
এমতি তাহারে সাধহ যাই।
যে সুখ পাওবি অবধি নাই ॥
পুন না আসিহ আমার পাশ।
শুনিয়া চলল রসিক দাস ॥ ৫৪১ ॥

(৬)

তথা রাগ।

রাইক ঐছন অকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আওল কানুক পাশ॥
কহই না পারই সকল সম্বাদ।
কহইতে গদ গদ করই বিষাদ॥
নাগর শুনিয়া অছু বাণী।
কহে সখি কি করয়ে কমল-নয়ানা॥ ৫৪২॥

ইত্যাদি গীতং।

(৭)

ধানশী।

মাধব! বোধ না মানয়ে রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জ- গৃহে ধনী নিবসই
তুরিতে গমন করু তাঁই॥
এত শুনি নাগর নাগরী-বেশ ধরি
সখী সঞে চলু বনমালী।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে বর-মানিনী
তাঁহা যাই উপনীত ভেলি॥ ৫৪৩॥

(৮)

মঙ্গল।

পটাম্বর পরি অভিনব নাগরী
ঐছন কয়ল পয়ান।

শির পর সীঁথি করি　　কাম সিন্দূর পরি
লখই না পারই আন ॥
দেখ সখি ! অদভুত রঙ্গ ।
রসিক-শিরোমণি　　রমণী-বেশ ধরি
আওত দোতীক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
আগু পদ বাম　　বাম গতি ধাবই
মোহিনী চাহনি বামা ।
ভানু-সুতা পাশে　　উপনীত ভেলহিঁ
শ্যামই পেখল রামা ॥
মণিময় কঙ্কণ　　ছুই ভুজে শোভই
শঙ্খ শোভই তছু মাঝ ।
এ হেন চাতুরীপণ　　কবহুঁ না পেখলুঁ
এ মহী-মণ্ডল মাঝ ॥
অরুণ-কিরণ শ্যামা　　পদতলে পেখলুঁ
তেঞি করিয়ে অনুমান ।
বংশীবদন কহ　　রাইক নিকটহিঁ
ঐছন করল পয়ান ॥ ৫৪৪ ॥

(৯)

ধানশী ।

নাগরী-বেশ হেরি　　হরষিত সহচরী
করে ধরি আদর কেল ।

কোপে কমল-মুখী চরণে লেখয়ে মহী
তাক সমুখে লই গেল ॥
সুন্দরি ! হেরহ ইহ নব রামা।
মাথুর নগরক ইহ নব-রঙ্গিণী
তোহে মিলব ইহ শ্যামা ॥ ধ্রু ॥
ঐছন বচন শুনি বিমল-বয়নী ধনী
বাহু পসারি করু কোর।
পরশহিঁ জানল রসিক-শিরোমণি
কো কহু কৌতুক ওর ॥
টুটল মান আন মনে বৈঠল
সহচরী মুখ হেরি হাস।
অমল কমল-মুখ হেরইতে বংশীক
পূরল মরম অভিলাষ ॥ ৫৪৫ ॥

(১০)

বরাড়ী।

সুমুখী-চরণে চিকণ কালা
বরণ কেন বা দেখি।
সখীর বচনে ঈষত হাসিয়া
নেহারে কমল-মুখী ॥
কনক মুকুর জিনিয়া চরণ
মু'খানি রসের কূপ।

তাহার মাঝারে   পশিয়া পেখলুঁ
পরাণ-নাথের রূপ ॥
আপনা আপনি   বয়ান হেরিয়া
ধরিতে না পারে হিয়া।
এ রস পাসরি   রসিক নাগর
কেমতে আছয়ে জীয়া ॥
কহিতে কহিতে   রসের আবেশে
নাগরী নাগর ভেল।
বংশী কহয়ে   বুঝিয়া বিশাখা
নাগরী আনিয়া দেল ॥ ৫৪৬ ॥

(১১)

তথা রাগ।

মুখ যব মাজল রসিক মুরারি।
সুন্দরী রহল করহিঁ কর বারি ॥
প্রেম সবহুঁ গুণ দুহুঁ করি নেল।
মুদল নয়ন যুগল কর দেল ॥
করে কর বারিতে উপজল হাস।
দুহুঁ পুলকায়িত গদ গদ ভাষ ॥
গুরুয়া কোপ তিরোহিত ভেল।
নাগর তবহুঁ কোর পর নেল ॥ ৫৪৭ ॥

বর্ষা-সময়োচিত-বাসকসজ্জায়াং শ্রীকৃষ্ণস্য বিলম্বিতাগমনঃ।

(১)

ভূপালী।

তুহুঁ রহ গরবিণী বাসক গেহ।
সো ভিগি আওল শাঙণ মেহ॥
তুহুঁ শুতলি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো তরি আওল পাঁতর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণ-ফলে মিলল রসময় কান॥
ঝলকত দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোনে এ হেন বর-নাহ॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আরাধল কাম॥
গোবিন্দ দাস দেখব তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥ ৫৪৮॥

(২)

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥

গগনে উদয়ে কত তারা।
চাঁদ আনহিঁ অবতারা॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী-চয় লেখি না লেখি॥
শুনি ধনী মন-হৃদি ঝুর।
তবহিঁ মনহিঁ মন পূর॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহিঁ দূরে গেল॥ ৫৪৯॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং ঊনবিংশঃ পল্লবঃ।

বিংশ পল্লব।

মান (৫)।

---

(১)

ধানশী।

এ সখি মঝু বোলে কর অবধান।
রাই দরশ বিনে না রহে পরাণ॥
তুহুঁ অতি চতুরিণী কি কহব হাম
ঐছে করহ যৈছে সিদ্ধি হয় কাম।

বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে পরবোধবি ধরি তছু পায়॥
ইথে যদি তুয়া বোল না শুনই রাই।
ইহ কেশ তৃণ দিয়া পড়বি লোটাই॥
সো রঙ্গিণী যদি তেজই মান।
নিচয়ে জানিবি তুয়া অনুগত কান॥
বংশীবদনে কহ পূরব আশ।
চলল দোতী তব্ রাইক পাশ॥ ৫৫০॥

(২)

কামোদ।

কানু প্রবোধ করি আওল সহচরী
মিলল রাইক পাশ।
কহতহিঁ চাতুরী বচন সুমাধুরী
তাহে মিশাইয়া হাস॥
মানিনী অবনত বদনহিঁ লিখত
ইহ মহী-মণ্ডল মাঝ।
ইতি উতি সহচরী রহে নিশবদ করি
সবহুঁ বিছুরল কাজ॥
দোতী কহয়ে ধনি কাহে ভেলি মানিনী
তোহারি সে নাগর-রাজ।
বিষম-কুসুম-শরে সো ভেল জর জর
লুঠই নিকুঞ্জক মাঝ॥

অনেক যতন করি　　　　মোহে পাঠায়ল হরি
জীউ রাখয়ে তুয়া আশে।
বংশীবদন কহ　　　　হামারি বচন রাখ
মিলহ কানুক পাশে ॥ ৫৫১ ॥

(৩)

শ্রীরাগ।

মানিনি ! দূর কর দারুণ মানে।
তুয়া বিনে মোহন　　　　চিত-পুতলী সম
তেজল ভোজন-পানে ॥ ধ্রু ॥
কোমল অমল　　　　শেজ কুসুম-দল
তুয়া বিনু তেজল শয়ানে।
গন্ধ চতুঃসম　　　　অঙ্গ বিলেপন
তেজল তাম্বূল বয়ানে ॥
কত কত যুবতী-　　　　যূথ-শত সেবই
তাহে যে বোধ না মানে।
সো তুয়া লাগি অব　　　　সতত উতাপিত
মুদি রহত দুই নয়ানে ॥
এ ধনি রমণী-　　　　শিরোমণি মানিনি
কিয়ে তুয়া মানক কাঁতি।
রায় বসন্ত　　　　কত তোঁহে বুঝায়ব
নাহ দেখিনু এক ভাতি ॥ ৫৫২ ॥

(৪)

তথা রাগ।

পদুমিনি ! পুন পরবোধহুঁ তোয়।

পীতাম্বর-পদ- পঙ্কজ পরিহরি

পামরী পাঁতরে রোয়॥ ধ্রু॥

পুছইতে পহিলে পাণি পালটায়সি

পরিজন পর করি মান।

প্রিয়-পরিবাদ পরশি পরিহারসি

পূরে পাহুন পাঁচবাণ॥

পিরীতিক পাঁতি পাঠে পরিহাসসি

পহুঁ পরণতি নাহি মান।

পাহুন পুতলী পরখি পয়ে পেখলুঁ

পর-পীড়ন নাহি জান॥

পুরুষোত্তমক প্রেম-পরিরম্ভণ

পুণবতী পাবই কোই।

প্রাণ-পিয়ারী পদবী পরিপালহ

গোবিন্দ দাস কহ তোই॥ ৫৫৩॥

(৫)

ধানশী।

না বোল না বোল কানুর বোল

ও কথা নাহিক মানি।

বিষম কপট　　　তাহার প্রেম
ভালে ভালে হাম জানি ॥
নিকুঞ্জ-কাননে　　　সঙ্কেত করিয়া
তাঁহা জাগাইল মোরে ।
আন ধনী সনে　　　সে নিশি বঞ্চিয়া
বিহানে মিলল দূরে ॥
সিন্দূর কাজর　　　সব অঙ্গোপর
কপটে মিনতি কেল।
ছল করি শির-　　　সিন্দূর কাজর
আমার চরণে দেল ॥
শতগুণ হিয়া　　　আনলে জ্বালিল
চলিয়া আইনু বাস।
এ হেন শঠের　　　বদন না হের
কহয়ে অনন্ত দাস ॥ ৫৫৪ ॥

(৬)

তিরোতা।

দোতীক বচন না শুনল রাই।
আপন মনহিঁ বিচারল তাই ॥
কানুক তৃণ কেশ ধরু তছু আগে।
তবহিঁ সুধামুখী নহ অনুরাগে ॥
কত কত মিনতি করিয়া কহ বাণী।
মানিনী-চরণে পসারল পাণি ॥

সুন্দরি দূর কর অসময় মান।
ইহ সুখ সময়ে মিলহ বর-কান॥
তেজিয়া নাগর ও সুখ-পুঞ্জে।
তুয়া লাগি লুঠই কেলি-নিকুঞ্জে॥
ক্ষেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
ইহ সুখ জানি সময় অনুপাম॥ ৫৫৫॥

(৭)

কল্যাণী বা বরাড়ী।

বিরচিত-চাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত-প্রণিপাতং।
সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলি-শয়নমনুযাতং॥
মুগ্ধে মধু-মথনমনুগতমনুসর রাধিকে॥ ধ্রু॥
ঘন-জঘন-স্তন-ভার-ভরে দর-মন্থর-চরণ-বিহারং।
মুখরিত-মণি-মঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরাল-নিকারং॥
শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজন-মোহন-মধুরিপু-রাবং।
কুসুম-শরাসন-শাসন-বন্দিনি পিক-নিকরে ভজ ভাবং॥
অনিল-তরল-কিশলয়-নিকরেণ করেণ লতা-নিকুরম্বং।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বং॥
স্ফুরিতমনঙ্গ-তরঙ্গ-বশাদিব সূচিত-হরি-পরিরম্ভং।
পৃচ্ছ মনোহর-হার-বিমল-জল-ধারমমুং কুচ-কুম্ভং॥
অধিগতমখিল-সখীভিরিদং তব বপুরপি রতি-রণ-সজ্জং।
চণ্ডি রণিত-রসনা-বর-ডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জং॥

স্মর-শর-সুভগ-নখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং।
চল বলয়-ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজ-গতি-শীলং ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমধরীকৃত-হারমুদাসিত-রামং।
হরি-বিনিহিত-মনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠ-তটীমবিরামং ॥৫৫৬॥

(৮)

সুরট।

সরস সুখময়   সময় যামিনী
কানু কেলি-নিকুঞ্জ।
তো বিনু কিশলয়   শয়নে রোয়ত
যৈছে মধুকর গুঞ্জ ॥
রোখ পরিহরি   চলহ সুন্দরি
যাই হেরহ কান।
সময় কামদে   কো কলাবতী
কান্ত পর করু মান ॥
তোহারি মূরতি-   জ্যোতি দশ দিশ
হেরি আকুল হোই।
সোই গুণমণি   রূপ গুণি গুণি
গুমরি যামিনী রোই ॥
এ হেন দোতীক   বচন শুনইতে
মান ভেল অবসান।
সবহুঁ সহচরী   বদন নিরখই
তবহিঁ বেশ বনান ॥ ৫৫৭ ॥

(৯)

ভূপালী।

কতহুঁ যতন করি সাধল দোতী।
যৈছনে ধনী-চিত দরবিত হোতি॥
যোই নিকুঞ্জে বিষাদই কান।
তঁহি ধনী ভামিনী কয়ল পয়ান॥
পদ দুই চারি চলই পুন থারি।
ধৈরজ চিত ধরই নাহি পারি॥
মানিনী গর গর অন্তর থোর।
ঐছন পাওল কুঞ্জকি ওর॥
যতনহিঁ কানুক সমুখে না গেল।
যৈছন পূরব মুগধী সম ভেল॥
সহচরীগণ তব্ করই বিষাদ।
কো বিহি ঘটায়ল ইহ পরমাদ॥
কত কত দোতী করই পরিহার।
প্রেম দাস কছু কহই না পার॥ ৫৫৮॥

(১০)

কানড়া কামোদ।

মঞ্জুতর-কুঞ্জ-তল-কেলি-সদনে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
বিলস রতি-রভস-হসিত-বদনে॥

নব-ভবদশোক-দল-শয়ন-সারে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
　　বিলস কুচ-কলস-তরল-হারে॥
কুসুমচয়-রচিত-শুচি-বাসগেহে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
　　বিলস কুসুম-সুকুমার-দেহে॥
চল-মলয়-বন-পবন-সুরভি-শীতে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
　　বিলস রতি-বলিত-ললিত-গীতে॥
বিতত-বহু-বল্লি-নব-পল্লব-ঘনে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
　　বিলস চিরমলস-পীন-জঘনে॥
মধু-মুদিত-মধুপ-কুল-কলিত-রাবে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
　　বিলস মদন-রস-সরস-ভাবে॥
মধুরতর-পিক-নিকর-নিনদ-মুখরে।
প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ
　　বিলস দশন-রুচি-রুচির-শিখরে॥
বিহিত-পদ্মাবতী-সুখ-সমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গল-শতানি
　　ভণতি জয়দেব-কবিরাজ-রাজে॥ ৫৫৯॥

(১১)

কামোদ।

সহচরী-বচনে সমতি ভেলি মানিনী
নাহ নিকটে তব্ গেল।
মনরথ কতহুঁ মনহিঁ পরিপূরল
মনমথে জর জর ভেল॥
সুবদনী কুঞ্জে মিলল বর-কান।
দারিদ ধন জনু খোই পুন পাওল
নাগর ঐছন মান॥ ধ্রু॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গহিঁ
লোচন ছল ছল পানী।
কানুক বদন হেরি ধনী আকুল
কহতহিঁ গদ গদ বাণী॥ ৫৬০॥

(১২)

গুর্জ্জরী।

মাধব! তোহে পিরীতি করু কোই।
সুকপট কঠিন হৃদয় তুয়া পুন পুন
কত পরবোধব তোই॥ ধ্রু॥
আন সঙ্কেত আন সঞে মিলন
আন কহিতে কহ আন।
ঐছন চাতুরী শঠপণ পুন পুন
মানিনী সহজে পরাণ॥

হামারি মরম তুহুঁ　　ভালে ভাল জানসি
হাম নহ কামিনী নারী।
কাম-কলঙ্কিনী　　যব্ কহ দুরুজনে
সো দুখ সহুই না পারি॥
প্রেম-অধীন হাম　　নিরমল প্রেমহিঁ
মো সঞে করহ বিলাস।
কামিনী ঠাম　　হেরি পুন তেজব
প্রেম দাস অভিলাষ॥ ৫৬১॥

(১৩)

তুড়ী।

বিদলিত-সরসিজ-দল-চয়-শয়নে।
বারিত-সকল-সখী-জন-নয়নে॥
বলতি মনো মম সত্বর-রচনে।
পূরয় কামমিমং শশি-বদনে॥ ধ্রু॥
অভিনব-বিস-কিশলয়-চয়-বলয়ে।
মলয়জ-রস-পরিসেচিত-নিলয়ে॥
সুখয়তু রুদ্রগজাধিপ-চিত্তং।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং॥ ৫৬২॥

(১৪)

কেদার।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান॥

ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনী কোর ॥
বুঝল হিয়-অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস ॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষত বয়ান ॥
কঞ্চুকে যব্ কর দেল।
মুকুল হৃদয়ে তব্ ভেল ॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নীরস কমলে অলি ঝাঁপ ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ ॥
ধনীক কষায়িত চিত।
সরস করয়ে প্রকটিত ॥
পেশল মনহিঁ অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ ॥ ৫৬৩ ॥

(১৫)

তথা রাগ।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ান রহু আরতি অনেক ॥

মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরহিঁ লাজে॥
মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম শেজহিঁ ঝলমল দেহ॥
কোকিল কুহকত ভ্রমর ঝঙ্কার।
শারী শুক কত কপোত ফুকার॥
মলয় পবন বহ মন্দ সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল-শবদ গীত-অনুবন্ধ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দী-তীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ-কুটীর॥
সখীগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাঁকি।
আরতি অধিক তিপিত নহ আঁখি॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞান দাস কহ পূরল আশ॥ ৫৬৭॥

———

মান—বিবিধ।

শুকবাক্য শ্রবণে মান।

(১)

ভাটিয়ারী।

তরু পর রৈয়া শুক ফুকারিয়া
কহয়ে আপন স্বরে।
কানুরে লইয়া চলিল ধাইয়া
পদ্মা সহচরী ঘরে॥
শুকের বচন শুনি বিনোদিনী
অরুণ যুগল আঁখি।
অবনত মুখে মন্দলিত স্বরে
কহে গদ গদ ভাখি॥
পদ্মার সখীর সঙ্গতি সুন্দর
শ্যাম মধুকর-রাজ।
যৈছে রসবতী তৈছনে রসিক
মোর সনে নাহি কাজ॥
কাম-কলা-রসে কয়ল সরসে
জানয়ে কামের রীত।

কামুকী বুঝিয়া কামুক নাগর
তা সঞে কয়ল প্রীত ॥
তুহুঁ যাই সখি এ সব বচন
কহবি কানুক পাশ।
শুনিতে তুরিতে নাহ নিয়ড়ে
চলিল উদ্ধব দাস ॥ ৫৬৫ ॥

(২)

ধানশী।

সহচর লৈয়া যেখানে বসিয়া
আছয়ে নাগর-রাজ।
দূতী দ্রুত-গতি যাইয়া নয়ন-
ইঙ্গিতে কহল কাজ ॥
চতুর নাগর ধরি তার কর'
নিরজনে চলি যাই।
কি লাগি বিরস বদন তোহারি
বিবরি কহ বুঝাই ॥
সখী কহে শুনি শুকের শবদ
আন সঞে তুয়া কাম।
সহজে মানিনী ভৈ গেল দ্বিগুণী
না শুনে তোহারি নাম ॥
এত শুনি হরি ব্যাজ পরিহরি
মিলল রাইক পাশ।

হেরি ভেল ভীত মানিনী-চরিত
কহয়ে উদ্ধব দাস ॥ ৫৬৬ ॥

(৩)

সুহই।

সুন্দরি ! দূরে কর বিপরীত রোষ।
বনচর-পাখী- বচন শুনি মানিনী
না বিচারি গুণ কিয়ে দোষ ॥ ধ্রু ॥
যো যৈছে পাখীক পাঠ পঢ়াওত
তৈছনে কহতহিঁ ভাখি।
কাঁহা সোই কাঁহা মুঞি কাঁহা বিলসন ভই
এ তুয়া সহচরী সাখী ॥
তুহুঁ যব্ মোহে ছোড়ি সুখ পাওবি
হাম নাহি ছোড়ব তোয়।
তুয়া পদ-নখ-মণি- হার হৃদয়ে ধরি
দিশি দিশি ফিরব রোয় ॥
এত শুনি মানিনী ঐছে কাতর বাণী
আকুল থেহ না পায়।
অভিমান পরিহরি বৈঠল সুন্দরী
আধ নয়ানে মুখ চায় ॥
নাহ রসিকবর কোরে আগোরল
দুহুঁক নয়নে ঝরু বারি।

তুহুঁ করে তুহুঁক　　নয়ন-লোর মুছই
উদ্ধব দাস বলিহারি ॥ ৫৬৭ ॥

---

(১)

অথ বংশী-ধ্বনি শ্রবণে মান।

সিন্ধুড়া।

যমুনা সমীপ　　নীপ-তরু হেলন
শ্যামর মুরলীক রন্ধে।
রাধা চন্দ্রা-　　বলিত বিমল-মুখী
গাওয়ে গীত পরুবন্ধে ॥
শুনি ধনী রাই　　রোখে ভেল গর গর
থর থর কম্পিত অঙ্গ।
'চন্দ্রাবলী' বলি　　বংশী বাজাওত
বিলসয়ে তাকর সঙ্গ ॥
এত কহি মানে　　মলিন ভেল বিধু-মুখী
ঢর ঢর অরুণ নয়ান।
কহতহিঁ চপল-　　চরিত সঞে পিরীতি
আজু হোয়ল সমাধান ॥
রাইক নীরস　　বচন শুনি এক সখী
মন মাহা দুখ-চয় পাই।
কানুক নিয়ড়ে　　কহিতে সব বিবরণ
উদ্ধব সঙ্গে চলি যাই ॥ ৫৬৮ ॥

(২)

সুহিনী।

শুন শুন নিলজ কান।
কৈছন মুরলীক গান ॥
'চন্দ্রাবলী' বলি গীত।
এ কিয়ে চপল চরিত ॥
শুনি ধনী কয়লহিঁ মান।
কো করবি অব সমাধান ॥
শুনি হরি চমকিত ভেল।
সো সখী সঞে চলি গেল ॥
নাগর হেরইতে রাই।
অধিক রোখ নিরমাই ॥
সমুখে যুড়িয়া দুই হাত।
নাগর কহে মৃদু বাত ॥
হাম করু তুয়া গুণ গান।
না বুঝি করসি তুহুঁ মান ॥
কাহে ভেলি অরুণ নয়ান।
উদ্ধব দাস গুণ গান ॥ ৫৬৯ ॥

(৩)

কেদার।

কর যোড়ি কানু কয়ল কত কাকুতি
শ্রবণে সরল নৈ ভে রাধা।

বিমুখ বদন পুন　　ফেরি নেহারই
মুদিত উদিত দিঠি আধা ॥
নাগর চতুর　　বুঝিয়া তছু অন্তর
ধাই কয়ল ধনী কোর।
হেরইতে দুহুঁক　　বদন দুহুঁ ঢর ঢর
দুহুঁক গলয়ে দিঠি লোর ॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ　　দুহুঁ মুখ চুম্বই
গদ গদ মধুরিম ভাষ।
চামর বীজন　　করত সখীগণ
হেরত উদ্ধব দাস ॥ ৫৭০ ॥

অথ বাক্যস্খলনে মান।

(১)

তিরোতা।

দেখ রাই কানু সখী সনে
দুহুঁ বসিয়াছে নিরজনে।
রস পরসঙ্গ　　কহিতে কহিতে
খলিত ভেল বচনে ॥
কহে তুয়া মুখ বলি যাই
কত চন্দ্রাবলী নিছাই।

শ্যাম-বদনে শুনিতে বচনে
কোপে ভরল রাই ॥
কহে কি কহলি কহ ফেরি
উহ নাম শুনি পুন বেরি।
মো সঞে কপট পিরীতি তোহারি
মরম বুঝিনু তোরি ॥
কহি রাই উঠয়ে রোষাই
ধনী মুখ ফেরি চলি যাই।
তব্ শ্যাম নাগর ক্ষেম ক্ষেম কহি
বাহু ধরল রাই ॥
কত সাধয়ে মধুর ভাখি
ভই সজল যুগল আঁখি।
কহ শুনিতে হামারি জুড়াক শ্রবণ
অমিয়া বচন মাখি ॥
তুয়া চন্দ্র-নিচয় মুখ
হেরি হোয়ত বহু সুখ।
তুহুঁ উলটি বুঝিয়া রোখে ভরলি
পাওলি বহুত দুখ ॥
ধনী বুঝিয়া বচন-ছন্দ
তব্ লাজে ভৈ গেল ধন্দ।

তব্ ধৈরজ ধরিয়া　　অবনত মুখে
কহয়ে মধুর মন্দ ॥
তব্ সরমে ভরমে ভোর
শ্যাম রাই কয়ল কোর।
হেরি উদ্ধব দাস　　হৃদয় আনন্দ
যৈছন চাঁদ চকোর ॥ ৫৭১ ॥

অথ স্বপ্নদৃষ্ট মান।

(১)

বিভাষ।

আপন মন্দিরে　　শুতিয়া সুন্দরী
দেখই ঘুমের ঘোরে।
কানু আন সঞে　　রভস করই
করিয়া আপন কোরে ॥
আন রমণী　　বিহরে রজনী
হামারি নাগর-কোর।
দেখিতে দেখিতে　　পাইয়া চেতন
মান ভরমে ভোর ॥
অলসে অবশ　　বয়ন নয়ন
অরুণ কমল জোর।

কোপে ভরল সব কলেবর
কহই বচন থোর ॥
এ কি বিপরীত চপল চরিত
হামারি সমুখে সঙ্গ।
গৌরচরণ সঙ্গতি মোহন
হেরই এ সব রঙ্গ ॥ ৫৭২ ॥

(২)

গান্ধার।

প্রাত সহচরী সঙ্গহিঁ বৈঠলি
মানিনী মন মাহা ভাবই।
শ্যাম-মুখ যঁহি পেখি পুন নাহি
সোই দেশ হাম যাবই ॥
রভস পুন শুনি শ্যাম গুণমণি
মনহিঁ মনহিঁ বিচারই।
পাঁজি করে লই একলি নাগর
গণকী-রূপ ধরি ধাবই ॥
রাই তহিঁ হেরি পুছই বেরি বেরি
দেশ ইহ কোন সো হই।
সোই কহে পুন কানু বিহর ন
ভুবনে হেন নাহি হোই ॥
বাণী ইহ শুনি রোখে পুন ধনী
পাঁজি তছু লেই ডারই।

শ্যাম নিরখই　　রোখ প্রকটই
অঙ্গ-বসন উঘারই॥
রাই চমকিনী　　হাসি মুচকিনী
সোই দেশিনী নাশই।
রায় রঘুপতি　　বল্লভ সঙ্গতি
বৃন্দাবন দাস ভাষই॥ ৫৭৩॥

———

প্রকারান্তর মান।

(১)

দূতীর উক্তি।

শ্রীগান্ধার।

কামিনি! কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি-　　কুতূহল কমলিনী
কোনে কঠিন করু তোয়॥ ধ্রু॥
কালিন্দী-কুল　　কদম্ব-কানন
কুসুমিত কুঞ্জ-কুটীর।
কাম-কলহ করি　　কপটে কলাবতী
কানুক করহ অথির॥
পরশিতে কান্ত　　কবরী কুচ কঞ্চুক
করসি শয়ন কর বারি।

কুটিল কটাক্ষ- কুসুম-শরে কোপিনী
কিয়ে কিয়ে না কর হামারি॥
করইতে কোরে কাঁপি করু কাকলি
কোকিল-কূজিত-ভাষে।
কালি কুঞ্জবনে কৈতবে কি কহল
কহত না গোবিন্দ দাসে॥ ৫৭৪॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং বিংশঃ পল্লবঃ।

একবিংশ পল্লব।

মান (৬)।

পূর্ব্বোক্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ
দূতীর উক্তি।
(১)
সুহই।

শুনহ রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি॥
মিছই করসি মান।
তো বিনু পাগল কান॥

আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলে হরি ॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান ॥ ৫৭৫ ॥

(২)

ভৈরবী।

পহিলহিঁ রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ॥
এ সখি সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোজনু দোতী না খোজনু আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ ॥
অব সোই বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপ মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥ ৫৭৬ ॥

(৩)

ধানশী।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝলম খল-জন-বচন বিভোরি ॥

কি ফল মানিনি মান বাঢ়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ ॥ ধ্রু ॥
বিচারিতে দোষ-লেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাঁহা নাহি পাই ॥
অভিসরু ইথে জনি করু বড়ুয়াই।
গোবিন্দ দাস বচন হিয়ে লাই ॥ ৫৭৭ ॥

(৪)
বরাড়ী।

ঘুচাও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল।
তোমার কানুরে মোর শতেক নমস্কার ॥
অমল কুলেতে কালী যেমত দিয়াছি গো
তেমতি পাইনু পুরস্কার ॥ ধ্রু ॥
গুরু-ভয় তেয়াগিনু লাজে তিলাঞ্জলি দিনু
তেজিনু গৃহের সুখ-সাধ।
সখি দোষ দিব কারে এতেকে না পাইনু তারে
বিধাতা সাধিলা তাহে বাদ ॥
যত্ন করি রুপিলাম অন্তরে প্রেমের বীজ
নিরবধি সিঁচি আঁখি-জলে।
কেমন বিধাতা সে এমতি করিল গো
অমিয়া-বিরিখে বিষ ফলে ॥
বংশীবদন দাস ছাড়ি নিদারুণ আশ
তেজহ দারুণ অভিমান।

তোমা বিনে সেই কানু　　ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ তনু
দাবানলে দহে যেন প্রাণ ॥ ৫৭৮ ॥

(৫)

নাটিকা।

সুন্দরি ! আর কত মান বাঢ়ায়সি ভোর।
সো নব নাগর　　কাতর অন্তর
সঘনে নয়নে বহে লোর ॥ ধ্রু ॥
তুয়া বিনু কুসুম-　　শয়নে ঘন কাঁপই
ঘন ঘন বহত নিশ্বাস।
তোহারি পরশ বিনু　　ঘামই সব তনু
খরতর বিরহ হুতাশ ॥
তুয়া বিনু আন　　মনহিঁ নাহি জানত
তুয়া গুণগণ করু গান।
তোহারি পরশ লাগি　　ধাবই অনুখণ
লোরহিঁ করত সিনান ॥ ৫৭৯ ॥

(৬)

জয়জয়ন্তী।

প্রাণপ্রিয়-দুখ　　শুনি শশি-মুখী
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয়-　　নয়ান যুগলহিঁ
গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥

বেশ বেশায়ল সবহুঁ বিছুরল
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুল-ভয় নাহি গৌরব
মনহিঁ জাগল কান॥
পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দুরতর
বিহিক বিরচন নিন্দ॥
গঢ়ল মনোরথে চলল সুন্দরী
বিঘিনি বিপদ না মান।
মিলল ভামিনী কুঞ্জ-ধামিনি
দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ৫৮০॥

(৭)

সুহই।

মানিনী মিলল কুঞ্জক মাঝ।
আনন্দে নিমগন নাগর-রাজ॥
আগুসরি বিনয় করই কত ছন্দ।
কতবিধ সেবন যাহে নিরবন্ধ॥
তবহুঁ বিমুখ ভেল মানিনী রাই।
কত পরকারে বুঝায়ল তাই॥
সো কিছু বচন করহ অবধান।
রাধামোহন পহুঁ যো করু গান॥ ৫৮১॥

(৮)

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে জিয়ায়সি পূণিম চাঁদ॥
অধর বান্ধুলী মধুর হাস।
নিরাস না কর দীঘ নিশ্বাস॥
রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান॥ ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙ-ভুজঙ্গম রহু আগোর॥
কি ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ॥
বচন-অমিয়া বিনু যে নাহি জীয়ে।
মান-কুলিশ দরশায়সি কিয়ে॥
গোবিন্দ দাস চিতে এই হাস।
এ জন করয়ে মান অভিলাষ॥ ৫৮২॥

(৯)

তথা রাগ।

বহুখণ পদতলে যব রহু কান।
সখীগণ কহইতে ভাঙ্গল মান॥
দুহুঁ জন গদ গদ লোচন লোর।
কানু জানি তব কয়লহিঁ কোর॥

কত কত প্রেম কয়ল পুন নাহ।
বর সঙ্কীরণ-রস-নিরবাহ॥
রাধামোহন পহুঁ গোপত যো কারী।
সো সুখ কো জন কহইতে পারি॥ ৫৮৩॥

(১০)

ধানশী।

তুহুঁ মুখ দরশনে তুহুঁ ভেল ভোর।
তুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ-লোর॥
তুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
অপরূপ রাধামাধব রঙ্গ।
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি তুহুঁ জন॥
নিকুঞ্জের মাঝে তুহুঁ কেলি-বিলাস।
দূরহিঁ দূরে রহু নরোত্তম দাস॥ ৫৮৪॥

(১১)

তথা রাগ।

নিমগন তুহুঁ জন রতি-রণ-রঙ্গে।
থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে॥
কুসুম শেজোপর রাধা কান।
তুহুঁ মন পেশল মনসিজ জান॥

ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচ-যুগ পর খরতর নখ হান ॥
কুঞ্জহিঁ দুহুঁ জন নিধুবন কেলি।
জ্ঞান দাস চিতে আনন্দ ভেলি ॥ ৫৮৫ ॥

এতানি গীতানি রাত্রৌ গেয়ানি।

ইতি সহেতু-মানঃ সম্পূর্ণঃ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং একবিংশঃ পল্লবঃ।

দ্বাবিংশ পল্লব।

মান—বিবিধ।

নির্হেতু-মানঃ।

তত্র কারণাভাষঃ প্রতিবিম্ব-দৃষ্টৌ যথা

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
সুরধুনী-সিনানে চলিলা ॥

রাধিকার ভাব হৈল মনে।
ঘন চাহে কাল জল পানে ॥
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি জলে।
কোপিত-অন্তরে কিছু বলে ॥
ঢীট নাগর শ্যাম রায়।
আন জন সহিতে খেলায় ॥
কোপ করি চলে নিজ বাসে।
কহে কিছু হরিরাম দাসে ॥ ৫৮৬ ॥

(২)

ভূপালী।

রসবতী রাই রসিক-বর ঠাম।
শ্যাম-তনু মুকুরে হেরই অনুপাম ॥
নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি।
রোখে কহত ধনী আনন ফেরি ॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি।
হামারি সমুখে করুঁ আন সঞে কেলি ॥
এত কহি রাই করল তহিঁ মান।
আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান ॥
সহচরীগণ তব কতয়ে বুঝায়।
উদ্ধব দাস মিনতি করু পায় ॥ ৫৮৭ ॥

(৩)

শ্রীরাগ।

সুন্দরি ! জানলুঁ তুয়া দুরভাগ।
হরি-উর-মুকুরে　　হেরি নিজ ছাহরি
তাহে সৌতিনী করি মান ॥ ধ্রু ॥
কানন-কুঞ্জে　　কুসুম-শরে জর জর
বয়ান হেরি পুন তোরি।
ভাগ্যে মিলল পুন　　তোহে কমল-মুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥
কত কত মুগধী　　ঐছে ভেল বঞ্চিত
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ পুণবতী তোহে　　যোহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি ॥
তো বিনু শুতল　　শীতল ভূতলে
দুরতর বিরহ হুতাশে।
তুয়া কর সরস　　পরশে রিঝাওহ
তোহে কহ গোবিন্দ দাসে ॥ ৫৮৮ ॥

(৪)

ধানশী।

যাঁহা সখীগণ সব　　রাই বুঝায়ত
তুরিতে আওল তাঁহা কান।

হেরইতে কমল- বয়নী ধনী মানিনী
অবনত করল বয়ান ॥
হেরইতে নাগর গদ গদ অন্তর
মন মাহা ভেল বহু ভীতে।
গলে পীতাম্বর চরণ-যুগল ধর
কহতহিঁ গদ গদ চিতে ॥
সুন্দরি! মিছাই করহ মুঝে মান।
নিরহেতু হেতু জানি তুহুঁ রোখলি
প্রতিবিম্ব হেরি কহ আন ॥ ধ্রু ॥
তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিয়ে
না কহিয়ে আন সঞে বাত।
তোহারি সখিনী বিনে বাত না পুছিয়ে
না বসিয়ে কাহুক সাথ ॥
তব তুহুঁ কাহে মান মুঝে করতহিঁ
না বুঝিয়ে তুয়া মন কাজে।
উদ্ধব দাস মিনতি করি কহতহিঁ
হেরহ নাগর-রাজে ॥ ৫৮৯ ॥

(৫)

তথা রাগ।

নিজ প্রতিবিম্ব রাই যব শুনল
অবনত করু মুখ লাজে।

নিরহেতু হেতু　　জানি হাম রোখলুঁ
　　তেজলুঁ নাগর-রাজে ॥
এত কহি রাই　　চীরে মুখ ঝাঁপল
　　বয়ানে না নিকসয়ে বাণী।
রসিক-শিরোমণি　　কোরে আগোরল
　　রাইক অন্তর জানি ॥
　　অপরূপ প্রেমক রীত।
সবহুঁ সখীগণ　　চিত-পুতলী যেন
　　হেরত তুহুঁক চরিত ॥ ধ্রু ॥
পুন সবে হাসি　　মন্দির সঞে নিকসল
　　তুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মদন-মহোদধি-　　নিমগন তুহুঁ জন
　　উদ্ধব দাস গুণ গান ॥ ৫৯০ ॥

প্রকারান্তর মান।

(১)

সুহই।

নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাই প্রবেশিলা রঙ্গে।
আপন বরণ দেখে শ্যামক অঙ্গে ॥
আন রমণী কহি নিবারই দিঠ।
ফিরিয়া চলিলা ধনী শ্যাম করি পিঠ ॥

আকুল গোকুলচাঁদ পসারিয়া বাহু।
শরদের চাঁদ যেন গরাসয়ে রাহু॥
দরশে বিরস কেনে কিয়ে অপরাধ।
চাঁদ বিনে চকোর না জীয়ে তিল আধ॥
বলরাম দাস কহে শুন বিনোদিনী।
শ্যাম-অঙ্গ কত কোটি দরপণ জিনি ॥৫৯১॥

(২)

তিরোতা সিন্ধুড়া।

মরকত-দরপণ শ্যাম-হৃদয় মাহা
আপন মূরতি দেখি রাই।
গুরুয়া কোপে অধর ঘন কাঁপই
অরুণ নয়ান ভৈ যাই॥
দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আনহিঁ রমণী হৃদয়ে করি বঞ্চই
ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ॥ ধ্রু॥
এত অনুমানি বিমুখ ভৈ বৈঠই
কানু সে পড়লহুঁ ধন্দ।
কাহে কমল-মুখি মোহে উপেখসি
তুহুঁ হাম নহ কিছু দ্বন্দ্ব॥
কত পরকারে মিনতি করু মাধব
তব ধনী উতর না দেল।

দর দর হৃদয়　　নয়ন-যুগ ছল ছল
মনমথে জর জর ভেল ॥
চরণ-কমল করে　　পরশি মাথে ধরু
সরস পরশ অভিলাষ।
তুয়া বিনু রাতি　　দিবস নাহি জানত
কহতহিঁ প্রেমক দাস ॥ ৫৯২ ॥

(৩)

সুহই।

শুন ধনি কহ তুয়া কাণে।
জনি করু অরুণ নয়ানে ॥
হরি-হিয় অধিক উজোর।
জনি মণিময়ত মুকুর ॥
কানু কোরে নহে আন নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি ॥
ইথে যদি তুহুঁ করু আনে।
সবহুঁ হসব তুয়া মানে ॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নাহ উপেখি ॥
দোষ দেখি না দূষহ তাই।
গোবিন্দ দাস বলি যাই ॥ ৫৯৩ ॥

(৪)

সুহই।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
মাধব মিলয়ে বহুত পুণ॥
এত পরিহার করয়ে যে।
তাহারে সুন্দরি বঞ্চয়ে কে॥
দোষ নাহি কিছু নয়ানে চাহ।
আপন সরস পরশ দেহ॥
হাসিয়া সুন্দরী চাহল ফিরি।
ও কর-কমল ধরল হরি॥
দুহুঁক পূরল মনের আশ।
বীজই বীজন চৈতন্য দাস॥ ৫৯৪॥

পুনশ্চ প্রকারান্তর।

(১)

কেদার।

বড় অপরূপ আজি পেখলুঁ হাম।
কি লাগিয়া দুহুঁ কয়ল মান॥
বিবরি কহিবে সজনি হে।
এ কথা শুনিলে আউলায় দে॥

এত অদভুত কোথা না শুনি।
নাগরী উপরে নাগর মানী ॥
এহ অপরূপ কোথা না দেখি।
হেন প্রেম দুহুঁ শেখর সাখী ॥ ৫৯৫ ॥

(২)

কেদার।

এ সখি ! অদভুত প্রেম-তরঙ্গ।
দুহুঁ অদরশে দুহুঁ   অতি সে বেয়াকুল
দরশনে ঐছন রঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
মরকত-কনক-   মুকুর জিনি দুহুঁ তনু
দুহুঁ ছাহ হেরি দুহুঁ অঙ্গে।
দুহুঁ জন দেখি   হৃদয়ে দ্বিধা উপজল
দুহুঁ বৈঠল মুখ বঙ্কে ॥
কিয়ে দুহুঁ মনহিঁ   রোখ অতি বাঢ়ল
দোঁহে চলু তেজইতে প্রাণে।
নিবিড় কুঞ্জে দোঁহে   দৈবে মিলায়ল
কোরে কয়ল আন ভাণে ॥
কোরহিঁ পরশে   মদন দুহুঁ উপজল
গেলহিঁ দূর দুরভাণ।
কত কত চুম্বন   কতহুঁ আলিঙ্গন
প্রেম দাস রস গান ॥ ৫৯৬ ॥

পুনশ্চ দিনান্তরে।

(১)

নট রাগ।

রাধা মাধব সহচরী সাথ।
কত কত উপজয়ে রসময় বাত ॥
না জানিয়ে প্রেম-কলহ কিয়ে ভেল।
নিজ প্রতিবিম্ব ভাণে দুহুঁ গেল ॥
চিত-পুতলী সম সহচরী থারি।
কি কহব বচন কহই না পারি ॥
দুহুঁ জন ভেল অকারণ মান।
এক দিশে সুন্দরী আর দিশে কান ॥
বন মাহা দুহুঁ পরবেশল যাই।
এক তরুর মূলে বৈঠলি রাই ॥
একলি রোয়ত অবনত শির।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর ॥
ভ্রমি ভ্রমি মাধব আওল তাঁই।
হেরত তরু-মূলে রোয়ত রাই ॥
কামুক নয়নে ঝরয়ে তব্ লোর।
ধীরে ধীরে যাই রাই করু কোর ॥
কহ গোপীকান্ত দাস কিয়ে ভেলি।
অদভুত দুহুঁক প্রেম-রস-কেলি ॥ ৫৯৭ ॥

(২)

বিহাগড়া।

ঢুঁড়য়ে সকল সখীগণ মেলি।
যাঁহা দুহুঁ রোয়ত তাঁহা চলি গেলি॥
হেরল দুহুঁ জন রহু এক ঠাম।
রোয়ত সুন্দরী কোরহিঁ শ্যাম॥
কহ্ গদ গদ তব্ নাগর কান।
কাহে তুহুঁ রোয়সি কাহে করু মান॥
মোছই বদন আপন পীতবাসে।
দূরহিঁ সহচরীগণ হেরি হাসে॥
সখীগণ মুখ যব্ হেরল রাই।
লাজহিঁ অবনত কানু-মুখ চাই॥
উঠি চলল দুহুঁ সখী-মুখ দেখি।
তুরিতহিঁ মিলল দুহুঁ পরতেকি॥
লাজহিঁ দুহুঁ কছু না কহয়ে ভাষ।
কহে গোপীকান্ত পূরল মন আশ॥ ৫৯৮॥

ততঃ সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং দ্বাবিংশঃ পল্লবঃ।

———

ত্রয়োবিংশ পল্লব

মান—বিবিধ।

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
ততো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥
সহেতুঃ ষড়্‌বিধো মানো নির্হেতুর্দ্বিবিধো মতঃ
কারণাভানতশ্চাপি পুনশ্চাকারণাত্ততঃ॥

অকারণ মান।

(১)

ভূপালী।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠ।
দুহুঁ বৃন্দাবন-বন মাহা পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদভুত দুহুঁক বিলাস॥ ধ্রু॥
লোচন-লোরে ভোরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দোঁহা পুছইতে দুহুঁ মতি বাম।
দুহুঁ সে কহল নিজ সহচরী-নাম॥

ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল ।
সহচরী বলি দুঁহে দুহুঁ করু কোর ॥
যব্ দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল ।
গোবিন্দ দাস কহত কিয়ে ভেল ॥ ৫৯৯ ॥

(২)

সুহই ।

লাজ-সায়রে দুহুঁ নিমগন ভেল ।
হেরইতে সবহুঁ সখী চলি গেল ॥
নিবিড় তিমিরে দুহুঁ লুকায়ল যাই ।
নিয়ড়ে সখীগণ হেরত তাই ॥
যাঁহা যাঁহা লুকায়ত রাধা শ্যাম ।
কত কত চাঁদ উদয় সোই ঠাম ॥
কৈছে লুকায়ল লাজে ভেল ভীত ।
সখীগণ হেরত দুহুঁক চরিত ॥
যব্ দুহুঁ নিয়ড়ে সখীগণ গেল ।
বদন-চাঁদ তব্ অবনত কেল ॥
হাসি হাসি সহচরী দুহুঁ আগোর ।
লেয়ল নিভৃত নিকুঞ্জক ওর ॥
কত কত কৌতুক কেলি-বিলাস ।
মোহন নিরখই সহচরী পাশ ॥ ৬০০ ॥

ইত্যনন্তরং সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি ।

পুনশ্চ।

(১)

কামোদ।

রাধা মাধব রতনহিঁ মন্দিরে
নিবসই শয়ন সুখে।
রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলল তহিঁ রোখে॥
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয়ে পাঁচ-শর হানল
উরজ দরশি মন বাধা॥
দেখ সখি! ঝুটক মান।
কারণ কছুহুঁ বুঝই নাহি পারিয়ে
তব্ কাহে রোখল কান॥ ধ্রু॥
রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তাহিঁ মধ্যত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ ৬০১॥

পুনশ্চ।

(১)

কেদার।

ইহ মধু-যামিনী মাহ।

কাহে লাগি মান-　　　দহনে তনু দহি দহি

তুহুঁ মুখ তুহুঁ নাহি চাহ ॥ ধ্রু ॥

উহ সুপুরুখ বর　　　বিদগধ-শেখর

এ অবিচল কুল-বালা।

বিহি যো না জানল　　　মদন ঘটায়ল

জনু জলধরে বিজু-মালা ॥

চাঁদ উদয়ে কিয়ে　　　কুমুদিনী মুদিত

চাঁদনী বিমুখ চকোর।

ঐছন যামিনী　　　কতিহুঁ না পেখিয়ে

কিয়ে বিধি মতি অতি ভোর ॥

তুহুঁ তনু পরশে　　　ক্ষণিক পরশ-রস

জলধরে যেন বিজু-মালা।

ঐছন কামিনী　　　ও সুপুরুখ-বর

তুহুঁক তুলহ নব বালা ॥

সহচরী-বচন　　　শুনি তুহুঁ হরষিত

তুহুঁ মুখ হেরি তুহুঁ হাস।

তুহুঁক অনুভব　　　পূরল মনোরথ

গোবিন্দ দাস পরকাশ ॥ ৬০২ ॥

পুনশ্চ।

(১)

তথা রাগ।

কিসের লাগিয়া রাই হইলা মানিনী।
ভাগ্যে মিলয়ে হেন মধুর যামিনী॥
ভাগ্যে মিলয়ে হেন রসময় কান্ত।
তোহে বিমুখ বিধি বুঝল নিতান্ত॥
অকারণ মানে খোয়বি নিজ দেহ।
ঐছে কুমতি দরশায়ল কেহ॥
ঐছন সহচরী শুনইতে বাত।
সুবদনী হাসি ঢুলায়ত মাথ॥
কো মানিনী কাহে সাধসি এহ।
কিয়ে পরলাপসি না বুঝিয়ে থেহ॥
নাগর কহ সখি কি কহসি বাণী।
কাহে তুহুঁ ইহ মানিনী অনুমানি॥
শুনি সহচরী সব হাসি উতরোল।
সো সখী অবনত কছু নাহি বোল॥
বিলসই তুহুঁ তব বিবিধ বিলাস।
দূরহিঁ নেহারই বল্লভ দাস॥ ৬০৩॥

দিনান্তরে।

(১)

কেদার।

দেখ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
তনু তনু দুহুঁ জন　　নিবিড় আলিঙ্গন
আরতি রভস-তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
কিয়ে অনুভাব　　কলহ দুহুঁ উপজল
সুন্দরী মানিনী ভেল।
ঐছন প্রেম-　　আরতি বিছুরাই
কো বিধি এত দুখ দেল ॥
মানিনী বদন　　ফেরি তহিঁ আওল
যাঁহা নিজ সখিনী সমাজ।
অঙ্গহিঁ অঙ্গ-　　সঙ্গ-সুখ-ভঙ্গহিঁ
জর জর নাগর-রাজ ॥
রাইক বদন　　মলিন হেরি সহচরী
সচকিত-লোচন হোই।
কহ বিপরীত　　রীত কাহে হেরিয়ে
ইহ সুখ ভাঙ্গল কোই ॥
অবনত আনন　　করি ধনী বৈঠল
তব্ সখী বুঝল মান।
কহ যদুনাথ　　দাস তহিঁ কর যোড়ি
সমুখহিঁ আওল কান ॥ ৬০৪ ॥

(২)

সখীর উক্তি।

সুহই।

কোরে রহিতে তুহুঁ মানহ দূর।
ভিন ভিন অব তুহুঁ তুহুঁ মন ঝুর॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম-তরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পর-বেদন হিয়ে যো নাহি জান॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুঃখে তুহুঁ ধনী ভেলি অগেয়ান॥
ধরণী-বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাঢ়ায়সি অকারণ মান॥
শ্যাম-কলেবর ধূলিক সাথ।
মলিন বদন ভেল দুবরি গাত॥
কমল-নয়ানে নীর ঘন ঘন গলই।
তোহারি কমল দিঠি নিঝরই ঝরই॥
সো তনু ছট ফট মদনহি বাণে।
তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে॥
অরুণ-নয়নী বৈঠল পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দ দাস॥ ৬০৫॥

(৩)

শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

তুড়ী।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম॥
শুন বিনোদিনি রসময়ি ধনি রাধা।
কবহুঁ করহ জনি ইহ রস-বাধা॥ ধ্রু॥
আঙ্গুল-আগ পরশ যব পাই।
সুখের সায়রে রহি ওর না যাই॥
লোচন-ইঙ্গিত করু মোহে দান।
জ্ঞান দাস কহ অকারণ মান॥ ৬০৬॥

(৪)

ধানশী।

হাসি হাসি সহচরী   যবহুঁ জানাওল
ইহ তুয়া নিরহেতু মান।
তব ধনী লাজে   অধিক মুখ অবনত
বুঝল রসিকবর কান॥
সখীগণ ইঙ্গিতে   রসিক-মুকুটমণি
কোরে আগোরল রাই।
আনন্দে দুহুঁ জন   পুন ভেল নিমগন
কৌতুক ওর না পাই॥

ইহ অদভুত দুহুঁ দ্বন্দ্ব।
ঐছন কতিহুঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
শুনইতে লাগয়ে ধন্দ ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ পুন বাঢ়ল
দুহুঁ দুহুঁ অধিক উল্লাস।
নিকটহিঁ চামর করে করি হেরত
তহিঁ রাধামোহন দাস ॥ ৬০৭ ॥

ইতি অকারণ-মানঃ সম্পূর্ণঃ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং ত্রয়োবিংশঃ পল্লবঃ।

চতুর্ব্বিংশ পল্লব।

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগস্য রসোদ্গারঃ।

(১)

কামোদ।

মান-দহনে মোর তনু ভেল জর জর
শুতলুঁ মন্দির মাঝ।
কানু নিয়ড়ে আসি চরণ সম্বাহই
ঐছম বিদগধ-রাজ ॥

সো কর কিশলয়-　　পরশে তনু আকুল
সখী বলি করিনু সম্ভাষ।
বাহু পসারি　　আলিঙ্গি মুখ চুম্বই
পুন মুখ হেরি লহু হাস॥
সজনি! কি কহব তাকর কাজ।
যো ছিল মনোরথ　　কয়লহিঁ অভিমত
কহইতে নাহি রহে লাজ॥ ধ্রু॥
ঐছে রসিক সঞে　　যো ধনী রোখয়ে
কৈছন তাকর চিত।
হাম পুন তা সঞে　　কবহুঁ না রোখব
দলপতি কহ সমুচিত॥ ৬০৮॥

(২)

সুহই।

শুন সাঙ্গাতিনি! নাগর-চৌয়ান-পণা।
বিনহিঁ সাধনে　　ভাঙ্গিলে কানাই
মানিনীর মান-পণা॥ ধ্রু॥
মুখের শিঙ্গার　　করিতে আছিনু
মুকুর লইয়া মুঠে।
ঢাট কানাঞি　　অঙ্গ নিরখয়ে
দাড়াঞা আমার পিঠে॥
চিকণ কালিয়া　　আধেক দেখিনু
আধ মুকুরের পাশে।

গীম মোড়া দিয়া ফিরিয়া চাহিতে
চুম্ব দিয়া দিয়া হাসে ॥ ৬০৯ ॥

(৩)

তথা রাগ।

সজনি! কি কহব কৌতুক ওর।
অলখিতে হাত হাত মোর সরবস
মান-রতন গেও চোর ॥ ধ্রু ॥
অবনত বয়ানে যবহুঁ হাম বৈঠলুঁ
বিগলিত কুন্তল-ভার।
উর অম্বর সরি সূত চরণে ধরি
গাঁথিয়ে মোতিম হার ॥
লহু লহু পদ করি নূপুর পরিহরি
কৈছে আওল সেই ঢীট।
শির শপথি দেই সখীগণে নিষেধই
লুকি রহল মঝু পিঠ ॥
মৃগমদ চন্দনে মন চঞ্চল ভেল
হেরইতে বঙ্কিম গীম।
চিবুক চিকুরে ধরি মুখ সমুখে করি
চুম্বয়ে বয়নক সীম ॥
ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভণ
রহলহিঁ হিয়ে হিয়ে লাগি।

কবি শেখর কহ মদন শুতি রহু
চমকি উঠয়ে জনু জাগি ॥ ৬১০ ॥

(৪)

ধানশী।

শ্যামর-তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দূর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখ-পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার ॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভাণ ॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
চৌট কানাঞি কয়ল মোহে কোর ॥
তবহুঁ যতন করি করইতে মান।
হাস-কুমুদে তহিঁ সব করু আন ॥
মানিনী-মান-গরব ভেল চূর।
নাগর আপন মনোরথ পূর ॥
তবহুঁ না জানল দিন কিয়ে রাতি।
গোবিন্দ দাস কহ সমুচিত শাতি ॥ ৬১১ ॥

(৫)

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই ॥

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহিঁ দোতীক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
বেণী বানাইয়া চাঁচর কেশে।
নাগর শেখর নাগরী-বেশে ॥
পহিরলি হার উরজ করি উরে।
চরণহিঁ নেয়ল রতন-নূপুরে ॥
পহিলহিঁ চলইতে বাম-পদাঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত ॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল ॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল ॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব ॥ ৬১২ ॥

(৬)

ভূপালী।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহিঁ ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগি-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ ॥
শাশ-বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদ গদ ভেল ॥

কহ তব্ মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝল তব্ হাম সুকপট সোয়॥
যো কিছু কয়ল তব্ কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর-রাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাই।
কিয়ে তুহুঁ সমুঝবি সো চতুরাই॥ ৬১৩॥

(৭)

তত্র মিলনং।

ধানশী।

চললি নিতম্বিনী যমুনা সিনানে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী গজ-গতি-ভানে॥
তৈল হলদি কোই আমলকী নেল।
সুবরণ ঘট লই কোই চলি গেল॥
জানি নাগরবর চলু ধীরে ধীরে।
আগুসরি আওল কালিন্দী-তীরে॥
একলি কানু খেলই জল মাহি।
সহচরী মেলি ধনী মিলল তাঁহি॥
আন জন কোই নাহি তব্ সাথ।
নাগর হেরি ধুনায়ত মাথ॥
কাহুক জল দেই কাহুক পঙ্ক।
কাহুক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক॥

হেরি সব সহচরী চমকিত ভেল।
ঝটিতহিঁ ধাই রাই লই গেল॥
কণ্ঠ-মগন জলে দুহুঁ এক ঠাম।
পূরল দুহুঁক মনোরথ কাম॥
কহ কবি শেখর সহচরী পাশ।
হোর দেখ রাধা-কানু বিলাস॥ ৬১৪॥

(৮)

তথা রাগ।

তুরিতহিঁ সুন্দরী কানুক পরিহরি
আওল সহচরী মাঝ।
লাজহিঁ বদন- কমল নাহি তোলয়ে
দূরহিঁ হেরয়ে রসরাজ॥
সহচরী নিয়ড়ে মিলল পুন মাধব
হেরি সবে চমকিত ভেল।
কাহুকে চুম্বই কাঁচুলী ফারই
কাহুকে আলিঙ্গন কেল॥
কত কত ভাতি বিলসি পুন মাধব
তুরিতে চলল নিজ গেহ।
সিনান সমাপি তীরে উঠি সুবদনী
মোছল আপন দেহ॥

নিজ নিজ মন্দিরে আওল সখীগণ
কত কত কৌতুক রঙ্গে।
চরণ পাখালই শেখর সহচরী
আপন গণ লেই সঙ্গে ॥ ৬১৫ ॥

ইতি সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগস্থ রসোদ্গারঃ।

অথ প্রার্থনা।

জয় রে জয় রে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর
জয় নিত্যানন্দ রায়।
জয় সীতানাথ গৌর-ভকতগণ
সবে দেহ পদ-ছায় ॥
জয় জয় মোর আচার্য্য ঠাকুর
অগতি-পতিত-গতি।
করুণা করিয়া স্বচরণে রাখ
এ মোর পাপিষ্ঠ মতি ॥
তোমার চরণ ভরসা কেবল
না দেখি আর উপায়।

মোর তুষ্ট মনে রাখ শ্রীচরণে
এই মাগোঁ তুয়া ঠায় ॥
মনে মনোরথ যে কিছু আমার
সকল জানহ তুমি।
পূর সব আশ করি পরকাশ
কি আর কহিব আমি ॥ ৬১৬ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ দ্বিতীয়-শাখায়াং চতুর্ব্বিংশঃ পল্লবঃ।

দ্বিতীয় শাখা সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তাং

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

তৃতীয় শাখা।

প্রথম পল্লব।

---

(১)

কামোদ।

কলিযুগ-মত্ত- মতঙ্গজ মরদনে
কুমতি-করিণী দূর গেল।
পামর ছুরগত নাম-মোতিম-শত
দাম কণ্ঠ ভরি দেল॥
অপরূপ গৌর বিরাজ।
শ্রীনবদ্বীপ নগর- গিরি-কন্দরে
উয়ল কেশরি-রাজ॥ ধ্রু॥

সঙ্কীর্ত্তন-ঘন- হুঙ্কৃতি শুনইতে
দুরিত-দ্বিপ-গণ ভাগ।
ভয়ে আকুল অণিমাদি মৃগীকুল
পুণবন্ত-গরব তেয়াগ॥
ত্যাগ যাগ যম তীরিথি বরত শম
শশ জম্বুকী জরি যাতি।
বলরাম দাস কহ অতয়ে সে জগ মাহ
হরি হরি শবদ খেয়াতি॥ ৬১৭॥

(২)

শ্রীরাগ।

নিতাই গুণমণি মোর নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিলা ভকত সব দীন-হীন ভাসে॥
দীন-হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুল্লর্ভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
আনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখ খানে॥ ৬১৮॥

——— —

স্বয়ংদৌত্যং (১)

(সম্ভোগরসস্য) ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

(১)

কামোদ ।

দেখ গৌরচন্দ্র বর-রঙ্গী ।

কামিনী-কাম মনহিঁ মন সঞ্চরু

তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী ॥ ধ্রু ॥

স্মিত-যুত বয়ন- কমল অতি সুন্দর

শোভা বরণি না হোয় ।

কত কত চাঁদ মলিন ভেল রূপ হেরি

কোটি মদন পুন রোয় ॥

চামরী চামর লাজে সুকুঞ্চিত

কুঞ্চিত কেশক বন্ধ ।

পন্থহিঁ পন্থ চলত অতি মন্থর

মদগজ-দমনক ছন্দ ॥

আন উপদেশ বোলত করি চাতুরী
মধুর মধুর পরিহাস।
নিজ অভিযোগ করত পূরব মত
ভণ রাধামোহন দাস ॥ ৬১৯ ॥

(২)

বেলোয়ার।

অতি অনুরাগে ভরল মনে উৎসুক
টুটল ধৈরজ লাজ।
তনু অনুলেপন সঙ্গক পরিজন
তেজল যত কিছু সাজ ॥
দেখ রাই চলত অতি মন্দ।
নিজ অভিযোগ করব অতি নিশ্চয়
বুঝিয়ে কাজক বন্ধ ॥ ধ্রু ॥
মুখ-জিত-শরদ- সুধাকর তনু-রুচি-
কবলিত-কাঞ্চন-দণ্ড।
নয়ন তীখিণ শর ফুলশর-মদহর
ভাঙ মদন-ধনু-খণ্ড ॥
ঐছন ভাতি ভাবিনী ভালে ভেটল
মনমথ-মনমথ পাশে।
অনুভব লাগি গুপতহিঁ সখী চলু
কহ রাধামোহন দাসে ॥ ৬২০ ॥

(৩)

ধানশী।

মুরলী মিলিত　　অধর নব পল্লব
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হোই　　মন্দির ছোড়ি আয়লুঁ
সহই না পারি বিরাগ॥
মাধব ! তোহে কি শিখায়ব গান।
গৌরী আলাপি　　শ্যাম-নট সঞ্চরু
তব্ তুহুঁ বিদগধ জান॥ ধ্রু॥
মুরলী ছোড়ি অছু　　মধুর আলাপবি
তেসর জন জনি জান।
কণ্ঠহিঁ কণ্ঠ মেলি　　অব সমুঝিয়ে
যতি খণে হোত স্বঠান॥
নিরজন জানি　　হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতী-ভাষ।
গুণিজন-লাজ　　যৈছে নাহি হোয়ত
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ৬২১॥

(৪)

গান্ধার।

রাগ তাল তুহুঁ　　হৃদয়ে ধয়লি তুহুঁ
জানলুঁ বচনক রীতে।

গ্রাম তিন স্বর বহুবিধ পরকার
জানসি কত কত নীতে ॥
গুণবতি ! অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
মধুর আলাপ শিখায়বি নিরজনে
নিজ জন জানিয়া মোয় ॥ ধ্রু ॥
মুরলী ছোড়ি হাম নিকটহিঁ বৈঠব
শিখব সুমধুর গান।
গৌরী শ্যাম-নট তব নহ দুরঘট
হোয়ব মিলন-সন্ধান ॥
মুখহিঁ মুখহিঁ যব তুহুঁ শিখায়বি
হৃদয়ে ধরব তব হাম।
ভণ রাধামোহন বচন-রচন পুন
ভালে সে জানয়ে শ্যাম ॥ ৬২২ ॥

(৫)

বরাড়া।

মনমথ-মকর ডরহিঁ ডর কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার- তটিনী-তট কুচ-ঘটে
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ ॥
সুন্দরি ! সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসীক মীন বড়সী কিয়ে ডারসি
এ অতি কঠিন বিপাক ॥ ধ্রু ॥

পুন দেই ঝাঁপ　　পড়ল যব আকুল
নাভি-সরোবর মাহ।
তাঁহি রোমাবলী-　　ভুজগী-সঙ্গ ভয়ে
ত্রিবলী-বেণী অবগাহ॥
তাঁহি ফিরত কত　　কতহুঁ মনমথ
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী-জালে　　পড়ত ভেল সংশয়
গোবিন্দ দাস রস গান॥ ৬২৩॥

(৬)

শ্রীরাগ।

মদন-কিরাত-　　কুসুম-শরে জর জর
বৃন্দাবন-বন মাঝ।
তেঁই আকুল হরি　　তোহারি শরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সুন্দরি! তুয়া দিঠি অখিল সন্ধানে।
মনমথ মারিতে　　জোরি নয়ন-শর
হানলি হামার পরাণে॥ ধ্রু॥
তুহুঁ শরে জর জর　　জীবন অন্তর
কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই　　রাই অব দেয়বি
অধর-সুধারস-পান॥

মণিময়-হার- তরঙ্গিণী তীরহিঁ
কুচ-কনকাচল-ছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব্
গোবিন্দ দাস গুণ গায়॥ ৬২৪॥

(৭)

শ্রীরাগ।

কনক-লতা কিয়ে বিকশল পদুমিনী
কিয়ে মহী বিজুরী উজোর।
কুঞ্জ-কুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে ভৈ গেনু ভোর॥
সুন্দরি! তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহিঁ ভরল নয়ন-শর
হানলি অন্তর চিতে॥ ধ্রু॥
তব্ অগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন
অব সুপুরুখ-বধ জান।
উচ কুচ কঞ্চুক সরস পরশ দেই
উদঘাটহ্ দিঠি-বাণ॥
আশা পাশ হাস দরশায়ই
কতি খণে রাখবি পরাণ।
বিঘটন সময় পালটি নাহি আয়ত
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ৬২৫॥

(৮)

কেদার।

গিরিবর কুঞ্জে　　চললি দুহুঁ নিরজনে
উজ্জ্বল-সমরক লাগি।
নিজ অভিযোগ　　বচনক কৌশলে
মনহিঁ মনোভব জাগি॥
সজনি! আজু পরম রস ভেল।
অভিনব রাগ　　তুরগ-মনোরথে
দুহুঁক ঘটন পুন ভেল॥ ধ্রু॥
অণ্ডজগণ পুন　　ভেল রণ-বাদক
কোকিল-স্বর রণ-শৃঙ্গ।
ভেরী-তুরী-কুল　　বাজাওত শিখিগণ
বীর-পণ গায়ত ভৃঙ্গ॥
ভাঙ-কামান　　কটাখ তীখিণ শর
অদভুত পুলক কঁচুক।
অশ্রু শেল ভেল　　ঘাম পরশু কুল
স্বর-ভেদ মদন-বন্ধুক॥
ঐছন সাজ　　মদন-রণ-পণ্ডিত
যুঝব যুগল কিশোর।
ভণ রাধামোহন　　দরশন কিয়ে উহ
লীলা হোয়ব মোর॥ ৬২৬॥

(৯)

তথা রাগ।

সখি! অনুমানে জানিয়ে কাজ।

জয় জয় কিঙ্কিণী তুহুঁ নূপুর-মণি

কঙ্কণ রণ-ধ্বনি বাজ ॥ ধ্রু ॥

নিবিড় আলিঙ্গন ভুজে ভুজে বন্ধন

প্রতি অঙ্গ জনু ভট বীর।

কিয়ে পরস্পর করু পরিরম্ভণ

জানিয়া সমর সুধীর ॥

কঙ্কণ বলয়া সঘন সম বোলত

চুম্বন যুগ যুগ থোর।

বুঝলুঁ মদন পরাভব পায়ল

জিতল যুগল-কিশোর ॥

সৌরভে মাতি ভ্রমরকুল ধাওত

ছোড়ল কুসুম-বিলাস।

নিজ অভিযোগ হোয়ত পুন ঐছন

কহ রাধামোহন দাস ॥ ৬২৭ ॥

অত্র "রাধা-মাধব বৈঠলি" ইত্যাদি পদং গেয়ং।

এতদ্গীতং সম্ভোগ-রাত্র্যোপযুক্তং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং প্রথমঃ পল্লবঃ।

———

দ্বিতীয় পল্লব।

স্বয়ংদৌত্যং (২)।

(দিবায়াং)।

দিবাভিসার।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সারঙ্গ।

লাখবাণ হেম   চম্পক জিনি গোরা-তনু-
লাবণি অবনী উজোর।
চন্দন-চরচিত   মালতী-মণ্ডিত
হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥
মাঝ দিনহিঁ আজু গৌর-কিশোর।
বসনহিঁ ঝাঁপি নিজ   আপাদ-মস্তক
যাওত সুরধুনী ওর॥ ধ্রু॥
বাম নয়নে ঘন   চাহত দশ দিশ
বাম পদ আগু সঞ্চার।
বাম ভুজহিঁ কাহে   বসন আগোরই
গজ-গতি চলু অনিবার॥
গদ গদ শবদে   করত হরি-কীর্ত্তন
অনুমানি মুখ-শশী ছান্দে।

রাধামোহন দাস না বুঝিয়ে ও রস
নিজ দোষ ভাবিয়া কান্দে ॥ ৬২৮ ॥

(২)

বরাড়ী।

দেব আরাধনে চলু গোরী।
সঙ্গহিঁ সম-বয় নবীন কিশোরী ॥
চন্দন কুঙ্কুম আর ফুল-মাল।
লেয়ল বহু উপহার রসাল ॥
চলু বর-নাগরী সঙ্গব মাহ।
সচকিত নয়নে দিক দশ চাহ ॥
ঐছন সময়ে নিবিড় বন মাঝ।
মিলল একলে বিদগধ-রাজ ॥
হেরি সুবদনী অতি হরষিত ভেলি।
কহ কবি শেখর তুহুঁ জন কেলি ॥ ৬২৯ ॥

(৩)

ধানশী।

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি।
কুসুমহিঁ সব তনু নিরমিত তোরি ॥ ধ্রু ॥
আনন হেম-সরোরুহ-ভাস।
সৌরভে শ্যাম-ভ্রমর মিলু পাশ ॥
নয়ন যুগল নীল উতপল জোর।
সহজ শোহায়ল শ্রবণক ওর ॥

অপরূপ তিল-ফুল স্থললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমর-তরু-বাস ॥
বান্ধুলী মিলিত অধর যাঁহা হাস।
দশনহিঁ কুন্দ-কুসুম পরকাশ ॥
সব তনু ফুটল চম্পক গোর।
পাণিক তল থল-কমল উজোর ॥
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানে।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দানে ॥ ৬৩০ ॥

(৪)

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী।
স্বামি-বরত পুন ছোড়ি না পারি ॥
তেঁ রূপ যৌবন একু নহ ঊন।
বিদগধ নাহ না হোয়ে বিনি পুণ ॥
এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গৌরী একান্ত ॥ ধ্রু ॥
সহজে বধূ-জন গতি মতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চিন ॥
না মিলল কোই বনহিঁ বন আন।
অনুসরি মুরলী আয়লুঁ এহি ঠাম ॥
আয়লুঁ দূর পূরব নিজ সাধে।
একলি বোলি করহ জনি বাধে ॥

তুহুঁ যৈছে গৌরী আরাধলি কান।
গোবিন্দ দাস তাহে পরমাণ॥ ৬৩১ ॥

(৫)

অথ বর্ত্ম-রোধনং।

বরাড়ী।

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাং।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাং॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চল-ভাগং।
করবাণ্যধুনা ভাস্কর-যাগং॥
ন রচয় গোকুল-বীর বিলম্বং।
বিদধে বিধু-মুখ বিনতি-কদম্বং॥
রহসি বিভেমি বিলোল-দৃগন্তং।
বীক্ষ্য সনাতন দেব ভবন্তং॥ ৬৩২ ॥

(৬)

সৌরাষ্ট্রী।

পুলকমুপৈতি ভয়ান্মম গাত্রং।
হসসি তথাপি মদাদতিমাত্রং॥
বারয় তূর্ণমিমং সখি কৃষ্ণং।
অনুচিত-কর্ম্মণি নির্ম্মিত-তৃষ্ণং॥ ধ্রু॥
জানে ভবতীমেব বিপক্ষাং।
মামুপনীতাং যদ্বন-কক্ষাং॥

অত্য সনাতনমতিসুখ-হেতুং।
ন পরিহরিষ্যে বিধি-কৃত-সেতুং ॥ ৬৩৩ ॥

(৭)

ধানশী।

সুন্দরি কাহে কহসি হেন বাণী।
মোহে পরশবি অব নিজ জন জানি ॥
সব ছোড়ি আয়লুঁ তোহারি লাগিয়া।
পূরহ আশ অধর-সুধা দিয়া ॥
এত কহি চুম্বয়ে চিবুক ধরিয়া।
ঠমকি ঝাঁপয়ে মুখ পটাঞ্চল দিয়া ॥
করে ধরি গিরিধর আওল নিকুঞ্জে।
রচিত কুসুম-শেজ মধুকর গুঞ্জে ॥
বৈঠল দুহুঁ জন পূরল মন-আশ।
নিরখয়ে দুহুঁ রূপ জগন্নাথ দাস ॥ ৬৩৪ ॥

(৮)

সারঙ্গ।

অপরূপ দিনহিঁ　　কুঞ্জ-মণি-মণ্ডপে
শীতল পবন বহ মন্দ।
দ্বিজ-কুল-নাদ　　সুবাদন যৈছন
মনমথ-যন্ত্রক ছন্দ ॥

জয় জয় রাধা-মাধব মেলি।
তুহুঁক প্রেম-লব কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরত-রস-কেলি॥ ধ্রু॥
তহিঁ পুন অতিশয় নাগরী আগরী
অতয়ে সে নিমীলিত আঁখি।
আনন্দ-সিন্ধু-নীরে সোহি মোহিত
দেয়ই প্রতি অঙ্গ সাখী॥
তহিঁ অতি সুশীতল আনন্দ-নীর ঝর
পুলক ভরল সব অঙ্গ।
চিত-পুতলী জনু কাঁপয়ে ঘন ঘন
অদভুত পুন স্বর-ভঙ্গ॥
অনধীন দেহ- দণ্ড পরিশোভিত
মুকুতা সম স্বেদ-বিন্দু।
বিগলিত অঙ্গ- রাগ মণি-ভূষণ
কঞ্চুক অরু নীবি-বন্ধ॥
যাকর পরিমলে মাতল থাবর
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি।
রাধামোহন পহুঁ চিতে নিতি জাগয়ে
জনু উহ পাথর-রেখি॥ ৬৩৫॥

ইত্যনন্তরং সম্ভোগ-পদং যথাসম্ভবং গেয়ং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং দ্বিতীয়ঃ পল্লবঃ।

তৃতীয় পল্লব

স্বয়ংদৌত্যং (৩)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

ভাব-ভরে গর গর চিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে না পায় সম্বিত॥
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কান্দে পূরুব স্নেহ॥
নাচে পহুঁ গোরা নট-রাজ।
কি লাগি গোকুল-পতি সঙ্কীর্ত্তন মাঝ॥ ধ্রু॥
নিজ পর কিছুই না জানে।
দীনহীন উত্তম অধম নাহি মানে॥
প্রিয় গদাধর-কর ধরি।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥
ডগ মগ আনন্দ-হিলোলে।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভকতের কোলে॥

গোরা-রসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয় ॥ ৬৩৬ ॥

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

কামোদ।

খঞ্জন-গঞ্জন লোচন রঞ্জন
গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন পুন উঠি গরজত
চাহনি বঙ্ক নয়ান ॥
গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালি
কঞ্জ-নয়নে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আইস আইস বলি দেই কোর ॥
হুহুঙ্কার ঘন ঘন মালসাট পুন পুন
কত কত ভাব বিথার।
কদম্ব-কেশর জনু পুলকে পূরল তনু
ভাইয়ার ভাবে যেন মাতোয়ার ॥
আগম-নিগম-পর বেদ-বিধি-অগোচর
তাহা কৈল পতিতেরে দান।
কহে আত্মারাম দাসে না পাইলুঁ কৃপা-লেশে
রহি গেলুঁ পাষাণ সমান ॥ ৬৩৭ ॥

(৩)

ধানশী।

ধরি নাপিতানী-বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী খোলে নখ-রঞ্জনী
বলে বৈস দেই কামাই॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী আনিয়া বিমল ঘটী
ঢালিল সুবাসিত বারি॥ ধ্রু॥
করে নখ-রঞ্জনী চাঁচয়ে নখের কণী
শোভিত করল যেন চান্দে।
নাপিতানী একে শ্যামা ননীর পুতলী ঝামা
বুলাইছে মনের আনন্দে॥
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায় আলতা লাগায় তায়
নিরখি নিরখি অবিরাম।
রচয়ে বিচিত্র করি চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লেখে আপনার নাম॥
নাপিতানী বলে ধনি দেখহ চরণ খানি
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেখি সুবদনী কহে কি নাম লিখিলা ওহে
পরিচয় দেহ আপনার॥

নাপিতানী কহে ধনি শ্যাম নাম ধরি আমি
বসতি এ তোমার নগরে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় এহ নাপিতানী নয়
কামাইলা যাহ নিজ ঘরে॥ ৬৩৮॥

(৪)

সুহিনী।

নাপিতানী কহে শুন গো সই।
অনাথী লোকের বেতন কই॥
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগি সে বসিয়া আছে॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥
শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে।
নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে॥
রাই কহে তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমারে চায়॥
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস॥
আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দেহ আমায়॥
রাই কহে কিবা হইবে তোর।
সে কহে বেতন নাহিক ওর॥

হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
হেন নাপিতানী দেখি যে নাই॥
এমতে ধন যে করেছ কত।
সে কহে ভুবনে আছয়ে যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লেহ॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভাল নাপিতানী পরাণ-চোরী॥
পরশ-রতন পাইবা বনে।
এখন চলহ নিজ ভবনে॥
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতানী নহে রসিক-রাজ॥ ৬৩৯॥

(৫)

সুহিনী।

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইলা রসিক-রাজ॥
ফুল-মালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
কে নিবে কে নিবে ফুকারে পথে॥

তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে কত লইবে কড়ি॥
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষত হাসি॥
মালিনী কহয়ে সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥
এত কহি মালা পরায়ে গলে।
বদন চুম্বন করয়ে ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত টীটপণা আসিয়া ঘরে॥
নাগর কহয়ে নহি যে পর।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥ ৬৪০॥

(৬)

বালা ধানশী।

গোকুল নগরে ইন্দ্র-পূজা করে
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতরে মহা কলরব
নাগর হইলা পসারী॥
দোকান দোকান মেলিলা তখন
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী বহু দ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন॥

মুকুতা প্রবাল　　মণিময় মাল
পোতিক মাণিক যত।
বহু দিন মনে　　আনিল যতনে
তোমাদের অভিমত ॥
খন্তিকা পুতিয়া　　মুকুতা ঝুলাঞা
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী　　আসিয়া আপনি
দোকান নিকটে লাগে ॥
সুমধুর বাণী　　বলে সে দোকানী
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা-মাল　　লইবা ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥
শুনি নারীগণ　　বলয়ে বচন
গাহকী নহিয়ে মোরা।
কিবা ভাগ্য মেনে　　দেখেছি জনমে
এমন ধন যে তোরা ॥
যুবতী রসাল　　নিল এক মাল
দিল এক সখী-গলে।
পরিমাণ হৈল　　আনন্দ বাড়িল
কতেক লইবে বলে ॥
আর এক জনে　　সাধ করি মনে
লইল সোণার সূঁচ।

সই চলি যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফিরাফিরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
কহে মূল্য দেহ মোর।
সঘনে বদন করয়ে চুম্বন
এমতি কাজ সে তোর ॥
কাড়াকাড়ি ঘন না মানে বচন
অরাজক হৈল পারা।
যাহার যে বন কাটে সেই জন
রক্ষক হইবে কারা ॥
রজকী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দোকান হৈল সমাধান
সকল গেল যে লুটে ॥ ৬৪১ ॥

(৭)

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কাণেতে প'র ॥

নাগর সাজী বাম করে ধরে।

পিন্ধিয়া বিভূতি		সাজল মূরতি
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥ ধ্রু ॥

কহে জয় দেবী		ব্রজপুর-সেবী
গোকুল-রক্ষক নিতি।

গোপ গোয়ালিনী		সুভগ-দায়িনী
পূজ দেবী ভগবতী ॥

আশীর্ব্বাদ শুনি		গোপের রমণী
আইলা দেয়াশিনী কাছে।

জিজ্ঞাসা করয়ে		যত মনে লয়ে
বলে গোপ ভাল আছে ॥

সবাকার জয়		শত্রু হবে ক্ষয
মনে ভয় না ভাবিবে।

তোমাদের পতি		সুন্দর সুমতি
সবাকার ভাল হবে ॥

সঙ্গেতে কুটিলা		আসিয়া জটিলা
পড়য়ে চরণ ধরি।

আমার বধূর		পতির মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি ॥

শুনি দেয়াশিনী		হরষিত বাণী
জটিলা সমুখে কয়।

বর যে লইবে ভালই হইবে
নিকটে আনিতে হয়॥
জটিলা যাইয়া আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরিযে দেয়াশিনী পাশে
ঘুচাঞা বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী বলে শুভ-বাণী
সব সুলক্ষণ-যুতা।
গন্ধর্ব্ব-পাবনী জগদানন্দিনী
রাধা নাম ভানুসুতা॥
ধরি ধনী-হাতে মনের আকুতে
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে
মদন কৈল বিকার॥
সাজীটি খুলিয়া ফুলটি তুলিয়া
বান্ধেন নাগরী-চুলে।
আনন্দে থাকিবে সকলি পাইবে
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥
শুনিয়া সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি
এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার বেথাটি ঘুচয়ে
তবে সে জানিয়ে তোয়॥

একটি শপথি　　রাখহ যুবতি
　　কহিতে বাসিয়ে ভয়।
পর-পতি সনে　　বেঁধেছ পরাণে
　　ইহাই দেবতা কয়॥
হাসিয়া নাগরী　　চাহে ফিরি ফিরি
　　দেয়াশিনী ঘর কোথা।
আমার ঘর　　হয় যে নগর
　　কহিব বিরল কথা॥
সঙ্কেত বুঝিয়া　　নয়ান ফিরিয়া
　　তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন　　চিহ্নল তখন
　　শ্যাম নাগর টীটে॥
ধীরি ধীরি করি　　বসন সম্বরি
　　মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাসে কয়　　সুবুদ্ধি যে হয়
　　বেকত না করে কাজে॥ ৬৪২॥

(৮)

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি　　হৈলা বণিকিনী
　　কৌতুক করিব মনে।
চুয়া যে চন্দন　　আমলকী বর্ত্তন
　　যতন করিয়া আনে॥

কেশর যাবক কস্তুরী দ্রাবক
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম কর্পূর চন্দন
আনিল মুথা শিকড়॥
থালীতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি ফিরে বাড়ী বাড়ী
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥
চুবক লইবে ফুকরি কহয়ে
আইল দাসী যে তবে।
মোদের মহলে আসি দেহ বলে
অনেক নিতে যে হবে॥
থালিতে ধরিয়া আইলা লইয়া
যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া সুচন্দন করহ রচন
বেণ্যানী মনেতে খুসী॥
চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহিয়ে আমি।
সকলি লইব বেতন সে দিব
যতেক আনহ তুমি॥
আমলকী হাতে দিল যে মাথে
ঘষিতে লাগিল কেশ।

ঘষিতে ঘষিতে　　শ্রম যে হইল
নাগরী পাইল ক্লেশ ॥
সুমধুর বাণী　　কহে সে বেণ্যানী
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া　　হাত নামাইয়া
মাখায় হৃদয় পরে ॥
পরশে নাগরী　　হইলা আগরী
পড়িলা বেণ্যানী কোরে।
নিঁদ সে আইল　　অতি সুখ হৈল
সব শ্রম গেল দূরে ॥
বেণ্যানী বলে　　গেল সে বেলে
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।
উঠিয়া নাগরী　　বসন সম্বরি
কহে কি লাগিবে মোরে ॥
বট আনিবারে　　কহিল সখীরে
শুনিয়া নাগর-রাজে।
কহে না লইব　　আর ধন নিব
না কহি তোমারে লাজে ॥
কহ না কেনে　　কি আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে　　নতুবা যাইবে
থির হৈয়া কহ তুমি ॥

বেণ্যানী কহয়ে হিয়ার ভিতরে
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া বাস উঘারিয়া
সে ধন আমারে দেহ॥
তখন নাগরী বুঝিল চাতুরী
হাসিয়া আপন মনে।
গন্ধের বেতন হইল এমন
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান বুঝিলাম কান
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে মারহ প্রাণে
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী আশ যে করি
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে কেবা বা পেয়েছে
না দেখিয়ে কোন স্থানে॥
চণ্ডীদাস কয় কত ঠাঞি হয়
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন ধনে কিবা বা মানে
সোঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥ ৬৪৩॥

(৯)

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি　　বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকুনী　　বাহির করে সাপিনী
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরী বলি দেই কর।
শুনিয়া যতেক বালা　　দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥ ধ্রু॥
সাপিনীরে দেয় থোব　　সাপিনীর বাঢ়ে কোপ
দম্ভ করি উঠে ধরি ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়　　নাগিনী ফিরিয়া চায়
ছোঁয়ে যাই বাদিয়ার দাপনা॥
খেলা দেখি গোপীগণ　　বড় আনন্দিত মন
কহে তুমি থাক কোন স্থানে।
থাকি বনের ভিতরে　　নাগ-দমন বলে মোরে
মোর নাম জানে সব জনে॥
বসন মাগিবার তরে　　আইলুঁ তোমাদের ঘরে
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব　　ভাল একখানি পাব
দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের খানি॥

বটের ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও
নহিলে শোভিতে চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
সদাই বেড়াও নদী-তটে॥
বেদে কহে ধীরে ধীরে তোমার বস্ত্র নিব শিরে
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ॥
চুপ করে থাক বেদে যা পাও তা লও সেধে
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।
চুরি দারি নাহি করি ভিক্ষা মাগি পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে॥
তোমা লৈয়া করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় বাদিয়া যে এই নয়
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥ ৬৪৪॥

(১০)

ভাটিয়ারী।

গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার দেখি এক বার
ভাল যে করিতে পারি॥

শিরে শিরঃশূল　　　　পিরীতির জ্বর
হৈয়া থাকে যে রোগীর॥
বচন না চলে　　　　আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর॥
কেবল একান্ত ধম্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি　　　　এমন ঔষধি
পিয়াইলে যায় জ্বরি॥ ধ্রু॥
ঔষধ খেয়ে　　　　ভাল যে হ'য়ে
বট দিও তবে পাছে।
এক জন তথা　　　　শুনিয়া সে কথা
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে　　　　শুনিয়া সুখে
হরষিত হ'লো মন।
বলে যে যাইয়া　　　　আনহ ডাকিয়া
দেখি সে কেমন জন॥
এ কথা শুনিয়া　　　　বাহির হইয়া
কহে এক সখী ধাই।
আমাদের ঘরে　　　　রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই॥
এই বাড়ী হৈতে　　　　আসিছি তুরিতে
কহে হেথা থাক বসি।

সাজ যে সাজিতে চলিলা নিভৃতে
চণ্ডীদাস কহে হাসি ॥ ৬৪৫ ॥

(১১)

ভাটিয়ারী।

আপন বসন ঘুচাঞা তখন
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তকল্লবি ছান্দে বসন পিন্ধে
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি ॥
মনোহর ঝুলি কান্ধে।
তাহার ভিতর শিকড় নিকর
যতন করিয়া বান্ধে ॥ ধ্রু ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিচ্ছার কাজে
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচাঞা বসন নিরখে বদন
রোগ যে ইহার আছে ॥
বাম হ.ত ধরি অঙ্গুলি মুড়ি
দেখে ধাতু কিবা বয়।
পিরীতির বিষে জেরেছে ইহারে
পরাণ রহে না রয় ॥
হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মোড়ি
ভাল যে কহিলা বটে।

বল কি খাইলে　　হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥
ঔষধ যে হয়　　মনে করি ভয়
এখনি খাওয়াইয়া যেতাম।
ভাল যে হইত　　জ্বর সে যাইত
যদি সে সময় পেতাম ॥
তখন নাগরী　　বুঝিলা চাতুরী
ঢীট নাগর-রাজ।
বাশুলী নিকটে　　চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ ॥ ৬৪৬ ॥

(১২)

তথা রাগ।

রসিক নাগর　　সাজি বাজীকর
সঙ্গেতে সুবল সখা।
ঢোলক বাজাঞা　　দড়িদড়া লঞা
ভানুপুরে দিলা দেখা ॥
ধূলা মাখি গায়　　ঝুলুপ ঝুলায়
নটপটি পাগ শিরে।
সুবল সখার　　কান্ধে দিয়া ভার
নামাইল ধীরে ধীরে ॥
কুহুক লাগাঞা　　ঝুলি যে খুলিয়া
মুকুতা বাহির করে।

উগারে বদনে বহুমূল্য ধনে
রাখে সব থরে থরে ॥
পেটে গুয়া দিয়া বাঁশেতে চড়িয়া
ঘুরয়ে কতেক পাকে।
দড়া বান্ধি তায় হাঁটি হাঁটি যায়
সূতা উগারয়ে নাকে ॥
দেখিতে যতনে সব গোপীগণে
সঙ্গে রসবতী রাই।
আমার মহলে এস এস বলে
সবাই দেখিতে চাই ॥
শুনি বাজীকর চলে তার ঘর
লইয়া সকল সাজে।
শিরে পদ দিয়া পড়ে উলটিয়া
রাইয়ের আঙ্গিনা মাঝে ॥
কতেক কুহুক দেখায় কৌতুক
শিরে হাঁটি হাঁটি চলে।
ধনী হাসি মন বিচিত্র বসন
বাজীকর শিরে ফেলে ॥
বসন না লয় আর ধন চায়
কহে সুবদনী পাশে।
হিয়ার মাঝারে হেম-ঘট আছে
দিয়া পূর অভিলাষ ॥

শুনিয়া নাগরী বুঝিলা চাতুরী
চমকিত হৈলা মনে।
হেন বাজীকর না দেখি যে আর
কত চীটপণা জানে ॥
যমুনার কূলে সুরতরু-মূলে
সকল সাধিবা তথা।
এ উদ্ধব সাথে চলিলা তুরিতে
বুঝিয়া সঙ্কেত-কথা ॥ ৬৪৭ ॥

এতানি গীতানি সর্ব্বকালোচিতানি।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং তৃতীয়ঃ পল্লবঃ।

চতুর্থ পল্লব।

স্বয়ংদৌত্যং (৪)।

---

(১)

ইমন্ কল্যাণ।

মঝু মুখ বিমল কমলবর-পরিমলে
জানলুঁ তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামীক নিয়ড়ে কতহুঁ করু কলরব
না জানি কৈছে দিল্ তোর॥
দূরে রহু শ্যাম ভ্রমর-বর রায়।
স্বামীক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায়॥ ধ্রু॥
এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল
কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাঁহি চলহ যাহা কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবী-কুঞ্জ॥

এতহুঁ সঙ্কেত   কয়ল যব কামিনী

কানু চলল সোই ঠাম।

গোপ-গোঙার   ভ্রমর বলি খোজত

গোবিন্দ দাস রস গান ॥ ৬৪৮ ॥

(২)

কেদার।

গুরুজন পরিজন সব নিঁদ গেল।

তৈখনে সবহুঁ সখীগণ মেল ॥

চান্দনী রজনী হেরি ভেল ভীত।

বেশ বনাওল তাহিঁ উচিত ॥

গোপতে চলল ধনী কোই না জান।

হেরই দশ দিশ চকিত-নয়ান ॥

হিমকর-কিরণহিঁ ভেল বিথার।

মেলি চললি কোই লখই না পার ॥

কালিন্দী-কূলে যাঁহা মাধবী-কুঞ্জ।

কুসুম বিথারল অলিকুল গুঞ্জ ॥

তাঁহি মিলল ধনী মাধব পাশ।

বৈঠল দুহুঁ জন পূরল আশ ॥ ৬৪৯ ॥

(৩)

তথা রাগ।

দেখ রাধা-মাধব মেলি।

মূরতি মদন-রস-কেলি ॥

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী-তরঙ্গ॥
ও বর-মরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
ও মত্ত মধুকর-রাজ।
ইহ নব পদুমিনী সাজ॥
ও নব তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথী রসাল॥
অরুণ নিয়ড়ে পূণ চন্দ।
গোবিন্দ দাস রহু ধন্ধ॥ ৬৫০॥

(৪)

মল্লার।

ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কনকলতিকা রাই তমালের কোলে॥
বিজই বনে বনে ভ্রমই দুহুঁ।
দোঁহার কান্ধে শোভে দোঁহার বাহু॥
দীপ সমীপে যেন ইন্দ্রনীল-মণি।
জলদে জড়াওল যেন সৌদামিনী॥
কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবারে নাহি দোঁহাকার প্রেম॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥

চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রস-সুধা।
গোবিন্দ দাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥ ৬৫১॥

(৫)

শ্রীরাগ।

আজি বড় শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে॥
হেম-নিরমিত বেদী মাণিকের গাঁথনী।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিগে গোপিনী॥
একেক তরুর মূলে একেক অবলা।
মেঘে বেঢ়ল যেন বিজুরীক মালা॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর॥
কাঁচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাঁচে।
রাই কানু দুহুঁ তনু এক হইয়াছে॥
রস-ভরে দুহুঁ জন হইলা বিভোর।
দাস অনন্ত কহে না পাইলুঁ ওর॥ ৬৫২॥

(৬)

তথা রাগ। কন্দর্প তাল।

রাই-অঙ্গ-ছটায় উদিত ভেল দশ দিশ
শ্যাম ভেল গৌর-আকার।
গৌর ভেল সখীগণ গৌর নিকুঞ্জ বন
রাই-রূপে চৌদিগে পাথার॥

গৌর ভেল শুক সারী গৌর ভ্রমর ভ্রমরী
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ গৌর ভেল বৃন্দাবন
গৌর তরু গৌর ফল-ফুলে॥
গৌর যমুনা-জল গৌর ভেল জলচর
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি গৌর চাঁদ তার সাখী
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥
গৌর অবনী হৈল গৌরময় সব ভেল
রাই-রূপে চৌদিগ ঝাঁপিত।
নরোত্তম দাস কয় অপরূপ রূপ নয়
দুহুঁ তনু একই মিলিত॥ ৬৫৩॥

(৭)

করুণ সুহিনী।

মলয়জ মিলিত যমুনা জল শীতল
বংশীবট নিরমাণ।
নিকটহিঁ নীপ কদম্বতরু কুসুমিত
কোকিলা ভ্রমর করু গান॥
তার তলে তিরিভঙ্গ তরুণ তমাল তনু
বামে রসবতী রাই।
একে নব জলধর কোরে বিজুরী থির
কাঞ্চনে রতন মিশাই॥

তুহুঁ তনু এক মন　　নিবিড় আলিঙ্গন
তুহুঁ জন একই পরাণ।
বসু রামানন্দ ভণে　　তুলনা না হয় মনে
রূপের নিছনি পাঁচবাণ ॥ ৬৫৪ ॥

(৮)

বিহাগড়া।

রাই-কানু-পিরীতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন　　ক্ষণে মুখ চুম্বন
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি ॥ ধ্রু ॥
আলুইয়া চাঁচর কেশ　　করে বহুবিধ বেশ
সিন্দূর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম　　আকুল হইয়া শ্যাম
মোছায়ই বসন-অঞ্চলে ॥
দাসীগণ-কর হৈতে　　চামর লইয়া হাতে
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই-মুখ-শশী　　সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরি নাগর অনিমিখে চায় ॥
ঐছন আরতি দেখি　　রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে।
তুহুঁ হিয়ায় তুহুঁ রাখি　　তুহুঁ চুম্বে মুখ-শশী
তুহুঁ প্রেমে তুহুঁ ভেল ভোরে ॥

নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝে শুতল কুসুম শেজে
দোঁহে দোঁহা বান্ধি ভুজ-পাশে।
আর যত সখীগণ সবে করে নিরীক্ষণ
দূরে রহু নরোত্তম দাসে ॥ ৬৫৫ ॥

(৯)

সুহই।

অধরে অধর দুহুঁ ধরি।
শুতিয়াছে কিশোর কিশোরী ॥
ভুজে ভুজে দোঁহে দোঁহা বান্ধি।
পবন পশিতে নাহি সান্ধি ॥
চিকুরে চিকুরে এক করি।
শুতিয়াছে তাহার উপরি ॥
রাই-কুচ হিয়ার মাঝারে।
পশিয়াছে শ্যাম কলেবরে ॥
হিয়ার মাঝারে রৈল পশি।
নীল হেমগিরি মাঝে শশী ॥
বলয়া কিঙ্কিণী তাহে লাগে।
দুহুঁ তনু এক অনুরাগে ॥
চরণে চরণে একাকারে।
কেবা তাহা ছাড়াবারে পারে ॥
এক তনু ধরি যদি টানে।
দুহুঁ তনু চলে তার সনে ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি হাসে।
শ্রীগুণমঞ্জরী তার পাশে ॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাসে।
এ যদুনন্দন রসে ভাসে ॥ ৬৫৬ ॥

(১০)

কেদার।

দেখ না দুখানি অঙ্গ জড়া।
নিকুঞ্জের মাঝে　　　　তমালের গাছে
কনকলতায় বেড়া ॥ ধ্রু ॥
আধ কপালে শোভে　　　　চন্দনের চাঁদ
আধ কপালে ভানু।
আধ নয়ানে শোভে　　　　কাজরের রেখা
আধ নয়ানে ইন্দ্রধনু ॥ ৬৫৭ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং চতুর্থঃ পল্লবঃ।

পঞ্চম পল্লব।

অথ রসালস (কুঞ্জভঙ্গ)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন-মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজ অতি মনোহরে॥
আলসে অবশ-তনু গোরা নটরায়।
কি কহিব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে।
বাসুদেব ঘোষে দেখে মনের হরিষে॥৬৫৮॥

(২)

ভৈরবী।

অকরুণ পুন খাল অরুণ
উদিত মুদিত কুমুদ বদন

চমকি চুম্বি চঞ্চরী পহু-
মিনীক সদন সাজে ।
কি জানি সজনি রজনি থোর
ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী
কামিনীকুল লাজে ॥
কহকত হত-শোক কোক
জাগব অব সবহুঁ লোক
শুক শারীক পিক কাকলী
নিধুবন ভরু ওয়াজে ।
গলিত ললিত বসন সাজ
মণিযুত বেণী ফণী বিরাজ
উচ-কোরক-রুচ-চোরক
কুচ জোরক মাঝে ॥
তড়িত-জড়িত জলদ ভাতি
দোঁহে সুখে শুতি রহল মাতি
জিনি ভাদর রস-বাদর
পরমাদর শেজে ।
বরজ-কুলজ জলজ-নয়নী
ঘুমল বিমল-কমল-বয়নী
কৃত নালিশ ভুজ বালিশ
আলিস নাহি তেজে ॥

টুটল কিয়ে ঘুণ ধনু-গুণ
কিয়ে রতি-রণে ভেল তূণ শূন
সমর মাঝ পড়ল লাজ
রতি-পতি ভয় ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতী-বৃন্দ
গুরুগণ-গতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস
রসবতী রসরাজে ॥ ৬৫৯ ॥

(৩)

বিভাষ।

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে ॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ-কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
শারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥
শুক বলে শুন শারি আমরা পোষা পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী ॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ-কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই ॥ ৬৬০ ॥

(৪)

তথা রাগ।

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজর গেল সীঁথার সিন্দূর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন॥
তোমার পীত-বাস আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া এলাঞা কবরী॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈও সুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরীতি।
ব্যাঘ্র-হরিণে যেন রাই তোমার বসতি॥ ৬৬১॥

(৫)

তথা রাগ।

নিজ নিজ মন্দিরে　　যাইতে পুন পুন
দোঁহে দোঁহা বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল　　প্রেম-পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি॥

মাধব ! হামারি বিদায় পায়ে তোর।
তোহারি প্রেম সঞে পুন চলি আয়ব
অব দরশন নাহি মোর ॥ ধ্রু ॥
কাতর নয়ানে নেহারিতে দোঁহে দোঁহা
উথলল প্রেম-তরঙ্গ ।
মূরছল রাই মূরছি পড়ু মাধব
কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥
ললিতা সুমুখি সুমুখি করি ফুকরত
রাইক কোরে আগোর।
সহচরী কানু কানু করি ফুকরত
ঢরকত লোচন লোর ॥
কতি গেও অরুণ- কিরণ-ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ এতহুঁ নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরিত ॥ ৬৬২ ॥

(৬)

ললিত।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ নিজ নিজ মন্দিরে
বিমনহিঁ করত পয়ান।
দুহুঁক নয়ন গল প্রেম-বিচ্ছেদ জল
দারুণ দৈব বিহান ॥

দেখ রাধামাধব-প্রেম।

ঐছন ঘটন　　কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে
যৈছন লাখবাণ হেম ॥ ধ্রু ॥

পদ আধ চলত　　খলত পুন ফিরত
কাতরে নেহারই মুখ।

একই পরাণ　　দেহ পুন ভিন ভিন
অতয়ে সে মানয়ে দুখ ॥

তিল এক বিরহ　　কলপ করি মানই
গায়ই তুহুঁ পরসঙ্গ।

ভণ রাধামোহন　　ঐছে গুণ গান
যতনেহ সো রস-ভঙ্গ ॥ ৬৬৩ ॥

(৭)

বিভাষ।

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
শয়ন করল পুন কোই না জান ॥
অকপট প্রেমক বন্ধ।
দুরজন সকল নয়ন করু অন্ধ ॥
প্রাতর উচিত করণ করু রাই।
তেজল বিপরীত বসন তনু লাই ॥ ৬৬৪ ॥

(৮)

ধানশী।

নিজ মন্দিরে ধনী বৈঠলি সখী মেলি।
কহতহিঁ পিয়া-গুণ রজনীক কেলি॥
ভাবে অবশ ধনী পুলকিত অঙ্গ।
গদ গদ কহে কত বচন-বিভঙ্গ॥
নয়নে বহয়ে জল কাঁপয়ে শরীর।
ঘামে ভিগল সব অরুণিম চীর॥
কত কত ভাব বিথারল রাই।
কহিতে না পারে ধনী প্রেম অবগাই॥
ধৈরজ ধরি ধনী কহয়ে বিলাস।
প্রেম অনুরূপ কহই কানু দাস॥ ৬৬৫॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং পঞ্চমঃ পল্লবঃ।

ষষ্ঠ পল্লব

রসোদ্গারঃ (১)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

মহাভুজ নাচত চৈতন্য রায়।
কে জানে কত কত ভাব শত শত
সোণার বরণ গোরা-গায়॥ ধ্রু॥
প্রেমে ঢর ঢর অঙ্গ নিরমল
পুলক-অঙ্কুর-শোভা।
আর কি কহব অশেষ অনুভব
হেরইতে জগ-মন-লোভা॥
শুনিয়া নিজ গুণ নাম কীর্ত্তন
বিভোর নটন-বিভঙ্গ।
নদীয়াপুর-লোক পাসরিল দুখ শোক
ভাসল প্রেম-তরঙ্গ॥

রতন বিতরণ প্রেম-রস বরিখণ
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্য দাস গানে অতুল প্রেম-দানে
মুঞি সে হইলুঁ বঞ্চিত ॥ ৬৬৬ ॥

(২)

তথা রাগ।

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈলা ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড় ঠাকুরাল ॥
চাঁদ নাচে সূরয নাচে আর নাচে তারা।
পাতালের বাসুকি নাচে বলি গোরা গোরা ॥
নাচয়ে ভকতগণ হইয়া বিভোরা।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ারা ॥
জড় অন্ধ আতুর উদ্ধারে পতিত।
বাসু ঘোষে কহে মুঞি হইলুঁ বঞ্চিত ॥ ৬৬৭ ॥

(৩)

ধানশী।

সখ্যুক্ত—কহ কহ সুন্দরি রজনী-বিলাস।
কৈছনে নাহ পূরল তুয়া আশ ॥
কতহুঁ যতনে বিহি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ ॥
অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বর-নারী।
আজুক রজনী কিয়ে কয়ল মুরারি ॥

শ্রীমত্যুক্তি—পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজ-মোতি-হার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥
করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
কুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পক-দাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ-জলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥ ৬৬৮॥

(৪)

গান্ধার।

চিরুণি করে ধরি　　কেশ বেশ করি
সীঁথায়ে দেই সিন্দূর।
নাস-বেশ করি　　বসন পরায়ই
পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
সই! পিয়া-গুণ কহনে না যায়।
দরিদ্র হেম যেন　　তিলেক না ছোড়ই
রভসে রজনী গোঙায়॥ ধ্রু॥

সো মোর শ্রমজল আঁচরে মোছই
দেই বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সঘনে নিরখই
মুখ ভরি তাম্বূল খাওয়ায়॥
বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর
দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই
কবি শেখর পরমাণ॥ ৬৬৯॥

(৫)

কৌ রাগিণী।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোঁহে এক মেলি।
জ্ঞান দাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥ ৬৭০॥

(৬)

ধানশী।

সজনি! বড়ই বিদগধ কান।

কহিল নহে সে　　প্রেম-আরতি
কষিল হেম দশবাণ ॥ ধ্রু ॥
সমুখে রাখিয়া মুখ　　আঁচরে মোছায়ই
অলকা তিলকা বনাই।
মদন-রসভরে　　বদন হেরি হেরি
অধরে অধর লাগাই ॥
কোরে আগোরি　　রাখই হিয়া পর
পালঙ্কে পাশ না পাই।
ও সুখ-সাগরে　　মদন-রসভরে
জাগিয়া রজনী গোঙাই ॥
কেবল রসময়　　মধুর মুরতি
পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ।
নরোত্তম দাস কহ　　যাহার অনুভব
সে জানে ও রসরঙ্গ ॥ ৬৭১ ॥

(৭)

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥

সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ॥ ৬৭২॥

(৮)

কৌ রাগিণী।

আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল॥
পদ-আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেই মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥ ৬৭৩॥

পিয়া-গুণ যে কহিনু সেই ভাল আর কব না।
গুণ কহিলে কি জানি হয় তেঞি কহিয়ে না॥

ইত্যাদি সম্পন্ন-সম্ভোগস্থ রসোদ্গারঃ।

এতদ্গীতং সর্ব্বকাম্যাচিতং।

রসোদ্গারানুরাগঃ (২)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

পরশ-মণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোণা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥
শচীর নন্দন বনমালী।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবারে নাই
গোরা মোর পরাণ-পুতলী॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কী রে
এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদ উদয় নদীয়া-পুরে
মনের আন্ধার দূরে গেল॥
এ গুণে সুরভি সুর- তরু সম নহে রে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেওল প্রেম-ধন॥
গোরাচাঁদের তুলনা গোরাচাঁদ গোসাঞি রে
বিচার করিয়া দেখ সবে।
পরমানন্দের মনে এ বড় আকুতি রে
গৌরাঙ্গের দয়া হবে কবে॥ ৬৭৪॥

. (২)

আদৌ সখ্যুক্তিঃ।

বরাড়ী।

চলিতে না পার রসের ভরে।
অলস নয়ান অলপ ঝরে ॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও ॥
না জানিয়ে কিবা অন্তরে সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে ॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ ॥
কালা বরণ দেখি চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও ॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখী ॥
জ্ঞান দাস কবি ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায় ॥ ৬৭৫ ॥

(৩)

সুহই।

সুন্দরি! বুঝিলুঁ তোমার ভাব।
প্রেম-রতন গোপতে পাইয়া
ভাঁড়িলে কি হবে লাভ ॥ ধ্রু ॥

আন ছলে কহ   আনের কথা
বেকত পিরীতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে   অঙ্গ ঢল ঢল
রঙ্গিত প্রেম-তরঙ্গ॥
ভাবের ভরে   চলিতে না পার
চরণ হইলা হারা।
কানুর সনে   নিকুঞ্জ-বনে
রঙ্গেতে হৈয়াছ ভোরা॥
পুছিলে না কহ   মনের মরম
এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে   কি আর বলিবে
ভাবেতে মজিল চিত॥ ৬৭৬॥

(৪)

শ্রীরাগ।

কি পুছহ সখি প্রেমের কথা।
কহিতে না জানি কহিয়ে এথা॥
পিয়ার পিরীতি কি না জান তুমি।
এত দিনে তাহে ঠেকিলুঁ আমি॥
যত যত শ্যাম বঁধুর গুণ।
সোঙরি পাঁজরে বিন্ধল ঘুণ॥

দিবস রজনী কিছু না জানি।
মনে পড়ে চাঁদ-বদন খানি ॥ ৬৭৭ ॥

(৫)

সিন্ধুড়া।

সই ! নিরবধি কত পড়ে মনে।
শ্যাম বঁধু বিনু না রহে মোর তনু
সোয়াস্ত নাহিক রাতি দিনে ॥ ধ্রু ॥
ধরিয়া আমার করে বৈসায় আপন কোরে
পুন দেই সীঁথায় সিন্দূর।
তাম্বূল সাজাঞা তোলে খাও খাও কত বোলে
কত গুণ কহিব বন্ধুর ॥
ঝাড়িয়া বান্ধয়ে চুল বেড়িয়া মালতী ফুল
বসন পরাই আমা দেখে।
দেখিয়া আমার মুখ না জানি কি পায় সুখ
রসের আবেশে করে বুকে ॥
হিয়ার উপরে ধরি কাঁপে পহুঁ থরহরি
মুখে মুখ দিয়া ঘন কান্দে।
বিহি পোহাইলে রাতি মোরে ছাড়ি যাবা কতি
ধরণী থির নাহি বান্ধে ॥ ৬৭৮ ॥

(৬)

তথা রাগ।

মরম কহিলুঁ   মো পুন ঠেকিলুঁ
সে জনার পিরীতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে   ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে   চোখে লাগি থাকে
তবু মোরে সতত হারায়।
ও বুক চিরিয়া   হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহোঁ পিয়া   গলায় পরয়ে
চন্দন নহোঁ মাখে গায়।
অনেক যতনে   রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াস্ত না পায়॥
কর্পূর তাম্বূল   আপনি সাজিয়া
মোর মুখে ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া   চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয়॥
সাজাঞা কাচাঞা   বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ লৈয়া হাতে   মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান-লোরে॥

চরণে ধরিয়া যাবক রচই
আলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ ॥ ৬৭৯ ॥

(৭)

শ্রীরাগ।

সই। কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম ॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥
তিলে কত বেরি মুখানি হেরয়ে
আঁচরে মোছায়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঞি সদাই লয়ে নাম ॥
জাগিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞান দাস কহে এমন পিরীতি
আর কি জগতে আছে ॥ ৬৮০ ॥

(৮)

তথা রাগ।

সই! পিরীতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি　　চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে॥ ধ্রু॥
মো যদি সিনাঙি　　আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল　　পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয়॥
বসনে বসন　　লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ-　　আখর পাইলে
হরিখ হইয়া লেয়॥
ছায়ায় ছায়ায়　　লাগিবে লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের　　বাতাস যে দিকে
সে মুখে সে দিন থাকে॥
মনের আকুতি　　বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক　　রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে॥ ৬৮১॥

(৯)

তিরোতা।

কি পুছসি রে সখি কানুক লেহ।
এক জীউ বিহি সে গড়ল ভিন দেহ॥
কহিলে যে কাহিনী পুছে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
বিনি মঝু দরশ পরশে নাহি জীব।
মো বিনে পিয়াসে পানী নাহি পিব॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পাই।
চিবহিঁ বিনু তাম্বূল নাহি খাই॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভয়ে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঞে কাহিনী না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষণে হরয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বর-নারি।
তোহারি পরশ-রসে লুবধ মুরারি॥ ৬৮২॥

(১০)

সুহই।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক-মুকুট-মণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেনে করে॥ ধ্রু॥

মোর অঙ্গ-সঙ্গ আশে   লালসা পাইয়া বৈসে
রসে পহুঁ বলে জীলুঁ জীলুঁ।
নিজ অনুগত জনে   গণিয়া রাখিহ মনে
এ তনু তোমারে দিলুঁ দিলুঁ॥
আউলাঞা কবরী-ভার   বেশ করে বারেবার
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাঞা আপন উরে   নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে কর-তলে॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনি   কালিয়া কস্তুরী খানি
ও রাঙ্গা চরণ-তলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর   ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় মরম তার সাখী॥
বিদগধ শ্যাম-রায়   বসনে করয়ে বায়
আপনে যোগায় গুয়া পাণ।
গোবিন্দ দাসের বাণী   শুন রাধা বিনোদিনি
তেঞি তুমি শ্যামের পরাণ॥ ৬৮৩॥

(১১)

ধানশী।

রাতি দিনে চোখে চোখে   বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায়   সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥

সই ! ও দুখ লাগিয়া আছে মনে।

যারে বিদগধ রায় বলিয়া জগতে গায়

মোর আগে কিছুই না জানে ॥ ধ্রু ॥

জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি জাগিয়া পোহায় রাতি

নিঁদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।

ঘন ঘন করে কোলে খেণে করে উতরোলে

তিলে শতবার মুখ চুমে ॥

খেণে বুকে খেণে পিঠে খেণে রাখে দিঠে দিঠে

হিয়া হৈতে শেজে না ছোঁয়ায়।

দরিদ্রের ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান

অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায় ॥

ধরিয়া দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে

খেণে ধরে হিয়ার উপরে।

খেণে পুলকিত হয় খেণে আঁখি মুদি রয়

বলরাম কি কহিতে পারে ॥ ৬৮৪ ॥

(১২)

নয়ানে নয়ানে থাকে রাতি দিনে

দেখিতে দেখিতে ধান্দে।

চিবুক ধরিয়া মুখানি তুলিয়া

দেখিয়া দেখিয়া কান্দে ॥

সই ! কি ছার পরাণ ধরি।

কি তার আরতি কিবা সে পিরীতি
জীতে কি পাসরিতে পারি ॥ ধ্রু ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে গুণে পরমাদে
কাতর হইয়া পুছে ।
বালাই লইয়া মো মরোঁ বলিয়া
আপনা দিয়া কত নিছে ॥
না জানি কি সুখে দাড়াঞা সমুখে
যোড় হাতে কিবা মাগে।
যে করয়ে চিতে কে যাবে প্রতীতে
বলরাম চিতে জাগে ॥ ৬৮৫ ॥

(১৩)

বিভাষ।

কিবা সে কহিব বঁধুর পিরীতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে
পরাণ অধিক বাসে ॥
আপনার হাতে পাণ সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া আদর করিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয় ॥

মরি মরি সই ! বঁধুর বালাই লৈয়া।

না জানি কেমনে আছয়ে এখনে
মোরে কাছে না দেখিয়া ॥ ধ্রু ॥

করতলে ঘন বদন মাজই
বসন করয়ে দূর।

পরশিতে অঙ্গ সকলি সোঁপিলুঁ
ধৈরজ পাওল চূর ॥

মরম বান্ধল নানা সুখ দিয়া
বচন ঠেলিতে নারি।

যখন যেমতি করে অনুমতি
তখনি তেমতি করি ॥

তোর সঞে সখি কথাটি কহিতে
সোয়াস্ত না পাঙ হিয়া।

বলরাম কহে মরি যাই হেন
পিরীতি বালাই লৈয়া ॥ ৬৮৬ ॥

(১৪)

সিন্ধুড়া।

নিজ পরসঙ্গ স্বপনে না করে
আনে না পাতয়ে কাণ।

দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না বহে
নিরখে মঝু বয়ান ॥

সই কি না সে বন্ধুর   পিরীতি কিরীতি
কহিতে কহিব কি ।
সে সব চরিতে   কত উঠে চিতে
পরাণ নিছনি দি ॥
খেণে খেণে তনু   পুলকে আকুল
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ ।
হাসির মিশালে   রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ ॥
এত করি মোরে   কোরে আগোরয়ে
রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ ।
জ্ঞান দাস কহে   ধনি ধনি সেহ
যাহে এ পিরীতি-লেশ ॥ ৬৮৭ ॥

(১৫)

ভাটিয়ারী ।

নানা নাস-বেশ করি   পরায় পাটের শাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাঁটায় ।
দেখিয়া হাঁটন মোর   হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায় ॥
সই ! তেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে ।
কত কুলবতী যারে   হেরিয়া ঝুরিয়া মরে
সেহ যোড় হাতে মোর আগে ॥ ধ্রু ॥

অতিরসে গরগরি কাঁপে পহুঁ থরহরি
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে॥
চন্দন মাখায় গায় দেয় বসনের বায়
নিজ করে তাম্বূল খাওয়ায়।
বিনি কাজে কত পুছে কত না মুখানি মোছে
হেন বাসে দেখিতে হারায়॥
তুমি মোর ধন প্রাণ তোমা বিনে নাহি আন
কহে পিয়া গদগদ ভাবে।
যতেক পিরীতি তার জগতে কি আছে আর
কি বলিবে বলরাম দাসে॥ ৬৮৮॥

(১৬)

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই! কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে
কি দিয়া শুধিব ধার॥ ধ্রু॥

আমার অঙ্গের　　বরণ লাগিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক　　করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের　　বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া　　বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী　　ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞান দাস কহে　　আহীর-নাগরী
পিরীতে বান্ধল তায়॥ ৬৮৯॥

(১৭)

সিন্ধুড়া।

এমন পিয়ার কথা　　কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছনি দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি　　শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥
হাত দিয়া দিয়া　　মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে　　পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায়॥

কত না আদরে রসের বাদরে
নিমগন কৈলা মোরে।
তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে
ভাসয়ে নয়ান লোরে॥
সে হেন নাগর রসের সাগর
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গোবিন্দে কহল আনন্দে
তুমি সে জান মহিমা॥ ৬৯০॥

(১৮)

তথা রাগ।

যবে দেখাদেখি হয় [illegible] হেন তা[illegible] লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি কব আরতি।
কি দিয়া শুধিব শ্যাম বঁধুর পিরীতি॥ ধ্রু॥
রসিয়া নাগর যে নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞান দাস তবে কয় তোমার চিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥ ৬৯১॥

(১৯)

গান্ধার।

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর রসের সাগর
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত আদর পিরীতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে॥
পিরীতি-বোলে কত না ছলে
সে কি না আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরমে বাঁধে॥
সে মোরে কোলেতে করিয়া ভরিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥
কাঁচুয়া ফাড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিয়া মধুপ জনু।
কমল-কোরক ভরমে কি কৈল
গুণেতে ঘুণিত তনু॥

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে ঝুরি না মরয়ে
দাস গোবিন্দ ছার ॥ ৬৯২ ॥

(২০)

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখয়ে
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয় ॥
আলো সই ! সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয় ॥ ধ্রু ॥
সহজে রসের আকর সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনি ও গীম-দোলনি
রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞান দাস কহে সো পিয়া-পিরীতি
মরমে পশিল তোর ॥ ৬৯৩ ॥

(২১)

পঠমঞ্জরী।

একলা যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদ-চিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে ॥
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাসা পরশিয়া রহিলুঁ দূরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস ॥ ৬৯৪ ॥

(২২)

তথা রাগ।

সিনান দোপর সময়ে জানি।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানী ॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা ॥
তাম্বূল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে ॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ-চিহ্ন তলে লুঠয়ে তাই ॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে ॥

গোবিন্দ দাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন ॥ ৬৯৫ ॥

গুণ কহিলে কি জানি হয়।
কহিতে কহিতে অথির তনু
ধৈরজ নাহিক রয় ॥ ধ্রু ॥

ইত্যাদি পদং গেয়ং।

রসোদ্গারানুরাগঃ (৩)।

সপ্তরসোদ্গার।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

করিব কি মুঞি করিব কি।
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি ॥ ধ্রু
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটি আঁখি
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাখা যেন দেখি ॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিলুঁ হাম গোরাচাঁদের মুখ ॥

বাপের কুলের মুঞি কুলের ঝিয়ারী।
শ্বশুর কুলের মুঞি কুলের বৌহারী॥
পতিব্রতা মুঞি সে আছিলুঁ পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরা-প্রেম-জলে॥
কহয়ে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন্ পরকারে এখন নিবারিবা হিয়া॥ ৬৯৬॥

(২)

বিভাষ।

নবঘন-কিরণ-   বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ন-কোণে   মদন জাগাওল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি! কি কহব রজনী-আনন্দ।
স্বপন বিলোকন   কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥
উর পর কমল-   পাণি অবলম্বনে
দূরে কয়ল আন আন।
নীবিহক বন্ধ-   বিমোচন নাগর
কি কয়ল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন   কুসুম-শর হানল
জর জর জীবন মোর।

গোবিন্দ দাস কহ গৌরী আরাধন
বিফল কি যাইবে তোর ॥ ৬৯৭ ॥

(৩)

তথা রাগ।

পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিলুঁ
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে ॥
পিঙল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটী বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে ॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোরে।
চরণ উপরে পসারি চরণ
পরাণ পাইনু বোলে ॥
অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইলুঁ হারা ॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।

চণ্ডীদাস কহে   এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয় ॥ ৬৯৮ ॥

(৪)

ধানশী।

বন্ধুর সঙ্কেতে আজু   যাইতে নারিলুঁ গো
পাপ ননদিনী হৈল বাধা।
দুখেতে আপন ঘরে   শুতিয়া রহিলুঁ গো
বিধি পূরাইল মন সাধা ॥
সজনি ! সে সুখ কি কহিব অনেক।
পিয়া আসি যেন মোরে   নিকুঞ্জ কানন ঘরে
স্বপনে হইল পরতেক ॥ ধ্রু ॥
বুকে বুকে মুখে মুখে   নিবিড় মদন-সুখে
কত না আরতি সে না কথা।
ননদী-জনিত দুখ   জাগরণে যত ছিল
ঘুমাইলে গেল সব ব্যথা ॥
কত না যতন করি   বেশ বনাইল গো
এ রাস-বিলাস কৈল কত।
এক মুখে তোহে হাম   তাহা কি কহিব গো
রভস কৌতুক যত যত ॥
হেন কালে নিঁদ টুটি   জাগিয়া বসিলুঁ গো
স্বপন নারিলুঁ বুঝিবারে।

সেই হইতে প্রাণ মোর আনচান করে গো

বিন্দু পরবোধে বারে বারে ॥ ৬৯৯ ॥

ইত্যাদি স্বপ্ন-রসোদ্গারঃ।

রসোদ্গারানুরাগঃ (৪)।

সখীর উক্তি।

(১)

তথা রাগ।

হেদে লো তোমারে ভাল না দেখিয়ে আজি।

কালা মাণিকের বাতাসে এ বুঝি

মজিল গোকুল-রাজি ॥ ধ্রু ॥

ভাবে ভরল সকল অঙ্গ

মুখেতে না সরে রা।

আবেশে অবশ অথির চরণ

ধরণে না.যায় গা ॥

ঢর ঢর রাঙ্গা নয়ন-যুগল

সঘনে নিশ্বাস ছাড়।

পীন পয়োধর বসনে ঝাঁপিয়া

অঙ্গ সদা কেনে মোড় ॥

পুছিলে মনের   মরম না কহ
মাথা তুলি নাহি চাও।
যদুনাথ কহে   এ দোষ বড়ই
সঙ্গের সঙ্গী ভাঁড়াও ॥ ৭০০ ॥

(২)

পঠমঞ্জরী।

শুন শুন আরে সখি আজুক রঙ্গ।
রজনী গোঙায়লুঁ সুপুরুখ সঙ্গ ॥
মদন-মনোহর সুন্দর বেশ।
মন্দিরে মোর কয়ল পরবেশ ॥
পাণি পাণি গহি বসাওল পাশ।
শশী কুমুদিনী জনু উপজল হাস ॥
কাঁচুলি ফাড়ি কুচ-কুম্ভ বিদার।
নীবি-বন্ধ ফুগইতে টুটল হার ॥
করে কর জোরি আলিঙ্গন দেল।
হৃদয়ক দারিদ তৈখনে গেল ॥ ৭০১ ॥

(৩)

তথা রাগ।

যব্ কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লুঁ লাজে ॥
করে কর বারি ফুয়ল চীর মোর।
পিয়া বড় ঢীট কর রাখল আগোর ॥

কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা॥ ধ্রু॥
প্রেম পরশ-রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতি পসার॥
চুম্বনে চূয়ল অধরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ॥
উপজল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞান দাস কহ সীম কো পায়॥ ৭০২॥

(৪)

শ্রীরাগ।

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন-চাঁদে চিত হরি নেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
শুধুই সুধায় সিঁচিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পাইয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরঝম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥

সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটী।
তাম্বূল অধরে অধরে লেই বাঁটি ॥
করে কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ ॥ ৭০৩ ॥

(৫)

তথা রাগ।

পহিলহিঁ পিরীতি নাহি পরকাশ।
দোতী শুতায়ল উনহিক পাশ ॥
ননদিনী নিঁদহিঁ আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লেই গেও রসবতী চোর ॥
কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস।
মদন-মণিমন্দিরে কয়লুঁ নিবাস ॥
পহিলহিঁ নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুহুঁ তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈ গেল ॥
প্রেম কয়ল কত বিদগধ-রাজ।
দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ ॥
দুহুঁ তনু লাগল ভালহিঁ ভাল।
চন্দনে লাগল সিন্দূর জাল ॥
বেশ বসন দুহুঁ আনহিঁ ভেল।
জ্ঞান দাস কহ পুন কিয়ে কেল ॥ ৭০৪ ॥

রসোদ্গারানুরাগঃ (৫)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

সুহই।

কহ না উপায় সখি কহ না উপায়।
নিরবধি হৃদয়ে জাগয়ে গোরা-রায়॥
পাসরা না যায় গোরাচাঁদের পিরীতি।
কি করিব বিধি সে করিল কুলবতী॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার ধারা।
কিবা সে মোহন রূপ সতী-মন-চোরা॥
যদু কহে কি কহব গোরা-গুণ যত।
বিকাইলুঁ গোরা-প্রেমে এ জনমের মত॥ ৭০৫॥

(২)

সখ্যুক্তিঃ।

ধানশী।

ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কতহুঁ রমণী-মন-মীন॥
শ্রবণে মকর গীমে কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত ফণি-রাজ॥

এ সখি শ্যাম-সিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচ-কনয়-কটোর ॥ ধ্রু ॥
যছু মুখ চাঁদ সুধাময় হাস।
গরলহিঁ ভরল নয়ন পরকাশ ॥
অধর পঙার দশন মণিমোতি।
রোচন-তিলক মৈনাকক জ্যোতি ॥
সুরতরু-কুসুম-সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ পিঞ্ছ ধনু-ভাস ॥
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥ ৭০৬ ॥

(৩)

তথা রাগ।

কুটিল কটাখ-   বিশিখ ঘন বরিখণে
দূরে করি বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ঔষধি   সরস পরশ-দধি-
লেশে থকিত করি অঙ্গ ॥
সুন্দরি ধনি ! পীতাম্বরী তুহুঁ ভেল।
এক হিলোলে   শ্যাম-রস-সায়রে
সবহুঁ সার হরি নেল ॥ ধ্রু ॥
ভুর-অবগাহ   অন্তর মাহা মন্থর
মদন-কমঠ অবগাহ ।

উচ-কুচ মন্দর হার ভুজগ-বর
মেলি মথন নিরবাহ॥
অধর সুধা পিয়- প্রেম লছিমী হিয়
বাহিরে নখ-পদ চন্দ।
প্রতি তনু ভাব- রতন পরিপূরল
গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ॥ ৭০৭॥

(৪)

বিভাষ।

যো গিরি-গোচর বিপিনহিঁ সঞ্চরু
কৃশ-কটি করু অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা-পরিমণ্ডিত
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরি! ভালে তুহুঁ হরিণী-নয়ানী।
সো চঞ্চল হরি হিয়া পিঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি॥ ধ্রু॥
কত বর-দন্তী করহিঁ কর বারত
দশনহিঁ গণ্ড বিদারি।
রণ কয়ে খরতর নখর-নিকর সঞে
মোতিম বনহিঁ বিথারি॥
অধর সুধা দেই পুনহিঁ জীয়ায়ই
পুন নিরমদ করি তেজ।

গোবিন্দ দাস ভণ তাক শয়ন পুন
অহনিশি কিশলয় শেজ ॥ ৭০৮ ॥

(৫)

শ্রীমত্যা নিজোক্তিঃ।

কৌ রাগিণী।

বেণুক ফুঁকে বুকে মদনানল
কুল-ইন্ধন মাহা জ্বারি।
দরশ পাণি তুহুঁ পরশ সোহাগল
শ্রম-জল জোরণ বারি ॥
সজনি! কানু সে ছৈল সোণার।
মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম-মণি
জোরি পিন্ধায়ল হার ॥ ধ্রু ॥
নব অনুরাগ- রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানই কোই।
গুরুজন-নয়ন চৌর পরে ছাপিয়ে
প্রাণ লাখ সম গোই ॥
যো রস-আগরী বিদগধ নাগরী
হেরতহুঁ তাকর সাধ।
গোবিন্দ দাস কহই আনে হেরিলে
জানি হোয়ত পরমাদ ॥ ৭০৯ ॥

(৬)

শ্রীগান্ধার।

কাজর ভ্রমর তিমির জনু তনু-রুচি
নিবসই কুঞ্জ-কুটীর।
বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগরই
গতি অতি কুটিল সুধীর॥
সজনি! কানু সে বরজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু-হৃদয়- চন্দন-রুহে লাগল
ভাগল ধরম-বিহঙ্গ॥ ধ্রু॥
লোচন-কোণে পড়ত যব নাগরী
রহই না পারই থির।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পিবই
কুলবতী-বরত-সমীর॥
এক অপরূপ নয়ন-বিষ তাকর
মেটয়ে দশনক দংশে।
বিষ ঔষধ বিষ ইহ অবধারল
গোবিন্দ দাস পরশংসে॥ ৭১০॥

(৭)

ধানশী।

পহিলহিঁ কুল তূল সম উয়ল
যাকর বেণুক ফুঁকে।

ধরম করম মতি　　ভরম সদৃশ ভেল
নারী গারি সম দুখে॥
সজনি! কিয়ে হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু　　আপনি আপন তনু
কাহে করত অন্তরায়॥ ধ্রু॥
নয়নহিঁ নিন্দউ　　নিন্দ নাহি হেরই
হানল ফুলশর বাণ।
যত পরমাদ　　কহই না পারিয়ে
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ৭১১॥

(৮)

সুহই।

হৃদয়-মন্দিরে মোর　　কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব　　চৌর সদৃশ ভেল
দূরহিঁ দূরে রহু ভাগি॥
সজনি! এত দিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ-　　ভুজগে গরাসল
কুল-দাদুরী মতি মন্দ॥ ধ্রু॥
আপনক চরিত　　আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন করিতে হয়ে আন।
ভাবে ভরল মন　　পরিজন বাঁচিতে
গৃহ-পতি শপতিক ঠান॥

নিন্দউ নিন্দ নয়নে নাহি হেরিয়ে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে
গোবিন্দ দাস এক সাখী ॥ ৭১২ ॥

(৯)

বিভাষ।

রজনী কাহিনী কহিতে রমণী
পুলকে পূরল দেহা।
কনক-বরণী কি হৈল না জানি
সোঙরি সে সব লেহা ॥
অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন
নয়ানে ভরয়ে লোর।
বিষাদে বিকল বিছুরি সকল
চরণ না চলে থোর ॥
হৃদয়-মন্দিরে পিরীতি-পালঙ্ক
রসের বালিস তায়।
আরতি তোষণি তাহাতে অমনি
শুতল রসিক রায় ॥
পিয়ার পিরীতি কহয়ে যুবতী
ধরিয়া সখীর করে।
শেখর সত্বরে কহয়ে রাধারে
দেখিবে নাগর-বরে ॥ ৭১৩ ॥

(১০)

সুহই।

কহিতে কানুর বিলাস কথা।
ছল ছল ভেল নয়ন রাতা॥
গদ গদ কণ্ঠে না সরে বাণী।
বিবরণ ভেল কি হৈল জানি॥
পুলকে পূরল সকল দেহ।
স্তবধ হইল না চলে সেহ॥
ঝর ঝর বাহি পড়য়ে ঘাম।
খেণে থর থর কম্পমান॥
মূরছি পড়ল সখীর গায়।
হেরি সহচরী চমক পায়॥
কোরে করিয়া রহল তাই।
খেণেকে চেতন পাওল রাই॥
সখী কহে বিপরীত সে দেখি।
কহিতে এমন কোথা না লখি॥
আমরা কহিতে সুখের কথা।
কহিতে তোহার কি ভেল ব্যথা॥
রাই কহে মোর জীবন কানু।
সে গুণ কহিতে অবশ তনু॥
শেখর কহয়ে রহিয়া তাই।
এমন প্রেমের বালাই যাই॥ ৭১৪॥

রসোদ্গারানুরাগঃ (৬)।

---

(১)

সুহই।

পিয়ার পিরীতে জাগি ঘুমায়লুঁ
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ
ননদী পাওল আসি॥
ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা
লোকে না বলিবে কি॥ ধ্রু॥
কেনে তোর তনু হেন বিবরণ
মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবরে মথিয়া থুঞাছে
শিরীষ-কুসুম-মালা॥
কে দিল এ হেন রঙ্গের নূপুর
কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া বরণ বসন
গুণেতে আনিলি কার॥
আপাদ মস্তক নাহি পরকাশ
কে দিল চন্দন চুয়া।

সুরঙ্গ অধরে　　রঙ্গ ধরাইয়া
কে দিল তাম্বূল গুয়া ॥
নাসার বেশর　　ভালে সে তিলক
কে দিল এমন ছান্দে।
খঞ্জন নয়ানে　　অঞ্জন রঞ্জিত
জ্ঞান পড়িল ধান্দে ॥ ৭১৫ ॥

(২)

তথা রাগ।

ননদি গো! রহিতে নারিলুঁ ঘরে।
না দেখি না শুনি　　এমন দেবতা
যুবতী দেখিয়া ধরে ॥ ধ্রু ॥
নিশির স্বপনে　　চাঁদ-উপরাগ
হেরিয়ে মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে　　সে বনদেবতা
মোরে গরাসিল আসি ॥
গরাস তরাসে　　আকুল হইয়া
মূরছি পড়িলুঁ ভূমে।
তোর নাম ধরি　　কত না ডাকিলুঁ
শুনি না শুনিলি কাণে ॥
এ মোর বিতথা　　সে বনদেবতা
শুনি চমকয়ে চিতে।

যুবতী দেখিয়া ফিরয়ে হেরিয়া
এমতি তাহারি রীতে ॥
যে জন হেরয়ে সে বনদেবতা
হরয়ে তাহারি চিতে।
এ বোল শুনিয়া ননদী চমকি
ভ্রমিয়া বুলয়ে ভীতে ॥
গোকুল-পতির মতি ভুলাইলা
ঈষত আঁখির ঠারে।
জ্ঞান দাস কহে ননদী ভুলাইতে
কিবা পরমাদ তারে ॥ ৭১৬ ॥

(৩)

দিনান্তরস্য বার্ত্তা।

মল্লার।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বন্ধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥
সই ! আর কি বলিব তোরে।
অনেক পুণ্য ফলে সে হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যন্ত্রণা দিলুঁ ॥
বন্ধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর পিরীতি
শুনিয়া জগত সুখী ॥ ৭১৭ ॥

(৪)

দিনান্তরে সখ্যুক্তিঃ।

সুহই।

সজনি ! কি কহব রাইক সোহাগি।
যাকর দেহলী বদরী-কোরে হরি
রজনী পোহায়ল জাগি ॥ ধ্রু ॥
কোকিল সম হরি সঙ্কেত রবইতে
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝণকিতে গুরুজন জাগল
পড়ি গেও দারুণ বাধা ॥
ননদিনী বলে ধনি কো বাহিরায়ত
ভীত-পুতলী সম দেহা।

লোরে মিটাওল পীন পয়োধর-
মৃগমদ-কুঙ্কুম-রেহা ॥
বিঘটি মনোরথ আন চলল হরি
তাহিঁ তুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
হার কুসুমিত সরসিজ মুকুলিত
গোবিন্দ দাস এক সাখী ॥ ৭১৮ ॥

রসোদ্গারঃ (৭)।

দিনান্তরে পরস্পর সখ্যুক্তি।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

"আরে মোর গৌর কিশোর" ইত্যাদি পদং গেয়ং।

(৩য় শাখা ১৬শ পল্লব ১ম পদ দ্রষ্টব্য।)

(২)

সিন্ধুড়া।

অবহুঁ রভস রস কয়লহুঁ ধাধস
ঝামর তুপর বেলি।
উলটল কবরী সম্বরে নাহি অম্বর
কহ কেবা গারি বা দেলি ॥

সখি হে ! কোন এতহুঁ দুখ দেল।
বিকচ কমল ফুল　　লোচন ছল ছল
অব কাহে মুদিত ভেল ॥ ধ্রু ॥
তাম্বূল অধরে　　মধুর বিম্ব-ফলে
কীর দংশন কিবা দেল।
কুচ-ছিরিফল পর　　বিহগ কিয়ে বৈঠল
তাহে অরুণ-রেখ ভেল ॥
কাজর কপোল　　লোল অমিয়া ফল
সিন্দূর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞান দাস কহ　　চলহ চলহ সখি
রাইক মিলাও সিনানে ॥ ৭১৯ ॥

(৩)

ধানশী।

সখি ! রাই কলাবতী কানে।
এ তুহুঁ মনোভব　　মনহিঁ বুঝাওল
কিয়ে তুহুঁ আপন সুজানে ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ দিঠি অঞ্চল　　বচন সমাপল
চৌদিশে কত আছে আনে।
তুহুঁ জন বুঝল　　কেহ নাহি সমুঝল
ঐছন তুহুঁ যে সিয়ানে ॥
ভুজে ভুজে বান্ধি　　উরহিঁ দরশায়ল
রমণী সমুঝল কাজে।

আনন-সরোরুহ করে পরশাওল
সময় বুঝায়ল সাঁঝে ॥
কর-কমলে মুখ- কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞান দাস কহ তরুণী উন নহ
তৈছে করল নিরবাহ ॥ ৭২০ ॥

(৪)

বরাড়ী।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর ॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজ বান্ধি অলপ চলি গেল ॥
কি কহব রে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ-বাণ ॥
হরি কত দূরসেঁ পালটি নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি ॥
বসনক ওর ঝাঁপল তব্ গোরী।
লীলা-কমলে মুখ রোপল থোরি ॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কানু মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ ॥
ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারী।
জ্ঞান দাস কহ ধ ি জনা চারি ॥ ৭২১ ॥

(৫)

সুহই।

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা সিনানে গেলি॥
কানুক দরশন ভেল।
কিয়ে দুহুঁ ইঙ্গিত কেল॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সবে গেল আন ভিত॥
যব হোত নিরজনে।
পৈঠলি নিকুঞ্জ-বনে ॥
কি দুহুঁ কয়লি লেহ।
জ্ঞান দাস কি বুঝিব থেহ॥ ৭২২॥

(৬)

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে　　রাই কমল-মুখী
সমুখে হেরল বর-কান।
গুরু-জন সঙ্গে　　লাজে ধনী নত-মুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে! অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজি　　আগুসরি ফুকরই
আড় বদনে তহিঁ ফেরি॥ ধ্রু॥

তঁহি পুন মোতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল॥
নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশধর
কয়ল অমিয়া রস পান।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান॥ ৭২৩॥

(৭)

ভূপালী।

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছে কতিহুঁ না হেরিয়ে আর॥
গুরুজন সনে আজু চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুক নাট॥
পুলকে পূরল তনু ঝর ঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু কানু নাম॥
ননদী কহয়ে তহিঁ কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুন বেরি॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুন পুন সে কহলুঁ ভানু নাম॥
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞান দাস চাতুরী উপদেশ কেল॥ ৭২৪॥

রসোদ্গারঃ (৮)।

(১)

তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু।

বিভাষ।

আজুক প্রেমক নাহিক ওর।
স্বপনহিঁ শুতলুঁ গৌরক কোর॥
পহুঁ মুখ হেরইতে পড়লহিঁ ভোর।
ঢরকি ঢরকি বহে লোচনে লোর॥
উচ-কুচ কাজরে হার উজোর।
ভিগল তিলক বসন রুচি মোর॥
মিটল অঙ্গ-বেশ রহু থোর।
বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর॥ ৭২৫ ॥

(২)

ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
শুতিয়া আছিলুঁ হাম গুরুজন সাথ॥
আধ রজনী যব পূরল চন্দা।
সুমলয় পবন বহয়ে অতি মন্দা॥

গৌরক প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা॥
গৌর গৌর করি উঠলুঁ রোই।
জাগল গুরুজন কহে পুন কোই॥
গৌর নাম সবে শুনল কাণে।
গুরুজন তবহিঁ করল চিতে আনে॥
চৌর চৌর করি উঠায়লুঁ ভাষ।
বাসুদেব ঘোষ কহে ঐছে বিলাস॥ ৭২৬॥

(৩)

তথা রাগ।

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয়ে শ্বাস।
দীপ করে লই লুবধ মাধব
আওল হামারি পাশ॥
সখি হে! কানু সে ঐছন ঢীট।
হরষে পরশে অধিক লালসে
বিষম তাকর দিঠ॥ ধ্রু॥
জাগাইবে ডরে লহু লহু করে
বসন কয়ল দূর।
কনক-গাগরী বেকত নেহারি
নিজ মনোরথ পূর॥

দীপের ছটায়   ঝটিতে জাগলুঁ

ভরমে কহলুঁ চোর।

ডরে চোর পাশে   আন্ধারে পশিলুঁ

সে মোরে কয়ল কোর॥

হাসিয়া রভসে   বান্ধি ভুজ পাশে

বিলসে অধিক সুখ।

চম্পতি-পতি   বেকত কহয়ে

চোরের নিলাজ মুখ॥ ৭২৭॥

(৪)

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥ ধ্রু॥
একলি আছিলুঁ ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এ দিগে ঝাঁপিতে তনু ও দিগে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাও পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক্ যাউ জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল যুবরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ৭২৮॥

(৫)

তথা রাগ।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহি উঠলুঁ হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহিঁ লাগল পাতল চীর॥
তাহিঁ বেকত ভেল সকল শরীর।
তঁহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তা পর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দিঠ।
উর মোড়ি বৈঠলুঁ হরি করি পিঠ॥
হাসি মুখ মোড়ই ঢীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানি।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানী॥ ৭২৯॥

(৬)

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥ ধ্রু॥
একলি শুতিয়া ছিলুঁ কুসুম-শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥

নূপুর রুণুঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহল নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়লুঁ হাস॥
কুন্তল-কুসুমদাম হরি নেল।
বরিহা-মাল পুনহিঁ মুঝে দেল॥
নাসা-মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহুঁ ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধল চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী পহুঁ সব রস ভাণ॥ ৭৩০॥

(৭)

তথা রাগ।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর।
তহিঁ রতি-টাট পিঠ রহু চোর॥
কিয়ে হাম আখরে কহলুঁ বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি যাই॥
না করহ আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥
পিঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানীক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥

কত মুখ মোড়ি অধর-রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস-কিরণ ভেল দশন বিকাশ॥
জাগল শাশ চলত তব্ কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৭৩১॥

(৮)

বিভাষ।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোরে বাম॥
কত দুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানি॥৭৩২॥

(৯)

আড়ানা।

অলখিতে আওল অলখিতে গেল।
না পূরল মনোরথ বেকত না ভেল॥

গুরুজন জাগল ভেল বিহান।
চরণ-লখণ হেরি আন বয়ান॥
হরি হরি কি করব কুলবতী হোই।
অঙ্গনে কানু-চরণ-চিহ্ন সোই॥
গুরুজন ভয়ে তব লেপইতে চাই।
বিরীতি বিশেষ লেপই না পাই॥
সংভ্রম ভেল মন ভ্রমে আনিবারি।
সো ডর ভাঙ্গল নয়নক বারি॥
যে পথে রাতি চলল রতি-চোর।
সে পথে মনোরথ গেলহিঁ মোর॥
দেহ রহল জনু সুধ পসারি।
কহ কবি শেখর প্রেম বিচারি॥ ৭৩৩॥

(১০)

দিনান্তরে।

ধানশী।

সখি! সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চললুঁ গেহ॥
ও ধরু আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥

ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর॥
ধরিতে ধরল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোর চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল তুহুঁক কাম॥ ৭৩৪॥

(১১)

তথা রাগ।

যাইতে যমুনা সিনানে।
সঙ্গহিঁ কাল সমানে॥
অলখিতে আওল কান।
হাম তব্ বঙ্ক বয়ান॥
ননদিনী আগে আগে যায়।
তহিঁ কিছু কহিতে না পায়॥
ও বর বিদগধ নাহ।
ইথে যে করল নিরবাহ॥ ধ্রু॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিতে শ্যাম-দেহ॥
অলখিতে চম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল॥

বিহি দিল কণ্টক হাতে।
চললিহুঁ অধমক সাথে॥
কয়লহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ॥ ৭৩৫॥

(১২)

দিনান্তরে।

একেশ্বরী যাইতে যমুনা তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর॥
অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দিঠহিঁ দিঠ পড়ল রহি লাজে॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায়॥
আন ছলে কত যে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত কুলজা-কুল নাশ॥
শুনইতে মধুর মুরলী-রব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি নিচোল॥
কি দেখিলুঁ কি শুনিলুঁ কহনে না যায়।
জ্ঞান দাস কহে পিরীতি যাহায়॥ ৭৩৬।

(১৩)

তথা রাগ।

বরুণক দেশ রজনী চলি গেল।
অরুণা অতি সুরপতি-দিগ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলি-নিবাসে।
বেশ কয়ল পিয়া বহু প্রীতি-আশে॥
আধ আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহক চিতহিঁ অতিশয় খেদ।
জ্ঞান দাস কহ বিহিক সম্ভেদ॥ ৭৩৭॥

(১৪)

তথা রাগ।

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞান দাস বলে ভাল মনে মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥ ৭৩৮॥

(১৫)

দিনান্তরে।

ধানশী।

একলি মন্দিরে　　শুতলি সুন্দরী
কোরহিঁ শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাকর　　পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি! পাওলি পিরীতিক ওর।
শ্যাম সুনাগর　　রসের সাগর
কঠিন হৃদয় তোর॥ ধ্রু॥
কস্তুরী চন্দন　　অঙ্গে বিলেপন
দেখিয়ে অধিক জোর।
বিবিধ কুসুমে　　বান্ধল কবরী
শিথিল না ভেল তোর॥
অমল কমল-　　বদন মাধুরী
না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনি　　ধরণী হেরসি
হাসি না কহসি বাত॥
কিবা রতি-পতি　　বসতি বিষয়ে
দেখিয়া দেয়লি ভঙ্গ।
জ্ঞান দাস কহে　　এ দোষ কাহার
দৈবে না ভেল সঙ্গ॥ ৭৩৯॥

(১৬)

সুহই।

সজনি! ও কথা কহিল নয়।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর
পড়িলুঁ কোরে ঘুমায়॥ ধ্রু॥
কত পরকারে চেতন করয়ে
চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি পাশ মোড়ি ফিরি
দুখেতে চলল ভোর॥
উঠিলুঁ জাগিয়া দেখি নাহি পিয়া
হৃদয়ে বাজল শেল।
আহা মরি মরি মদন-বাণেতে
জর জর ভৈ গেল॥
সে সব সোঙরি চিত বেয়াকুল
কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞান দাস কহে এ কথা শুনিতে
বিদরয়ে মোর হিয়া॥ ৭৪০॥

(১৭)

দিনান্তরে।

তথা রাগ।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥

ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি ॥
কি কহিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিলুঁ বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥
ননদী বোলয়ে হ্যাঁ লো কি না তোর হৈল।
কহে চণ্ডীদাস উহার কপালে যে ছিল ॥ ৭৪১ ॥

(১৮)

দিনান্তরে।

ধানশী।

একলি আছিলুঁ হাম গাঁথইতে হার।
সগরি খসল কুচ-চীর হামার ॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব কিয়ে নীবি-বন্ধ ॥
হাসি বহু-বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ লাজ রসাতল গেল ॥
করে কি বুজায়ব দূরহিঁ দীপ।
লাজে না যাওত এ কঠিন জীব ॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ ॥ ৭৪২ ॥

(১৯)

ললিত।

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিলুঁ সই।
যে ছিল করমে বন্ধুর ভরমে
মরম তোহারে কই॥
নিঁদের আলসে বন্ধুর ধাধসে
তাহারে করিলুঁ কোরে।
ননদী উঠিয়া বলিছে রুষিয়া
বন্ধুয়া পাইলি কারে॥
এত চীটপণা জানে কোন জনা
বুঝিলুঁ তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া পর-পতি লৈয়া
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়নে দেখিলুঁ তাই।
দাদা ঘরে এলে করিব গোচরে
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে
মরিয়া রহিলুঁ লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি
সঘনে আমারে তাজে॥

এক হাতে সখি　　　কচালিয়ে আঁখি
নয়ানে দেখিয়ে আর।
চণ্ডীদাসে কয়　　　কিবা কুল ভয়
কানুর পিরীতি যার॥ ৭৪৩॥

(২০)

তথা রাগ।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ।
বন্ধুর ভরমে ননদিনী কোরে নিলুঁ॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধ-ভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমনে এড়াব সখি সে পাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ ৭৪৪॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ষষ্ঠঃ পল্লবঃ।

সপ্তম পল্লব।

অভিসারানুরাগঃ (১)।

---

(১)

তদ্ভুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

গৌরাঙ্গ-চরিত কিছু কহনে না যায়।
পূরব সোঙরি পহুঁ মুহু মুহু ধায়॥
নিজ জনে কহে চল সুরধুনী-তীরে।
পশুপতি পূজিব বিপদ যাবে দূরে॥
ঐছন বচন সবে রচন করিয়া।
অগুরু চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়া॥
নিজ জন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজ-মণি।
কহে বিশ্বম্ভর গোরার যাইয়ে নিছনি॥৭৪৫॥

(২)

কামোদ।

সবহুঁ বধূজন চলু বৃন্দাবন
গৌরী আরাধন লাগি।

ঐছন মুগধ বচন রচন করি
গুরুজন অনুমতি মাগি ॥
হরি হরি কাঁহা শিখলি পরকার।
গুরুজনে বাঁচি মিছই বচনামৃতে
দিনহিঁ করল অভিসার ॥ ধ্রু ॥
বেশ বনায়ত ননদী শুনায়ত
চতুর সখী সঞে বাত।
গৌরী আরাধি মনোরথ পূরব
পশুপতি-নন্দন হাত ॥
বাসিত কুসুম কপূরিত তাম্বূল
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দ দাস পন্থ দরশায়ত
যাঁহা নাহি কণ্টক আঁচোর ॥ ৭৪৬ ॥

(৩)

তথা রাগ।

গৌরী আরাধন ছল করি সুন্দরী
মিললি নাগর সঙ্গে।
আগুসরি নাহ রাই কর ধরি তঁহি
আনল কৌতুক রঙ্গে ॥
কুণ্ডক তীরে কুঞ্জ অতি শীতল
বহতহিঁ মলয় সমীর।

কোকিল কুহরত কপোত ফুকারত
চৌদিশে শিখিকুল ফির॥
রাধা-মাধব কেলি-বিলাস।
দোঁহে দোঁহা বদন নেহারি ঘন চুম্বয়ে
কতহুঁ হাস পরিহাস॥ ধ্রু॥
চন্দন কুসুম- হার সব সখীগণ
দেয়ত কানুক অঙ্গে।
ঐছন সময়ে কবহুঁ রাধামোহন
হেরব সহচরী সঙ্গে॥ ৭৪৭॥

(৪)

বরাড়ী।

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দিরে।
বসিয়াছে বেদীর উপরে॥
হেম-মণি খচিত তাহাতে।
বিবিধ কুসুম চারি ভিতে॥
সখীগণ চৌদিগে বেড়িয়া।
বসিয়াছে দুহুঁ মুখ চাঞা॥
কুঞ্জের পূরবে সেই কুঞ্জ।
তাহে বেড়ি মধুকর গুঞ্জ॥
মলয় পবন বহে তায়।
তরু পর শারী শুক গায়॥

রাই কানু সে শোভা দেখয়ে।
এ যত্নন্দন নিরখয়ে॥ ৭৪৮॥

অত্র সম্ভোগ-পদং যথাসম্ভবং গেয়ং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং সপ্তমঃ পল্লবঃ।

অষ্টম পল্লব।

অথ আক্ষেপানুরাগঃ।

সখী প্রতি যথা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

সুহই।

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে।
নিরবধি ছল ছল আঁখি-জল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি
নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥

কি করিব কোথা যাব গোরা-অনুরাগে।
অনুখণ গোরা-প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥
গৌরাঙ্গ পিরীতি খানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম॥ ৭৪৯॥

(২)

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই! কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥ ৭৫০॥

(৩)

ভাটিয়ারী ।

সই ! এবে বলি কি আর কুল-ধরমে ।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিলে মরমে ॥
সই ! এবে বলি না রহে পরাণ ।
জাগিতে ঘুমিতে দেখি বাঁশিয়ার বয়ান ॥
সই ! এবে বলি তার কি সন্ধান ।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ ॥
সই ! এবে বলি কি রূপ দেখিলুঁ ।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিলুঁ ॥
সই ! এবে বলি কি রূপ সাজনি ।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যাম-রূপের নিছনি ॥
সই ! এবে বলি মনে তাই জাগে ।
গোবিন্দ দাস কহে নব অনুরাগে ॥ ৭৫১ ॥

(৪)

সখীর উক্তি ।

ধানশী ।

সুন্দরি ! ধরবি বচন হামার ।
কানুক-প্রেম-　　　রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার ॥ ধ্রু ॥
ধৈরজ লাজ　　　করণ তুয়া সমুচিত
শুনবি গুরুজন-ভাষ ।

আপনক মান আপে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস ॥
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুল-শীলবতী গুণবন্ত।
ঐছন তুহুঁ কুল হেরইতে উজোর
ধন-জন-গৌরব-অন্ত ॥
ভাব অন্তরে যব হোয়ব অঙ্কুর
আনতহিঁ দেয়বি চিত।
গোবিন্দ দাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগ-গতি বিপরীত ॥ ৭৫২ ॥

(৫)

ভাটিয়ারী।

সখি হে ! ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও ॥ ধ্রু ॥
নয়ন-পুতলী করি লইলুঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।

স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥ ৭৫৩ ॥

(৬)

ধানশী।

কানু-অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহ না বিচারি ॥
গুরুজন-নয়ন-পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারী ॥
কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব ॥
শুনি কহে সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল ॥
যৈছন যামিনী কৌমুদী ঘোর।
তৈছন বেশ বনায়ব তোর ॥
এতহুঁ কহই করু বেশ বনান।
ধনী অনুরাগিণী জ্ঞান দাস ভাণ ॥ ৭৫৪ ॥

(৭)

তথা রাগ।

কুন্দ-কুসুমে ভরু কবরীক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দনে চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহিঁ অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চান্দনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি-অভিসার-রভস-রসে ভোরী॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল।
রঙ্গ-পুতলী কিয়ে রস মাহা বুর॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল-কণ্টক কি করয়ে পার॥
সুরত-শিঙ্গার-কিরীতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস॥ ৭৫৫॥

(৮)

কামোদ।

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরণ-যুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি॥

পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটই
সোই আপনে করু সেবা॥ ধ্রু॥
হিমকর-শীতল নীরহিঁ তিতল
কর-তলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী-দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পন্থকি দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বূল পূরি
মধুর সম্ভাষই কান।
গোবিন্দ দাস ভণ নিতি নব নৌতুন
রাইক অমিয়া সিনান॥ ৭৫৬॥

(৯)

উভয়োত্তরানুরাগো যথা।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥

নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥ ৭৫৭॥

(১০)

তিরোতা ধানশী।

সুন্দরি! আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি॥ ধ্রু॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিগ-গণে
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥ ৭৫৮॥

(১১)

শ্রীরাগ।

তোমাতে আমাতে যেমত পিরীতি
ভাল সে জানহ তুমি।
লোক চরচাতে ভাসুর ভাওই
এমতি থাকিব আমি॥
আসিবা যাইবা দূরেতে থাকিবা
না চাবে আমার পানে।
বড়ই বিষম গুরু দুরজন
দেখিলে মরয়ে প্রাণে॥
তুমি যদি বল পরাণ-বন্ধু
তবে কুলে বা আমার কি।
ইঙ্গিত পাইলে সব সমাধিয়া
কুলে তিলাঞ্জলি দি॥
সে দুখ চাহিতে এ দুখ বড়ই
কহি কেহ নাহি দ্বেষী।
গোপত পিরীতি রাখিতে যুকতি
কহে রসময়ী দাসী॥ ৭৫৯॥

(১২)

সুহিনী।

দোঁহে কহি দুহুঁ অনুরাগ।
দুহুঁ প্রেম দুহুঁ হৃদে জাগ॥

তুহুঁ দোঁহা করু পরিহার।
তুহুঁ আলিঙ্গই কত বার॥
তুহুঁ বিম্বাধরে তুহুঁ দংশ।
তুহুঁ গুণ তুহুঁ পরশংস॥
তুহুঁ হেরি দোঁহার বয়ান।
তুহুঁ জন সজল-নয়ান॥
তুহুঁ কহ মধুরিম ভাষ।
নিরখয়ে যদুনাথ দাস॥ ৭৬০॥

(১৩)

ভূপালী।

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
মিলল তুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥
তহিঁ এক রঙ্গিণী পরম রসাল।
তুহুঁ গলে দেওল এক ফুলমাল॥
টুটব ভয়ে তুহুঁ পড়ু এক বন্ধ।
দৈবে ঘটাওল প্রেম-আনন্দ॥
সখী-মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।
তুহুঁ মেলি মালা সেই সখী গলে দেল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
তুহুঁ অধরামৃতে তুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও ময়ূর-শিখণ্ড পীত-বাস।
তুহুঁ গুণ গাওত গোবিন্দ দাস॥ ৭৬১॥

(১৪)

কেদার।

পেখলুঁ রে সখি ! যুগল-কিশোর।
কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জক ওর ॥ ধ্রু ॥

নব নব রূপ নিরুপম লাবণি
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুখ দোঁহে লখই না পারিয়ে
অছু পরিরম্ভণ ভাতি ॥
ঘন ঘন চুম্বনে লুবধ বদন দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ-উদ-বিন্দু।
হেরি হেরি মরম ভরম পরিপূরল
কো বিধুমণি কো ইন্দু ॥
সিন্দূর অরুণ চন্দন বিধু-মণ্ডল
সঘনে উদিত আধ মেলি।
গোবিন্দ দাস কহই ইহ অপরূপ
নব রাধা-মাধব কেলি ॥ ৭৬২ ॥

(১৫)

বিহাগড়া।

বিগলিত কুন্তল মণিময় কুণ্ডল
রুণুঝুনু আভরণ বাজ।
ঘামহিঁ অলকা তিলক বহি যাওত
ঘন দোলত মণিরাজ ॥

দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর- সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি॥ ধ্রু॥
গীমহিঁ ভুজযুগ উপর শশধর
কনক-ধরাধর মাঝ।
অপরূপ পবনে সঘনে জনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ॥
চঞ্চল চরণ- কমল মণি-নূপুর
সশবদ মঙ্গল পূর।
মনমথ কোটি মথন করু ঐছন
জ্ঞান দাস চিতে ফুর॥ ৭৬৩॥

(১৬)

ভূপালী।

দুহুঁ রসে ভোর হেরি পাঁচবাণ।
কেলি-কলা লিয়ে করত সন্ধান॥
দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহিঁ অচেতন যব্ পুন চুম্ব॥
বিপুল পুলক-বর স্বেদ সঞ্চার।
চির থির নয়নে নীর অনিবার॥
কাঁপয়ে থরহরি গদ গদ ভাষ।
দুহুঁ দোঁহা পরশনে কতহুঁ উল্লাস॥

আনআন-সঙ্গ-রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস ॥ ৭৬৪ ॥

(১৭)

রত্যন্তে মূর্চ্ছা।

বিহাগড়া।

রতি-সুখ-শয়ন নিবেশহিঁ সুন্দরী
প্রমুদিত-মানস ভেলি।
বিছুরল আন আন কেলি-কৌতুক
অনুগত নিধুবন-কেলি ॥
অদভুত মদন-বিলাস।
রাইক দেহ- দণ্ড পরিশোভিত
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ ॥ ধ্রু ॥
নিমীলিত নয়ন বয়ন-বর শোভন
অলখিত সহজহিঁ হাস।
অনধীন বাহু- বল্লী অরু সব অঙ্গ
তে উহ রহত উদাস ॥
বিগলিত অঙ্গ- রাগ অরু আভরণ
বিগলিত কুঞ্চিত কেশ।

রাধামোহন চিতে নিতি নিতি ভাবই
ঐছন প্রেম-আবেশ ॥ ৭৬৫ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং অষ্টমঃ পল্লবঃ।

নবম পল্লব

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

গান্ধার।

হরি হরি গোরা কেনে কাঁদে।
নিজ সহচরগণ পুছই কারণ
হেরই গোরামুখ-চাঁদে ॥ ধ্রু ॥
অরুণিত লোচন প্রেম-ভরে ভেল ডুন
ঝর ঝর ঝরে প্রেম-বারি।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিফল
খসয়ে উপরি উপরি ॥

সোঙরি বৃন্দাবন নিশাসই পুন পুন
আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ধরণী পড়ল মূরছিয়া॥
তঁহি প্রিয় গদাধর ধরিয়া করিল কোর
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।
পুন অট্ট অট্ট হাসে জগ-জন মন তোষে
বাসু ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥ ৭৬৬॥

(২)

কেদার।

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল
মদন-আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেন কাঞ্চন মণি যোড়॥
কোরহিঁ শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহুঁ মঝু মিটব
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ-মাধুরী বঙ্ক নেহারই
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥

এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই
মূরছিত হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ৭৬৭॥

(৩)

বিহাগড়া।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানলুঁ রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মূরছলি নাগর মূরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত-পুতলী সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দ দাস চিত সচকিত॥ ৭৬৮॥

(৪)

তথা রাগ।

রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ।
রোই কহই ধনী বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ-জলধি কব পঙরব হাম॥

নিকটহিঁ নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধই তাই॥
কানু চমকি তব্ রাই করু কোর।
গোবিন্দ দাস হেরি ভেল ভোর॥ ৭৬৯॥

(৫)

ধানশী।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখ-শশী দুখ দূরে গেল॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজল-নয়ানে আলিঙ্গন কেল॥
আঁচরে মোছায়ত নয়নক লোর।
যতনহিঁ দৃঢ় করি দুহুঁ করু কোর॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দ দাস তব্ দুহুঁ গুণ গায়॥ ৭৭০॥

অত্র সম্ভোগোচিত-পদং যথাসম্ভবং গেয়ং।

জয় জয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম অদভুত।
নিতুই নৌতুন প্রেম অনুরাগযুত॥ ইত্যাদি॥

(৬)

ধানশী।

শ্যামর-চন্দ্র　　গোরী যব বৈঠলি
নিধুবনে সখীগণ সঙ্গ।

চাতুরী রভস কলা কত কৌশল
কিয়ে কিয়ে মদন-তরঙ্গ ॥
সজনি! কো পুন ঐছন জান।
পিয় পিয় পিপিয়- নাদ শুনি আকুল
মূরছিত আন ভই আন ॥ ধ্রু ॥
ঢর ঢর লোরে নয়ন বহি যাওত
কত কত করুণা কোটি।
দন্তে তৃণহুঁ কহি প্রিয় দরশন দেহ
না হেরিয়ে হিয়া যাউ ফাটি ॥
বহুত বিনতি করে সখীর চরণে ধরে
কোরহিঁ শ্যাম না জান।
বিপরীত অচল সচল দেখি ঐছন
বল্লভ দাস রস গান ॥ ৭৭১ ॥

(৭)

শ্রীরাগ।

সজনি! প্রেমক কো কহ বিশেষ।
কানুক কোরে কলাবতী কাতর
কহত কানু পরদেশ ॥ ধ্রু ॥
চাঁদক হেরি সূরয করি ভাখয়ে
দিনহিঁ রজনী করি মান।
বিলপই তাপে তাপায়ত অন্তর
প্রিয়ক বিরহ করি ভাণ ॥

কব আওব হরি হরি সঞে পুছই
হসই রোই খেণে ভোরি।
সো গুণ গাই শ্বাস খেণে বাঢ়ই
ক্ষণহিঁ ক্ষণহিঁ তনু মোড়ি॥
বিধুমুখী-বদন কানু যব পোঁছল
নিজ পরিচয় কত ভাতি।
অনুভবি মদন কান্ত কিয়ে কামিনী
বল্লভ দাস সুখে মাতি॥ ৭৭২॥

(৮)

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ-পাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
এ সখি! আরতি কহনে না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঞি॥ ধ্রু॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন-বেদনে রহু জাগি॥

রাইক বিরহে কানু ভেল চমকিত
বয়ানে বাণী নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরী সেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দ দাস রহু দূর ॥ ৭৭৩ ॥

(৯)

তথা রাগ।

বহুখণে পরিচয় ভেল।
বিরহ-বেদন দূরে গেল ॥
দোঁহে দোঁহা কোরে আগোরি।
সহচরী হেরি বিভোরী ॥
অদভুত প্রেম-চরিত।
হেরইতে চমকিত চিত ॥
কোরহিঁ দেখিতে না পায়।
ঐছন না শুনি কোথায় ॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস।
দূরে গেও বিরহ-হুতাশ ॥
গোবিন্দ দাসক দাস।
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ ॥ ৭৭৪ ॥

ইত্যাদি শ্রীরাধিকায়াঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমবৈচিত্ত্যং।

(১)

সুহই।

আর কিয়ে কনক কষিল তনু সুন্দরী
দরশ পরশ মঝু হোয়।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি শুতল
আকুল-কণ্ঠে ঘন রোয়॥
সজনি! না বুঝিয়ে প্রেম-তরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥ ধ্রু॥
আর কিয়ে শ্রবণে শুনিব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়নহিঁ বয়ান- চান্দ কিয়ে হেরব
কৌমুদী হাস বিকাশ॥
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজ-বনিতাগণ হাস।
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ৭৭৫॥

(২)

তথা রাগ।

ধনী-কোরে বিনোদ নাগরবর ভুলিলা।
রোয়ত নীর বয়ান বহি গেলা॥
কোরে আকুল ভই মূরছিত ভেল।
সহচরীগণ কর বয়নহিঁ দেল॥
শ্বাস-হীন হেরি সবহুঁ বিভোর।
রোয়ত ধনী তব্ শ্যাম করি কোর॥
এক সখী যুগতি করল অনুপাম।
শ্রবণে কহই তব্ রাধা নাম॥
বহুখণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোড়॥
রোই রোই সুবদনী পরিচয় দেল।
কোরে কয়ল সব দুখ দূরে গেল॥
বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ।
হেরি চমকিত রাধাবল্লভ দাস॥ ৭৭৬॥

(৩)

দিনান্তরে।

বিহাগড়া।

রাধা-মাধব বিলসই কুঞ্জক মাঝ।
তনু তনু সরস পরশ-রস পিবই
কমলিনী মধুকর-রাজ॥ ধ্রু॥

সচকিত নাগর　　কাঁপই থর থর
শিথিল কয়ল সব অঙ্গ।
গদ গদ কহয়ে　　রাই ভেল অদরশ
কবে হোয়ব তছু সঙ্গ॥
সো ধনী-চাঁদ-　　বয়ন কিয়ে হেরব
শুনব অমিয়ামর বোল।
ইহ মঝু হৃদয়-　　তাপ কিয়ে মিটব
সোই করব কিয়ে কোল॥
ঐছন কতহুঁ　　বিলাপই মাধব
সহচরী দূরহিঁ হাস।
অপরূপ প্রেমে　　বিষাদিত অন্তর
কহতহিঁ মাধবী দাস॥ ৭৭৭॥

(৪)

মঙ্গল।

পরশিতে রাই-তনু　　আপনে ভুলল কানু
মূরছি পড়ল ধনী-কোর।
শ্যামক হেরইতে　　ধনী ভেল গদগদ
ঢরকি ঢরকি বহে লোর॥
শ্যাম মূরছিত হেরি　　চকিতে ললিতা ফেরি
রাধা-মন্ত্র শ্রুতি-মূলে দেল।

অঙ্গ মোড়াইয়া কানু নিরখই রাই-তনু
হেরি সখী চমকিত ভেল ॥
চিত্র-পুতলী যেন বেঢ়ল সখীগণ
নিরখই শ্যাম-মুখ-চন্দ ।
কি ভেল কি ভেল বলি ধাওল বিশাখা আলি
সব জনে লাগল ধন্দ ॥
শ্যামর-সুন্দর- বদন-সুধাকর
সুমুখী নেহারই সাধে ।
উপজল উল্লাস কহই মাধবী দাস
বিদগধ মাধব রাধে ॥ ৭৭৮ ॥

ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমবৈচিত্ত্যং ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং নবমঃ পল্লবঃ ।

দশম পল্লব।

অথ অনুরাগঃ।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥
অনুরাগো ভবেত্ত্রিধা রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ।
অভিসারানুরাগশ্চ জ্ঞায়ন্তে রসিকৈর্জনৈঃ॥

রূপানুরাগ (১)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

নিরবধি মোর মনে গোরা-রূপ লাগিয়াছে
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরা-রূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণি বাহির হৈতে চায়॥
কহ সখি! কি বুদ্ধি করিব।
গৃহপতি গুরুজন ভয় নাহি মোর মন
গোরা লাগি পরাণ তেজিব॥ ধ্রু॥

সব সুখ তেয়াগিলুঁ কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
গোরা বিনু আন নাহি ভায়।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি শুন হে মরম সখি
বাসু ঘোষ কি বলিবে তায় ॥ ৭৭৯ ॥

(২)

তথা রাগ।

নব-জলধর তনু থির বিজুরী জনু
পীত বসন বনি তায়।
চূড়া শিখি-দল বেড়িয়া মালতী-মাল
সৌরভে মধুকর ধায় ॥
শ্যাম-রূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিব মনে করি যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥ ধ্রু ॥
কিবা সেই মুখ-শশী উগারে অমিয়া-রাশি
আঁখি মোর মজিল তাহায়।
গুরুজন-ভয়ে যদি ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুণ আগুন উপজায় ॥
এ তিন ভুবনে যত রস-সুধা-নিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে।
এ দাস অনন্তে কয় হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জীয়ে ॥৭৮০॥

(৩)

হেরি মুখচন্দ্র-　　　　সুধারস-লহরী-

কিরণহিঁ ভুবন উজোর।

তিরপিত চাহি　　　　চকোরিণী-কামিনী-

লোচন নিশি দিশি ভোর ॥

সজনি! অব হাম না বুঝি বিধান।

অতিশয় আনন্দে　　　　বিঘিন ঘটাওল

হেরইতে ঝরয়ে নয়ান ॥ ধ্রু ॥

দারুণ দৈব　　　　কয়ল দুহুঁ লোচন

তাহে পলক নিরমাই।

তাহে অতি হরিষে　　　　এ দুহুঁ দিঠি পূরল

কৈছে হেরব মুখ চাই ॥

তাহে গুরু দুরুজন-　　　　লোচন কণ্টক

সঙ্কট কতহুঁ বিথার।

কুলবতী বাদ　　　　বিবাদ করত কত

ধৈরজ লাজ বিচার ॥

সবহুঁ উপেখি　　　　যাই বন পৈঠব

কানু গীমে করি হার।

নিরজনে রাতি　　　　দিবস সুখে হেরব

এহি দঢ়ায়লুঁ সার ॥

কি করব আন ধরম করম মত
জীবন-হীন জনু দেহ।
গোবিন্দ দাস ভণ মনমথ-মোহন
মিলনে কিয়ে করু কেহ ॥ ৭৮১ ॥

(২)

ভাটিয়ারী।

যো মুখ দেখিতে হিয়া বিদরয়ে
কে তাহে পরাণ ধরে।
ভালে সে কামিনী দিবস রজনী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে ॥
সই ! কি জানি কদম্ব-তলে।
ও রূপ দেখিয়া কুলে তিলাঞ্জলি
দিনু যমুনার জলে ॥ ধ্রু ॥
বঙ্কিম নয়ানে ভঙ্গিম চাহনি
তিলে পাসরিতে নারি।
এত দিনে সখি নিশ্চয় জানিলুঁ
মজিল কুলের নারী ॥
চাঁচর চুলে সে ফুলের কাঁচনি
সাজনি ময়ূর-পাখে।
বলরাম বলে কোন বা দারুণী
কুলের ধরম রাখে ॥ ৭৮২ ॥

(৫)

শ্রীরাগ।

রসের ভরে　　অঙ্গ না ধরে
হেলিয়া পড়িছে বায়।
অঙ্গ মোড়া দিয়া　　ত্রিভঙ্গ হইয়া
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥
রসিক নাগর　　হেরিয়া মরিলুঁ
কি শেল বাজিল মোরে।
গুরু পরিজন　　লাগে উচাটন
তরাসে পরাণ ঝরে॥
আঁখির ঠারে　　বুক বিদারে
ও বড় বিষম বাণ।
কুলবতী সতী　　পাপিনী যুবতী
রাখুক কুলের মান॥
হিয়া জর জর　　পরাণ ফাঁফর
দারুণ মুরলী-স্বরে।
ফুটিল হরিণী　　লোটায় ধরণী
কান্দিয়া মরয়ে ঘরে॥
মধুর বোলে　　পরাণ দোলে
তাহে পরমাদ হাস।
বলরাম কহে　　এবে সে নিশ্চয়ে
ছাড়িল ঘরের আশ॥ ৭৮৩॥

(৬)

সুহই।

তুই ভুরু কামের কামান।
নট কৈল কুল-অভিমান॥
কত ছাঁদে নয়ান ঢুলায়।
মন সনে পরাণ দোলায়॥
সে মোহন নাগর কিশোর।
মরমে পশিয়া রৈল মোর॥
কত না নাগরপণা জানে।
নিরখয়ে আধ নয়ানে॥
আধ মুচকি কথা কয়।
অবলা পরাণে কি তা সয়॥
কে না কৈল মনোহর বেশ।
সেই সে মজাইল সব দেশ॥
তিরী-বধে তার নাহি ভয়।
বলরামের মনে হেন লয়॥ ৭৮৪॥

(৭)

ধানশী তুড়ী।

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে।
ধরম করম হরে আধ আধ বোলে॥
রূপ দেখি কি না সে করিলুঁ।
বল করি জাতি প্রাণ পর-হাতে দিলুঁ॥ ধ্রু॥

নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁচনি।
কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান-নাচনি॥
কিসের লোকের ভয় কিবা গুরু-লাজে।
মধুর মূরতি সে লাগিল হিয়ার মাঝে॥
ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ।
কহে বলরাম ওই পিরীতের ফাঁদ॥ ৭৮৫॥

(৮)
শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপ খানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন-নাচনে॥
কি রূপ দেখিলুঁ সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে পরাণ ফাঁফর॥
সহজে মূরতি খানি বড়ই মধুর।
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চূর॥
আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি।
কুলেতে যতন করে কোন্ বা মুগধী॥
দেখিতে সে চাঁদমুখ জগ-মন হরে।
আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥
কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে।
বলরাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥ ৭৮৬॥

(৯)

তুড়ী।

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে॥
দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে।
কুলীন সাপিনী যেন গরল উগারে॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥
নিরবধি প্রাণ মোর শ্যাম-অনুরাগী।
যে মোরে ছাড়িতে বোলে হবে বধের ভাগী॥
জ্ঞান কহে যেই কহ সেই সে করিব।
শ্যাম বন্ধুর লাগি পরাণ হারাইব॥ ৭৮৭॥

(১০)

রামকেলি।

মলুঁ মলুঁ শ্যাম-অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ ধ্রু॥
জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥

চরণে চরণ থুঞা		অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলি লোলায়ে শ্যাম		কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায়		কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু রামানন্দের বাণী		দিবা নিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি॥ ৭৮৮॥

রূপানুরাগ (২)।

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

গৌরাঙ্গ লাবণ্য রূপে		কি কহিব এক মুখে
আর তাহে ফুলের কাঁচনি।
ও চাঁদ মুখের হাসি		জীব না গো হেন বাসি
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি॥
বিহি সে গঢ়ল রূপ ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন		সব লাগে উচাটন
পরাণ-পুতলী মোর কান্দে॥ ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি		করিল কুলের ঝি
আর তাহে নহি স্বতন্তরী।

গেল কুল লাজ ভয় পরাণ রহিবার নয়
মনের অনলে পুড়ে মরি ॥
কহিব কাহার আগে কহিলে পিরীতি ভাঙ্গে
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।
নয়নানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনি
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ-প্রেম-ফান্দে ॥ ৭৮৯ ॥

(২)

তথা রাগ।

তপত-কাঞ্চন- কান্তি কলেবর
উন্নত ভাঙর ভঙ্গী।
করিবর-কর জিনি বাহু সুবলনী
বিহি সে গঢ়ল বহু রঙ্গী ॥
গোরা-রূপ জগ-মনোহারী।
আপন বৈদগধি বিধাতা প্রকাশিত
বধিতে কুলবতী নারী ॥ ধ্রু ॥
আপাদ মস্তক পূর্ণ পুলকিত
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি আপহিঁ রোয়ত
হেরি কান্দয়ে পশু পাখী ॥
চান্দ-চন্দ্রিকা কুমুদ মল্লিকা
জিনিয়া মধুর মৃদু হাস।

মধুর বচনে　　অমিয়া সিঞ্চনে

নিছনি গোবিন্দ দাস ॥ ৭৯০ ॥

(৩)

মরি মরি আলো শ্যাম-রূপের বালাই লৈয়া।

কোন্ বিধি নিরমিল কত সুধা দিয়া ॥ ধ্রু ॥

শারদ বিধুবর　　ফুল্ল পুষ্কর

সুন্দরানন মণ্ডলে।

রত্ন মণিময়　　রবি সমোদিত

গণ্ডে নৃত্যতি কুণ্ডলে ॥

চারু চন্দ্রিক　　চূড়া চিক্কণ

চঞ্চরীগণ আবৃতে।

চমকিত হিয়া মোর ও রূপ দেখিতে ॥

সজল জলধর　　তিমির পুঞ্জর

ইন্দ্রনীল মনোরমে।

বন্ধুরাধর　　রঙ্গ সিন্দূর

নিন্দি বিম্বুক বিভ্রমে ॥

লোচনাঞ্চল　　বিমল চঞ্চল

বিষম-বাণ-সহোদরে।

শ্যাম-রূপ নিরখিতে হৃদয় বিদরে ॥

প্রবল ভুজবর　　নিন্দি করি-কর

কঙ্কণাঙ্গদ শোভনে।

নখর তীখণ রুচি বিলক্ষণ
গোপী-চিত্ত-প্রলোভনে ॥
হেম বিরচিত মুদ্রিকাযুত
পাণিশাখ মনোহরে।
ও রূপ দেখিতে প্রাণ কি জানি কি করে ॥
বিপুল বক্ষ শ্রীবৎস-লাঞ্ছন
তার-হার বিলম্বিতে।
কৃশিম মধ্যম উরগ বিক্রম
পীত অম্বর শোভিতে ॥
চরণ পল্লব শরণ বল্লব
মঞ্জু মঞ্জীর রঞ্জিতে।
মথুরা দাসের চিতে রহু অবিরতে ॥ ৭৯১ ॥

(৪)

সুহই।

বদন-চাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিলে গো
কে না কুন্দিলে দুটী আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী ॥
রতন কাড়িয়া অতি যতন করিয়া গো
কে না গঢ়িয়া দিল কাণে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে ॥

অমিয়া মধুর বোল　　সুধা খানি খানি গো
হাতের উপর লাগি পাও।
এমতি করিয়া যদি　　বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও॥
মদন-ফান্দ ও না　　চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি　　উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥
নাসিকার আগে দোলে　　এ গজ-মুকুতা গো
সোণায় মড়িত তার পাশে।
বিজুরী জড়িত যেন　　চাঁদের কণিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
করিবর-কর জিনি　　বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী　　পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ-রস মাগে॥
নাটুয়া ঠমকে যায়　　রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয়　　লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥ ৭৯২॥

(৫)

ভাটিয়ারী।

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরী চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মূরছা পায়॥
মরোঁ মরোঁ সই! ও রূপ নিছনি লৈয়া।
কি জানি কি ক্ষণে কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥ ধ্রু॥
ঢুলু ঢুলু ছুটি নয়ন-নাচনি
চাহনি মদন-বাণে।
তেরছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে
মরমে মরমে হানে॥
চন্দন-তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটী বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটাঞা লোটাঞা
কাতরে পরাণ কান্দে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগিয়া ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরাম দাস॥ ৭৯৩॥

(৬)

রামকেলি।

আলো সই! করিব কি।
পরাণ পরবশ জীবারে জী ॥
কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি।
রূপের নাহিক সীমা গুণের নিধি ॥
লখিল নহে রূপ লখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয় ॥
দেখিতে দেখিতে মনে এমনি লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয় ॥
যখন শ্যাম-বন্ধু বাঁশীটি পূরে।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে ॥
যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে ॥
নয়ান-কোণে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিলুঁ পণ ॥ ৭৯৪ ॥

(৭)

সিন্ধুড়া।

কিবা সে মোহন বেশ　　ভুলাইল সব দেশ
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে তারে　　জনম ভরিয়া গো
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা ॥

সই হাম কি করিলুঁ কেন বা সে বাঢ়াইলুঁ
কি শেল হানিল যেন বুকে।
জাতি কুল শীলে সই বজর পড়িল গো
কালা-রূপ দেখি চোখে চোখে॥
কিবা সে নয়ান-বাণ হিয়ায় হানিল গো
গরল ভরিয়া রৈল বুকে।
কোন বা পামরী নারী আপনা রাখয়ে গো
আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥
রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী।
বলরাম দাসে বলে সে অঙ্গ পরশ হলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥ ৭৯৫॥

(৮)

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥

সজনি! অব কি করিব উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর　　তনু মন মাতল
না গুণে ধরম ভয় লেশ॥ ধ্রু॥
নাসিকা সে অঙ্গের　　সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগণে　　বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি-তরজনে　　গুরুজন-গরজনে
কো জানে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ　　যদি হয়ে অনুরত
পুছত গোবিন্দ দাস॥ ৭৯৬॥

(৯)

তুড়ী।

কানড় কুসুম জিনি　　কালিয়া বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ　　জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে　　না চাইহ তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ॥ ধ্রু॥
আরতি পিরীতি মনে　　যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।

কালিয়া রভস কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে জ্বলে তনু ।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী-স্বর না মানে আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥ ৭৯৭ ॥

(১০)

শ্রীরাগ

কি রূপ দেখিলুঁ সই কদম্বের তলে ।
লখিতে নারিলুঁ রূপ নয়নের জলে ॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব ।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব ॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে ।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে ॥
গৃহকাজে নাহি মন কর নাহি সরে ।
শ্যাম-নাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে ॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মলুঁ লোক-লাজে ॥ ৭৯৮ ॥

(১১)

ভাটিয়ারী।

আগে পাছে চলে মোর　　　কত প্রিয় সহচরী
যমুনার জলে আজু যাই।
ঘোঙ্গট কাড়িতে রূপ　　　নয়ানে লাগিয়া গেল
সরম রহিল সেই ঠাঞি॥
আজু দেখিলুঁ রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর　　　না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে॥ ধ্রু॥
কেন বা চঞ্চল চিত　　　নিবারিতে নারি গো
মন মোর থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে　　　মূরুছা হইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে॥
ধীরে ধীরে পা খানি　　　বাড়াই কত ছল করি
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশীবদনে কহে　　　শুন অনুরাগিণি
পিরীতি-অনল না নিভাই॥ ৭৯৯॥

(১২)

তথা রাগ।

নব অনুরাগ ভরে　　　রহিতে না পারি ঘরে
চলে ধনী সখী এক সঙ্গে।

চলিতে না চলে পা ধরণে না যায় গা

কুঞ্জে মিলল হেন রঙ্গে ॥

দেখিয়া বিনোদ হরি আনিলেন আগুসরি

বসিলেন রসের আবেশে।

ধনী অনুরাগিণী কহয়ে সরস বাণী

শুনি নাগর প্রেম-জলে ভাসে ॥

সুবদনী কহে কথা যেমন অন্তরে ব্যথা

ছল ছল অরুণ নয়ানে।

গর্ব্ব হর্ষ রসাবেশ দৈন্য গ্লানি মোহ লেশ

গদ গদ মলিন বয়ানে ॥

আর কত ভাব তাহে শ্যাম-মন মোহে যাহে

ঈষদ বঙ্কিম তাহে মাখা।

প্রেমদাস কহে ধনি সরস বিরস জানি

রাখিতে না যায় পুন রাখা ॥ ৮০০ ॥

ইত্যাদি রূপানুরাগঃ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং দশমঃ পল্লবঃ।

একাদশ পল্লব।

অথ আক্ষেপানুরাগঃ।

স এব নানাবিধো যথা।

কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈব আত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।

দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণং প্রতি আক্ষেপো যথা

(১)

তত্রাদৌ শ্রীমহাপ্রভুঃ।

সুহই।

দেখি গোরা নীলাচল-নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইলা গোপী-ভাবে।
কহে পহুঁ করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমা না দেখিলে মরি।
উলটি না চাহ তুমি ফেরি॥
করিলা পিরীতিময় ফাঁদ।
হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥

এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
কহে গোরা করিয়া আবেশ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান।
রসরস বিরস বয়ান॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
কহে কিছু নরহরি দাস॥ ৮০১॥

(২)

ধানশী।

কুঞ্জহিঁ ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনী অনুরাগিণী সহজই বাম॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস॥
পহিলহিঁ যত তুহুঁ আরতি কেল।
সো অব দূরহিঁ দূরে রহি গেল॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর॥
তুয়া লাগি কুল শীল তেজিলুঁ হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞান দাস কহ নহে চতুরাই।
ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥ ৮০২॥

(৩)

শ্রীরাগ।

বন্ধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি　　করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ ॥ ধ্রু ॥
সুধার সমুদ্র　　সমুখে দেখিয়া
খাইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে　　গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে ॥
মো যদি জানিতাঙ　　অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল　　মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার　　ভরসা মরুক
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি　　তাহার নাহিক
ত্রিভাগ আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া　　যে জন মরয়ে
সেহ যদি করে আনে।
চণ্ডীদাসে কহে　　এমনি পিরীতি
করয়ে সুজন সনে ॥ ৮০৩ ॥

(৪)

গান্ধার।

ওহে শ্যাম! তু বড়ি সুজন জানি।
কি গুণে বাঢ়াইলা কি দোষে ছাড়িলা
নবীন পিরীতি খানি ॥ ধ্রু ॥
তোমার পিরীতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ
জনম অবধি যাবে ॥
ভাল হৈল কান দিলা সমাধান
বুঝিলাম অলপ কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিলাঙ
ভুবন ভরিল লাজে ॥
যখন আমার ছিল শুভ দিন,
তখন বাসিতা ভাল।
এখন এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল ॥
কহয়ে শেখর বন্ধুর পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে ॥ ৮০৪ ॥

(৫)

ধানশী।

বন্ধু কানাই! কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী　　কুলের ধরম রাখি
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥ ধ্রু॥
সহজে বরণ কাল　　তিমির-কাজর ভেল
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে　　কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥
যখন তোমার সনে　　পরিচয় নাহি ছিল
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি　　শুনিয়া না শুন তুমি
আঁখি তুলি সরমে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলা　　আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনে বনাইতা মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর　　হৃদয় উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী　　তাহে কুল-কামিনী
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি　　তোমা বই নাহি জানি
সকলি কহিলুঁ সবিশেষ॥

বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি ভরসা করিলুঁ মনে
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ আমারে সে দিলা লাজ
জ্ঞান দাস পড়ি রহু ধন্দ ॥ ৮০৫ ॥

(৬)

সিন্ধুড়া।

ওহে কানাই ! বুঝিলুঁ তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমতি তোমার রীত ॥ ধ্রু ॥
যখন আমাকে সদয় আছিলা
পিরীতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি হইয়া বিরাগী
নিদয় হইলা দড় ॥
বুঝিলুঁ মরমে যে ছিল করমে
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে খলের বচনে
পরাণ সোঁপিলুঁ তায় ॥
তোমার পিরীতি দেখিতে শুনিতে
যে দুখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক যে করে ভরসা
তোমার পিরীতি-রীতে ॥

দেখিতে শুনিতে মানুষ আকার
আছি না আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে যেমত পুড়িছে
সে দুখ কহিব কারে॥
পূরুবে জানিতাম হইবে এমতি
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞান দাস কহে ধৈরজ ধরহ
আপন সুখের কাজে॥ ৮০৬॥

(৭)

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
কোন বিধি সিরজিলে সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥ ৮০৭॥

(৮)

শ্রীরাগ।

সে কাল গেল বৈয়া বঁধু
সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি
কত না করিতা রৈয়া॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল
না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলা
আর চিনিবে কেনে॥
কুলি বেড়াঞা নাম লইয়া
ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত
লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিলুঁ
কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন
নাহি জানে কালা॥ ৮০৮॥

(৯)

শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

ধানশী।

সুন্দরি ! কাহে করসি তুহুঁ খেদ।

তুয়া বিনা রাতি　　দিবস হাম না জানিয়ে
কোন কয়ল তোহে ভেদ॥

তুয়া মুখ-চাঁদ　　হেরি মঝু মানস
অহনিশি তহিঁ রহি গেল।

নয়ন-কমল পর　　ভাঙ মদন-ধনু
তাহে উমতি মতি ভেল॥

কোটি রমণী তুয়া　　পায়ে নিরমঞ্ছিয়ে
তুহুঁ মঝু জীবন রাই।

তোহারি নাম গুণ　　অবিরত জপি হাম
সদাই হৃদয় তুয়া চাই॥

এত কহি মাধব　　ছল ছল লোচন
হৃদয় উপরে ধনী রাখি।

চরণ পরশি কহে　　হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তাহি সাখী॥ ৮০৯॥

(১০)

শ্রীমত্যা নিজোক্তিঃ।

সিন্ধুড়া।

কি বলিব আর বন্ধু কি বলিব আর।
নয়ানের লাজে না ছাড়ি লোকাচার॥
গোকুলে গোয়ালা-কুলে কেবা কি না বোলে।
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥
একে মরি মনোদুখে আরে গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া সুধায় হেন নাহি কোন জনা॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল॥
নিশি দিশি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কান্দি তোমা নাম লৈয়া॥
তোমা দেখিবারে বন্ধু আসি নানা ছলে।
লোক-ভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথ দাস বলে দড়াইলে হয়॥ ৮১০॥

(১১)

সুহই।

পরাণ কান্দয়ে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥

বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ-বন্ধু জান মোর মন॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেণে খেণে জীয়ে প্রাণ খেণে খেণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞান দাস কহে এই বিষম পিরীতি॥ ৮১১॥

(১২)

তূড়ী।

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভখিমু গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাসে কহে রাই ইহা না যুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥ ৮১২॥

(১৩)

আশাবরী।

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা।
তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা॥
তাহে আর ননদিনী করে অপমান।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥
মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।
চাদমুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে॥
এ তোমার ভুবন-মোহন রূপ খানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরু-ভয় লোক-লাজ নাহি পড়ে মনে।
কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥
কত পরকারে চিত করি নিবারণ।
তবু সে তোমার প্রেম নহে বিস্মরণ॥
তোমার পিরীতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া।
কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া॥ ৮১৩॥

(১৪)

গান্ধার।

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোর জ্বলন্ত আগুনি॥
শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন।
পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥

বন্ধু তোমায় কি বলিব আন।
যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ ॥ ধ্রু ॥
তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে।
লাজে মুখ নাহি তোলোঁ সতীর সমুখে ॥
এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি।
মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি ॥
বলরাম দাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ।
সকল নিছিয়া নিলুঁ তোমার পরিবাদ ॥ ৮১৪ ॥

(১৫)

তুড়ী।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপণা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়সীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞান দাস কহে তবে না রহে জীবন ॥ ৮১৫ ॥

(১৬)

সিন্ধুড়া।

যখনে পিরীতি কৈলা　　আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।

আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না যায় তমু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥ ৮১৬॥

সুহই

(১৭)

হেদে হে বিনোদরায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গুণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কি না ব্যথা।
একে মরি মনতুখে আর নানা কথা॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কাহার কথায় কিবা যায়॥ ৮১৭

(১৮)

ভাটিয়ারী।

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর-রীত।
আমি ত দুখিনী কুল-কলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা কহিলে কি যায়
পরাণ সহিছে যত॥
অনেক সাধের পিরীতি বন্ধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি মনে সে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি বিষম
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিচ্ছেদ হইলে বিপদ
এমত না হউ কেহু॥ ৮১৮॥

(১৯)

তুড়ী।

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥

কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জীতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি॥ ৮১৯॥

(২০)

ধানশী।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
শুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধু হে! তোমারে বুঝাই।
সবাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥ ধ্রু॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান॥
কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি।
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ৮২০॥

(২১)

তথা রাগ।

তোমার লাগিয়া বন্ধু যত দুখ পাই।
তাহা কি কহিতে পারি তোমার যে ঠাঞি ॥
একে প্রেম-জ্বালা তাহে গুরুর গঞ্জন।
নিরবধি প্রাণ মোর করে উচাটন ॥
পতি দুরমতি তাহে সদা দেয় গালি।
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ অতি কালী ॥
এ সব দুখেতে আমি দুখ নাহি গণি।
তোমা না দেখিতে পাই বিদরে পরাণি ॥
শুনিয়া নাগর কহে করি নিজ কোরে।
বুক ভাসিয়া গেল নয়ানের লোরে ॥
গদ গদ কহে নাগর কাতর বয়ানে।
পরাণ নিছিলুঁ রাই তোমার চরণে ॥
তুয়া গুণে বিকাইয়াছি কিনিয়াছ মোরে।
অধীন জনারে কেন কহ পুনর্ব্বারে ॥
যে কহ তাহাই করি নাহি কিছু ভয়।
যদু কহে এই ভাল আর কিছু নয় ॥ ৮২১ ॥

ইতি সাক্ষাৎ অনুরাগঃ।

অত্রান্তরে সম্ভোগপদানি গেয়ানি।

পুনশ্চ দিনান্তরে।

মুরলীং প্রতি আক্ষেপো যথা।

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহিনী।

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
ক্ষণে ক্ষণে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি-কুল নাশে॥
ধ্বনি কাণে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ-বিলাসে॥ ৮২২॥

(২)

শ্রীরাধায়া মুরলীং প্রতি আক্ষেপঃ।

তথা রাগ।

মুরলি রে! মিনতি করিয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি মেনে না বাজিও আর॥

খলের বদনে থাক   নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা   সে কি ছাড়ে খলপণা
তুমি কেনে হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে   রহিতে নারিলাঙ ঘরে
নিঝরে ঝরয়ে দু নয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে   কুল শীল গেল তবে
অবশেষ আছে মোর প্রাণ॥
যে বাজিলে সেই ভাল   ইথেই সকল গেল
তোঁরে আমি কহিলুঁ নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে ভণে   যে বংশীর গান শুনে
সে জন তেজই কুল-ভয়॥ ৮২৩॥

(৩)

সুহই।

শুন তোরে কি বলিব বাঁশি।
সতীকুল সকলি বিনাশী॥
গোবিন্দ-অধর-সুধারস।
পিয়া পিয়া মাতালি সাহস॥
জগত মোহসি মৃদুস্বরে।
রমসি শবদে যারে তারে॥
অথবা কি তুমি অতি দোষী।
বাঁশিনী-বাঁশের জাতে বাঁশী॥

দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ।
কেবল দারুণময়ী সেহ॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে।
কি করুণা সুকঠিন জনে॥ ৮২৪॥

সৃতিস্তে ধনুষশ্চ বংশবরতো বন্দে তয়োরন্তিমং
বিদ্ধো যেন জনস্তনুং বিরহয়ন্নান্তশ্চিরং তাম্যতি।
বিদ্ধানাং হৃদি মার-পত্রি-বিষমৈর্ধ্বানেষুভির্স্ত্বয়া
ক্রূরে বংশি ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশা॥

(৪)

আড়ানা।

ছিদ্র-জালে পূর্ণ তুমি শুন হে মুরলি।
অতি লঘু সুকঠিন অন্তর তোহারি॥
নীরস তোহার তনু গ্রন্থি তাহে হয়।
কৃষ্ণ-করে থাক তুমি কোন ভাগ্যোদয়॥
কৃষ্ণের অধরে তুমি রহ অনুক্ষণ।
তাহাতে পাইলা তার নিবিড় চুম্বন॥
যদুনাথ দাসে বোলে শুনহ মুরলি।
নারী-প্রাণ লওয়া হেন কোথায় পাইলি॥৮২৫॥

(৫)

বালা ধানশী।

শ্যামের মুরলি হৃদয় খুরলি
করিলি সকল নাশ।

মোহর মিনতি　　না শুনি আরতি
করহ বাজিতে আশ ॥
শুন শুন রে ধরম-নাশা।
দেব আরাধিয়া　　ও মুখ বান্ধিব
ঘুচাব তোমার আশা ॥ ধ্রু ॥
আমরা অবলা　　সহজে অখলা
দেখিয়া তোহারি লোভ।
অলপে অলপে　　সকল খাইয়া
জীবনে করহ ক্ষোভ ॥
এখনে আমরা　　সতর হইলুঁ
তেজহ এ সব আশ।
যাহার যেমন　　না ছাড়ে করণ
কহে মনোহর দাস ॥ ৮২৬ ॥

(৬)

সুহই।

গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দেও শ্যামের মুরলি ॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি ॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ-লোকের গঞ্জন ॥

তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞান দাস কহে উহার ওই সে বেভার॥ ৮২৭॥

ততো মুরলী-চরিত্রং সখীং প্রতি কথয়তি।

(৭)

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই।
খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥ ধ্রু॥
শ্যামের বাঁশীটী দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাস কহে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী॥ ৮২৮॥

(৮)

ধানশী।

কালা-গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম-ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে! বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥ ধ্রু॥
মুরলী সরল হ'য়ে বাঁকার মুখেতে র'য়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গ-দোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মসী লাভ॥ ৮২৯॥

(৯)

ধানশী।

কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোক লাজে॥

হাঁ রে সখি! কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥ ধ্রু॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাঙ।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাঙ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ ৮৩০॥

(১০)

তুড়ী।

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
গোকুল-যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ লীলা মিলায় শিলা
শুনিতে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন থকিত-গমন
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমেতে জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন-বাণে॥

কুলবতী-কুল　　করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে ।
চণ্ডীদাস ভণে　　রাখিও মরমে
কি মোহিনী কালা জানে ॥ ৮৩১ ॥

(১১)

সুহই ।

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায় ।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে ।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন ।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা ।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ ৮৩২ ॥

(১২)

পঠমঞ্জরী ।

কি কহিব রে সখি ইহ দুখ ওর ।
বাঁশী-নিশাস-গরলে তনু ভোর ॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ ॥
বিপুল পুলক পরিপূরয়ে দেহ ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥

গুরুজন সমুখহি ভাব-তরঙ্গ।
যতনহিঁ বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবি-বন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥ ৮৩৩॥

ইত্যাদি মুরলীং প্রতি আক্ষেপঃ।

নিজং প্রতি আক্ষেপো যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

গৌরাঙ্গচান্দের ভাব কহনে না যায়।
বিরলে বসিয়া পহুঁ করে হায় হায়॥
প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাঁহারে।
কহে মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনার নীরে॥
করিলুঁ দারুণ প্রেম আপনা আপনি।
দু কুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি॥
এত কহি গোরাচান্দ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥ ৮৩৪॥

(২)

পাহিড়া।

ধিক্ রহু নারীর যৌবনে।
পিরীতি করয়ে শঠ সনে ॥
যার লাগি প্রাণ সদা ঝুরে।
ফিরিয়া না চাহে সেই মোরে ॥
কি করিব তারে দোষ দিয়া।
না দেখিয়ে ললাট চিরিয়া ॥
আপনা আপনি বাঢ়াইলুঁ।
দুই কুলে কলঙ্ক রাখিলুঁ ॥
না করিলুঁ সুপুরুখ সঙ্গ।
সকল করিলুঁ হাম ভঙ্গ ॥
ছিয়ে ছিয়ে পাপ পরাণ।
অবহুঁ নাহিক বাহিরাণ ॥
এ পাপ পিরীতে নাহি আশ।
শুনি কহে নরহরি দাস ॥ ৮৩৫ ॥

(৩)

গান্ধার।

ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে ॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল ॥

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ায় ॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে ॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে ॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতি সেই বধয়ে পরাণ ॥ ৮৩৬ ॥

(৪)

তথা রাগ।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥

ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ৮৩৭॥

(৫)

শ্রীরাগ।

রাজার ঝিয়ারী　　কুলের বৌহারী
স্বামী-সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া　　এ তিন খোয়ালুঁ
হইলুঁ কুল খাঁকারী॥
সই! কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে সে জন　　নাহি দরশন
জগত ভরিল লাজে॥ ধ্রু॥
ধরম করম　　সব তেয়াগিলুঁ
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুল শীল　　সকলি মজিল
সে জনার পরিবাদে॥
ভাবিতে চিন্তিতে　　হিয়া জর জর
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম　　এ তিন আখর
কেবল দুখের খনি॥ ৮৩৮॥

(৬)

তথা রাগ।

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধিনী ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহু হেন জন হৈয়া প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর-পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনে মুই ঘুচাইলুঁ আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥ ৮৩৯॥

(৭)

তথা রাগ।

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন্ বিধি সিরজিল ছার কুলনারী॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাও চাঁদ সূরযের মুখ॥
কহ সখি! কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায়॥ ধ্রু॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তবু ত না গণে মনে এত পরমাদ॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥

আন-কথা কহোঁ যদি গুরুর সমুখে।
ভরমে তখনি মোর শ্যাম আইসে মুখে॥
ভাবিতে বিভোর তনু গদ গদ বাণী।
ধরিতে ধরণ না যায় দুটি আঁখির পানী॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥ ৮৪০॥

(৮)

তথা রাগ।

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ারের বাহির পরবাস।
আপনা বলিয়া বলে হেন নাহি ক্ষিতি-তলে
হেন ছারের হেন অভিলাষ॥
সখি হে! তুয়া পায়ে কি বলিব আর।
সে হেন দুলহ জনে অবিরত যার মনে
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার॥ ধ্রু॥
বুঝাইলুঁ অনুক্ষণ না বুঝে পামর মন
পিরীতি হইল মোর কাল।
তাহে ননদিনী-কথা শুনিতে মরমে ব্যথা
এ ঘর বসতি বড় জ্বাল॥
যত যত মনে করি নিশ্চয় করিতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।

ঘরে যত গুরুজন সব মোর রিপুগণ
কি করিব কি হবে উপায় ॥ ৮৪১ ॥

"ধিক্ রহু পরাধিনী নারী" ইত্যাদি গেয়ং।
ইত্যাদি নিজ প্রতি আক্ষেপ।

সখীং প্রতি আক্ষেপো যথা :

(১)

তত্তুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

আরে মোর গৌর কিশোর।
পূরুব প্রেম-রসে ভোর ॥
স্বরূপদামোদর রামরায়।
করে ধরি করে হায় হায় ॥
কহে মৃদু গদ গদ ভাষ।
ঘন বহে দীঘ নিশ্বাস ॥
মরম না বুঝে কেহ মোর।
কহে পহুঁ হইয়া বিভোর ॥
কেন বা এ প্রেম বাঢ়াইলুঁ।
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ ॥
নিঝরে ঝরয়ে দু নয়ান।
নরহরি মলিন বয়ান ॥ ৮৪২ ॥

(২)

তথা রাগ।

কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর ॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিলুঁ সে ভাবিয়া অন্তরে ॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে ॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া ॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশেঁ।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ৮৪৩ ॥

(৩)

সুহই।

কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তাঁরে না দেখায় ॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ কর পাসরিতে তারে ॥
এত দিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী ॥
আন ছলে রহি কত করে কাণাকাণি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী ॥ ৮৪৪ ॥

(৪)

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম
আমি হৈলাম দোষী ॥ ধ্রু ॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহির হইতে লোক-চরচায়
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া জগতের বৈরী
আপনা বলিব কারে ॥
তোমরা পরাণের বেথিত আছিলা
জীবনে মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে
কে-ছাড়ে আপন অঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন গোকুল কানাই
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া নিছিয়া লইলুঁ
অনাদি জনম ফলে ॥

রাধা বলি আর ডাকি না সুধাও
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা
বন্ধুয়া আপন হৈলে ॥ ৮৪৫ ॥

(৫)

তথা রাগ।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া ॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
চণ্ডীদাসে কহে কেন হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥৮৪৬॥

(৬)

ধানশী।

সখি হে! ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও ॥ ধ্রু ॥

নয়ান-পুতলী করি লইলুঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥ ৮৪৭॥

(৭)

তুড়ী।

আর কত বল সই আর কত বল।
নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল॥
যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে সেঁকি।
কস্তুরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম-নাম লেখি॥
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তবু ত দারুণ লোকে এত কথা কয়॥
জ্ঞান কহে বিনোদিনি নিবারহ চিতে।
কালায় মাতল মন কি করে কথাতে॥ ৮৪৮॥

(৮)

সিন্ধুড়া।

কি মোর এ ঘর　　দুয়ারে কাজ
লাজে কহিতে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে　　লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি॥
আপন ইচ্ছায়　　বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
এ কথা শুনিয়া　　যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল॥
কি আর বুঝাও　　কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া　　রসের পরাণ
জানি কারো পাছে হয়॥
কানু সে জীবন　　জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ অধিক　　নয়ান-পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা॥
গঞ্জে গুরুজন　　বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে　　অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া॥ ৮৪৯॥

দূতীং প্রতি আক্ষেপো যথা।

(১)

মল্লার।

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল দারুণ বেথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইলুঁ আপন মাথা॥
শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
কি ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী বিষজল ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিলুঁ আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে॥
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।

বারিক বারণ　　করল পবন
কুলিশ মিলিল শেষে ॥
লাখ হেম পাইয়া　　যতনে বান্ধিতে
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত　　করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥ ৮৫০ ॥

ইতি দূতী প্রতি আক্ষেপ।

বিধাতারং প্রতি আক্ষেপো যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সুহই।

কনক-চম্পক গোরাচান্দে।
ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে ॥
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি।
কে করিল আমারে বাউরী ॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
বিধিরে পাড়য়ে সদা গালি ॥
কহে ধিক্ বিধির বিধানে।
এমত যোটন করে কেনে ॥
কোন্ ভাবে কহে গোরারায়।
নরহরি সুধিয়া বেড়ায় ॥ ৮৫১ ॥

(২)

তেওট বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিলাম ছাই।
জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই॥
না দিলে রসিক মূঢ় মূরুখের সনে।
এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাহি দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখাজোখা॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥ ৮৫২॥

(৩)

তথা রাগ।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ-বন্ধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরুজন যত বন্ধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পোড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বন্ধুরে দেখি বুক ফাটি মরে॥

বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।
তোমার বন্ধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥৮৫৩॥

(৪)

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি　　　দিবস রজনী
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই　　　পাখী হৈয়া যাই
না দেখাই পাপ মুখ ॥
সই! বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া　　　আশা না পূরল
কলঙ্ক ঘুষিল লোকে ॥ ধ্রু ॥
হাম অভাগিনী　　　তাহে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে　　　যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা ॥
বিধি যদি শুনিত　　　মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়　　　এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ ॥ ৮৫৪ ॥

কন্দর্পং প্রতি আক্ষেপো যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

গৌরসুন্দর মোর।
কি লাগি একলে বসিয়া বিরলে
নয়নে গলয়ে লোর॥ ধ্রু॥
হরি-অনুরাগে আকুল অন্তর
গদ গদ মৃদু কহে।
সকল অকাজ করে মনসিজ
এত কি পরাণে সহে॥
অবলা-শরীর করে জর জর
মনের মাঝারে পশি।
কহিতে ঐছন পূরব বচন
অবনত মুখ-শশী॥
প্রলাপের পারা কিবা কহে গোরা
মরম কেহ না জানে।
পূরব চরিত সদা বিভাবিত
দাস নরহরি ভণে॥ ৮৫৫॥

(২)

ধানশী ।

পঞ্চবাণ-ধারী   পর-মন্দকারী
তোরে বা বলিব কি ।
তোর আকর্ষণে   পিরীতির ফাঁদে
আমি সে ঠেকিয়াছি ॥
এত দিনে তোর   মরম বুঝিলুঁ
অনঙ্গ তোহারি নাম ।
অঙ্গ বা থাকিলে   আর কি হইত
কি জানি কি গুণগাম ॥
মনের মাঝারে   পশিয়া নারীর
সরম করিলি দূর ।
তার প্রতিফল   হইবে তোমার
কহিলুঁ বচন গূঢ় ॥
কালার পিরীতি   লাগি তোর শরে
কাতর হৈয়াছি আমি ।
কহয়ে উদ্ধব   যে জন অন্তরে
তারে কি ছাড়িবে তুমি ॥ ৮৫৬ ॥

(৩)

তিরোতা ।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি ।
হাম নহুঁ শঙ্কর হুঁ বরনারী ॥

নহ জটা ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দূর-বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার।
নহ ফণি-রাজ উরে মণিহার ॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি-কমল ইহ না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥ ৮৫৭ ॥

(৪)

তথা রাগ।

মনমথ ! তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধে পরাণ পর পীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক ॥ ধ্রু ॥
ডাহিন নয়ন পিশুনগণ বারণ
পরিজন বামহিঁ আধ।
আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখলুঁ
তাহে ভেল এত পরমাদ ॥
পুর বাহির পথ করত গতাগত
কো নাহি হেরত কান।

তোহারি কুসুম শর　　কতিহুঁ না সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচবাণ ॥ ৮৫৮ ॥

(৫)

পুনশ্চ কন্দর্পরীতং সখীং প্রতি কথয়তি ।

ধানশী ।

কুলের বৈরী　　হইল মুরলী
করিল সকল নাশে ।
মদন কিরাতী　　মধুর যুবতী
ধরিতে আইল দেশে ॥
সই ! জীব না এমন বাসি ।
পিরীতি আঠা　　ননদী কাঁটা
পড়সী হইল ফাঁসী ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন মাঝে　　বেড়ায় সাজে
ধরিতে যুবতী জনা ।
যমুনার কূলে　　গাছের তলে
আসিয়া করিল থানা ॥
গাছের ডালে　　বসিয়া ভালে
তাক করে এক দিঠে ।
জড়াল আঠা　　না যায় কাটা
লাগিল পাখীর পিঠে ॥
পড়িয়া ভূমিতে　　ধড়ফড়াইতে
কিরাতে ধরিল পাখে ।

পাখে পাখা দিয়া বান্ধিল টানিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাসে কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয় পাখায় ধোয়ায়
তবে সে এড়ান দেখি ॥ ৮৫৯ ॥

(৬)

তথা রাগ।

আরে মনমথ! নাহি তুয়া ধরম-বিচার।
কো করু দোখ রোখ করু কা সঞে
বড় তুহুঁ মূরুখ গোঙার ॥
শুনইতে রূপ কলা গুণ-মাধুরী
তেঞি দিঠি হেরল কান।
সোই যোধ-পতি তাহে নাহি পারলি
হৃদয়ে হানলি পাঁচ বাণ ॥
কিয়ে গুণে রতি তোহে পতি করি মানল
নাম কে রাখল কাম।
নাশসি কাম কুলটা-পদ দেওসি
অব তোহে চিনলুঁ হাম ॥
দেবীপতি শিব জীব তুয়া রাখল
ছিয়ে ছিয়ে এ বড়ি দুখে।

তা সঞে বাদ　　সাধি যৈছে ধাওলি
　　তৈছে অনল দিল মুখে ॥
অব হাম শম্ভু　　আরাধব তুয়া লাগি
　　পুন তোহে করব বিনাশ।
বিরহিণীগণ যেন　　কিয়ে ঘর কিয়ে বন
　　যাঁহা তাঁহা সুখে করু বাস ॥
ধরণীক বাণী　　মান তুহুঁ সুন্দরি
　　শম্ভু আরাধবি কায়।
মনমথ কোটি　　মথন করু যো জন
　　সো তুয়া চরণ ধেয়ায় ॥ ৮৬০ ॥

গুরুগণাদীন্ প্রতি আক্ষেপো যথা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বরাড়ী।

গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈলুঁ।
গোপত পিরীতি ফাঁদে মুঞি সে ঠেকিলুঁ ॥
ঘরে গুরুজন-জ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিহি তাহে কুলনারী ॥
গোরা-রূপ মনে হৈলে হইয়ে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি ॥

রহিতে নারিলুঁ ঘরে কি করি উপায়।
যত্নু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায়॥ ৮৬১॥

(২)

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী-দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণ-ভাগী যথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥ ৮৬২॥

(৩)

শ্রীরাগ।

পরের রমণী ঘুচিবে কখনি
এমতি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই! যে বল সে বল মোরে।
শপতি করিয়া বলি দঢ়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে॥ ধ্রু॥

গুরুর গঞ্জন　　　মেঘের গর্জ্জন
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া　　　যাইব চলিয়া
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব　　　শুনিতে না পাব
এ পাপ-জনার কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে　　　হিয়া জুড়াইবে
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়　　　স্বতন্তরী হয়
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে　　　করিতে পারিলে
তবে সে এ তাপ ছুটে॥ ৮৬৩॥

(৪)

তথা রাগ।

ছার দেশে বসতি হৈল নাহি দোসর জনা।
মরমের মরমী নৈলে না জানে বেদনা॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদিনীর বচনে পাঁজরে বিন্ধে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বন্ধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন-কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়॥

বাশুলী-আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥ ৮৬৪ ॥

(৫)

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী ॥
বিনি ছলে ছলে সে সদাই ধরে চুলি।
হেন মন করে জলে প্রবেশিয়া মরি ॥
সতী-সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সই সমাধিয়ে ঘরে ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা তার যার অধিক পিরীতি ॥ ৮৬৫ ॥

(৬)

তথা রাগ।

গুরুজন-বচনে পাঁজর ধসি গেল।
পাড়াপড়সীর জ্বালায় প্রাণ সারা হৈল ॥
কত না সহিব আর সহিতে না পারি।
কহিতে কহিতে দুখ কহিতে না পারি ॥

এ দেশ ছাড়িয়া যাব রহিব কাননে।
এ পাপ লোকের মুখ না দেখি যেখানে ॥ ৮৬৬ ॥

(৭)

অত্র কুটিলায়াঃ সাক্ষাদুক্তিঃ।

গান্ধার।

এ কি পরমাদ আই।
লোকের বদনে　　শুনি যা শ্রবণে
তাহাই দেখিতে পাই ॥ ধ্রু ॥
তোমার আমার　　বাপের কুলেতে
কখন কথাটি নাই।
তবে কেন তুমি　　কানু কানু করি
সদাই জপহ রাই ॥
কানু নাম শুনি　　চমকি উঠহ
পুলক তাহার সাখী।
কালা-রূপ দেখি　　ছল ছল আঁখি
বেকত এ সব দেখি ॥
আমি ননদিনী　　সব রস জানি
পাশার যে চৌপিঠ।
কহে শিবরাম　　বুঝিলুঁ কথায়
তুমি সে বড়ই ঢীট ॥ ৮৬৭ ॥

(৮)

বরাড়ী।

ননদিনি লো ! মিছাই লোকের কথা।
যদি কানু সঙ্গে পিরীতি করি ত
শপতি তোমার মাথা ॥ ধ্রু ॥
নিজ পতি বিনে আন নাহি জানি
সেই সে আমার ভাল।
কোন গুণে যাই রাখালে ভজিব
যাহার বরণ কাল ॥
মণি মুকুতার আভরণ নাহি
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়ার উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে ॥
রাজা হৈয়া যারে দেখিতে না পারে
মায়ে বলে ননীচোরা।
কহে শিবরাম রাধার কলঙ্ক
মিছাই করিলি তোরা ॥ ৮৬৮ ॥

(৯)

সিন্ধুড়া।

সই ! এত কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলা আপন কাণে ॥ ধ্রু ॥

পরের কথায়　　এত কথা কহে
　　ইহাতে করিব কি।
কানু পরিবাদে　　ভুবন ভরিল
　　বৃথাই পরাণে জী॥
কানুরে পাইত　　এ সব কহিত
　　তবে বা সে বোল ভাল।
মিছা পরিবাদে　　বাদিনী হইয়া
　　প্রাণ জর জর হৈল॥
কে আছে বুঝাঞা　　শ্যামেরে কহিয়া
　　এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাস কহে　　ধৈর্য্য ধরি রহ
　　কে কিবা করিবে কার॥ ৮৬৯॥

(১০)

ধানশী।

ভাদরে দেখিলুঁ নটচাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু-পরিবাদে।
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যাম নাগর তোলাই সদাই পাড়ে গালি॥

এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিলুঁ এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥ ৮৭০॥

(১১)

তথা রাগ।

ইহ গুরু-গঞ্জন বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিলুঁ অপরাধ॥
ননদী-নয়ন-জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়াপড়সী॥
জ্ঞান দাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই॥ ৮৭১॥

প্রেম প্রতি আক্ষেপ যথা।

(১)

পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতির কথা॥ ধ্রু॥

সই ! কে বলে পিরীতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে　　পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল ॥

কুলবতী হৈয়া　　কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।

তুষের অনল　　যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে ॥

হাম অভাগিনী　　এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি।

চণ্ডীদাস কহে　　যে গতি হইল
পরাণ সংশয় দেখি ॥ ৮৭২ ॥

(২)

শ্রীরাগ।

পিরীতি-মূরতি　　কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান-কোণে।

পিরীতি বলিয়া　　নাম শুনইতে
মুদিয়া রহিব কাণে ॥

সখি ! আর কি বলিব তোরে।

পিরীতি বলিয়া　　এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে ॥ ধ্রু ॥

পিরীতি-আরতি　　কভু না করিব
শয়নে স্বপনে মনে।

পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া
রহিব গহন বনে ॥
পিরীতি-পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জ-বাস।
পিরীতি-বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥ ৮৭৩ ॥

(৩)

তথা রাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন-জ্বালা জলের শিহালা
পড়সী-জীয়ল-মাছে।
কুল-পানীফল কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইল যদি।

অন্তর বাহিরে　　কুটু কুটু করে
　　সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস　　শুন বিনোদিনি
　　সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া　　যে করে পিরীতি
　　দুখ যায় তার ঠাঞি ॥ ৮৭৪ ॥

(৪)

সুহিনী।

শুন সহচরি　　না কর চাতুরী
　　সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি　　কানুর পিরীতি
　　কোথাই তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে　　টিকে কোন স্থানে
　　সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে　　পারাপার করে
　　কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান　　হব সাবধান
　　না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে　　বচনে তেজিব
　　সোঙরি তাহার পা ॥
সখী কহে সার　　দেখি নৈরাকার
　　স্বরূপ কহিবে কে।

অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহিরে সে ॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গী।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গী ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি-বাস ॥ ৮৭৫ ॥

(৫)

তথা রাগ।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে ॥
সই! এ কথা কহিল নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে ॥ ধ্রু ॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।

পুন নিদারুণ　　শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ ॥
কপট পিরীতি　　আরতি বাঢ়াঞা
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায়　　কুলের খাঁকার
জগত ভরিল লাজে ॥
হইতে হইতে　　অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে　　তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেলুঁ ॥
এমতি পিরীতি　　না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম　　হয় দুখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ৮৭৬ ॥

(৬)

তথা রাগ।

পিরীতি পিরীতি　　কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে　　পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে ॥
পিরীতি বলিয়া　　এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।

পিরীতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটল
পরাণ-পুতলী যথা ॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥ ৮৭৭ ॥

(৭)

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিলুঁ প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ যে হইল
সাধল মরণ নিজ ॥
সই! প্রেম-তরু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল ॥ ধ্রু ॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিলুঁ সখীর মুখে।

অমিয়া বলিয়া　　　গরল কিনিয়া
খাইলুঁ আপন সুখে ॥
অমিয়া হইত　　　স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি　　　শেষে হেন রীতি
জানিলুঁ পুণ্যের বলে ॥
যত মনে ছিল　　　সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে　　　পরশন বিনে
কেমনে ধরিবে দেহা ॥ ৮৭৮ ॥

(৮)

তথা রাগ।

কানুর পিরীতি　　　চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া　　　হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয় ॥
সই ! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া　　　হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল ফিরা ॥ ধ্রু ॥
পরশ পাথর　　　বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।

মুঁই অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইলুঁ এতেক শোকে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়াপড়সী ডাহিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইবা কোথা॥ ৮৭৯॥

(৯)

তথা রাগ।

আপনা খাইলুঁ সোণা যে কিনিলুঁ
ভূষণে ভূষিব দেহ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ॥
সই। মদন-সোণারে না চিনে সোণা।

সোণা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা ॥ ধ্রু ॥
প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলকে দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে ॥
যেন মোর মতি তেমতি এ গতি
ভাবিয়া দেখিলুঁ চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিলুঁ ভিতে ॥
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহি ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ ॥
চণ্ডীদাসে কহে বাশুলী কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায় ॥ ৮৮০ ॥

(১০)

তথা রাগ।

কানুর পিরীতি মরমে বেয়াধি
হইল এতেক দিনে।

মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে যাইবে
কি না করিব বিধানে ॥
সই ! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা ॥ ধ্রু ॥

শয়নে স্বপনে না করিয়ে মনে
ধরম গণিয়া থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন
অন্তরে জ্বালয়ে উকি ॥

সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর-কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে ॥

কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে ॥

চণ্ডীদাস মন বাশুলী চরণ
আদেশে রজক নারী।
সহিতে সহিবে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি ॥ ৮৮১ ॥

(১১)

তথা রাগ।

যাবত জনমে　　কি হৈল করমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে　　পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল॥
সই! বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে　　নারি আর চিতে
মরম কহিলুঁ তোরে॥
ননদী-বচনে　　জ্বলিছে পরাণে
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি　　মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায়　　ঘুচয়ে দায়
এ বোল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে　　এমতি হইলে
মরিবে তাহারা শোকে॥ ৮৮২॥

(১২)

ধানশী।

আমরা সরল　　পিরীতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রীতি　　বিছুরিলুঁ পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥

সই। দৈবে হৈল হেন মতি।

অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল

ঐছন পিরীতি-রীতি॥ ধ্রু॥

মাটি খোদাইয়া খাল বানাইয়া

উপরে দেওল চাপ।

আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া

এমন করয়ে পাপ॥

নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈয়া

ছাড়য়ে অগাধ জলে।

ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি

উঠিতে নারিয়ে কূলে॥

এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া

চলিল আপন ঘরে।

চণ্ডীদাসে কয় এমতি সে হয়

তুমি সে ভাবহ তারে॥ ৮৮৩॥

(১৩)

তথা রাগ।

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিলুঁ

শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।

পরিণামে এত দুখ হবে ব'লে

কোন অভাগিনী জাঁনে॥

সই! পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত　　দুখ হবে ব'লে
স্বপনে নাহিক জানি॥ ধ্রু॥
সে হেন কালিয়া　　নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন-আশে　　যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥
বল না কি বুদ্ধি　　করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি　　পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাসে কহে　　শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের　　সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ৮৮৪॥

(১৪)

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম　　যতনে আনিয়া
গাঁথিলুঁ পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল　　পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥

সই। ম্যালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥ ধ্রু॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মূল হৈল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিলে না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥ ৮৮৫॥

(১৫)

তথা রাগ।

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলুঁ
জ্বালাতে জ্বলিল দে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥

সই ! ভোজন বিস্বাদ হৈল।

কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥

পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়াইলুঁ তাতে।
তবে সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ-গুণ আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥ ৮৮৬ ॥

(১৬)

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডুরি ॥

তেমতি নহিল যার এমতি বেভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাসে কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥ ৮৮৭॥

(১৭)

তথা রাগ।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক-চরচাতে।
হেন মন করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু-পরিবাদ হৈল পুড়ে মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে॥
জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥ ৮৮৮॥

(১৮)

ধানশী।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ
অনলে পুড়িয়া গেল।

অমিয়া-সাগরে　　সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি হে ! কি মোর করমে লেখি ।
শীতল বলিয়া　　ও চাঁদ সেবিলুঁ
ভানুর কিরণ দেখি ॥ ধ্রু ॥
নিচল ছাড়িয়া　　উচলে উঠিতে
পড়িলুঁ অগাধ জলে ।
লছিমী চাহিতে　　দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারালুঁ হেলে ॥
পিয়াস লাগিয়া　　জলদ সেবিলুঁ
বজর পড়িয়া গেল ।
জ্ঞান দাস কহে　　কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল ॥ ৮৮৯ ॥

(১৯)

সিন্ধুড়া ।

এ দেশে না রব সই দূরদেশে যাব ।
এ পাপ পিরীতের কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে ।
এমতি বিষম ব্যথা জ্বালি দিবে সে ॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে ।
যে কহে তাহার আর না হেরি বয়ানে ॥

পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে ইহার গুরু তুমি ॥ ৮৯০ ॥

প্রেম প্রতি আক্ষেপ (২)।

(১)

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে
ঘুচাই মনের ব্যথা ॥
পিরীতি-মূরতি পিরীতি-রতন
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
ভাগ্য করিয়াছিল ॥
সই। পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা ॥ ধ্রু ॥
যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥

গোকুল নগরে　　কেবা কি না করে
অবোধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে　　মরুক সে জনে
পর-চরচায় থাকে ॥ ৮৯১ ॥

(২)

শ্রীরাগ।

এই মোর মনে　　হয় রাতি দিনে
ইহা বহি নাহি আর।
পিরীতি বলিয়া　　এ তিন আখর
এ তিন ভুবন-সার ॥
বিহি একচিতে　　ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সায়র　　মন্থন করিতে
তাতে উপজিল রী ॥
পুন যে মথিয়া　　অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের　　এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি ॥
যাহার মরমে　　পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম　　সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার ॥

এ হেন পিরীতি না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ৮৯২॥

(৩)

তথা রাগ।

পিরীতি বলিয়া একটী কমল
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল- লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঞি সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥
সই! এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে॥ ধ্রু॥
ধরম করম লোক চরচাতে
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে॥

চণ্ডীদাসে কহে শুন লো সুন্দরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি-রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার ॥ ৮৯৩ ॥

(৪)

তথা রাগ।

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময় ॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমতে গড়িল দে ॥ ধ্রু ॥
সাগর মাঝারে থাকয়ে অমিয়া
কেমনে পাইবে সে।
মদন মাদন পাইল কোন স্থান
রসে নিরমিল দে ॥
তিন তিন গুণে বিন্ধিলেক ঘুণে
পাঁজর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল ॥

এমন অকাজ করে কোন রাজ
বুঝিতে নারিলুঁ মোরা।
কুলের ধরমে তেজিলুঁ মরমে
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাসে কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে॥ ৮৯৪॥

(৫)

তথা রাগ।

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥ ধ্রু॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥
পিরীত মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতে আপনা বেচিলুঁ
নিছি দিলুঁ জাতি কুল॥

সে রূপ-সায়রে　　নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে　　ডুবিল যে চিতে
নিবারিব কিবা দিয়া॥
খাইতে খাইছি　　শুইতে শুইছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে　　ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে তুয়ারে॥ ৮৯৫ ॥

(৬)

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত তুখ পাই।
চাঁদ-মুখের মধুর হাসি তিলেকে জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥৮৯৬॥

(৭)

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি মূরতি হইলে
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণে পিরীতে সমান করিলে
কে তারে জীয়ন্ত বলে॥
যদি হাম শ্যাম বন্ধু লাগি পাঙ
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ সমান পিরীতি-রতন
জুঁখিনু হৃদয়-তূলে।
পিরীতি-রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥
জাতি কুল বলি দিলুঁ তিলাঞ্জলি
আর সতী-চরচাতে।
তনু ধন জন জীবন যৌবন
নিছিলুঁ কালা-পিরীতে॥
হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব
পরাণে পরাণে জড়া।
কি জানি কি খেণে কি দিয়া কি কৈলে
মরিলে না যায় ছাড়া॥

তিলেকে মরিয়ে　　যদি না দেখিয়ে
　　শয়নে স্বপনে বন্ধু ।
কহে চণ্ডীদাস　　মরমে রহল
　　পিরীতি অমিয়া-সিন্ধু ॥ ৮৯৭ ॥

(৮)

তথা রাগ ।

কানু-পরিবাদ　　মনে ছিল সাধ
　　সফল করিল বিধি ।
কুজন-বচনে　　ছাড়িতে নারিব
　　সে হেন গুণের নিধি ॥
বন্ধুর পিরীতি　　শেলের ঘা
　　পহিলে সহিলুঁ বুকে ।
দেখিতে দেখিতে　　ব্যথাটি বাঢ়িল
　　এ দুখ কহিব কাকে ॥
হিয়া দগ দগ　　করে নিরন্তর
　　যারেঁ না দেখিলে মরি ।
হিয়ার ভিতরে　　কি শেল সাঁধাইল
　　বল না কি বুদ্ধি করি ॥
অন্য ব্যথা নয়　　বোধে সোধে রয়
　　হিয়ার মাঝারে থুইয়া ।
কোন কুলবতী　　কুল মজাইয়া
　　কেমনে রৈয়াছে সইয়া ॥

অবলা অখল হৃদয় সরল
কথায় ভুলিয়া গেলুঁ।
পরের কথায় পিরীতি করিয়া
জনম কান্দিয়া মলুঁ॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল দুখের ঘর॥ ৮৯৮॥

(৯)

শ্রীরাগ।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥
তেজিল কুল শীল এ লোক-লাজ।
কি গুরু-গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈলুঁ।
যে ইহায় বিরতি তারে জীয়ন্তে মেলুঁ॥
যে চিতে দঢ়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥
ঠেকিলুঁ প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে জ্ঞান দাস না করে আশ॥ ৮৯৯॥

(১০)

সুহই।

কানু সে জীবন　　জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক　　হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা ॥
তোরা কুলবতী　　ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ　　শ্যাম-বন্ধু বিনু
আর কেহ মোর নয় ॥
কি আর বুঝাও　　কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া　　রসের পরাণ
আর কার জানি হয় ॥
যে মোর করমে　　লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী　　দেখিলে কুমতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে ॥
গুরু দুরুজন　　বলু কুবচন
না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞান দাস কয়　　কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ ৯০০ ॥

অনুরাগঃ প্রকারান্তরং যথা।

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥
যেই দিগে পড়ে দিঠি সেই দিগে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি ॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরা-রূপ মরমে লাগিল ॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষে বলে গোরা রমণী-মোহন ॥ ৯০১ ॥

(২)

তুড়ী।

মুঞি যদি বলোঁ পাসরোঁ কান
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার মুখ নাহি দেখি
নিঝরে ঝরে নয়ান ॥
শুন শুন শুন পরাণের সই
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন জীবন ভেল পরাধীন
কি আর করিব লাজে ॥ ধ্রু ॥

শ্যামের নামে সে   পরাণ উছলে
ঐছন হয় অকাজে।
যদি, শুনিতে না চাহোঁ   কানুর বচন
কাণে সে মুরলী বাজে॥
যদি, চলিতে না চাহোঁ   কানুর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দ দাস কহে   কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে॥ ৯০২॥

(৩)

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ   যছু নব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেল।
দরশনে তাকর   এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেল॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি   বিঘন বাঢ়াওল
কানু-সমাগম মাঝ॥ ধ্রু॥
যা সঞে কেলি-   কলা-রস-লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি-   পরশে তনু পরবশ
তবহিঁ অচেতন ভেল॥

হিয়া ঘন-সার হার নাহি পহিরলুঁ
যাক পরশ-রস-আশে।
তাক বিচ্ছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে ॥ ৯০৩ ॥

(৪)

কামোদ।

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন
পরশ-রসায়ন সঙ্গ ॥
এ সখি! রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ সাগর
কো ধনী বিছুরয়ে পার ॥ ধ্রু ॥
গুরুজন-গঞ্জন গৃহপতি-তরজন
কুলবতী-কুবচন ভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটই
মধুর মুরলী আশোয়াস ॥
কিয়ে করব কুল দিবস-দীপ তুল
প্রেম-পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত
লাজক জালে আগোর ॥ ৯০৪ ॥

(৫)

কৌ রাগিণী।

অরুণ উদয় কালে　　ব্রজ-শিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে　　আর দিঠি পথ পানে
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥

সজনি! না জানি কি হয় প্রেম লাগি।
দারুণ পিরীতি পর-　　বোধ না মানই
কত চিতে নিবারিব আগি॥ ধ্রু॥

একে কুল-কামিনী　　তাহে নব-যৌবনী
আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি-বিষম-শরে　　রহিতে না পারি ঘরে
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি দিশি অবিরত　　জাগিতে ঘুমিতে কত
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞান দাস বলে　　আকুল নয়ান-জলে
তিল আধ থির নাহি পাই॥ ৯০৫॥

(৬)

ভূপালী।

শুন শুন বিনোদিনি রাই।
তোহে পুন কহিয়ে বুঝাই॥

কান্নুক ভাব যব হোই।
হিয় মাহা রাখবি গোই ॥
কোই জনু লখই না পার।
বেকত করবি কুলাচার ॥
কানু উয়ব হিয় মাহা।
আন ছলে বিছুরবি তাহা ॥
গুরু দুরুজন তুয়া পাপ।
দেখিলে দেয়ব বহু তাপ ॥
থির করবি সদা চিত।
যৈছন কুলবতী-রীত ॥
পুন জনি ভাবহ আন।
ইহ কবি শেখর ভাণ ॥ ৯০৬ ॥

(৭)

বরাড়ী।

কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥
সই! লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ ॥ ধ্রু ॥

যমুনা-সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা॥ ৯০৭॥

(৮)

তথা রাগ।

জীবারে নহোঁ মুই জীবারে নহোঁ নহোঁ
জীবারে নহে মোর সাধ।
যাহার সনে সই পরিচয় নাহি মোর
তার সনে কহে পরিবাদ॥
কেমন কানাই সেই কেমন মূরতি সই
কেমন বা তাহার বেভার।
রাধার বন্ধুয়া বলি সব লোকে ডাকে তারে
সেই মোর কুলের খাঁকার॥
কাহারে কহিব দুখ কেবা মোর জানে গো
পরাণ হইল সে ফাঁফর।
তাহার সনে যদি পিরীতি হইত গো
তবে সে কহিতে ভাল মোর॥ ৯০৮॥

(৯)

সিন্ধুড়া।

যে দিগে কানুর ঘর সে দিগে না বসি।
সতী-সাধে সে দিগের বাও না পরশি॥
তবু ত দারুণ লোকে নানা কথা কয়।
দুখের উপর দুখ আছয়ে হৃদয়॥
কাহারে কহিব দুখ কে মোর হিতাশী।
পরের কথায় প্রাণ পোড়ে দিবানিশি॥
শিবা কহে সুবদনি বুকে না হানিবে।
কুবাদিনী লোকের কথায় কিবা হবে॥ ৯০৯॥

"ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে" ইত্যাদি গেয়ং।

(১০)

সুহই।

যারে মুই না দেখোঁ নয়ানে।
কলঙ্ক তোলয়ে তার সনে॥
নগরে আছয়ে কত নারী।
কে না চাহে শ্যাম পানে ফিরি॥
কে না পিরীতি নাহি করে।
গুরুজন নাহি কার ঘরে॥
মোর হৈল সব বিপরীত।
জগতে করিল স্থাপিত॥

যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে।
তাহা যেন দেখিল এখানে॥
বলরাম কহে পাপ লোকে।
মিছা কথা কহে পরতেকে॥ ৯১০॥

অথ প্রেম-বিচার।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

ভাব-ভরে গর গর চিত।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে না পায় সম্বিত॥
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কাঁদে পূরুব সুলেহ॥
নাচে পহুঁ গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোকুল-পতি সঙ্কীর্ত্তন মাঝ॥ ধ্রু
নিজ পর কিছুই না জানে।
দীনহীন উত্তম অধম নাহি মানে॥
প্রিয় গদাধর-কর ধরি।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥
ডগ মগ আনন্দ-হিলোলে।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভকতের কোলে॥

গোরা-রসে সব রসময়।
না দরবে বলরাম পাষাণ-হৃদয়॥ ৯১১॥

(২)

পরস্পর সখ্যুক্তি।

সুহই।

সো কুলবতী অতি দুলহ গতাগতি
পতি দুরমতি খুর-ধার।
পাপিয় পিরীতি এতহুঁ না সমুঝয়ে
দোসর মদন গোঙার॥

সজনি। রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ কবহুঁ দূর নহ
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র॥ ধ্রু॥

দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন জীবন জর জর
কহত কিয়ে সমাধান॥

বিছুরত মরমে মরম মাহা পৈঠত
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলন মিলন দুহুঁ ভেল সমতুল
গোবিন্দ দাস ভালে জান॥ ৯১২॥

(৩)

বরাড়ী।

তুহুঁ রসময়-তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল তুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
তুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥
খোঁজলুঁ সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিলুঁ লেহ॥
যব কোই বেরি আনল-মুখ আনি।
ক্ষীর দগু দেই নিরসত পানী॥
তবহুঁ ক্ষীর উছলি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগে আগি দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানী আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগে তবহিঁ দূরে গেল॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি এতেনে সুরেহ।
রাধা মাধব ঐছন লেহ॥ ৯১৩॥

(৪)

সুহই।

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহ হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে॥ ৯১৪॥

(৫)

সওয়ারী।

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়য়
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে! অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন চাই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥ ধ্রু॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।

এ কি অপরূপ　　তাহার স্বরূপ
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে　　তুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে　　হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত ॥ ৯১৫ ॥

(৬)

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥
অকথন বিয়াধি কহনে নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলী যেন ভুমিতে লোটায় ॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
চণ্ডীদাস বলে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া ॥ ৯১৬ ॥

(৭)

তথা রাগ।

সহজেই কুলবতী বালা।
সো কি সহই প্রেম-জ্বালা ॥

তাহে গুরু-গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তর ডোল॥
তাহে নিতি প্রেম-তরঙ্গ।
জোরি কবহুঁ নহ ভঙ্গ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ-মন্দিরে জনু শারী॥
সকল কহব কানু ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞান দাস কহ তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ৯১৭॥

তত্রানুরাগঃ প্রকারান্তরং যথা।

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যেই দিগে পড়ে দিঠি সেই দিগে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরা-রূপ মরমে লাগিল॥

চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষে বলে গোরা রমণী-মোহন ॥ ৯১৮ ॥

(২)
তুড়ী।

ছাড়িয়া ঘরের আশ	করিব সে বনবাস
এই চিতে দঢ়াইলুঁ সার।
রাতি দিবস হাম	হিয়ার উপরে থোব
না করিব আর আঁখির আড় ॥
সই। তোমারেই কহিয়ে মরম।
জাতি ভাসাইলুঁ	কুলে তিলাঞ্জলি দিলুঁ
খাইলুঁ সে ধরম করম ॥ ধ্রু ॥
শাশুড়ী-ননদী-ডরে	নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে
এই দুখে হেন সাধ করে।
অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া	চাঁদমুখ নিরখিয়া
মনের কথাটি কব তারে ॥
নয়ানে না দেখি আন	আন নাহি শুনে কাণ
যত দেখোঁ সব লাগে ধন্দ।
বলরাম দাসে বলে	না জানি কি করিলে
ও নাগর গোকুলের চন্দ ॥ ৯১৯ ॥

(৩)
সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নাই যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কান্দে তারে পাব কিসে ॥

বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিত কৈল দেহ মোর ননদী-বচনে।
কত বা সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ৯২০॥

(৪)

ধানশী।

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরীতি কৈলুঁ।
পিরীতি-বিচ্ছেদে না রহে পরাণ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥
সই। পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম কথা॥ ধ্রু॥
পিরীতি মিরিতি তূলে তৌলাইলুঁ
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি যার উপজয়ে
সে বুঝে না বুঝে আর॥
সবাই কহয়ে পিরীতি-কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।

কানুর পিরীতি　　ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
জীবনে মরণে　　পিরীতি বেয়াধি
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞান দাস কহে　　কানুর পিরীতি
নিতুই নৌতুন রঙ্গ ॥ ৯২১ ॥

(৫)

সিন্ধুড়া।

মুই মৈলুঁ মৈলুঁ　　মরিয়া গেলুঁ
ঠেকিলুঁ পিরীতি-রসে।
এ ঘর করণ　　বিহি নিদারুণ
সকল পরের বশে ॥
কালিয়া কালিয়া　　বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পাইলুঁ।
হিয়া দগদগি　　পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মৈলুঁ ॥ ৯২২ ॥

ইত্যাদি গেয়ং।

(৬)

তুড়ী।

কিবা সে মোহন বেশ　　দেখিতে মূরছে দেশ
না রহে সতীর সতীপণা।
ভরমে দেখিলে যারে　　জনম ভরিয়া সই
ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা ॥

কি করিলুঁ কি না হৈল কেনে বা সে বাঢ়াইল
কি শেল হানিয়া গেল বুকে ।
জাতি-কুল-শীল-শিরে বজর পড়িল সই
কানুরে দেখিয়ে চোখে চোখে ॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঝুরে ।
উড়ু পড়ু আনচান ধক ধক করে প্রাণ
কি হৈল রহিতে নারি ঘরে ॥

রসের মূরতি সে দেখিলে না রহে দে
বাতাসে পাষাণ হয় পানী ।
বলরাম দাসে বলে সে অঙ্গ পরশ হলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি ॥ ৯২৩ ॥

(৭)

তুড়ী ।

কি ঘর বাহির লোকে বলে এ কি রীতি ।
জীতে পাসরিল নহে বন্ধুর পিরীতি ॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন ।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান ॥
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ ॥

হিয়ার আরতি গো কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ ॥
গৃহকাজ করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞান দাস কহে বড় বিষম শ্যাম-লেহ ॥ ৯২৪ ॥

(৮)

শ্রীরাগ।

মনের মরম-কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে ॥
জ্ঞান দাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব ॥ ৯২৫ ॥

(৯)

শ্রীরাগ।

রাজার ঝিয়ারী　　কুলের বৌহারী
স্বামি-সোহাগিনী নারী।
পিরীতি লাগিয়া　　এ তিন খোয়ালুঁ
হইলুঁ কুল খাঁকারী ॥

সই! কি ছার পরাণ কাজে।
স্বপনে তা সনে নাহি দরশন
জগত ভরিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
ধরম করম সব তেয়াগিলুঁ
যাহার পিরীতি সাধে।
জাতি কুল শীল সকল নাশিলুঁ
সে জনার পিরীতি বাদে ॥
ভাবিতে চিন্তিতে হিয়া জর জর
না রুচে আহার পানী।
কহে বলরাম পিরীতি আখর
কেবল দুখের খনি ॥ ৯২৬ ॥

(১০)

তুড়ী।

এক জ্বালা ঘর হৈল আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল প্রাণ সারা হৈল তনু ॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ-অধিক হৈল কানুর পিরীত ॥
জারিলেক তনু মন কি আছে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে ॥

লোক-লাজে ঠাঞিঃ নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ৯২৭॥

(১১)

তুড়ী।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
শুইলে সোয়াস্ত নাই নিঁদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
নবীন পাঙসের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে ॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে পশিল মোর কানু-প্রেম-শেল ॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর ॥ ৯২৮ ॥

(১২)

করুণ বরাড়ী।

বড়ি বিষম হৈল　　কালার প্রেম
এ ঘর বসতি লাগে শেলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলী ॥ ধ্রু ॥
যত যত পিরীতি পিয়া করিয়াছে মোরে।
আখরে আখরে লেখা হিয়ার ভিতরে ॥

হাসিয়া পাঁজরকাটা কহিয়াছে কথা খানি।
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চোখে চোখে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
হিয়ায় ধরিয়া নয়ান ভরিয়া
কবে সে দেখিব মুখানি।
বলরাম দাসে বলে হিয়ার ভিতরে জ্বলে
দারুণ শেল আগুনি॥ ৯২৯॥

(১৩)

তথা রাগ।

নয়ান-কোণের বাণে হিয়ায় হানিল রে
সেই হইল পিঠের পার।
জ্বালিয়া তিন কোণের খড় দিলুঁ ও মুখের মুখে
তবু আমার দুখের নাহি পার॥
রসের আবেশে অঙ্গ মোড়া দিয়া
হাসিয়া কথাটি কয়।
কত ভঙ্গিমায় ও ভুরু নাচায়
তাতে কি পরাণ রয়॥
বাঁশীর ফুকে বুকের ভিতরে
ফুটিয়া আগুন জ্বলে।
মধুর বচনে হিয়ার হিলনে
পরাণ-পুতলী দোলে॥

হিয়া জর জর পরাণ ফাঁফর
দেখিয়া ও মুখচন্দ্র।
বলরাম মনে আন নাহি লয়
সবে প্রাণ গোকুলচন্দ্র ॥ ৯৩০ ॥

(১৪)

ভাটিয়ারী।

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি।
আর তাহে দিল হেন পিরীতি-বিয়াধি ॥
কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিলুঁ।
গোপতে বাঢ়ায়ে প্রেম আপনা খোয়ালুঁ ॥
জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানে আন।
সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ ॥
কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি।
কহিতে নাহিক ঠাঞি ছার পরাধিনী ॥
যার লাগি যেবা জন পরাণ তেজে।
বলরাম বলে আর কি করিবে লাজে ॥ ৯৩১ ॥

(১৫)

সুহই।

শুন অনুরাগিণি কি তোহে কহিব বাণী
সদাই ভাবহ কালা কানু।
নিরবধি আঁখি ঝরে পুলকে শরীর ভরে
দিনে দিনে ক্ষীণ কর তনু ॥

যদি তুহুঁ শুন মোর কথা।

সে কালা কানুর প্রেমে সদা হবে সাবধানে

তবে সে ঘুচিবে সব ব্যথা ॥ ধ্রু ॥

একে তুহুঁ কুলবতী তাহে দুরজন পতি

জানিলে পড়িবে পরমাদ।

এ পাড়াপড়সী যত বিপক্ষ আছয়ে কত

জগতে ঘুষিবে পরিবাদ ॥

যব তাহে পড়ে মনে চিত দিবে আন কামে

যেন লোকে নহে উপহাস।

ধরিবে আমার কথা মনে না ভাবিহ ব্যথা

যতনে কহয়ে প্রেমদাস ॥ ৯৩১ ॥

(১৬)

সুহই।

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।

শয়নে স্বপনে দেখি কালিয়া-বরণ ॥

কেশ আউলাইয়া বেশ বনাইতে

হাত নাহি সরে বান্ধি।

সে কালার ভরমে কেশ কোলে করি

কালা কালা করি কান্দি ॥

কালা সে বেশ কালা সে কেশ

লোটন বান্ধিয়া রাখি।

যখন কালাকে　　পড়য়ে মনে
আউলাইয়া তাহা দেখি ॥ ৯৩৩ ॥

(১৭)

সিন্ধুড়া।

ছাড়ে ছাড়ুক পতি　　কি ঘর বসতি
কিবা বা করিবে বাপ মায়।
জাতি জীবন ধন　　এ রূপ যৌবন
নিছনি ফেলিব শ্যাম পায় ॥
কহিলুঁ নিদান　　আর না রহে প্রাণ
শ্যাম সুনাগর বিনে।
কুলের ধরম　　ভরম সরম
ভাগিল এতেক দিনে ॥
সমুখে রাখিয়া　　নয়ানে দেখিব
লইয়া থাকিব চোখে চোখে।
হার করিয়া　　গলায় গাঁথিয়া
লইয়া থাকিব বুকে ॥
চিতে উঠে যত　　বেশ করি তত
অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাত।
অনেক দিনের　　সাধ পূরাইব
কোলে করি প্রাণনাথ ॥
দেখিয়া দেখিয়া　　মুখানি মাজিব
তাম্বূল দিব চাঁদমুখে।

বলরামের কথা বন্ধু লৈয়া যাব তথা
রাধা বলি কেহ নাহি ডাকে ॥ ৯৩৪ ॥

(১৮)

তথা রাগ।

সই! না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি যাহারে লাগিল
জনম হইতে ব্যথা ॥ ধ্রু ॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তবু ত সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হৈল জপ-মালা ॥
বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে ॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাসে কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ ৯৩৫ ॥

(১৯)

সিন্ধুড়া।

কহিলাম মনের কথা ছাড়িতে নারিব।
শ্যাম নাগর বিনে তিলেক না জীব ॥

অনুক্ষণ হিয়া মোর শ্যাম-অনুরাগী।
ছাড়িতে কহিবে যে সে হবে বধের ভাগী॥
শ্যাম সঙ্গে রস-রঙ্গে অঙ্গ গেল পাগা।
মজিল আমার মন সোণায় সোহাগা॥
শিবরাম দাসে বলে ভাঙ্গিল চাতুরী।
মরমে লাগিল শ্যাম-রূপের মাধুরী॥ ৯৩৬॥

(২০)

তথা রাগ।

কি মোর এ ঘর　　দুয়ারের কাজ
লাজে কহিতে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে　　লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি॥
আপন ইচ্ছায়　　বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
এ কথা শুনিয়া　　যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল॥
কি আর বুঝাও　　কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া　　রসের পরাণ
জানি কারো পাছে হয়॥
কানু সে জীবন　　জাতি প্রাণ ধন
এ দুটী নয়নের তারা।

পরাণ অধিক নয়ান-পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা ॥
গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া ॥ ৯৩৭ ॥

অনুরাগঃ প্রকারান্তরং যথা।

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ধানশী।

নিরবধি মোর হেন লয় মনে
খেণে খেণে অনিমিষে।
নয়ন ভরিয়া গৌরাঙ্গ-বদন
হেরিয়ে মন হরিষে ॥
আই আই কিয়ে সে রূপ-মাধুরী
নিরমিল কোন বিধি।
নদীয়া-নাগরী সোহাগ-আগরী
পাইল রসের নিধি ॥
অপরূপ রূপ কেশর করিয়া
ইছিয়ে হিয়ায় লেপি।

সোণার বরণ　　বসন পরিয়া
জীবন যৌবন সোঁপি ॥
চুলের চাঁপার　　ফুল হেন করি
আউলাঞা করিয়ে দেখা।
লাজ ভয় ছাড়ি　　কোলে উড়ি পড়ি
দু বাহু করিয়ে পাখা ॥
পিরীতি মূরতি　　চিত্র বানাইয়া
কহিয়ে মনের কথা।
বুকে বুকে সুখে　　মুখে মুখ ভরি
ঘুচাই মনের ব্যথা ॥ ৯৩৮ ॥

(২)

রসোদ্গারান্তে অনুরাগঃ।

তথা রাগ।

সখি হে ! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু-　　রাগ বাখানিতে
অনুখণ নৌতুন হোয় ॥ ধ্রু ॥
জনম অবধি হৈতে　　ও রূপ নেহারিলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হাম　　হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ান নাহি গেল ॥

বচন-অমিয়া-রস অনুখণ শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি॥ ৯৩৯॥

(৩)

শ্রীগান্ধার।

কাহারে কহিব কানুর পিরীতি
তুমি সে বেদনী সই।
রসের ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞিং সে তোমারে কই॥
ও নব-নাগর রসের সাগর
আগর সকল গুণে।
সে রস পিরীতি আদর আরতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে॥
পিরীতি বোলে কত না ছলে
সে কি না আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে॥

সে মোরে কোলেতে　　করিয়া ভরিয়া
　　বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া　　বিধু বিড়ম্বিয়া
　　পরাণ লইল পিয়া ॥
কাঁচুয়া ফাড়িয়া　　সে রস লুটিয়া
　　ভুলিয়া মধুপ জনু।
কমল-কোরক　　ভরমে কি কৈল
　　গুণেতে ঘৃণিত তনু ॥
ও দিঠি চাতুরী　　মুখের মাধুরী
　　লহরী বহয়ে আর।
এ সুখ শুনিয়া　　ঝুরিয়া মরুক
　　দাস গোবিন্দ ছার ॥ ৯৪০ ॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরং যথা।

(১)

তিরোতা।

সখি হে! মন্দ প্রেম-পরিণামা।
বরকে জীবন　　কয়ল পরাধীন
　　নাহি উপকার এক ঠামা ॥ ধ্রু ॥
ঝাঁপল কূপ　　লখই না পারলুঁ
　　যাইতে পড়লহুঁ ধাই।

তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারলুঁ
অব পাছু তরইতে চাই ॥

মধু সম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহিঁ জানন না ভেলা।
আপন চতুর-পণ পর হাতে সোঁপলুঁ
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেলা ॥

এত দিনে আন ভালে হাম আছিলুঁ
অব বুঝলুঁ অবগাহি।
আপন শূল হাম আপনহিঁ চাঁছলুঁ
দোখ দেয়ব অব কাহি ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেমক কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগ-জন কো নাহি জানে ॥ ৯৪১ ॥

(২)

ধানশী।

পিরীতিকি রীত কোন অবগাহব
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে ধস ধস অন্তর
পাঁজর জর জর হোই ॥

সজনি ! তোহে কহি কানুক লেহা।
যত যত নিতি নিতি　　　চিতে মঝু উঠয়ে
ভাবিতে আকুল দেহা ॥ ধ্রু ॥
পরবশ হোই　　　যো ধনী জীবয়ে
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন তুলহ　　　দূরে রহু লালস
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥
মরমক বোল　　　কহত হিয়া ডোলত
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দ দাস　　　বচনে হাম ভুললুঁ
তাহে ভেল এত পরমাদে ॥ ৯৪২ ॥

(৩)

তুড়ী।

একে কুলবতী　　　চিতের আরতি
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর-　　　পিরীতি-কণ্টক
ফুটিল হিয়ার মাঝে ॥
শুন শুন সই　　　মরম তোমারে কই
পড়িলুঁ বিষম ফাঁদে।
অমূল্য রতন　　　বেড়ি ফণিগণ
দেখিয়া পরাণ কাঁদে ॥

গুরু গরবিত বোলে অবিরত
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল দু কুলে চাহিতে
সংশয় পড়ল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়িল এ লোক সে লোক
পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞান দাস কহে এমন সম্পদ
কাহার ডরে বা এড়॥ ৯৪৩॥

(৪)

বিহাগড়া।

কবহুঁ রসিক সনে দরশন হোয়ে জনি
দরশনে হোয় জনি লেহ।
লেহ-বিচ্ছেদ জনি কাহুকে উপজয়ে
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥
সজনি! দূরে কর ও পরসঙ্গ।
পহিলহিঁ উপজিতে প্রেমক অঙ্কুর
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
যবহুঁ দৈব দোষ উপজয়ে প্রেমহিঁ
রসিক সনে জনি হোয়।
কানু সে গোপতে লেহ করি অব এক
সবহুঁ শিখাওল মোয়॥

হেন ঔখদ সখি　　কাঁহা নাহি পাইয়ে
জনু যৌবন জরি যায়।
অসমঞ্জস রস　　সহিতে না পারিয়ে
ইহ করি শেখর গায়॥ ৯৪৪॥

(৫)

সুহই।

একে নব পিরীতি　　আরতি অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ।
তাহে গুরু-গঞ্জন　　হৃদয় বিদারণ
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
সজনি! দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাঁহা　　শুনই না পায়ব
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু॥
যাহে বিনু স্বপনে　　আন নাহি হেরিয়ে
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনী　　সহজে একাকিনী
আপন বলিতে নাহি কোই॥
দুহুঁ কুল চাহিতে　　আকুল অন্তর
পাঁতরে পড়ি রহু হেম।
জ্ঞান দাস কহে　　ধিক ধিক জীবনে
যাকর পরবশ প্রেম॥ ৯৪৫॥

(৬)

তুড়ী।

ভালই সময় ছিল যখন শিশুমতি।
অন্তরে অনল জ্বলে পিরীতিক রীতি॥
বাহিরে অনল নহে জল দিব তায়।
শ্যাম-প্রেমে ধকধকি কি বলিব কায়॥
প্রাণ-সখি! তোমারে সে বলি।
হিয়ার ভিতরে শ্যাম পরাণ-পুতলী॥ ধ্রু॥
ঘর হৈতে বাহির হইয়ে নিরন্তর।
দেখিবারে সাধ করি নহি স্বতন্তর॥
মন ধক ধক করে দিবস রজনী।
লোক মাঝে না থাকিয়ে রহি একাকিনী॥
নিশ্বাস ছাড়িতে মোর নাহি অবসর।
কৃষ্ণপরসাদ কহে পরমাদ বড়॥ ৯৪৬॥

(৭)

পঠমঞ্জরী।

এক কাল হৈল মোর নহলি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥

এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাহি শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সবে এক জন॥৯৪৭॥

(৮)

ভাটিয়ারী।

এবে দেখি অতি　　চিতের আরতি
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন　　গঞ্জনা না মানে
নিতি নিবারিব কত॥
সই! ঠেকিলুঁ বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরীতি　　তিলেক বিরতি
হইলে পরাণ কাঁদে॥
সহজে মধুর　　শ্যামের মূরতি
পিরীতি বুঝিবে কে।
সে সব আদর　　ভাদর-বাদর
কেমনে ধরিব দে॥
চিতের বিচার　　উচিত কহিতে
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞান দাস কহে　　ইহার অধিক
রসিক গোপত কাজ॥ ৯৪৮ ॥

(৯)

সুহই।

ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরীতি॥
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি! মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না উবরে পুণভাগে॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে রস নীরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি কাঁদি।
তিলে কতবার দেখোঁ স্বপন সমাধি॥
জ্ঞান দাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ৯৪৯॥

(১০)

তথা রাগ।

জীব না জীব না সই জীবার নহোঁ মুঞি
এ ছার পরাণ কার তরে।
এত পরমাদে সই রাধার মনে আন নাই
প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে॥
বন্ধুরে বিদরে হিয়া একা নিশবদ হইয়া
শুতিয়া রহিলুঁ মুঞি দিনে।

স্বপনে বন্ধুর সনে　　মনের কথাটি কই
ননদী দাড়াঞা তাহা শুনে ॥
ঘুমের আলিসে দুটি　　আঁখি মেলিতে নারি
কালা-রূপ যাঁহা তাঁহা দেখি।
আন বোল বলিতে　　কানু বলিয়া ডাকি
প্রতি বোলে তারা করে সাখী ॥
কালা বিলাসের হার　　কালা গলার কাঁঠি
কাল সূতায় নিতি নিতি গাঁথি।
লোচন বলয়ে অনু-　　রাগের বালাই যাই
বন্ধুর গুণের লাগি বেথি ॥ ৯৫০ ॥

(১১)

তথা রাগ।

পাসরিতে শরীর হোয়ে অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝহ অবধান ॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায় ॥
কোন বিহি নিরমিল এহ পুন নেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল-আচার ॥
রহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরে যৈছন পিঞ্জর মাহা শারী ॥

এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ লেহ॥ ৯৫১॥

(১২)

সখীর উক্তি।

তথা রাগ।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ॥
উদভট প্রেম করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি নৌতুন হিয় মাহা জাগ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ॥ ৯৫২॥

পুনশ্চ আক্ষেপানুরাগঃ।

(১)

সুহই।

আর শুনেছ আলো সই তোমার কানুর রীত।
হাসাইলে সব মোর গুরু গরবিত॥
সখীর সাগিলে পথে আসিয়ে চলিয়া।
বাহু পসারিয়া রহে পথ আগুলিয়া॥

যতেক নিষেধি তায় দ্বিগুণ উথলে।
লোকে বলে এমন কেনে সে বোল নহিলে॥
পথে যাইতে লোক সব কহে আমার কথা।
সদাই আমার নাম লয় যথা তথা॥
রসাভাযে যে বোল বলে শুনে লাজে মরি।
পাপিয়া পাড়ার লোক করে ঠারাঠারি॥
এত দিন ছিল মোর অবেকত কাজ।
এবে সে বেকত হৈল গোকুল-সমাজ॥
বিরলে পাইয়া তারে সোঙরি কহিও।
যদুনাথ দাস কহে সময়ে বুঝাইও॥ ৯৫৩॥

(২)

তুড়ী।

সই! কেমনে দেখাব মুখ।
গোপত পিরীতি বেকত করয়ে
এ বড়ি মরমে দুখ॥ ধ্রু॥
এত চীটপণা করে কোন্ জনা
বুঝিলুঁ তাহার মতি।
মোর অপযশে সকলে হাসয়ে
ইথে কি পাইবে সিদ্ধি॥
আর এক দিন সিনানে যাইতে
আঁচলে ধরল মোর।

তথা দুই চারি নাগরী আছিল
হাসিয়া হইল ভোর॥
পরশ পাইয়া অবশ হইলুঁ
ইহাতে করিব কি।
শেখর কহে কি করিবে লোকে
তোমার নিছনি দি॥ ৯৫৪॥

(৩)

সিন্ধুড়া।

এমত বেভার না জানি তাহার
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেনে না রাখিল
বেকত করিল কেনে॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানয়ে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥ ধ্রু॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে বেথিত করে পর-হিত
এ দুখ কহিব কারে।

হয় দুখভাগী　　পাইয়ে তার লাগি
তবে সে কহিয়ে তারে॥
পরে কি জানয়ে　　পরের বেদন
সতত আপন কাজে।
চণ্ডীদাসে কহে　　বনের ভিতরে
তাহার রোদন সাজে॥ ৯৫৫॥

(৪)

শ্রীরাগ

সই! কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি　　সরল হইলুঁ
সে পুনি আপন দোষ॥ ধ্রু॥
বাতাস বুঝিয়া　　ফেলাই থু, পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া　　কথা সে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া লেহ॥
মড়ক বুঝিয়া　　ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া　　গুণ প্রকাশিয়ে
বেথিত বুঝিয়া বেথা॥
অবিচারে সই　　করিলুঁ পিরীতি
কেন কৈলুঁ হেন কাজে।

চণ্ডীদাস কহে ধীরহ সুন্দরি
কহিলে পাইবা লাজে ॥ ৯৫৬ ॥

(৫)

তথা রাগ।

জ্বালার উপর জ্বালা সই জ্বালার উপর জ্বালা।
জলকে যাই পথ না পাই বসন টানে কালা ॥
সরম কর‍্যা ভরম কর‍্যা বসন দিলাম মাথে।
সকল সখীর মাঝে কালা ধরে আমার হাতে ॥
কালার সনে রসের কথায় মনে পাইলুঁ সুখ।
গোপত কথা বেকত করে এই সে বড় দুখ ॥
চল্‌বলেকে চতুর বলি হেটমুড়াকে জপ্‌।
রস বুঝিলে রসিক বলি না বুঝিলে ভেপ্‌ ॥
লোচন বলে আলো দিদি ইহা বলিলি কেনে।
কালার সমান রসিক নাই এ তিন ভুবনে ॥ ৯৫৭ ॥

(৬)

বরাড়ী।

কেনে কৈলুঁ পিরীতির সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইলুঁ চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ ॥ ধ্রু ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত তবে কেনে হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।

ভুলিলুঁ পরের বোলে কুলটা হইলুঁ কুলে
জগত ভরিয়া রৈল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন তারে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে॥
পিরীতি আখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
কিবা তার লাজ কুল-ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই সব হয়॥ ৯৫৮॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি আক্ষেপঃ।

(১)

ধানশী।

সখি! আর কি কহিতে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
সে কেনে বাসয়ে পর॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে কহিব কি।
অন্তর বাহির যে জন জানয়ে
তাহারে পরাণ দি॥

কানুর পিরীতি কহিতে শুনিতে
পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে ॥ ৯৫৯ ॥

(২)

সিন্ধুড়া।

গৃহে গুরুজন স্বামি-তরজন
যা লাগি না দিলুঁ কাণে।
এখন কি লাগি সে জন আমারে
না চাহে নয়ন-কোণে ॥
সই! পরখে বুঝলুঁ কাজে।
বিনি অপরাধে সাধিলে বাদ
জগত ভরিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
সে সব পিরীতি আদর আরতি
সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম পরাভব এমন জানিয়া
এখন যায় পরাণে ॥
সহজে অবলা আগু অনুসরে
না জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞান দাস কহে সময় বুঝিতে
কে জন এমন আছে ॥ ৯৬০ ॥

(৩)

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিয়া কৈলুঁ কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিবে দেহে গুরুর গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িলুঁ গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥
সজনি! নিবেদলুঁ তোরে।
কলঙ্ক রহল সব গোকুল নগরে॥ ধ্রু॥
তিলেকে সে তেয়াগিলুঁ পতি খুর-ধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরম-বিচার॥
অবলা অখলা জাতি ভুলে পর-বোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভাল সাঁঝ বেলে॥
দুখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈলুঁ চোর॥
জ্ঞান দাস কহে ইথে কেমন উপায়।
প্রেম-পরাভব দুখ সহনে না যায়॥ ৯৬১॥

(৪)

সুহই।

ভালই আছিলুঁ আন-মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥
কেনে শুনাইলা তার গুণ।
উথলিল আগুনের খুন॥

নিশি দিশি যার গুণ গাই।
সে কেনে এতেক নিঠুরাই॥
যার লাগি তেয়াগিলুঁ ঘর।
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥
যার লাগি কুলে দিলুঁ ছাই।
তারে কেনে দেখিতে না পাই॥
সতীর সমাজে হইলুঁ মন্দ।
জ্ঞান দাস শুনি রহু ধন্দ॥ ৯৬২॥

(৫)

শ্রীরাগ।

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলু
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জনা
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই! কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥ ধ্রু॥
যে দিন দেখিব আপন নয়নে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি বেশ দূরে করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥

বন্ধুর হিয়া এমন করিল
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমন হউক সে॥
জ্ঞান দাস কহে শুন হে সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥ ৯৬৩॥

(৬)

ধানশী।

এ সখি! হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি প্রেম ছাপায়লুঁ
বেকত কয়ল ওই শ্যামা॥ ধ্রু॥
আছিলুঁ মালতী বিহি কৈল কিবা রীতি
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত
দূরে রহি তুহুঁ মন ঝুরে॥
যব তুহুঁ দরশন দৈবে মিলায়ল
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি মাণিক ছাপায়ল
তুহুঁ ভেল পন্থক চোর॥

দখিণ নয়ন করি রঞ্জব কিয়ে হরি
বাম নয়ন করি আঁধা।
গোপত পিরীতি খানি কানু টুটায়ল
মঝু মনে লাগল ধাঁধা॥
কান্দিব রে কত কান্দি গোঙায়ব
কাহারে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞান দাস কহ ধিক্ রহু জীবনে
যো করে পর-পতিআশ॥ ৯৬৪॥

(৭)

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহব সব কোই।
যো প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষময় লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি করই জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
পানী পিয়ে পাছে জাতি বিচারি॥ ৯৬৫॥

(৮)

সিন্ধুড়া।

পুরুখ-রতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ নাহি দুখ নাহি ওর॥

বড় অভিলাষে ভজিলুঁ বর নাহ।
দৈবে বিমুখ ভেল কি কহব কাহ॥
দরশন দুলহ দুলহ নব লেহ।
বিরহ-বিকল মন জীবন সন্দেহ॥
অপরূপ রূপ মধুর রস-লীলা।
সকল নাগরীগণ কষণক শিলা॥
অনুচিত কাজ সহজে মঝু ভেলা।
সোঙরি সো তনু নব যৌবন গেলা॥
মরমক দুখ কহিতে হয় লাজ।
দারুণ দৈব কয়ল কোন কাজ॥
রসিক-শিরোমণি নাগর কান।
রস সঙ্গীত কবিরঞ্জন ভাণ॥ ৯৬৬॥

(৯)

তথা রাগ।

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল।
মনে কছু না গণলুঁ ও রসে ভোর॥
কুলজা-রীতি ছোড়লুঁ যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অভাগি॥
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে দুখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান।
করয়ে পিশুন-বচনে অবধান॥

নারী অবলা হাম কি বলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এই কর দোখ রোখ অবগাই॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান॥ ৯৬৭॥

(১০)

ধানশী।

গুরুজন পরিজন কে নাহি গঞ্জয়ে
কে নাহি করয়ে বিগান।
আপন অপযশ যশ করি মানলুঁ
হৃদয়ে না ভাবলুঁ আন॥
সখি হে! কানুকে কহবি সম্বাদ।
এত দিন প্রেম গোপত করি রাখলুঁ
অব ভেল মুঝে পরমাদ॥ ধ্রু॥
গুণ লাগি প্রাণ তৃণহুঁ করি মানলুঁ
কি করব কুলবতী জাতি।
কহ কবি শেখর অনুভবে জানলুঁ
পিরীতিক যৈছন ভাতি॥ ৯৬৮॥

(১১)

সুহই।

কৌতুকে তুহুঁ কুল- কমল তেয়াগলুঁ
যো পদ-পঙ্কজ-আশ।

পাহুক মীন　　দীন জনু লাগল
না গণল মরণ তরাস ॥
সজনি ! নিকরুণ-হৃদয় মুরারি।
অব ঘর যাইতে　　ঠাম নাহি পাইয়ে
পরিজনে দেয়ই গারি॥ ধ্রু ॥
গগনক চান্দ　　পাণিতলে বারলুঁ
সাগরে নগর-বেভার।
অমিয়া-ঘট বলি　　হাত পসারলুঁ
পায়লুঁ গরলক ধার ॥ ৯৬৯ ॥

(১২)

শ্রীরাগ।

সজনি ! কানুকে কহবি বুঝায়।
রোপিয়া প্রেম-বীজ　　অঙ্কুরে মোড়লি
বাড়ব কোন উপায় ॥ ধ্রু ॥
তৈল-বিন্দু যৈছে　　পানী পসারল
তৈছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে　　ক্ষণহিঁ শুখায়ল
তৈছন তোহারি সোহাগে ॥
কুল-কামিনী ছিলুঁ　　কুলটা ভৈ গেলুঁ
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম　　মুড় মুড়ায়লুঁ
কানুসেঁ প্রেম বাঢ়াই ॥

চোর-রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুজইতে চাই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ-রীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম-দোষ আপহিঁ ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥ ৯৭০॥

(১৩)

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
কি ফল প্রেমক অঙ্কুর মোড়ি॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপলুঁ হিয়া নিজ করি জানি॥
বিদ্যাপতি কহে ল'গল ধন্দা।
যাকর পিরীতি সো জন অন্ধা॥ ৯৭১॥

(১৪)

ধানশী।

পহিলে পিয়া মোর　　মুখে মুখে হেরল
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম-　　পাশে তনু গাঁথল
অব তেজল মোর সঙ্গ ॥
সখি! হাম জীয়ব কথি লাগি।
যো বিনে তিল এক　　রহই না পারিয়ে
সো ভেল পর-অনুরাগী ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি　　সো ভেল বাহুটি
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ-বাণহিঁ　　অন্তর জর জর
সহই না পারিয়ে আর ॥ ৯৭২ ॥

(১৫)

পুনশ্চ সখ্যুক্তিঃ তথা মিলনং।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে করসি অনুযোগে।
কানুসেঁ অবহিঁ করবি প্রেম-ভোগে ॥
কোনে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলুঁ তঁহি থির কর হিয়া ॥
এত কহি কানু পাশে মিলল সোই সখী।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী ॥

শুন তহিঁ কানু মিলল ধনী পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উলাস ॥ ৯৭৩ ॥

(১৬)

বিহাগড়া।

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে।
আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুঞ্জে ॥
বন্ধু হে ! কি বলিব তোরে।
তোমা বিনে দেখোঁ মুঞি সব আন্ধিয়ারে ॥ ধ্রু ॥
পাইয়াছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর।
যে বলু সে বলু মোরে লোকে দুরাচার ॥
এক তিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি।
ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীন নারী ॥
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া।
প্রেমদাস কহে রাই দঢ় কর হিয়া ॥ ৯৭৪ ॥

ইতি আক্ষেপানুরাগঃ সম্পূর্ণঃ।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং একাদশঃ পল্লবঃ।

দ্বাদশ পল্লব।

অভিসারানুরাগঃ (২)।

রাত্রৌ যথা।

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহই।

চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে।
অপরূপ রূপ গোরা নদীয়া নগরে॥
ঢল ঢল কষিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান-তরঙ্গ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি।
বাসু কহে চল দিব পরাণ নিছনি॥ ৯৭৫ ॥

(২)

তথা রাগ।

চলু নব নাগরী-মালা।
গোরা-রূপ হিয়ে উজিয়ালা॥

গুরুজন-ভয় নাহি মান।
হেরইতে কয়ল পয়ান॥
অপরূপ সুরধুনী-তীর।
বহতহিঁ মলয়-সমীর॥
সকল ভকতগণ মাঝ।
নাচত গোরা দ্বিজরাজ॥
হেরি সবে চমকিত ভেল।
নয়ন নিমিষ হরি গেল॥ ৯৭৬॥

(৩)

ধানশী।

কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ।
গুরু-দুরুজন-ভয় কছু নাহি মানয়ে
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ-ভয় কত শত
তৃণহুঁ না মানয়ে ভীত॥ ধ্রু॥
সখীগণ সঙ্গ তেজি চলু একেশ্বরী
হেরি সহচরীগণ যায়।
অদভুত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥

চললি কলাবতী অতিশয় রস-ভরে
পন্থ বিপথ নাহি মান ।
জ্ঞান দাস কহ এহ অপরূপ নহ
মনহিঁ উজোরল কান ॥ ৯৭৭ ॥

(৪)

কেদার ।

নব অনুরাগিণী রাধা ।
কছু নাহি মানয়ে বাধা ॥
একলি কয়ল পয়ান ।
পন্থ বিপথ নাহি মান ॥
তেজল মণিময় হার ।
উচ কুচ মানয়ে ভার ॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি ।
পন্থহিঁ তেজল সগরি ॥
মণিময় মঞ্জীর পায় ।
দূরহিঁ তেজি চলি যায় ॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার ।
মনমথ হিয়ে উজিয়ার ॥
বিঘিনি বিথারিত বাট ।
প্রেমক আয়ুধে কাট ॥
বিদ্যাপতি মতি জান ।
ঐছে না হেরিয়ে আন ॥ ৯৭৮ ॥

(৫)

তত্র সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণস্যোৎকণ্ঠা।

ভূপালী।

রয়নী ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি খণে আওব কুঞ্জর-গমনী॥
ভীম ভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা॥
বিহি পায়ে করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগনে সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই লখই নাহি পারা॥
সব জনি পালটি ভুললি।
আওত মানবি ভাল ত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহিঁ কুলবতী পরাভব সহই॥ ৯৭৯॥

(৬)

শ্রীরাগ।

একলি কুঞ্জহিঁ কান।
পথ হেরি আকুল পরাণ॥

মনমথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল ॥
হেরই নাগর কান।
হোয়ল অমিয়া সিনান ॥
নব অনুরাগিণী নারী।
কি কহব কহই না পারি ॥
নাহ দরশে ভেল ভোর।
কো কহ আরতি ওর ॥
সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল ॥
পূরল মন-অভিলায।
জ্ঞান কহই সখী পাশ ॥ ৯৮০ ॥

(৭)

ধানশী।

মাধব! কি কহব দৈব বিপাক।
পথ-আগমন-কথা　　কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ ধ্রু ॥
মন্দির তেজি যব　　পদ চারি আওলুঁ
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ　　হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥

একে কুল-কামিনী তাহে কুহু যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ৯৮১॥

(৮)

ততঃ সম্ভোগঃ।

বিহাগড়া।

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোর কিশোরী রূপ পসারই
সরস রসের কূপ॥ ধ্রু॥
অরুণ-কিরণে মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর শাসে মাঝে॥

চাঁদের উপরে　　চাঁদ পেখলুঁ
ইন্দুর উপরে শশী।
প্রেমের আবেশে　　পিয়ে রস-সুধা
খঞ্জন যুগল পশি ॥
যমুনা-তরঙ্গে　　অরুণ উদয়
তারার পসার তথা।
অরুণ ঝাঁপিয়া　　তিমির রহল
কিয়ে অদভুত কথা ॥
কনক-লতায়　　সুমেরু শিখর
ঘনের জনম তায়।
ঘনের লতায়　　মুকুতা ফলিল
কেবা পরতীত যায় ॥
সে রাধামাধব-　　রসের বৈভব
কহিতে শকতি কায়।
রসের পাথারে　　না জানে সাঁতার
ডুবল শেখর রায় ॥ ৯৮২ ॥

(৯)

কেদার।

রতি-রণ-রঙ্গ-　　ভূমি বৃন্দাবন
রণ-বাজন পিকু-রাব।
চঢ়ল মনোরথে　　দোসর মনমথে
পরিমলে অলিকুল ধাব ॥

দেখ রাধামাধব মেলি।

তুহুঁক চপল চরিত নাহি সমুঝিয়ে

কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি ॥ ধ্রু ॥

জর জর চন্দন কবরী কুচ-কঞ্চুক

বিপুল পুলক ফুল-বাণ।

তুহুঁ নূপুর-ধ্বনি তুহুঁ মণি-কিঙ্কিণী

কঙ্কণ বলয়া নিসান ॥

তুহুঁ ভুজ-পাশ পরি তুহুঁ জন বন্ধন

অধর-সুধা করু পান।

আকুল বসন চিকুর শিখি-চন্দ্রক

গোবিন্দ দাস রস গান ॥ ৯৮৩ ॥

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।

মিলল তুহুঁ তনু গলে গল লাগি ॥

ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত-পদানি গেয়ানি।

(১০)

তথা রাগ।

রাধা-মাধব রতি-রণ বিরমে।

বৈঠল মাধব রাধা বামে ॥

হেরি সহচরী কোই চামর বীজই।

বয়ান পাখালি বসনে কোই মোছই ॥

কোই সখী দেয়ল তাম্বূল বয়ানে।
আনন্দে হেরই ঢরঢর নয়ানে॥
কোই সখী দেয়ত গন্ধ সুবাসে।
চরণ সেবন করু বলরাম দাসে॥ ৯৮৪॥

ইতি অভিসারানুরাগান্তে মিলনং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং দ্বাদশঃ পল্লবঃ।

ত্রয়োদশ পল্লব।

অথ অভিসারোৎকণ্ঠা।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

মল্লার।

বিরলে বসিয়া গোরা রায়।
আপাদমস্তক পুলকে পূরিত
প্রেম-ধারা বহি যায়॥ ধ্রু॥
সহচরগণে কহয়ে বচনে
রহিতে নারিয়ে ঘরে।
নন্দের নন্দন পাই দরশন
তবে সে পরাণ ধরে॥
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে বিলেপন
গলে নীলমণি-মালা।
এ সাজ সাজয়ে অঙ্গের ছটায়ে
ভুবন করিল আলা॥
দেখিয়া গৌর ভাবিয়া অন্তর
বসনে ঝাঁপয়ে তনু।
চাঁচর চিকুর বেড়ি নানা ফুল
জলদে বিজুরী জনু॥

সঙ্গে সহচর　　গৌরাঙ্গসুন্দর
সুরধুনী-তীরে চলে।
ভাবাবেশে মন　　আকুল বচন
এ দাস মোহন বলে ॥ ৯৮৫ ॥

(২)

জয়জয়ন্তী।

গগনে অব ঘন　　মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পাতন-　　শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই ॥
সজনি ! আজু দুরদিন ভেল।
হামারি কান্ত　　নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহিঁ গেল ॥ ধ্রু ॥
তরল জলধর　　বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর　　একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥
সোঙরি মঝু তনু　　অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন-　　নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহিঁ ঝাঁপ ॥

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জীবন মঝু আগুসার।
রায় শেখর- বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার ॥ ৯৮৬ ॥

(৩)

তিরোতা ধানশী।

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জল-ধারা।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা ॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার ॥ ধ্রু ॥
অন্তরে শ্যাম-চন্দ্র পরকাশ।
মনহিঁ মনোভব লেই নিজ পাশ ॥
কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝন ঝন শবদ কুলিশ ঝন ঝান ॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিনি বিথার ॥
চড়ব মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম ॥
মন মাহা সাখী দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধনি ঋর অভিসার ॥ ৯৮৭ ॥

(৪)

ভূপালী।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব-সিন্ধু ॥
অব জনি সজনি করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল পহিল অভিসার ॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥
কি ফল উচ কুচ-কঞ্চুক ভার।
দূরে কর সোতিনী মোতিম হার ॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি ॥
চলইতে দিগ ভরম জনি হোই।
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোই ॥ ৯৮৮ ॥

(৫)

তথা রাগ।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহিঁ অতি দুরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥

সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যব সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ ৯৮৯॥

(৬)

ধানশী।

কুলবতী-কঠিন- কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ- সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি! মঝু পরীখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ ধ্রু॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।

প্রেম দহন-দহ   যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরক আগি ॥
যছু পদতলে হাম   জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দ দাস   কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ ॥ ৯৯০ ॥

(৭)

তত্রাভিস্রারঃ।

কামোদ।

নীলিম মৃগমদে   তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণে   ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে   গোরী ভেল শ্যামরী
কুহু-যামিনী ভয় ভাগি ॥ ধ্রু ॥
নীল অলকাকুল   অলিক হিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু   শ্যাম রস সায়রে
লখই না পারই কোই ॥

নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দ দাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার ॥ ৯৯১ ॥

(৮)

কেদার।

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপলি মুখ-চন্দ ॥
কুহু যামিনী ঘন তিমির তুরন্ত।
মদন-দীপ দরশায়ত পন্থ ॥
চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার ॥
রস-ধাধসে চলু পদ তুই চারি।
লীলাকমল তেজল বরনারী ॥
পরিহরি মৌলিক মালতী-মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার ॥
নব অনুরাগ-ভরমে ভেল ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি ॥
বেশ-শেষ রহু নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস ॥ ৯৯২ ॥

(৯)

অথ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদ জীউ কাঁপ॥
তহিঁ দিঠি জারত বিজুরীক জ্বালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালী।
অন্তর জর জর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমত ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ার।
তহিঁ বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মা ভেল আঁতর বারি।
কৈছে পঙারব সো স্থকুমারী॥
গণি গণি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পন্থে বরনারী॥
গোবিন্দ দাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ. মন্দ॥ ৯৯৩॥

(১০)

কেদার।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥

ঝর ঝর বরিখে গগনে জল-ধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম॥
দুহুঁ তনু মিলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাতি॥
অপরূপ দুহুঁজন নিধুবন-কেলি।
গোবিন্দ দাস হেরই সখী মেলি॥ ৯৯৭॥

অত্র সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি।

দিনান্তরে।

(১)

জয়জয়ন্তী।

মেঘ যামিনী চললি কামিনী
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম-শায়ক
ছোড়ি মঞ্জীর লোল রে॥
গুরুয়া কুচ-ভরে চল উলট পদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া দামিনী ফটিক তরু জানি
চমকি ধরু নীরধার রে॥

দেখি ফণি-মণি　　দীপ জ্বলু জানি
বাম কর দেই ঝাঁপি রে।
জানল যুবতী　　এহি ফণি-পতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণ-বল্লভ　　ভেটল দুল্লর্ভ
পূরল দুহুঁ মন আশ রে।
ঐছনে পাই গেহ　　সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দ দাস রে॥ ৯৯৫॥

অত্র সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি।

অথ বর্ষাকালোচিত-দিবাভিসারঃ

(১)

সিন্ধুড়া।

গগনহিঁ নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি
ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হিঁ কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
চৌদিশে অথির পবন ভরু দোল।
জগ ভরি শীকর-নিকর হিল্লোল॥

চলইতে গোরী নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥
যব্ ধনী কুঞ্জে মিলল হরি-পাশ।
দূরহিঁ দূরে রহু গোবিন্দ দাস॥ ৯৯৬॥

অস্থোচিত সম্ভোগঃ।

(২)

বরাড়ী।

ঝাঁপল দিনমণি পড়তহিঁ নীর।
তহিঁ অতি দর দর বহত সমীর॥
রাধা মাধব রতি-রণ-ধীর।
দুহুঁ পরবেশল কুঞ্জ-কুটীর॥
নিধুবন-কেলি মিলিত এক সান।
পরাভব পাওল কিয়ে পাঁচবাণ॥
রাধামোহন পহুঁক বিলাস।
তাহি রসিকগণ অধিক উলাস॥ ৯৯৭॥

অথ শীতকালোচিত-দিবাভিসারঃ।

(১)

ভূপালী।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জর জর মনসিজ আগি॥

দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল পরাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি-আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
যব্ দুহুঁ মিলল আনআন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব্ দুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দ দাস দুলহ রস গাব।
ভাঙ্গল গঠন মদন পরতাব॥ ৯৯৮॥

দিনান্তরে।

(১)

ধানশী।

সহজই শীত সময় অতি হিম।
তাহাধিক পবন বাঢ়ায়ত সীম॥
কুঝটি ভেল তহিঁ দশ দিশ ব্যাপি
দিনমণি-কিরণ সবহুঁ রহু ছাপি॥
রাই করল সুখে হরি-অভিসার।
সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার॥

কছু নাহি দিশই গতি অনিবার।
সুপথ দেখায়ল মদন দিশার॥
কুসুম পরশে যোই বরণিত হোই।
এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই॥
ঐছে মিলল বর যুগল কিশোর।
রাধামোহন পহুঁ আনন্দে ভোর॥ ৯৯৯॥

(২)

তথা রাগ।

রাধা-মাধব করু রস-পুঞ্জে।
হিম ঋতু দিনহিঁ মিলল দুহুঁ কুঞ্জে॥
নিবিড় আলিঙ্গনে শীত নিবার।
এক মুখে ঘাম আরে সীতকার॥
ঐছনে কতহুঁ করত সঞ্চার।
সুরত-পয়োনিধি দুহুঁ ভেল পার॥
দুহুঁ কর গুণ দুহুঁ করু পরশংস।
রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ অবতংস॥ ১০০০॥

অথ বর্ষাকালোচিতো যথা।

(১)

ভূপালী।

চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥

পঙ্ক-পিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব ।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব ॥
বিজুরী-জ্যোতি দরশায়ল দেহ ।
উঠইতে চাহে জলধারক এহ ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ ।
গোবিন্দ দাস কহ পূরল আশ ॥ ১০০১ ॥

(২)

সুহই ।

আজু কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ ।
কে জানে কৈছন তোহারি সুলেহ ॥
গুরুজন-ভয়ে কি না কাঁপ ।
ঘন-আন্ধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ ॥
তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি ।
মরমহিঁ উয়ল মনমথ-বাতি ॥
দুতর পন্থ সঞ্চার ।
চঢ়ল মনোরথে ইথে কি বিচার ॥
একলি আওলি এত দূর ।
আগেহিঁ আগে কুসুম-শর শূর ॥
আপে করই তুহুঁ কোর ।
মিলল দুহুঁ জন তনু তনু জোর ॥
রাধামাধব ভাষ ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দ দাস ॥১০০২ ॥

(৩)

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সখ্যুক্তিঃ।

কেদার।

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহিঁ ঝাঁপি।
গাগরী বারি ঢারি করু পিছল
চলতহিঁ অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব! তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥ ধ্রু॥
করযুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥ ১০০৩॥

(৪)

তথা রাগ।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।

অব আন্ধিয়ারে　　আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ ॥
মাধব ! কি কঁহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে　　অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণভাগ ॥ ধ্রু ॥
যো পদতল থল-　　কমল সুকোমল
ধরণী পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময়　　সঙ্কট বাটহিঁ
আওত যাওত নিশঙ্ক ॥
মন্দির মাঝ　　সাজ নাহি তেজত
দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনী　　চলয়ে একাকিনী
গোবিন্দ দাস কহ ফুর ॥ ১০০৪ ॥

(৫)

গান্ধার।

যব্ ধনী ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহুঁ দুরতরি তোহে মিলু গোরী ॥

ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক॥
উঠইতে ফণি-মণি-উজোর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছনে সোঁপলুঁ তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দ দাস ভরম দূরে গেল॥ ১০০৫॥

অত্র সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি।

অথ গ্রীষ্মকালোচিত-দিবাভিসারঃ।

(১)

বরাড়ী।

মাথহিঁ তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননীক পুতলী তনু চরণ কমল জনু
দিনহিঁ কয়ল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥ ধ্রু॥
গুরুজন-নয়ন পাপগণ বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি।

তাহিক মেলি　　চললি বর-রঙ্গিণী
পন্থহিঁ গেও সব ভুলি ॥
যত যত বিঘিনি　　জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ-মন্ত্র।
গোবিন্দ দাস　　কহই অব সমুঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥ ১০০৬ ॥

(২)

তথা রাগ।

রাধা-মাধব মিলন ভেল।
নিদাঘক দুখ সবহুঁ দূরে গেল ॥
তহিঁ পুন সরোবর-মন্দির মাঝ।
জল-কণ-শীকর-নিকর বিরাজ ॥
সৌরভে মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ ॥
তহিঁ বর সুরত-বাপী অবগাহ।
রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ ॥ ১০০৭ ॥

অথ উৎকণ্ঠায়াং ভ্রমাভিসারঃ।

(১)

কামোদ।

সুন্দরি! কৈছন আরতি তোর।
বিঘটিত ঘটিত　　সাজ নাহি জানল
ভুলল মাধব মোর ॥ ধ্রু ॥

বিপরীত চীর পহিরি হরি সাজল
তুহুঁ অঙ্গদ তুহুঁ কাণে।
সীঁথি বলয় করি বাহে সাজাওল
কুণ্ডল মুদরিক ভাণে॥
কিঙ্কিণী-জাল মাল করি পহিরল
হার সাজাওল হাতে।
চূড়ক সাজ চরণহিঁ পহিরল
মঞ্জীর পহিরল মাথে॥
পূরব উত্তর নাহি দিগ দিগন্তর
নব অনুরাগক লাগি।
বল্লভ দাস কহ চঢ়ল মনোরথে
সঙ্কট দূরহিঁ ভাগি॥ ১০০৮॥

(২)

ধানশী।

কানুক ইহ উতকণ্ঠিত জানি।
বিছুরল সুন্দরী আপনক বাণী॥
কি কহিতে কি কহয়ে নাহিক থেহ।
বিছুরল আভরণ আপনক দেহ॥
কানুক লেহ হৃদয় মাহা জাগ।
সো রূপ নিরুপম নয়নহিঁ লাগ॥
কহইতে চল চল রহ রহ বোল।
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল॥

সাজহ কহইতে ভাজহ ভাষ।
আনহ বাণী জান পরকাশ॥
ঐছন ভ্রমময় শুনইতে হাস।
কি কহব সহচরী বল্লভ দাস॥ ১০০৯॥

(৩)

কেদার।

মণিময় মঞ্জীর　　যতনে আনি ধনী
সো পহিরল দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম-　　হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ॥
সুন্দরি! অপরূপ পেখলুঁ আজ।
হরি-অভিসার-　　ভরম-ভরে সুন্দরী
বিছুরল সাজ বিসাজ॥ ধ্রু॥
ঘন আন্ধিয়ার　　রজনী জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল　　দুতর পথ পাঁতর
একলি চললি তেজি গেহ॥
চড়ল মনোরথে　　দোসর মনমথ
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দ দাস　　কহই ব্রজনাগরী
ঐছনে ভেটলি কান॥ ১০১০॥

পুনশ্চ।

(১)

শ্রীরাগ।

রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল।
কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল॥
মুকুরে আঁচরে রাই বান্ধে কেশ-ভার।
পায় বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥
করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়।
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥
চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা।
হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥
শ্রবণে করয়ে রাই বেশর সাজনা।
নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥
বংশীবদনে কহে যাও বলিহারি।
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লৈয়া মরি॥ ১০১১॥

(২)

বেলাবলী।

বিপরীত বেশে মিলল ধনী মাধব
মাধব বিপরীত বেশ।
ভুলল সরস সম্ভাষ হাসময়
জনু নহ আরতি লেশ॥

সজনি! অপরূপ প্রেম বিচারি।

দোঁহে দোঁহা হেরি　　স্তম্ভ ভেল কলেবর

চিত-পুতলী সম থারি ॥ ধ্রু ॥

বহুখণে সহচরী-　　বচনহিঁ দুহুঁ জন

ধাই করল দুহুঁ কোর।

তৈছন তনু তনু　　লাগি রহল দুহুঁ

দুহুঁ দোঁহা ভাবে বিভোর ॥

বিছুরল কেলি-　　বিলাস রস-লালস

রহলহিঁ কোরে আগোরি।

ঐছন সহচরী　　শেজে শুতায়ল

বল্লভ হেরি বিভোরি ॥ ১০১২ ॥

(৩)

কেদার।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ দুহুঁ তনু তেজ।

বৈঠল সরস কুসুমময় শেজ ॥

বিপরীত চরিত হেরি সখী হাস।

তনু তনু তেজি অতনু পরকাশ ॥

সহচরীগণ কহ দুহুঁজন-রীত।

শুনইতে দুহুঁ জন চমকিত চিত ॥

লাজহিঁ সুন্দরী না কহয়ে বাণী।

তেজল ভূষণ বিপরীত জানি ॥

উপজল কতহুঁ হাস পরিহাস।
কত কত কৌতুক মদন-বিলাস॥
রাধামাধব প্রেম-তরঙ্গ।
হেরই বল্লভ সহচরী সঙ্গ॥ ১০১৩॥

ইতি ভ্রমাভিসারঃ।

অথ জ্যোৎস্নাভিসারঃ (১)।

(১)

তথা রাগ।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতহুঁ পরকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধামিলী লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরল বসন আন করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজন-যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর-রাজ॥

হেরইতে মাধব পড়লহিঁ ধন্দ ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব ॥
বিদ্যাপতি কহ তব্ কিয়ে ভেলি ।
উপজল কত কত মনমথ-কেলি ॥ ১০১৪ ॥

পুনশ্চ দিনান্তরে ।

(১)

ধানশী ।

ত্বং কুচ-বল্লিত-মৌক্তিক-মালা ।
স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশি-কর-জালা ॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিত-বেশা ।
রাকা-রজনিরজনি গুরুরেষা ॥ ধ্রু ॥
পরিহিত-মাহিষ-দধি-রুচি-সিচয়া ।
বপুরর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া ॥
কর্ণ-করম্বিত-কৈরব-হাসা ।
কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাসা ॥ ১০১৫ ॥

(২)

ভূপালী ।

গুরু দুরু বঞ্চ উজোরল চন্দ ।
গুরুজন-নয়ন পদহিঁ পদ ফন্দ ॥
তাহে অতি দুরতর পন্থ সঞ্চার ।
ততহিঁ কলাবতী চলু অভিসার ॥

কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত॥ ধ্রু॥
যাহাঁ ধনী ধাধসে ভাও ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দ দাস কহ পূরল সাধ॥ ১০১৬॥

পুনশ্চ দিনান্তরে।

(১)

শ্রীরাগ।

চিকুর-তরঙ্গক-ফেন-পটলমিব কুসুমং দধতি সকামং।
নটদপসব্য-দিশাদিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমরামং॥
রাধা মধুর-বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদ-গতি-লঘু-লঘু-তরলিত-হারা॥
শঙ্কিত-লজ্জিত-রস-ভর-চঞ্চল-মধুর-দৃগন্ত-লবেন।
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়-দাম রসেন॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপমধুনাতনু-মধুরং মধুরেণ।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং সুখয়তু রস-বিসরেণ॥১০১৭॥

(২)

কেদার।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতং॥

কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা ।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা ॥ ধ্রু ॥
বিনিদধতি মৃদু-মন্থর-পাদং ।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদং ॥
জনয়তি রুদ্র-গজাধিপ-মুদিতং ।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতং ॥ ১০১৮ ॥

(৩)

মায়ুর ।

সম-বয় বেশ- ভূষণ-ভূষিত-তনু
সখীগণ সঙ্গহিঁ মেলি ।
গজ-গতি নিন্দি গমন অতি সুন্দর
কিয়ে জিত খঞ্জন-কেলি ॥
দেখ রাই করল অভিসার ।
শিরীষ-কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার ॥ ধ্রু ॥
যো থল-কমল পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক ।
সো অব যাঁহা তাঁহা কঠিন ধরণী মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক ॥
ঐছন ভাতি মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতীক যাঁহা উপদেশ ।

ভণ রাধামোহন তঁহি যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ ॥ ১০১৯ ॥

অত্র সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি।

তিমিরাভিসারঃ।

(১)

বরাড়ী।

রতিসুখ-সারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশং।
ন কুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং ॥
ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী ॥ ধ্রু ॥
নাম-সমেতং কৃত-সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং।
বহুমনুতে ননু তে তনু-সঙ্গত-পবন-চলিতমপি রেণুং ॥
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির-পুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলং ॥
উরসি মুরারেরুপহিত-হারে ঘন ইব তরল-বলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি-বিপরীতে রাজসি সুকৃত-বিপাকে
বিগলিত-বসনং পরিহৃত-রসনং ঘটয় জঘনমপিধানং।
কিশলয়-শয়নে পঙ্কজ-নয়নে নিধিমিব হর্ষ-নিধানং ॥

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামং।
কুরু মম বচনং সত্বর-রচনং পূরয় মধুরিপু-কামং ॥
শ্রীজয়দেবে কৃত-হরি-সেবে ভণতি পরম-রমণীয়ং।
প্রমুদিত-হৃদয়ং হরিমতি-সদয়ং নমত সুকৃত-কমনীয়ং ॥

(২)

ভূপালী।

সখীগণ বচনে বনায়ল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥
ভালহিঁ দেয়ল সিন্দূর-বিন্দু।
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মূরছে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীল-বসনে তনু ঝাঁপলি গোরী।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম-রসে ভোরি॥
মদনমোহন-মনোমোহিনী নারী।
জ্ঞান দাস কহ যাঙ বলিহারি॥ ১০২১॥

(৩)

বেলোয়ার।

সাজলি রসবতী রঙ্গিণী রামা।
মন্দ মন্দ গতি   নূপুর কলরব
লজ্জিত-রাজহংসকুল বামা॥ ধ্রু॥

চম্পক কনক কেশর কুসুমাবলি
রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে।
অলিকুল অঞ্জন জলদ নীলমণি
ছবিচয়-নিন্দিত বসন বিরাজে॥
অমল ইন্দীবর- দল লোচনযুগ
কত কত শশী জিনি কমল-বয়ানী।
সিন্দুর-বিন্দু অরুণ ছবি নিন্দই
অহি-রমণী ফণী বেণী বনি॥
বিভ্রম অধরে মধুর মৃদু হাসনি
দশন সুদামিনী দমন করে।
তার-হার মণি- কুণ্ডল লম্বিত
কত মণি দরপই দরপবরে॥
চৌদিশে সহচরী যন্ত্র বাজায়ত
ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাজে।
বল্লভ ভণত প্রবেশলি নিধুবনে
হেরি কত রতিপতি ভাজল লাজে॥ ১০২২॥

(৪)

সুহই।

মিললি নিকুঞ্জে রাই কমলিনী।
দোঁহে দোঁহা পায়ল পরশ-মণি॥
দরশনে দুহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর।
নয়নে ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ-লোর॥

সরস-সম্ভাষণে উপজল রঙ্গ।
উথলল দুহুঁ মন মদন-তরঙ্গ॥
সহচরীগণ সব আনন্দে ভাস।
দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস॥ ১০২৩॥

(৫)

মঙ্গল।

ও মুখ শরদ-　　সুধাকর-সুন্দর
ইহ নলিনী-দল গঞ্জে।
ও তনু নবঘন-　　সুন্দর রঞ্জিত
ইহ থির-দামিনী-পুঞ্জে॥
দেখ রাধা-মাধব জোরি।
দুহুঁক পরশ-রসে　　দুহুঁ পুলকায়িত
দুহুঁ দোঁহা রহল আগোরি॥ ধ্রু॥
ও নব নাগর　　সব গুণে আগর
ইহ সে কলাবতী-সীম।
ও অতি চতুর-　　শিরোমণি বিদগধ
এ সব গুণহিঁ গরিম॥
মধুর বৃন্দাবনে　　শ্যাম-গোরী-তনু
দুহুঁ নব কিশোরী কিশোর।
নরোত্তম দাস　　আশ চরণে রহু
শ্রীবল্লভ মন ভোর॥ ১০২৪॥

পুনশ্চ দিনান্তরে।

(১)

কল্যাণী।

বয়সে সমান সঙ্গে নব-রঙ্গিণী
সাজলি শ্যাম-দরশ-রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥
ভালে বনি আওয়ে বৃষভানু-তনি।
চরণ-কমল-তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীর-রঞ্জিত মধুর-ধ্বনি॥ ধ্রু॥
নব-যৌবন-ভর গতি অতি মন্থর
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণী রোলে।
গজ-অরি মাঝারি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহিঁ সুরধুনী মুকুতা-হিলোলে॥
রবি-মণ্ডল-ছবি জিনি মণি-কুণ্ডল
সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু ভালহিঁ ভালে।
গোবিন্দ দাস কহ ভুলল অলি-কুল
বেঢ়ল কবরীক মালতী-মালে॥ ১০২৫॥

(২)

শ্রীরাগ।

রাই কনক-মুকুর-কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে ক'তক ভাতি॥ ধ্রু॥

নীল বসন   রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের   বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে॥
রসের আবেশে   গমন মন্থর
হেলি দুলি চলি যায়।
আধ ওড়নি   ঈষত হাসিয়া
বঙ্কিম-নয়নে চায়॥
সীঁথায় সিন্দূর   নয়ানে কাজর
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জলধরে   অরুণ-কোরে
নবীন চাঁদের দেখা॥
শ্যামানন্দ ভণে   নিকুঞ্জ ভবনে
কলপ-তরুর মূলে।
রসের আবেশে   বৈসে বিনোদিনী
শ্যাম নাগরের কোলে॥ ১০২৬॥

অত্র সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি।

জ্যোৎস্নাভিসার (২)।

(১)

বেলোয়ার।

সখি মাধব   নিকট গমন করি
তুরিতহিঁ এমতি করবি চতুরাই।

যদবধি গগনে উদিত নহে হত-বিধু
হরি অভিসারবি সময় জানাই ॥
মদন-দহনে তনু অবিরত দাহই
পরাণক দুখ তুহুঁ জানসি চিত।
ইহ তাহে নাহি জানায়বি অন্তর
হাম যাহে কুলবতী পথে উপনীত ॥
এত শুনি দূতী চলল অবিলম্বনে
আসি ভেল উপনীত কানুক পাশ।
নয়ন-তরঙ্গে সকল সমুঝায়ল
পুন হেরি কুমুদ কহে পরকাশ ॥
কুমুদিনী গুণ পরি- মলে জগ জিতল
কাহে বিফলায়ত শ্যামল ভৃঙ্গ।
দূতীক বচনে চলল বরনাগর
তুরিতহিঁ গৌর হৃদয় পরসন্ন ॥ ১০২৭ ॥

(২)

মঙ্গল।

সুন্দরি মাধব তুয়া পথ হেরই
তুরিতে করহ অভিসার।
গগন উপরে উয়ল বিধু-মণ্ডল
বিমল কিরণ পরচার ॥
সমুচিত বেশ করহ বর চন্দন
কপূর খচিত করি অঙ্গ।

দুগ্ধ-ফেন-সিত অম্বর পহিরহ
কুঞ্জহিঁ চলহ নিশঙ্ক ॥
চরণ-কমলে নূপুর তেজি সুন্দরি
চল তাহে শবদ-রহিত।
এতহিঁ বচনে চললি গজ-গামিনী
মনসিজ-মদে উলসিত ॥
নয়ন কমল-মৃগ- খঞ্জন-গঞ্জন
সচকিত হেরত গোরী ।
গৌরমোহন অনু- মানই আনবি
শ্যাম-নয়ন চিত চোরি ॥ ১০২৮ ॥

(৩)

কেদার।

কুন্দ কুমুদ গজ-মোতিম হার।
পহিরল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচ-ভার ॥
থোরহিঁ শশধর-কিরণ বিথার।
ঐছন সময়ে কয়ল অভিসার ॥
চৌদিকে সচকিত-নয়নে নেহার।
মদন-মদালসে চলই না পার ॥
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জ-নৃপ পাশ।
কহ কবি শেখর কেলি-বিলাস ॥ ১০২৯ ॥

ততঃ সম্ভোগ-পদানি গেয়ানি।

পুনশ্চ দিনান্তরে।

(১)

শঙ্করাভরণ।

ধনী ধনি বনি অভিসারে।

সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী

সাজলি শ্যাম-বিহারে ॥ ধ্রু ॥

চলইতে চরণ সঙ্গে চলু মধুকর

মকরন্দ-পানকি লোভে।

সৌরভে উনমত ধরণী চুম্বয়ে কত

যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে ॥

কনক-লতা জিনি জিনি সৌদামিনী

বিধির অবধি রূপ সাজে।

কিঙ্কিণী-রণরণি বঙ্করাজ-ধ্বনি

চলইতে সুমধুর বাজে ॥

হংসরাজ জিনি গমন সুলাবণি

অবলম্বন সখী-কান্ধে।

অনন্ত দাস ভণে মিললি নিকুঞ্জ-বনে

পূরাইতে শ্যাম-মন-সাধে ॥ ১০৩০ ॥

অত্র সম্ভোগপদং সম্ভবপরং গেয়ং।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ত্রয়োদশঃ পল্লবঃ।

চতুর্দ্দশ পল্লব।

রূপোল্লাসঃ (১)।

---

(১)

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র।

ধানশী।

গোরাচাঁদ! কিবা তোমার বদন-মণ্ডল।

কনক-কমল কিয়ে শরদ-পূর্ণিমা-শশী

নিশি দিশি করে ঝলমল॥ ধ্রু॥

তোমার বরণখানি জনু হরিতাল জিনি

কিয়ে থির বিজুরী জিনিয়া।

কিয়ে নব গোরোচনা কিয়ে দশবাণ সোণা

মনমথ-মন-মোহনিয়া॥

খগপতি জিনি নাসা অমিয়া-মধুর ভাষা

তুলনা না হয় ত্রিভুবনে।

আকর্ণ নয়ান-বাণ ভুরূ-ধনু-সন্ধান

কটাক্ষ হানয়ে নারী-মনে॥

আজানুলম্বিত ভুজ বিলেপিত মলয়জ

অঙ্গুরী বলয়া তাহে সাজে।

সিংহ জিনি মধ্য সরু, হেম-রম্ভা জিনি উরু
চরণে নূপুর বঙ্করাজে ॥
জিনি ময়মত্ত হাতী হংসরাজ জিনি গতি
দেখিয়া এ হেন রূপ-রাশি।
কহয়ে গোবিন্দ ঘোষ মোর মনে সন্তোষ
নিছনি যাইয়ে হেন বাসি ॥ ১০৩১ ॥

(২)

সুহই।

আহা মরি গোরা-রূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল যে কষিল বাণ সোণা ॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গঢ়িল বিধি গোরা ॥১০৩২ ॥

(৩)

ভাটিয়ারী।

ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজ ঘরে।
দেখিয়া ও রূপ ঠাম মোহে কত শত কাম
যুবতী ধৈরজ কিয়ে ধরে॥ ধ্রু ॥

হেরিয়া বদন-ছাঁদ　　উদয় না করে চান্দ
লাজে যায় মেঘের ভিতরে।
সৌদামিনী চমকিল　　চম্পক শুখাঞা গেল
লাজে কেহ সোণা নাহি পরে॥
ভাঙ-ধনু-ভঙ্গিমায়　　ইন্দ্র-ধনু লাজ পায়
দশনে মুকুতা নাহি গণে।
দেখিয়া চাঁচর কেশ　　চামরী ছাড়িল দেশ
চঞ্চল জলদ আন ভাণে॥
মৃণাল শুখায় লাজে　　দেখিয়া যুগল ভুজে
রঙ্গ-ভূমি জিনিল হিয়ায়।
হরি হেরি মধ্যদেশে　　কন্দরেতে পরবেশে
উরুতে কি রাম-রম্ভা ভায়॥
স্থল-পদ্ম আদি যত　　তরুতে শুখায় কত
না তোলয়ে হেরি পাদপাণি।
শুন গৌরসুন্দর　　এই তোমার কলেবর
ভুবন-বিজয়ী অনুমানি॥ ১০৩৩॥

(৪)

তথা রাগ।

দামিনী-দাম-　　দমন-রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপক দাপ।
শোণ কুসুম তাহে　　কোন গণিয়ে রে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ॥

গোরা-রূপের যাঙ বলিহারি।

হেরি সুধাকর মূরছি চরণ-তলে

পড়ি দশ-নখ-রূপ-ধারী ॥ ধ্রু ॥

সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ

মানি আপন মনতাপে।

নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে

পৈঠল অনল-সন্তাপে ॥

যা সম বিধিক অধিক নহে অনুভবি

তুলনা দিবার নাহি ঠোর।

জগদানন্দ কহুঁ পহুঁক তুলনা পহুঁ

নিরুপম গৌরকিশোর ॥ ১০৩৪ ॥

(৫)

তথা রাগ।

গৌর-কলেবর মৌলি মনোহর

চিকুর ঐছে নেহারি।

(জনু) হেম-মহীধর- শিখরে চামর

দেই উর পর ডারি ॥

পীন উর উপ- নীত কৃত উপ-

বীত শিতিম রঙ্গ।

(জনু) কনয়-ভূধর বেঢ়ি বিলসই

সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গ ॥

আধ অম্বর　　আধ সম্বর
আধ অঙ্গ সুগৌর।
(জনু) জলদ সঞে অতি　　বাল-রবি-ছবি
নিকসে অধিক উজোর॥
জগদানন্দ　　পহুঁক পদ-নখ
লখই ঐছন ছন্দ।
(জনু) মীন-কেতন　　করু নিরমঞ্ছন
চরণে দেই দশ চন্দ॥ ১০৩৫॥

(৬)

শ্রীরাধিকার প্রতি সখ্যুক্তি।

কামোদ।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধা-রসে　　যো নিরমাওল
তুয়া মুখ-মণ্ডল রাধে॥ ধ্রু॥
ভালে আধ ইন্দু　　অমিয়া আগোরল
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত　　শ্রুতি-কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন-চকোর॥
নাসা-শিখর　　সমুখে উদিত পুন
সিন্দূর-ভানু উজোর।
অহনিশি বদন-　　কমল তহিঁ বিকসিত
শ্যাম-ভ্রমর নাহি ছোড॥

অরুণ-কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি
হার-তরঙ্গিণী-তীরে।
কুচযুগ কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দ দাস কহ ধীরে ॥ ১০৩৬ ॥

(৭)

শ্রীরাগ।

এ ধনি! না করু পসাহন আন।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান ॥ ধ্রু ॥
সিন্দুর তরুণ- অরুণ-রুচি-রঞ্জিত
ভাল সুধাকর-কাঁতি।
সো ঘন চিকুর- তিমির-ঘন-চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি ॥
লোচন-যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজর-জালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহিঁ ভ্রমই অলি-জোর ॥
তবহিঁ যো হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদী-কাঁতি।
মোহিত জনকে বিফল পুন মোহন
গোবিন্দ দাস নাহি ভাতি ॥ ১০৩৭ ॥

(৮)

ততো রূপোল্লাসেন অভিসারোপযুক্তং বেশং রচয়তি।

তুড়ী।

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্লং।
বিলিখাম্যদ্ভুত-মকরাকল্পং॥
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজ-নয়নে।
বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলং।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলং॥
তব বপুরস্তু সনাতন-শোভং।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং॥ ১০৩৮॥

(৯)

তত্রাভিসারঃ।

বেলোয়ার। কন্দর্প তাল।

কঞ্জ চরণযুগ　　যাবক-রঞ্জন
খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি-　　কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর-গমন দমন ক্ষীণ মাঝে॥
সাজলি শ্যাম-বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহিঁ রঙ্গ-　　তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
মদনমোহন-মন-মোহন ছাঁদে॥ ধ্রু॥

কনক-কটোর- চোর কুচ-কোরক
জোরে উজোরল মোতিম-দাম।
ভুজযুগ থির বিজুরী পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস সুধারস নিরসন
দশন-জ্যোতি জিতি মোতিম-কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণি-কুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ান-শর-পাঁতি॥
ঝাঁপলি কবরী ভালে অলকাবলি
ভাঙ-ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল
মূরতি শিঙ্গার-দেব-অধিদেবী॥ ১০৩৯॥

(১০)

বিহাগড়া।

এ ধনি! আঁচরে বদন ঝাঁপাউ।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাউ॥ ধ্রু॥
মুখ-মণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ
ভালহিঁ অটমীক চন্দ।
মধুরিপু-মরমে ভরম যাহাঁ ঐছন
তাহে কি গণিয়ে মতি-মন্দ॥

জনি কহ গরবে　　পাণিতলে বারব
ও থল-কমল উজোর।
তহিঁ নখ-চাঁদ-　　ভরম-ভরে ঐছন
ততহিঁ পড়ত জনি ভোর॥
ভাঙ-ধনুয়া কিয়ে　　সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু-　　পতগ-শিরে ডারসি
গোবিন্দ দাস হিয়ে তাপ॥ ১০৪০॥

(১১)

সুহই।

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি সন্ততমভিজল্পং।
দন্ত-রোচিরন্তরয়তি সন্তমসমনল্পং॥
রাধে পথি মুঞ্চ ভূরিসম্ভ্রমমভিসারে।
চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরং সুকুমারে॥
সন্তনু ঘন-বর্ণমতুল-কুন্তল-নিচয়ান্তং।
ধ্বান্তং তব জীবতু নখ-কান্তিভিরভিশান্তং॥
সসনাতন-মানসাদ্য যান্তী গতশঙ্কং।
অঙ্গীকুরু মঞ্জু-কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কং॥ ১০৪১॥

(১২)

ধানশী।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতং॥

কেলি-বিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা॥
বিনিদধতি মৃদু-মন্থর-পাদং।
রচয়তি কুঞ্জর-গতিমনুবাদং॥
জনয়তি রুদ্রগজাধিপ-মুদিতং।
রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতং॥ ১০৪২॥

(১৩)

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটহ হরি কুঞ্জক মাঝ॥
তুহুঁ গজ-গামিনী মতি অতি ভোর।
উচ কুচ-কুম্ভ-গরবে নাহি ওর॥
যৌবন-গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥
যব্ তোহে করব অরুণ দিঠি-ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ॥
সো খর-নখর-পরশ যব হোতি।
এ কুচ-কুম্ভে না রাখবি মোতি॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মূরছি পড়বি তহিঁ ধরণী নিপাত॥
গোবিন্দ দাস যবহুঁ সোঙরাব।
অধর-সুধা দেই তবহিঁ জীয়াব॥ ১০৪৩॥

(১৪)

অন্ত মিলনং।

ধানশী।

নূপুর-কলরব　　শুনইতে মাধব
কুঞ্জক হোই বাহার।
চলইতে খলই　　বলই সব আভরণ
অম্বর নহত সম্ভার ॥
সজনি! অদভুত কানুক লেহ।
আগুসরি আদর　　ভাবহিঁ বাদর
কি করব না পায়ই থেহ ॥ ধ্রু ॥
কর গহি সঙ্কেত　　লেই পরবেশই
করু নীরাজন নিজ হাত।
শীকর-যুত সর-　　সিজ-দলে বীজই
মলয়জ লেপই গাত ॥
রাই পুন দরশ-　　পরশ-রসে নিমগন
লাজহিঁ অবনত মুখ।
হেরি রাধামোহন　　সোই সুশোভন
মিটব পূরুবক দুখ ॥ ১০৪৪ ॥

(১৫)

শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ রূপোল্লাসঃ।

তথা রাগ।

তুয়া মুখ চাঁদ　　কমল আদি কবলই
নিবিড় চামর জিতি কেশ।

কনক কমল অলি জিনি অলকাবলি
শ্রুতি অছু গিধিনী বিশেষ ॥
তরুণী-মুকুট-মণি গোরী।
ভ্রূযুগ নরতনে কাম-ধনু কম্পিত
পরাণ-পুতলী তুহুঁ মোরি ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল নয়ন ইন্দীবর নিন্দই
গণ্ডহিঁ জিতল মুকুর।
নাসা তিলফুল অধর পণ্ডার-কুল
স্মিত জিত অমিয়া কর্পূর ॥
কুন্দ করগ-বীজ জিতি দ্বিজ লাবণি
কণ্ঠহিঁ কম্বুক শোভা।
বাহু মৃণাল করযুগ পঙ্কজ
মঝু মন-মধুকর-লোভা ॥
কুচযুগ কোক লোম ভুজঙ্গিনী
ত্রিবলী ত্রিবেণী-বিলাস।
মাঝ বর সিংহ নিতম্ব করি-কুম্ভ
উরু রম্ভা করু উপহাস ॥
পদ থল-কমল নখ জিতি চাঁদ কত
লাবণি অমিয়া তরঙ্গ।
রাধামোহন পহুঁ কহইতে ঐছন
ভাবে অবশ ভেল অঙ্গ ॥ ১০৪৫ ॥

(১৬)

ধানশী।

নিরমিল কো বিধি　　কেলি-কলানিধি
নওল কিশোর কিশোরী।
তুহুঁ দোঁহা নিরখি　　পুলক-কুলে আকুল
হাসি-কহই গিরিধারী॥

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
তুয়া মুখ-মাধুরী　　লেশ নাহি হেরি
কমল মুকুরবর চাঁদে॥ ধ্রু॥

যো বিধু শোভিত　　সোই কলঙ্কিত
বিরহি-বিদারণ-শূল।
নিরখি বদন তব　　সোই জুড়ায়ত
ইথে শশী না ভেল তুল॥

দরপণ মলিন　　পরশে যদি জল-কণ
মার্জ্জন-বিহীন অসার।
তুয়া মুখ মলিন　　কবহুঁ নহে সুন্দরি
নীরে নিচয় উজিয়ার॥

নিতি নিতি নলিন　　মলিন জল মাঝহিঁ
তেজই অলি মধুপান।
তব মুখ-কমল　　বিমল নব পরিমল
মঝু মন মধুপ সমান॥

শুনি ধনী বাণী অলস দিঠি-পঙ্কজ
প্রিয় সহচরী হেরি হাস।
নিরখিতে শ্যাম পরশ-রসে মাতল
কহতহিঁ নন্দন দাস॥ ১০৪৬॥

(১৭)

গান্ধার।

শুন শুন নাগর সকল কহিতে পার
কে বুঝিবে বচন-তরঙ্গ।
একে তুহুঁ বিদগধ তাহে প্রিয়ম্বদ
তাহে কত রসবতী সঙ্গ॥
মাধব! রসিক রসায়ন বাণী।
ব্রজবধূ-বদন বিমল বর রাজীব
তাহে ভ্রমর তুহুঁ জানি॥ ধ্রু॥
আড় নয়ন করি অলক তিলক হেরি
মুচকি মুচকি করু হাস।
সো হসনামৃত অধরে মিলায়ত
তঁহি মধু-মঞ্জুল ভাষ॥
তাপনী-তীর তীর নিতি ধায়সি
তাহে এত শীতল দেখি।
সুরধুনী দেবী সেবি কিয়ে সুমধুর
পুছহ নন্দ এক সাখী॥ ১০৪৭॥

(১৮)

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

বালা ধানশী।

সুন্দরি আন গুণে নহ মোর বচন মধুর।
তুয়া পরসাদে সাধ সব পূর॥
আন সঙ্গ কভু না কহবি মোর।
চাঁদ না তেজই কবহুঁ চকোর॥
তুয়া গুণ-গায়ন বয়ন হামার।
তুয়া হৃদি শীতল পঙ্কজ-হার॥
তুহুঁ দরশন বিনু সব আন্ধিয়ার।
মিছ নহ নন্দ কহয়ে কতবার॥ ১০৪৮॥

(১৯)

ভূপালী।

দুহুঁ রসে ভোর হেরি পাঁচ-বাণ।
কেলি-কলা নিয়ে করত সন্ধান॥
দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহিঁ অচেতন যব পুন চুম্ব॥
বিপুল পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার।
চির থির নয়ানে নীর অনিবার॥
কাঁপই থরহরি গদগদ ভাষ।
দুহুঁ দোহাঁ পরশনে কতহুঁ উল্লাস॥

আনআন সঙ্গ রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ ॥
নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস ॥ ১০৪৯ ॥

(২০)

কেদার।

রতি-সুখ-শয়ন নিবেশহিঁ সুন্দরী
প্রমুদিত-মানস ভেলি।
বিছুরল আন আন কেলি-কৌতুক
অনুগত নিধুবন কেলি ॥
অদভুত মদন-বিলাস।
রাইক দেহ- দণ্ড পরিশোভিত
শ্রমজল-মুকুতা বিকাশ ॥ ধ্রু ॥
নিমীলিত নয়ন বয়ান-বর শোহন
অলখিত সহজহিঁ হাস।
অনধীন বাহু- বল্লী অরু সব অঙ্গ
তে উহ রহত উদাস ॥
বিগলিত অঙ্গ- রাগ অরু আভরণ
বিগলিত কুঞ্চিত-কেশ।
রাধামোহন চিতে নিতি নিতি ভাবই
ঐছন প্রেম-আবেশ ॥ ১০৫০ ॥

ইতি রূপোল্লাসঃ (১)।

রূপোল্লাসঃ (২)।

---

(১)

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রঃ।

বরাড়ী।

নিরুপম সুন্দর গৌর কলেবর
মুখ জিতি শারদ-চন্দ।
কুন্দ করগ-বীজ নিন্দি সুশোভিত
অতিশয় দন্ত সুছন্দ॥

বুঝলুঁ কাম পুন সাধে।
অমিয়াক সার ছানি নিরমায়ল
বিহি-সিরজন ভেল বাধে॥ ধ্রু॥

অকলঙ্ক চান্দ ভাগে বিধুন্তুদ
ধাবই পরশক লাগি।
নিকটহিঁ যাই হেরি তছু মাধুরী
তছু কর ভয়ে পুন ভাগি॥

প্রতিযোগী আদি নাম-দোষ শত
গুণ ভেল যাক ধেয়ানে।
সোই চরণ-গুণ কলিযুগ-পাবন
করু রাধামোহন গানে॥ ১০৫১॥

(২)

শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং।

শ্রীরাগ।

সুরপতি-ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতী ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধ-খণ্ড।
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজ-দণ্ড॥
ও কি শ্যাম নট-রাজ।
জলদ কলপতরু তরুণী-সমাজ॥ ধ্রু॥
কর-কিসলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ।
মুরলী-খুরলী কিয়ে চাতক-ভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক-দ্যোতিক ছন্দ॥
পদ-তল কি থল-কমল ঘন-রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥ ১০৫২॥

(৩)

শ্রীকৃষ্ণস্যাভিসারঃ।

তথা রাগ।

কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারী শুক পিককুল মধুরিম ভাষ॥

ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর ভেল উনমাদ॥
দেখ দেখ নাগর-রাজ।
চললহিঁ সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ॥ ধ্রু॥
কিশলয়-পুঞ্জহিঁ শেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি পুন তরখিত ভেল॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরী করল পয়ান॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দ দাস॥ ১০৫৩॥

(৪)

শ্রীমতীর আপ্তদূতীর উক্তি।

গান্ধার।

কালিয়-দমন জগতে তুয়া ঘোষই
সহচরী শুনইতে কাণে।
তুয়া সনে বাদ করিয়া ধনী আওত
মনমথ চঢ়ই ঝাঁপানে॥
মাধব! অতয়ে কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলিক মাঝে লোম-ভুজঙ্গিনী
হেরইতে তুহুঁ জনি ভাগি॥ ধ্রু॥
নয়ন-কমল পর যুগল ভুজগ-বর
কাজর-গরল উগারি।

মদন-ধন্বন্তরি আপে যব আওব

সো বিখ তবহিঁ নাশারি॥

বেণী-ভুজগবর পিঠ পর দোলত

চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।

শুনইতে নাগ- দমন-তনু কম্পিত

কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে॥ ১০৫৪॥

(৫)

ধানশী।

রাইক আগমন-বাত।

শুনইতে উলসিত গাত॥

তাহে কহই নব কাম।

নাগ-দমন মঝু নাম॥

খগপতি রহু মঝু পাশ।

সবহুঁ সে করব গরাস॥

বিকট মকর পুন হোয়।

এক না রাখব সোয়॥

দৈব করয়ে যব আন।

দংশয়ে হামারি বয়ান॥

রসনা-ধনন্তরি আগে।

তহিঁ পুন অমিয়া লাগাবে॥

নিরবিষ হোয়ব তায়।

জিতব এহিত উপায়॥

এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দ দাস মতি দেল॥ ১০৫৫॥

(৬)
শ্রীমত্যা অভিসারঃ।
শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন-　　রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন　　হাস-রস-পরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥
আজু বনি নব-রঙ্গিণী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই॥
লোল অলক　　তিলকাবলি রঞ্জিত
সীঁথহিঁ কাঞ্চন-কমল উজোর।
লোচন-মধুকরী　　চলত ফেরি ফেরি
শ্রুতি-কুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর॥
শ্যামর-চিত-চোর　　কুচ-কোরক
নীল নিচোল-কোরে করু বাস।
যাবক-রঞ্জিত　　অরুণ চরণ-তলে
জীউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দ দাস॥ ১০৫৬॥

(৭)
সিন্ধুড়া।

শারদ-সুধাকর　　মণ্ডল-মণ্ডন
খণ্ডন বদন বিকাশ।

অধরে মিলায়ত শ্যাম-মনোহর
চিত চোরায়নি হাস ॥
আজু নব শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু- যূথ-শত-সেবিত
লাবণি বরণি না যাই ॥ ধ্রু ॥
কবরী-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণী রণরণি বোল ॥
পদ-পঙ্কজ পর মণিময় নূপুর
পূরিত খঞ্জন-ভাষ।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণি-দরপণ
নিছনি গোবিন্দ দাস ॥ ১০৫৭ ॥

(৮)

মায়ূর।

সম-বয় বেশ- ভূষণ-ভূষিত-তনু
সখীগণ সঙ্গহিঁ মেলি।
গজ-গতি নিন্দি গমন অতি সুন্দর
কিয়ে জিত খঞ্জন-কেলি ॥
দেখ রাই করল অভিসার।
শিরীষ-কুসুম জিনি কোমল পদতল
বিপথে পড়ত অনিবার ॥ ধ্রু ॥

যো থল-কমল-　　　পরশে অতি কোমল
ঝামর ভই উপচঙ্ক।
সো অব যাঁহা তাঁহা　　　কঠিন ধরণী মাহা
ডারত বড়ই নিশঙ্ক ॥
ঐছন ভাতি　　　মিলল কুঞ্জ মাহা
দূতীক যাঁহা উপদেশ।
ভণ রাধামোহন　　　তঁহি যো আচরণ
হাম কিয়ে পায়ব উদেশ ॥ ১০৫৮ ॥

(৯)

কেদার।

তুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ দিঠি তুহুঁ মুখে　　　অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পূরল তুহুঁ তনু।
বেঢ়ল সখীর ঠাট　　　যৈছন চান্দের হাট
তার মাঝে সাজে রাধা কানু ॥
দোঁহার রূপের ছান্দে　　　মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী　　　অমিয়া অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায় ॥
দোঁহার মাধুরী-গুণে　　　উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।

সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায় ॥
ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা মালিনী আইল ধাঞা
বিনি সূতে গাঁথি ফুলহার।
দেওল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সবার ॥ ১০৫৯ ॥

(১০)

তথা রাগ।

রাধা-মাধব সুমধুর কেলি।
দুহুঁ রূপে দুহুঁ জন নিমগন ভেলি ॥
উলসিত বিনোদ নাগরবর কান।
কহই অমিয়া-বাণী হসিত বয়ান ॥
সুন্দরি কি কহব তোহারি বাখান।
অলপে জিতলি তুহুঁ ইহ পাঁচ-বাণ ॥
গুরুয়া কামান নয়ান-কোণে এক।
আর এক ঈষত হাস পরতেক ॥
করহিঁ সুকুসুম তাহে এক হোয়।
কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোয় ॥
অঙ্গহিঁ অঙ্গ কিরণ কত ভেল।
হেরি পরাভব ভই চলি গেল ॥
কহ কবি শেখর কি কহব কান।
লাখ বয়ানে নহত পরিমাণ ॥ ১০৬০ ॥

(১১)

শ্রীরাগ।

সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল
ত্রিভুবন-বিজয়ী মালা॥ ধ্রু॥
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত-খঞ্জন-খেলা॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতাবলি-
ভুজগী নিশ্বাস-পিয়াসা।
নাসা খগপতি- চঞ্চু-ভরম-ভয়ে
কুচ-গিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণ মদন তেজল তিন ভুবনে
অবধি রহল দো বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
ইহ রস কো পয়ে জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥ ১০৬১॥

(১২)

বিহাগড়া।

শুনহ সুন্দরি কি রূপ তোর।
হেরিতে হরল মরম মোর॥
মদন-সদন বদন চান্দ।
ভুরু সে মূরতি সুরত-ফান্দ॥
অরুণ তরুণ অধর-কাঁতি।
নিন্দিত-মোতিম দশন-পাঁতি॥
তিল-কুসুম-সুষম নাসা।
শ্যাম চাঁচর চিকুর-পাশা॥
অমল কমল লোচন জোর।
তরল করল হৃদয় মোর॥
রুচির চিবুক মধুর গীম।
বিধিক শিলপ-শকতি-সীম॥
কনক-দাড়িম কুচক জোর।
মুনিক মানস-চতুর-চোর॥
ভণয়ে বল্লভ না লভ বাক।
মদন দেয়ল জয়-পতাক॥ ১০৬২॥

(১৩)

তিরোতা।

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দ[illegible] চোরি॥

ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।
অবহিঁ দেখব ধনি নাগরি তোয়॥
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণীক ধনি ধনি বোলবি মোরি॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দূর সমীপ বসায়লি মোতি॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয়ে জনি বিপদক লেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥ ১০৬৩॥

(১৪)

ততঃ সম্ভোগঃ।

কেদার।

সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তঁহি অনুপাম॥
দুহুঁ মেলি কেলি-বিলাস করু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত বিলাসে বিভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া-কোর॥

তুহুঁ কেলি-পণ্ডিত রূপে গুণে সম।
বিলাস রভস-রসে কেহ নহে কম ॥
সুরত-মূরত তুহুঁ করু পরকাশ।
রতিপতি-হৃদয়ে লাগত তরাস ॥
অদভুত পরিরম্ভণে ধনী লাজ।
নূপুর রুণু ঝুনু কিঙ্কিণী বাজ ॥
এক তনু এক মন একহিঁ পরাণ।
তুহুঁ তনু এক ভেল বিহি নিরমাণ ॥
শ্রম-জলে ভিগল তুহুঁ জন গায়।
তুহুঁ রতি-সায়রে ওর না পায় ॥
তুহুঁ দোঁহা চুম্বি সমাধল কেলি।
তুহুঁ জন সেবনে শেখর গেলি ॥ ১০৬৪ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং চতুর্দ্দশঃ পল্লবঃ।

পঞ্চদশ পল্লব।

অথ নিত্যরাসঃ সর্ব্বকালোচিতঃ।

---

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তুড়ী।

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র
বেঢ়ল ভকত-নখত-বৃন্দ
অখিল-ভুবন-উজোরকারী
কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।

অগতি-পতিত-কুমদ-বন্ধু
হেরি উছল রসক সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির-হারী
উদিত দিনহুঁ রাতিয়া

সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত
মত্ত-করিবর-ভাতিয়া।

নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণী খসত
শোহত পুলক-পাঁতিয়া ॥

অসীম মহিমা কো কহুঁ ওর
নিজ পর ধরি করই কোর
প্রেম-অমিয়া হরখি বরখি
তরখিত মহী মাতিয়া।

যো রসে উত্তম অধম ভাস
বঞ্চিত একলি গোবিন্দ দাস
কো জানে কি খেণে কোন গঢ়ল
কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥ ১০৬৫ ॥

(২)

শ্রীরাগ।

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত
অধর-সুধাধরে ধরিয়া।
ধ্বনি শুনি ধরণী ধরল কুল-কামিনী
চোঙক পড়ল জগ ভরিয়া ॥
নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া।
পদের উপরে পদ তরুমূলে শ্যামচাঁদ
লীলা-ললিত ত্রিভঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥

পঞ্চানন চতু-　　　রানন নারদ
ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে।
ফল ফুলে মগন　　　সকল বৃন্দাবন
তরু সঞে ঝরে মকরন্দে ॥
শুনিয়া বংশীর গান　　　মুনিজন ভুলে ধ্যান
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরুছায়।
রায় শেখর বোলে　　　বাঁশী শুনি কে না ভুলে
কুলবতী বাঁচিবে কি তায় ॥ ১০৬৬ ॥

(৩)

মায়ূর।

নব-যৌবনী ধনী　　　জগ জিনি লাবণি
মোহিনী বেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চিত　　　ভীত নাহি মানত
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই ॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
যুবতী-যূথ মেলি　　　গাওত বাওত
চলত চিত্র-পদ বিদগধ রমণী ॥ ধ্রু ॥
হেরই শ্যাম　　　সুরত-রণ-পণ্ডিত
হাসি মদন-মদে মাতল বালা।
রতি-রণ-বীর　　　ধীর সহচরী মেলি
বরিখয়ে নয়নে কুসুম-শর-জালা ॥

নয়ানে নয়ানে বাণ ভুজে ভুজে সন্ধান
তনু তনু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দ দাস চিতে অব নাহি সমুঝল
বাজত কিঙ্কিণী কোন তরঙ্গ॥ ১০৬৭॥

(৪)

বিহাগড়া।

দেখ রি সখি শ্যাম-চন্দ
ইন্দু-বদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতী-বৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা॥
মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।
মদন-রাজ নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমরী-চাতুরী॥
তরল তাল গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন-শূর।
প্রাণ-নাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
কেহুঁ রহত কাহুঁক কোর।
জ্ঞান দাস কহত রাস
যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥ ১০৬৮॥

(৫)

তথা রাগ।

মত্ত মধুকর　　বিবিধ গুঞ্জর
কোকিলা পঞ্চম গায়।
নানা তরুকুল　　বিকসিত ফুল
খসি পড়ু শ্যাম গায়॥
শ্যাম গোরী　　গোরী শ্যাম
নটনে চঞ্চল গমনী।
কনক-লতায়　　বেঢ়ল যৈছে
ইন্দ্র নীলমণি॥
কবহুঁ গোরী　　ভোরি চলত
কবহুঁ চলত কান।
রসের আবেশে　　অবশ অঙ্গ
ওর নাহিক পান॥ ১০৬৯॥

(৬)

তথা রাগ।

নব নায়রী　　নব নায়র
নৌতুন নব লেহা।
আঁখে আঁখে　　নিমিখে নিমিখে
বিছুরল নিজ দেহা॥
নৌতুন গণ　　নৌতুন বন
নৌতুন সখী গানে।

তা দিগ দিগ থো দিগ দিগ
তাল ফুকরই বামে ॥
নৌতুন রস কেলি-রভস
নৌতুন গতি ভালে।
দ্রিমি ধো দ্রিমি থো দ্রিমি দ্রিমি
বাওত সখী তালে ॥
চঞ্চল মণি- কুণ্ডল চল
চঞ্চল পট-বাস।
দোঁহে দোঁহা কর ধরিয়া নাচয়ে
হেরত অনন্ত দাস ॥ ১০৭০ ॥

(৭)

মল্লার।

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ
নাচত যুগল কিশোর।
অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি
দুহুঁ দোঁহা মুখ হেরি ভোর ॥
চৌদিগে সখী মেলি গাওত বাওত
করহিঁ করহিঁ কর জোর।
নবঘন পরে জনু তড়িত লতাবলি
দুহুঁ রূপ অতি উজোর ॥
বীণ উপাঙ্গ মুরজ স্বর-মণ্ডল
বাজত থোরহিঁ থোর।

অনন্ত দাস পহুঁ　　রাই-মুখ নিরখই
　　যৈছন চান্দ চকোর ॥ ১০৭১ ॥

(৮)

মল্লার।

শ্যাম রাস-রস রঙ্গিয়া।
নব যুবরাজ যুবতী সঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥

চঞ্চল-গতি　　চরণে চলত
　　সঙ্গীত সুরঙ্গিয়া।
নাচে মনোহর গতি অঙ্গ ভঙ্গিয়া ॥

বীণ অধিক　　বিবিধ যন্ত্র
　　বাওয়ে উপাঙ্গিয়া।

মধুর তাতা　　থৈ থৈ থৈ
　　বোলত মৃদঙ্গিয়া ॥

কানু লপত　　সুর মোহন
　　লাল মঞ্জীর মান রে।

রুচির তাতা　　থৈয়া থৈয়া থৈয়া
　　গাওত সুর তান রে ॥

বৃষভানু-নন্দিনী　　কিশোরী গোরী
　　গাওত অনুপাম রে।

শিবরাম আনন্দে　　নাহিক ওর
　　হেরত রাস-ধাম রে ॥ ১০৭২ ॥

(৯)

তথা রাগ।

বাজে গিড়ি গিড়ি দাং দ্রাম্
দ্রিমি দ্রিমি কট্ দিদি দ্রাম্
উঘটত পটতাল মৃদঙ্গ
রঙ্গ রভস-মূল ॥ ধ্রু ॥
তা তা তোঙ্গ থোঙ্গি
ধোঙ্গি ননন ঝিঝি ননন
ঝঙ্কত নন ঝনন ননন
মনমথ-মন ভুল।
হরষ পরশ সরস হাস
নয়ন ছয়ল রতি-বিলাস
চঞ্চল পট-অঞ্চল মণি-
কুণ্ডলাতেঁ ঝুল ॥
তারক মণিহারক শশী
ঝিলমিলি দপিদার কলসি
পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জুল অতি
গুঞ্জতি অলিকুল।
তাতা থৈথৈ নাদ নূপুর
গান মান তান মধুর
ধ্বনি শুনি শিবরাম অন্তর
আনন্দেতে ভুল ॥ ১০৭৩ ॥

(১০)

কেদার।

বাজে ধ্বংনিং ধ্বংনিং　　বাজে ধ্বংনিং ধ্বংনিং
খট্যা তাগর্ ধো নাগর্ ধো ধুক্কা ধুন্না যে ॥ ধ্রু ॥
বীণ উপাঙ্গ　　তাল স্বর-মণ্ডল
বাজত ডম্ফ রবাব যে।
বাজে থো দ্রিমি দ্রিমিধো　　তথৈ তথৈ তত্তা
থো থো বোল মৃদঙ্গ যে ॥
কনক-কঙ্কণ　　কিঙ্কিণী কিনি কিনি
ঝননন মঞ্জীর-রাব যে।
রাধা-কর ধরি　　সুঘড়-শিরোমণি
নাচত কহই প্রবন্ধ যে ॥
কবহুঁ তাল　　কহই নট-শেখর
কবহুঁ চন্দ্রমুখী গাওই যে।
আনন্দ-সাগরে　　সগণে সুধাকর
শিবরাম দাস মনে ভাওই যে ॥ ১০৭৪ ॥

(১১)

সিন্ধূড়া।

জলদহিঁ জলদ　　বিজুরী দিঠি-তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এ তুহুঁ তনু মন-　　নয়ন-রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর ॥

রাধামাধব ভাতি।

কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যামর-গোরী-সঙ্গাতি ॥ ধ্রু ॥
যব দুহুঁ দুহুঁ হেরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি
আনআন পিবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত সঘনে আলিঙ্গিত
কৈছে হোয়ব নিরবাহ ॥
আরতি অধর- সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁক পিরীতি-উনমাদ।
গোবিন্দ দাস কহ অধিক রস-আবেশে
কিয়ে না করু পরমাদ ॥ ১০৭৫ ॥

(১২)

কামোদ। একতাল ধরা।

কদম্ব-তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে দুহুঁ লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
রাইর দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।

আগে পাছে সখীগণ　　　করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল　　　চন্দ্র-করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু কর ধরি　　　নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক অঙ্গ ভরে॥
মৃগমদ চন্দন　　　করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু　　　শোভে রাই মুখ-ইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
কুসুমিত বৃন্দাবন　　　কলপ-তরুর গণ
পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম　　　মন্দির সুন্দর যেন
নরোত্তম মনোরথ পূর॥ ১০৭৬॥

(১৩)

কেদার।

কানন-ভ্রমণ নটন দুহুঁ মেলি।
অতিশয় শ্রমযুত দুহুঁ ভৈ গেলি॥
দুহুঁ জন বৈঠল মণিময় কুঞ্জে।
কুসুম-শেজ পরে আনন্দ পুঞ্জে॥
চামর বীজই কোই দুহুঁ অঙ্গে।
কোই তাম্বূল দেই প্রেম-তরঙ্গে॥

কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস ॥ ২০৭৭ ॥

(১৪)

অথ বিপরীত রতি।

ধানশী।

মঝু পদ দংশল মদন-ভুজঙ্গ।
গরলহিঁ ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুধগল জন তব্ জীবন পায় ॥
পহিলহিঁ ঝারবি দিঠি পসারি।
করে কর পঞ্জনে ভাব সন্তারি ॥
শ্রম-জল অঙ্গহিঁ করবি বিথার।
কুচযুগ-কলসে করবি পাণি সার ॥
খর নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মানি।
ঝারবি নিরবিষ উর পর হানি ॥
যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি।
অধরক দংশনে অধর-বিষ নেবি ॥
রজনী উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দ দাস গুণ গাওব তোরি ॥ ১০৭৮ ॥

(১৫)

কামোদ।

রতি-রঙ্গ-উচিত শয়নহিঁ নাগর
যাচত বিপরীত কেলি।

অনুনয় কতহুঁ করয়ে জনি হসি হসি
মুখহিঁ মুখহিঁ করি মেলি ॥
শুনি হসি শশিমুখী লাজহিঁ কুঞ্চিত
অবনত করত বয়ান।
জীবইতে উপবাসী দারিদ যৈছন
মাগয়ে ভোজন পান ॥
দেখ দেখ বৈদগধি-রঙ্গ।
কামকলা-গুরু রসিক-শিরোমণি
না ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
পাদ পরশি পুন রাই মানাওল
নিজ সুখ বহুত জানাই।
ভণ রাধামোহন তছু সুখে সুখী উহ
অতয়ে সে হোত বাধাই ॥ ১০৭৯ ॥

(১৬)

গুর্জ্জরী।

উদসল কুন্তল ভারা।
মূরতি শিঙ্গার লখিমী অবতারা ॥
অতিশয় প্রেম-বিকারা।
কামিনী করত পুরুখ-বিহারা ॥
ডোলত মোতিম-হারা।
যামুন-জলে যৈছে দুধক ধারা ॥

কুচ-কুম্ভ পালটল বয়না।
রস-অমিয়া জনু ঢারল ময়না॥
প্রিয়তম কর তহিঁ দেবা।
সরসিজ মাহে জনু রহল চকেবা॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥
রসিক-শিরোমণি কান।
কবিরঞ্জন রস ভাণ॥ ১০৮০॥

(১৭)

ভূপালী।

বিগলিত-চিকুর- মিলিত মুখ-মণ্ডল
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময়-কুণ্ডল শ্রবণে তুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি! তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা।
রতি-বিপরীত- সময়ে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥ ধ্রু॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি কঙ্কণ কন কন
কল-রব নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥

তলে একু জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস-গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ ॥ ১০৮১ ॥

(১৮)

বিহাগড়া।

গৌর দেহ সুধারস সুবদনী
শ্যামসুন্দর নাহ রে।
জলদ উপরে তড়িত সঞ্চরু
স্বরূপ ঐছন আহ রে ॥
পিঠ পর ঘন শ্যাম বেণী
নিরখি ঐছন ভাণ রে।
(জনু) উজর হাটক- পাঁতি কর গহি
লিখন লেখু পাঁচ-বাণ রে ॥
খণ ন থির রহু সঘন সঞ্চরু
মণিক মেখল-রাব রে।
ময়ন রায় দোহাই কহ কহ
জঘন যশ রস গাব রে ॥
রয়নী বরু অবসান মানিয়ে
কেলি নহ অবসান রে।
রসিক যদুপতি রমণী রাধা
সিংহভূপতি ভাণ রে ॥ ১০৮২ ॥

(১৯)

ধানশী।

বদন সোহাগল শ্রমজল-বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু॥
প্রিয়-মুখ সমুখ চুম্বন ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
রতি-বিপরীত বিলম্বিত হার।
কনক-লতা পরি ছুধক ধার॥
কিঙ্কিণী-শবদ নিতম্বহিঁ সাজ।
মদন-বিজয়ী রণ-বাজন বাজ॥
বিগলিত চিকুর মাল ধরু অঙ্গ।
জনু যামুন-জলে গঙ্গ-তরঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপল সুঠান॥ ১০৮৩॥

(২০)

মল্লার।

রতি-অবসানে বৈঠি শ্যামসুন্দর
পোঁছয়ে নিজ করে ঘাম।
জনু দ্বিজরাজ পূজই বর কোকনদে
পরাভব পাইয়া কাম॥

অপরূপ নাগর-প্রেম।

না জানিয়ে কি করব যৈছন দারিদ

পাইয়া ঘট ভরি হেম ॥ ধ্রু ॥

বীজনে মৃদুতর পবন করই পুন

চন্দন গাত লাগায়।

খপুর কপূরযুত পর্ণ সুশোভিত

মুখ ভরি প্রচুর যোগায় ॥

ঐছন বহুবিধ করিয়া সুসেবন

পুন লই কয়ল শয়ন।

কহ রাধামোহন কব হব শুভ দিন

যবহিঁ পায়ব দরশন ॥ ১০৮৪ ॥

(২১)

তত্র রসালসঃ।

কেদার।

রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে

আলুঞা আলস-ভরে।

শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি

পরাণ-নাথের কোরে ॥

সখি ! হের দেখসিয়া বা।

নিন্দ যায় ধনী চাঁদ-বদনী

শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥ ধ্রু ॥

নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে তুলিছে নাসার বেশর
হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভণে॥ ১০৮৫॥

(২২)

কেদার।

আলসে শুতল দোঁহে মদন-শয়ানে।
উরে উর দোঁহে দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
দুহুঁক উপরে দোঁহে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া-জড়িত যেন মরকত-কাঁতি॥
রতি-রসে পণ্ডিত নাগর কান।
রতি-রসে পরাভব ভেল পাঁচ-বাণ॥
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায়॥ ১০৮৬॥

(২৩)

রসালসোপযুক্তং রূপং যথা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভৈরবী।

সোঙর নব গৌরচন্দ্র
নাগর বনয়ারী।
নবদ্বীপ-ইন্দু করুণা-সিন্ধু
ভক্ত-বৎসলকারী॥ ধ্রু॥
বদন-চন্দ্র অধর রঙ্গ
নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি
মুখ শোভা নিছয়ারি।
কুসুম-শোভিত চাঁচর চিকুর
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশন মোতিম অমিয়া হাস
দামিনী ঘনয়ারি॥
মকর-কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড
মণি-কৌস্তুভ-দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন
শোভা অতি ভারি।

মাল্য-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
চন্দন বলয়া রতন নূপুর
যজ্ঞসূত্র-ধারী ॥
ছত্র ধরত ধরণীধরেন্দ্র
গাওত যশ ভক্তবৃন্দ
কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ্ব
বলিয়া বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস
গৌর-চরণে করত আশ
পতিত-পাবন নিতাই চান্দ
প্রেম-দানকারী ॥ ১০৮৭ ॥

(২৪)

তথা রাগ।

গোবিন্দ-,মুখারবিন্দ, নিরখি মন বিচারোঁ।
চন্দ্র কোটি, ভানু কোটি, মদন কোটি ওয়ারোঁ ॥
সুন্দর, কপোল লোল, পঙ্কজদল-নয়না।
অধর বিম্ব, মধুর হাস, কুন্দকলিক-দশনা ॥
মণি-কুণ্ডল, মকরাকৃত, অলক-ভৃঙ্গপুঞ্জা।
কেশরকো, তিলক বৈনো, সোণে মোড়ি গুঞ্জা ॥
নব জলধর, তড়িত অম্বর, গলে বনমালা শোহে।
লীলা নট, শূরকে প্রভু, রূপে জগ-মন মোহে ॥ ১০৮৮

(২৫)

তথা রাগ।

রাধা-মুখ, কঙল বিমল, নিরখি চিত রিঝাওয়ে।
কোটি চন্দ্র, কোটি ভানু, মদন ছবি নিছাওয়ে॥
ভাল সুন্দর, অতি মনোহর, কুবলয়দল-নয়নী।
অধর অরুণ, মুকুতা দশন, হাস অমিয়া বয়নী॥
শ্রবণ-ভূখণ, জিনি রবি-ছবি, বেশর-যুত নাসা।
ঘন মৃগমদ, তিলক অলক, খলিত চাঁচর কেশা॥
জিনি নব ঘন, নীল বসন, গলে গজমোতি-হার।
ত্রিভুবন-মন, মোহিনী রূপ, উদ্ধব বলি হার॥ ১০৮৯॥

(২৬)

তথা রাগ।

দেখ রি সখি কঙল-নয়ন
কুঞ্জমে বিরাজ হেঁ॥ ধ্রু॥
বামেতে কিশোরী গোরী
অলস-অঙ্গ অতি বিভোরি
হেরি শ্যাম-বয়ন-চন্দ
মন্দ মন্দ হাস হেঁ।
অঙ্গে অঙ্গে বাহে ভীড়
পুছত বাত অতি নিবিড়
প্রেম-তরঙ্গে চরকি পড়ত
কঙল মধুপ সঙ্গ হেঁ॥

শারী শুক পিকু করত গান
ভমরা ভমরী ধরত তান
শুনি ধ্বনি ধনী উঠি বৈঠত
চোর চপল যাত হেঁ।
শ্রীগোপাল ভট্ট আশ
বৃন্দাবন কুঞ্জে বাস
শয়ন স্বপন নয়ন হেরি
ভুলল মন আপ হেঁ॥ ১০৯০॥

(২৭)

বিভাষ।

হেরি দুহুঁ নিশি অবসান।
তৈখনে তেজল শয়ান॥
সব সহচরীগণ মেলি।
করি কত কৌতুক কেলি॥
মন্দিরে করত পয়ান।
করে কর ধরি ধনী কান॥
হেরি যদু দুহুঁক বয়ান।
কি করব তাক বাখান॥ ১০৯১॥

(২৮)

ভৈরবী।

রাধিকা-মুখারবিন্দ কোটি ইন্দু লাজে।
নয়ন যুগল অাত রসাল

বিবিধ রত্ন কণ্ঠমাল
উমগতি অতি প্রেম-বিবশ
যৌবন-মদ গাজে ॥
মণি দামিনী লসত দশন
পহিরি গোরী নীল বসন
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর আদি
মধুর মধুর বাজে।
নিরখি মুকুন্দ ছবিকে রঙ্গ
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
তাহে কনক মুকুর অঙ্গ
দামিনী ঘন সাজে ॥ ১০৯২ ॥

(২৯)

তথা রাগ।

চললহিঁ মন্দিরে নওল কিশোরী।
হেরইতে হরি-মুখ　　অলস বিলোচন
চেতন-রতন চোরায়লি গোরী ॥ ধ্রু ॥
ঝামর বদন　　শ্যাম-ঘন-চুম্বনে
প্রাতর-ধূসর-শশধর-কাঁতি।
চম্পক-মাল　　ললিত করে বারই
পরিমলে লুবধল মধুকর-পাঁতি ॥

বিগলিত কেশ বেশ সব খণ্ডিত
নখ-পদ-মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে চমকি তনু ঝাঁপই
রস-আবেশে চলু চলই না পারি॥
লহু লহু হাসি সম্ভাষই সহচরী
সচকিত লোচনে দশ দিশ চাই।
গোবিন্দ দাস কহ জনি গুরুজন
জাগব চলহ তুরিতে ঘর যাই॥ ১০৯৩॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং পঞ্চদশঃ পল্লবঃ।

ষোড়শ পল্লব।

বিপরীত-রসোদ্গারঃ।

(১)

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র।

বিভাষ।

আরে মোর গৌর কিশোর।
রজনী-বিলাস-রস-ভাবে বিভোর॥

কহইতে গদগদ কহই না পার।
নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥
প্রেমালসে ঢুলু ঢুলু অরুণ নয়ান।
কহই সরস রস বিরস বয়ান॥
চকিত নয়নে পহুঁ চৌদিশে নেহারে।
চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥
কি আছে মনের কথা কহনে না যায়।
এ রাধামোহন পহুঁ গোরা-গুণ গায়॥ ১০৭৪॥

(২)

আদৌ সখ্যুক্তিঃ।

বিভাষ।

কহ কহ সখি   নিকুঞ্জ-মন্দিরে
আজু কি হইল ধন্দ।
চপলে ঝাঁপল   জনু জলধর
নীল উতপল চন্দ॥
ফণী মণিবর   উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে   সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ   করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।

সুকাম নটনে তুরীযতিকহুঁ
ঐছন সকল শোহে ॥
না কর গোপন নিজ পরিজন
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কোন জন ইহ গান ॥ ১০৯৫ ॥

(৩)

শ্রীমতীর উক্তি।

বিভাষ।

আজুক রজনী নিধুবনে আনি
করল বিনোদ রাস।
রসের সাগরে ডুবায়ল মোরে
ভুলল আপন বাস ॥
শুনহ মরমি সই।
তুহুঁ সে আমার প্রাণের সোসর
তেঞি সে তোমারে কই ॥ ধ্রু ॥
তাহার সাধন- বচন যতেক
তাহা কি কহনে যায়।
রতি বিপরীত লাগিয়া নাগর
ধয়ল হামারি পায় ॥
তাহার পিরীতে বশ যে হইয়া
করিলুঁ তাহারি মত।

না জানিলুঁ মুঞি   তাহার সুখে
আপনি হইলুঁ রত ॥
মোর শ্রমজল   হইয়া বিকল
মোছয়ে আপন করে।
বীজন লইয়া   আপনি বীজয়ে
আমার ছরম-ডরে ॥
সে সব কাহিনী   কহিতে আপনি
অবশ হইল অঙ্গ।
এ রাধামোহন   দাস কি শুনব
এ সব প্রেমক রঙ্গ ॥ ১০৯৬ ॥

(৪)

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়র-অভিলাষ ॥
মাতল নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস ॥
শ্রম-জল-বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক-কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি ॥
কুচযুগ কনক-ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জানি পহুঁ দিল পাণি ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ ঐছে তোহারি মুরারি॥ ১০৯৭॥

(৫)

ভাটিয়ারী।

সখি হে! কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কি অতি নিকট কি দূর॥ ধ্রু॥
তড়িত-লতাতলে তিমির সাম্ভায়ল
আঁতরে সুরধুনী-ধারা।
তরল তিমির শশী সূর গরাসল
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাতল উলটল
ধরণী ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রলয়-পয়োধি জলে জনু ঝাঁপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পাতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১০৯৮॥

(৬)

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে তার চিতে তাহাই করি স্বতন্তরী নই॥
তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তাহার মত মোরে করি
সে মোর মত হৈল॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
তেঞি সে তোমারে কই।
এই যে কাজ কহিতে লাজ
আপন মনেই রই॥
তাহার প্রেমের বশ হইয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহয়ে ভায
বালাই লইয়া মরি॥ ১০৯৯॥

(৭)

পুনর্ব্যক্তরূপেণ সখীং প্রতি কথয়তি।

ধানশী।

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥

পুরুষ পরশ হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥
আপন চূড়ার বেশ বনায় আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ-ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জিতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি॥ ১১০০॥

(৮)

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জানি পহুঁ দিল পাণি॥
ঘাম-বিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষে সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়া-মুখ-ভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব পিয়া মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছনে কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়লুঁ সব কাজ।
কি কহব সো সব কহইতে লাজ॥

এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান ॥ ১১০১ ॥

(৯)

শ্রীরাগ ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর ।
আপন মনোরথ সো পরিপূর ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস ।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস ॥ ধ্রু ॥
জলধর উলটি পড়ল মহী মাঝ ।
উয়ল চারু ধরাধর-রাজ ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম ।
উচ নীচ না বুঝি পড়লুঁ সোই ঠাম ॥
পুন অনুমানিয়ে নাগর কান ।
তাকর বচনে ভেল সমাধান ॥
নি-বাস বাস পুন দেয়ল সোই ।
লাজে রহলুঁ হিয়ে আনন গোই ॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি ।
আঁচরে শ্রম-জল মোছল মোরি ॥
মৃদু মৃদু বীজইতে ঘুমল হাম ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম ॥ ১১০২ ॥

ইত্যাদি বিপরীত রসোদ্গার ।

শ্রীকৃষ্ণস্য রসোদ্গারঃ।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

বিভাস।

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে
তার গুণ কহি কান্দে॥ ধ্রু॥
নয়নে গলয়ে প্রেমের ধারা
পুলকে পূরল অঙ্গ।
খেণে গরজয়ে খেণে সে কাঁপয়ে
উথলে ভাব-তরঙ্গ॥
পারিষদগণে কহয়ে যতনে
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞান দাস কহে গৌরাঙ্গ নাগর
যে লাগি আইলা এথা॥ ১১০৩॥

(২)

সিন্ধুড়া। ছুটা তাল।

আজুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি
করল্ল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে ডুবাইয়া মোরে
বিহানে চলিলা বাস॥

শুন হে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী　　　　গুণের আগরী
পুন কি পাইব দেখা॥ ধ্রু॥
মদনে আগুলি　　　　গলে গলে মিলি
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ আদি　　　　বিথার হইল
তাহা বা কহিব কত॥
অশেষ বিশেষে　　　　বচন কহিয়া
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে　　　　হিয়া জুড়াইল
কেমনে পাসরি তারে॥
চণ্ডীদাসে কহে　　　　শুন হে নাগর
এ বড় লাগল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী　　　　রস-শিরোমণি
তোমারে করিল বন্ধ॥ ১১০৪॥

(৩)

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লাই॥

চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর-ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
সে ধনী হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥ ১১০৫॥

(৪)

পাঠমঞ্জরী।

কি কব রাইয়ের গুণের কথা।
সব গুণে তারে গড়িলা ধাতা॥
এ রাস-বিলাস করিল যত।
এক মুখে তাহা কহিব কত॥
কিবা সে মধুর নটন গান।
অমিয়া অধিক করিলুঁ পান॥
সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে।
দরশন লাগি পরাণ কান্দে॥
শুন হে পরাণ-বল্লভ সখা।
সে ধনী পুন কি পাইব দেখা॥
নয়ন-বাণে সে হানল যবে।
বিভোর হইয়া রহিলুঁ তবে॥

চুম্বন করল যখন ধনী।
অথির তবহুঁ কছু না জানি ॥
দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান।
বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ ॥ ১১০৬ ॥

(৫)

সুহই।

রাধার প্রেমের ভরে বিনোদ নাগর।
ধরি সুবলের করে কাতর অন্তর ॥
দোঁহে চলি আওল নিকুঞ্জ মাঝ।
রাইকুণ্ড-তীরে সে বসিলা রসরাজ ॥
বৃন্দাদেবী তঁহি মিলল যাই।
তাহে মিনতি বহু করল কানাই ॥
শুনিয়া আওল সোই রাইক পাশ।
উদ্ধব দাস কহ মধুরিম ভায ॥ ১১০৭ ॥

(৬)

তথা রাগ।

সুন্দরি ! তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
সবহুঁ তিরীথ-ফল　　স্বামী-সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান ॥ ধ্রু ॥
ঐছন বচন　　কহল যব সো সখী
গুরুজনে অনুমতি মাগি।

বহু উপহার সুকর্পূর চন্দন
লেওল ভানুক লাগি ॥
সবহুঁ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহিঁ পন্থক মাঝ।
সো বর-সুন্দরী করি পথ চাতুরী
মিলায়ল নাগর-রাজ ॥
রাইক বদন- চান্দ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ আরতি নব নব
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস ॥ ১১০৮ ॥

(৭)

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ-জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥
করে ধরি বৈসায়লি বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন-শ্যাম রমণী-রতনে ॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান দুঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন-বিজয়ী নাগরী চোর ॥ ১১০৯ ॥

(৮)

তত্র জলক্রীড়া।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

সারঙ্গ।

জলকেলি গোরাচান্দের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঞে জলেতে নামিল॥
কার অঙ্গে কেহ কেহ জল ফেলি মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
ভুলাহুলি বোলাবুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচান্দের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তহিঁ গোরা-গুণ গায়॥ ১১১০॥

(৯)

আশাবরী।

রাধা সখি জল-কেলিষু নিপুণা।
খেলতি নিজকুণ্ডে মধুরিপুণা॥
কুচ-পট-লুণ্ঠন-নির্ম্মিত-কলিনা।
আয়ুধ-পদবী-যোজিত-নলিনা॥
দৃঢ়-পরিরম্ভণ-চুম্বন-হঠিনা।
হিম-জল-সেচন-কর্ম্মণি কঠিনা॥
সুখ-ভর-শিথিল-সনাতন-মহসা।
দয়িত-পরাজয়-লক্ষণ-সহসা॥ ১১১১॥

(১০)

সারঙ্গ।

রাধে নিজ-কুণ্ড-পয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গং।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছ-মুকুটমঙ্গীকৃত-ভঙ্গং॥
অম্ব পশ্য ফুল্ল-কুসুম-রচিতোন্নত-চূড়া।
ভীতিভিরতি-নীল-নিবিড়-কুন্তলমনুগূঢ়া॥
ধাতু-রচিত-চিত্র-বীথিরম্ভসি পরিলীনা।
মালাপ্যতি শিথিল-বৃত্তিরজনি ভৃঙ্গ-হীনা॥
শ্রীসনাতন-মণিরত্নমংশুভিরতিচণ্ডং।
ভেজে প্রতিবিম্ব-ভাব-দম্ভাত্তব গণ্ডং॥ ১১১২॥

(১১)

ধানশী।

নাহি উঠল দোঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
অঙ্গে বনায়ল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ॥
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করু তঁহি কত পরকার॥
রাইক যতনে সোই শ্যামরায়।
বহুবিধ ভুজল হরিষ হিয়ায়॥

যো কছু শেষ রহল পুন থারি।
সখী সঞে ভোজন করল বরনারী॥
তাম্বূল খাই শয়ন দুহুঁ কেল।
আলসে আকুল দোঁহে নিন্দ গেল॥
সখীগণ তঁহি শয়ন করু কুঞ্জে।
কুসুম-শেজ রচিত রসপুঞ্জে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
বীজন করতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ১১১৩॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ষোড়শঃ পল্লবঃ।

সপ্তদশ পল্লব।

অথ জন্মলীলা।

আদৌ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রস্য যথা।

(১)

সিন্ধুড়া।

এ তিন ভুবন মাঝে অবনী-মণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥

কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধসত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভা দেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণ-পূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলি-হত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্।
সেই আরাধন কাজে নাভাদেবী-গর্ভ মাঝে
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান॥
মাঘ মাস শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ-ধারা বয়॥
আচম্বিতে জগ-জনে আনন্দ পাইল মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব দাসে বলে উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥ ১১১৪॥

(২)

কল্যাণী।

কুবের পণ্ডিত অতি হরষিত
দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাতকর্ম্ম যে আছিল ধর্ম্ম
বাড়য়ে মনের সুখ॥

সব সুলক্ষণ বরণ কাঞ্চন
বদন-কমল-শোভা।
আজানুলম্বিত বাহু সুবলিত
জগ-জন-মন-লোভা॥
নাভি সুগভীর পরম সুন্দর
নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ নখ দরপণ
জিতি কত বিধুমণি॥
মহাপুরুষের চিহ্ন মনোহর
দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে জগত তরিবে
এই করে অনুভবে॥
যত পুরনারী শিশু-মুখ হেরি
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া পুনঃ পুনঃ গিয়া
নিরখয়ে অনিমিষে॥
তাহার মাতারে করে পরিহারে
কহে হেন সুত যার।
তার ভাগ্য-সীমা কি দিব উপমা
ভুবনে কে সম তার॥
এতেক বচন সব নারীগণ
কহে গদ গদ ভাষা।

জগত তারণ বুঝল কারণ
দাস বৈষ্ণবের আশা ॥ ১১১৫ ॥

(৩)

সুহই।

বিষয়ে সকলে মত্ত নাহি কৃষ্ণ-নাম-তত্ত্ব
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলি-কালসর্প-বিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে ধন ব্যয় করে সবে
নাহি অন্য শুভ-কর্ম্ম-লেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে নানামতে জীব হিংসে
এই মত হৈল সর্ব্ব দেশ ॥
দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ-কুমার সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার
করাইব এই অভিলাষে ॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান জীবের করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে সবে কৃষ্ণ-প্রেম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস ॥ ১১১৬ ॥

(৪)

তথা রাগ।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষে সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম॥
কলি-কালসাপে জীবে করিলা গরাস।
দেখিয়া করুণা করি হইলা প্রকাশ॥ ১১১৭॥

ইত্যাদি গেয়ং।

ততঃ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রাবির্ভাবঃ।

(১)

শ্রীরাগ।

রাঢ়দেশে নাম   একচক্রা গ্রাম
হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি   শুক্লা ত্রয়োদশী
জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত   অতি হরষিত
পুত্র-মহোৎসব করে।

ধরণী-মণ্ডল করে টল মল
আনন্দ নাহিক ধরে ॥
শান্তিপুর-নাথ মনে হরষিত
করি কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিলা বুঝি জনমিলা
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
বৈষ্ণবের মন হৈল পরসন্ন
আনন্দ-সাগরে ভাসে ।
এ দীন পামর হইবে উদ্ধার
কহে দুঃখী কৃষ্ণদাসে ॥ ১১১৮ ॥

(২)

সুহই।

ভুবন-আনন্দ-কন্দ বলরাম নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হৈল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুখ দেখিয়া ও চান্দমুখ
ভাসে লোক আনন্দ-হিলোলে ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক-চম্পক-কাঁতি অঙ্গুলে চান্দের পাঁতি
রূপে জিতল কোটি কাম ॥ ধ্রু ॥
ও মুখমণ্ডল দেখি পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি
দীঘল নয়ান ভাঙ-ধনু।

আজানুলম্বিত-ভুজ-　　তল থল-পঙ্কজ
কটি ক্ষীণ করি-অরি জম্বু ॥
চরণ-কমল-তলে　　ভকত-ভ্রমর বুলে
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ-জীবে　　উদ্ধার হইল সবে
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস ॥ ১১১৯ ॥

(৩)

ধানশী।

আগে জনমিলা নিতাইচান্দ।
পাতিয়া অমিয়া করুণা ফান্দ ॥
নারীগণ সবে দেখিতে যায়।
সবারে করুণা-নয়ানে চায় ॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে।
রূপ হেরি তার নয়ান ঝুরে ॥
দেখি সবে মনে বিচার করে।
এই কোন্ মহাপুরুষ-বরে ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ।
ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ভরি।
নয়ানে কাজর করিয়া পরি ॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা।
এ হেন বালক দিলা বিধাতা ॥

এত কহি কারু নয়ান দিয়া।
আনন্দের ধারা পড়ে বাহিয়া॥
কারু স্তন বাহি দুগধ ঝরে।
কেহ যায় তারে করিতে কোরে॥
এ সব বিকার রমণীগণে।
শিবরাম আশা করয়ে মনে॥ ১১২০॥

(৪)

তথাহি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যথা।

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তানে কৈল পিতা-ব্যাজ॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥ ১১২১॥

———

অথ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য জন্মলীলা।

(১)

ভাটিয়ারী।

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়-ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগ ভরি হরিধ্বনি উঠে ঘনে ঘন।
আবালবনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিলা॥
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস॥ ১১২২॥

(২)

তুড়ী।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥ ১১২৩॥

(৩)

কল্যাণী।

নদীয়া-উদয়-গিরি পূর্ণ-চন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপ-তম হৈল নাশ ত্রিজগতে উল্লাস
জগ ভরি হরি-ধ্বনি হয়॥
হেন কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার গর্জ্জন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ রাশি শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।

পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান ॥
জগত আনন্দময় দেখি মনে বিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
বুঝি কিছু কাজে আছে ভাষ ॥
আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস
যাই স্নান করে গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন কৈল হরি-সঙ্কীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে ॥
এই মত ভক্ত তথি যার যেই দেশে স্থিতি
তাঁহা তাঁহা পাই মনোবলে।
নাচ করে সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১১২৪ ॥

(৪)

বিভাষ বা তুড়ী।

হের দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে
চান্দের উদয় দিনে ॥
কিয়ে লাখবাণ কষিল কাঞ্চন
রূপের নিছনি গোরা।

শচীর উদর- জলদে নিকসিল
থির বিজুরী পারা ॥
কত বিধুবর বদন উজোর
নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ান-ভ্রমর শ্রুতি-সরোরুহে
ধায় মকরন্দ-লোভে ॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত
নাভি হেম-সরোবর।
কটি করি-অরি উর হেম-গিরি
এ লোচন মনোহর ॥ ১১২৫ ॥

(৫)

সুহই।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিগে বাড়িল আনন্দ ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোহে।
সব অঙ্গে জগ-মন মোহে ॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥ ১১২৬ ॥

(৬)

জয়জয়ন্তী।

শ্রীচৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল-তাপ-হর শ্রীমুখ সুন্দর
দেখিয়া হইল বিভোর রে ॥
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি যত দেব
সবাই নর-রূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি গ্রহণ ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারি রে ॥
কেহ করে স্তুতি কারো হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ নাচে কেহ গায় বায় রে ॥
দশ দিগে ধায় লোক নদীয়ায়
করিয়া উচ্চ হরি-ধ্বনি রে।
মানুষ দেবে মিলি এক ঠাঁই করে কেলি
আনন্দে নবদ্বীপপুরী রে ॥
শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণত হইয়া পড়িল রে।

গ্রহণ-অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে॥
সকল শক্তি সঙ্গ আইলা গৌরাঙ্গ
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে।
রাহু ধরল ইন্দু প্রকাশ নাম-সিন্ধু
কলি-মর্দ্দন বানা রে॥ ১১২৭॥

(৭)

তথা রাগ।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম মহুরী জয়-ধ্বনি
গাওয়ে মধুর বিষাণ রে।
বেদের অগোচর ভেটিব গৌরবর
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর মঙ্গল-কোলাহল
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্যভাগ্যে চৈতন্য প্রকাশ
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন চুম্বন ঘনে ঘন
লাজ কেহ নাহি মান রে।
নদীয়া পুরবাসী জনম-উল্লাসী
আপন পর নাহি জান রে॥
ঐছন কৌতুকে দেবতা নবদ্বীপে
আওল শুনি হরি-নাম রে।

পাইয়া গৌর-রসে বিভোর পরবশে
চৈতন্য জয় জয় গান রে ॥
দেখিলা শচী-গৃহে গৌরাঙ্গ পরকাশে
একত্রে যৈছে কোটি চান্দ রে।
মানুষ-রূপ ধরি গ্রহণ ছল করি
বোলয়ে উচ্চ হরি-নাম রে ॥
সকল শক্তি সঙ্গে আইলা গৌরাঙ্গে
পাষণ্ডী কেহ নাহি জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আদি ভক্ত-বৃন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গান রে ॥ ১১২৮ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং সপ্তদশঃ পল্লবঃ।

অষ্টাদশ পল্লব।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মলীলা।

তত্সূচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

কল্যাণী।

পূরব জনম- দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়।

নিজগণ লৈয়া হরষিত হৈয়া
নন্দ-মহোৎসব গায় ॥
খোল করতাল বাজয়ে রসাল
কীর্ত্তন জনম-লীলা।
আবেশে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর
গোপ-বেশ নিরমিলা ॥
ঘৃত ঘোল দধি গো-রস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী ॥
করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর
আনন্দ-আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ রাম গৌরীদাস
নাচে তার পাছে পাছে ॥
হেরিয়া যতেক নীলাচল-লোক
প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর আনন্দ-সাগর
এ জগমোহন দাসে ॥ ১১২৯ ॥

(২)

বিভাষ।

নিশি-অবশেষে জাগি ব্রজেশ্বরী
হেরই বালক-মুখ-চান্দে।

কতহুঁ উল্লাস　　কহই না পারিয়ে
　　উথলই হিয়া নাহি বান্ধে ॥
　　আনন্দ কো করু ওর।
শুনি ধ্বনি নন্দ　　গোপেশ্বর আওল
　　শিশু-মুখ হেরিয়া বিভোর ॥ ধ্রু ॥
চলতহিঁ খলত　　উঠত খেণে গিরত
　　কহি সব গোকুল-লোকে।
আইল বন্দিগণ　　ব্রাহ্মণ সজ্জন
　　করতহিঁ জাত বৈদিকে ॥
দধি ঘৃত নবনী　　হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব
　　ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহ শিবরাম-　　দাস অব আনন্দে
　　নাচত গাওত ব্রজ-বর-রাজে ॥ ১১৩০ ॥

(৩)

ধানশী।

নন্দ সুনন্দ　　যশোমতী রোহিণী
　　আনন্দ করত বাধাই।
গোকুল নগর-　　লোক সব হরষিত
　　নন্দ-মহল চলু ধাই ॥
গোরোচনা জিনি　　গোরী সুনাগরী
　　নব নব রঙ্গিণী সাথ।

নন্দ-সুত সবে হেরইতে আনন্দে
লোক চলত পথ মাঝ ॥
আনন্দ কো করু ওর।
পন্থহি গান তান কত করতহি
মন-সুখে সব জন ভোর ॥ ধ্রু ॥
আওল নন্দ- মহল মহা আনন্দে
অঙ্গনে ভেল উপনীত।
যশোমতী রোহিণী লেই সব গোপিনী
করতহি সব জনে প্রীত ॥
যশোমতী-বয়ান হেরি সবে পুছত
কৈছন বালক দেখি।
জনম সফল তুয়া আনন্দ ধন জন
পুণ্য ভুবনে কত লেখি ॥
গোপ গোপীগণ দধি ঘৃত মাখন
ঢালত ভারহি ভার।
কহ শিবরাম সকল দুখ মিটল
আনন্দে কো করু পার ॥ ১১৩১ ॥

(৪)

ভৈরবী।

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লব-ততিরতিমোদা ॥ ধ্রু ॥

কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারং।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারং॥
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতং।
বিকিরতি কোঽপি সদধি-নবনীতং॥
কোঽপি তনোতি মনোরথ-পূর্ত্তিং।
পশ্যতি কোঽপি সনাতন-মূর্ত্তিং॥ ১১৩২॥

(৫)

আশাবরী।

বিপ্র-বৃন্দমভূদলঙ্কৃতি-গোধনৈরপি পূর্ণং।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণং॥
সূনুরদ্ভুত-সুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ং।
দেহি গোষ্ঠ-জনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিত-দায়ং॥
তাবকাত্মজ-বীক্ষণ-ক্ষণ-নন্দি মদ্বিধ-চিত্তং।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তং॥
শ্রীসনাতন-চিত্ত-মানস-কেলি-নীল-মরালে।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্ব্বদা তব বালে॥ ১১৩৩॥

(৬)

তুড়ী।

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপনন্দ অভিনন্দ সুনন্দ নন্দন নন্দ
সবে মেলি নাচে বাহু তুলিয়া রে॥ ধ্রু॥

যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপ সব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচে রে নাচে রে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপ-বৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥
খেণে নাচে খেণে গায় সূতিকা-গৃহেতে ধায়
ফিরয়ে বালক-মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে॥
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে।
যত বৃদ্ধ গোপ নারী জয়কার-ধ্বনি করি
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে॥
নর্ত্তক বাদক কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥ ১১৩৪॥

(৭)

ঝুমর।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥

নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে লাঠি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচে রে নাচে রে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল॥ ১১৩৫॥

(৮)

কল্যাণী।

যশোদা নন্দন দেখি   আনন্দে পূর্ণিত আঁখি
কৌতুকে নাচে গোপ-রাণী।
তৈল হরিদ্রা পায়   সবে সবার অঙ্গে দেয়
হুলাহুলি দিয়া জয়-ধ্বনি॥
কেহ নাচে কেহ গায়   কেহ নানা বাদ্য বায়
নন্দের আনন্দের নাহি সীমা।
উৎসব করয়ে রোলে   ঘন ঘন হরি বোলে
কি কহিব যশোদার মহিমা॥
অখিল-ভুবন-পতি   অনাথ জনার গতি
সকল দেবের শিরোমণি।
আজু শুভ দিন মোরে   হৈলা প্রভু নন্দ-ঘরে
বড ভাগ্যবতী নন্দরাণী॥ ১১৩৬॥

(৯)

ঝুমর ।

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী ।
দেখিলা যশোদা-পুত্র নন্দ-গৃহে আসি ॥
সবে সাবধান করি যশোদারে কহে ।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে তোহে ॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া ।
রূপ নিরখয়ে সুখে এক দিঠে চাইয়া ॥
এ দাস শিবাই বলে অপরূপ হেরি ।
দেখিয়া বালক-ঠাম যাঙ বলিহারি ॥ ১১৩৭ ॥

(১০)

আশোয়ারী ।

ব্রজরাজ-কোঙর ।
গোকুল-উদয়গিরি-চাঁদ উজোর ॥ ধ্রু ॥
কোটি ইন্দু জিনি মুখ তনু জলধর ।
একত্র উদয়ে আলো করিয়াছে ঘর ॥
মুখ নীল-সরোরুহ বিম্ব অধর ।
অরুণ-কমল শ্রুতি নয়ান ভ্রমর ॥
করভ জিনিয়া কর রক্তপদ্মবর ।
নীল ধরাধর উর নাভি সরোবর ॥
সিংহের শাবক কটি অতি মনোহর ।
উলটি কদলী উরু দোখতে সুন্দর ॥

ও থল-কমল জিনি চরণ রাতুল।
হেরিয়া উদ্ধব পহুঁ চিত মন ভুল ॥ ১১৩৮ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়া জন্মোৎসবঃ।

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

শ্রীরাগ।

আহা মরি গোরা-রূপে কি দিব তুলনা।
উপমা নহিল যে কষিল বাণ সোণা ॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥
তুলনা নহিল স্বর্ণ-কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥
কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা ॥ ১১৩৯ ॥

গাও রে গৌরাঙ্গ-গুণ গাও।
গাইয়া দেখ কেমন জুড়াও ॥
ইত্যাদি পূর্ব্বাপরং গেয়ং।

(২)

কল্যাণী।

ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা নক্ষত্র তথি
শ্রীমতীর জনম সেই কালে।
মধ্যদিন-গত রবি দেখিয়া বালিকা-ছবি
জয় জয় দেই কুতূহলে॥
বৃষভানু-পুরে প্রতি ঘরে ঘরে
জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে বলে।
কন্যার চাঁদ-মুখ দেখি রাজা হৈলা মহাসুখী
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নারী
আইলা সবে কীর্ত্তিদা-মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে দৈব হৈলা অনুকূলে
এ হেন বালিকা মিলে তোরে॥
মোদের মনে হেন লয় এহ ত মানুষ নয়
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাস কয় না করিহ সংশয়
কৃষ্ণ-প্রিয়া সদয়া হইলা॥ ১১৪০॥

(৩)

আশোয়ারী।

জয় বৃষভানু-তনি।
অবনী উয়ল থির বিজুরী জিনি॥

অরুণ অধর মুখ চন্দ্র জিনি।
উগারে অমিয়া তাহে ঈষত হাসনি ॥
নয়ন-যুগল শ্রুতি অতি মনলোভা।
কর-পদ-তল এই অষ্ট পদ্ম-শোভা ॥
মুখ ইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চান্দে।
কর-পদ-নখে কত বিধু পড়ি কান্দে ॥
কনক-মৃণাল ভুজ নাভি সরোবর।
এ দাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর ॥ ১১৪১ ॥

(৪)

ঝুমর।

বৃষভানু-পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই ॥
দধি ঘৃত নবনীত গো-রস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি ॥
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি ॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর-উল্লাসে।
আনন্দ বাধাই গীত গায় চারি পাশে ॥
লক্ষ লক্ষ গাভী বৎস অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি ॥
গায়ক নর্ত্তক ভাট ক'রে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এহি বোল ॥

কন্যার বদন দেখি কীর্ত্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি॥
কত কত পূর্ণ-চন্দ্র জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়॥ ১১৪২॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং অষ্টাদশঃ পল্লবঃ

উনবিংশ পল্লব।

বাৎসল্যং (১)।

কৌমারকালোচিতং যথা।

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

এক মুখে কি কহব গোরাচান্দের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে॥

সোণার শিকলী পিঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা ॥ ১১৪৩ ॥

(২)

নাটিকা বেলোয়ার।

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল—মেরা কান।
নাসা-বিরাজিত　　মোতিম-ভূষণ
কটি মাঝে ঘুঙ্গুর রসাল ॥
সুন্দর উর পর　　বর রুরু-নখ
পদ-সরোরুহ রতন-মঞ্জীর।
নব নব বৎস-　　পুচ্ছ ধরি ধাওত
পতন অঙ্গুলি ধূলি-ধূসর শরীর ॥
মরকত চান্দ　　মুকুর মুখ-মণ্ডল
পরিসর কুঞ্চিত অলক-হিলোল।
ব্রজ-রমণী　　পরবোধ করাওত
নয়ন ফিরাওত আধ আধ বোল ॥
অভিনব নীল　　জলদ জিনি তনু-রুচি
কহিল নহিল রূপ কিয়ে নিরমাণ।
কত কত ভকত　　যতন করি ধ্যাওত
সবে চূড়ামণি দাসের এই নিবেদন ॥১১৪৪॥

(৩)

বিভাষ।

বাল-গোপাল রঙ্গে সম-বয়-বেশ সঙ্গে
হামাগুড়ি আঙ্গিনা খেলায়।
তেজিয়া মাখন সরে তুলিয়া কোমল করে
মৃত্তিকা মনের সুখে খায়॥
বলরাম তা দেখিয়া যশোদা নিকটে যাঞা
কহিলা ভাইয়ের এই কথা।
শুনি তবে যশোমতী আইলা তুরিত গতি
গোপাল খাইছে মাটী যথা॥
মায়ে দেখে মাটী ফেলে না খাই না খাই বোলে
আধ আধ বদন ঢুলায়।
মুখ নিরখয়ে রাণী ধরিয়া যুগল পাণি
মন-দুখে করে হায় হায়॥
এ ক্ষীর নবনী সর কিবা নাহি মোর ঘর
মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে।
পিতা যার ব্রজরাজ কি তার এমন কাজ
শুনিলে হইবে মনে দুখে॥
এতেক বলিয়া রাণী কোলে করি নীলমণি
ছল ছল ভেল দু নয়ান।
এ উদ্ধব দাস গীতে যশোমতী হরষিতে
অনিমিখে নেহারে বয়ান॥ ১১৪৫॥

(৪)

তথা রাগ।

বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়।
মুখ মাঝে অপরূপ দেখিবারে পায়॥
এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন।
সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম।
মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ॥
শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে।
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে॥
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ফুরে।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে॥
নিজ-প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে।
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে॥
ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান।
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান॥
এ দাস উদ্ধবে কহে ব্রজে শুদ্ধ প্রেম।
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম॥ ১১৪৬॥

(৫)

বিভাষ।

কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ।
সুখের সায়রে ডুবে পাসরে সব দুখ॥

মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল।
এ ভব-সংসার সব তাহাতে দেখিল॥
ই কি ই কি বলি রাণী হিয়ায় লইল।
স্বপন দেখিনু কিবা বুঝিতে নারিল॥
থুতু থুতু দেয় রাণী বসনের দশি।
দেখিয়া মায়ের রীত ও না মুখে হাসি॥
ঘনরাম দাস আশা করে এই মনে।
কবে বা সেবিব আমি যশোদা-চরণে॥ ১১৪৭॥

(৬)

ভাটিয়ারী।

এক দিন মথুরা হৈতে ফল লৈয়া আচম্বিতে
আইলা সে ফল বেচিবারে।
ফল লেহ ফল লেহ ডাকে পুন পুন সেহ
নামাইলা নন্দের দুয়ারে॥
ব্রজ-শিশু শুনি তায় ফল কিনিবারে ধায়
বেতন লইয়া পরতেকে।
কিনি কিনি ফল খায় আনন্দিত হিয়ায়
পসারী বেড়িয়া একে একে॥
শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী ধান্য লইয়া একাঞ্জলি
কর হৈতে পড়িতে পড়িতে।
পসারী নিকটে আসি ফল দেও বলে হাসি
ধান্য দিল ফলাহারী হাতে॥

ধান্য লৈয়া ফলাহারী　　পুন পুন মুখ হেরি
নিমিষ তেজিল পসারিণী।
এ দাস উদ্ধব কয়　　কহিলে কহিল নয়
ভুবন-মোহন রূপখানি ॥ ১১৪৮ ॥

(৭)

তথা রাগ।

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলাহারী।
চ্যুত ধান্য শুধু করে আইলা শ্রীহরি ॥
পসারে ফেলিয়া ধান্য ফল দেহ বোলে।
অনিমিখে পসারিণী সে মুখ নেহালে ॥
নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি।
কার ঘরের শিশু তুমি যাইয়ে নিছনি ॥
কোন্ পুণ্যবতী তোমা করিলেক কোলে।
কাহারে বলিয়া মা স্তন পান কৈলে ॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন পসারিণি।
ফলের সহিত কর জীবন নিছনি ॥ ১১৪৯ ॥

(৮)

সুহই।

ও মোর সোণার চাঁদ　　কি তোর মায়ের নাম
কার ঘরে হৈলা উতপতি।
বহুকাল তপ করি　　কে পূজিল হরগৌরী
কোন্ পুণ্য কৈলা সেই সতী ॥

তোমারে করিয়া কোলে কত শত চুম্ব দিলে
নয়ানের জলে গেল ভাসি।
পাইয়া মনের সুখে স্তন দিল চান্দমুখে
মুঞি যাই হব তার দাসী॥
এত কহি ফলাহারী ফল দেন কর ভরি
প্রেম-ভরে গর গর চিত।
কৃষ্ণচন্দ্র ফল হাতে খাইতে খাইতে পথে
আসি নিজ গৃহে উপনীত॥
ফল দেখি যশোমতী আনন্দে না জানে কতি
খাওয়াইয়া প্রেম-সুখে ভাসে।
ধন্য সেই ফলাহারী ফলে পাইল নন্দহরি
কহে কিছু ঘনরাম দাসে॥ ১১৫০ ॥

(৯)

সুহিনী।

ডালা হৈল রতনে পূরিত।
ফলাহারী সবিস্ময়-চিত॥
আপনা আপনি করে খেদ।
মনে মনে ভাবে নিরবেদ॥ ১১৫১ ॥

অথ কৌমার-পৌগণ্ড-কালোচিত-বাৎসল্যং যথা।

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

মায়ূর।

কিয়ে হাম পেখলুঁ কনক-পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি-ধূসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥
রাতুল কমল-পদে ধায় দ্বিজমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর-সুধ্বনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশু-রস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া॥ ১১৫২॥

(২)

তথা রাগ।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইলুঁ।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলুঁ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি হয় জগ-মন-লোভা॥ ১১৫৩॥

(৩)

মায়ুর।

পঞ্চ-বরিখ- বয়সা কৃত-মোহন
ধাবমান পর অঙ্গনা।
পায়স পাণি উরথলে মাখন
খায়ত মিটায়ত বয়না॥
দোলে দোলে মোহন গোপাল।
প্রখর চরণ-গতি মুখর কিঙ্কিণী কটি
লোটন লোলয়ে বনমাল॥ ধ্রু॥
সোণায় বান্ধিলা ভাল রুরু-নখ উরে মাল
পিঠে দোলে পাটকি থোপ।
খেণে আলগুছি দেই খেণে ভূমে গড়ি যাই
খেণে পরসন্ন খেণে কোপ॥
নন্দ সুনন্দ যশোমতী রোহিণী
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
নয়ন-দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি বদন দেখায়॥
কুন্তলে রতন মণি ঝলমল দেখি।
কুণ্ডলে উজ্জ্বল গণ্ড কাজর আঁখি॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন নন্দরাণি।
ত্রিজগত-নাথ নাচাও করে দিয়া ননী॥ ১১৫৪॥

(৪)

নাটিকা।

চপলহিঁ নন্দ-নন্দন মতি ভাওয়ে।
বহুবিধ বালক　　সঙ্গহিঁ রঙ্গহিঁ
অঙ্গ দোলাইয়া আওয়ে ॥ ধ্রু ॥
হেরি হরষিত অতি　　রাণী যশোমতী
বাহু পসারিয়া ধাওয়ে।
কটি-তটে কিঙ্কিণী　　ঘুঙ্গুর রণরণি
অরুণিত চরণ নাচাওয়ে ॥
এক করে নবনী　　আর করে পায়স
খেলন সঙ্গিয়া যাচাওয়ে।
গিরত আধ　　আধ কর বদনহিঁ
রহি রহি আধ আধ খাওয়ে ॥ ১১৫৫ ॥

(৫)

মায়ুর।

ধাতু প্রবাল দল　　নব গুঞ্জাফল
ব্রজ-বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি　　মণি মুকুতা ঝুরি
কটিতটে ঘুঙ্গুর বাজে ॥
নাচত মোহন বাল-গোপাল।
বরজ-বধূ মেলি　　দেওই করতালি
বোলই ভালি রে ভাল ॥

নন্দ সুনন্দ যশোমতী রোহিণী
আনন্দে সুত-মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী কহই সব ব্রজ-রমণীগণ
আনন্দ-সায়রে ভাস।
হেরইতে পরশিতে লালন করইতে
স্তন-ক্ষীরে ভিগল বাস॥ ১১৫৬॥

(৬)

বিভাষ।

হের দেখ বাছার রুচির করতল আঁখি
বিধির করণ এক ঠাম।
আমার মনের সাধ বুঝিয়া সে মুনিরাজ
গোপাল বলিয়া থুইলা নাম॥
অতিশয় শিশুমতি মন্দ মন্দ গতি
কটি-তটে কিঙ্কিণী বাজে।
কম্বু-কণ্ঠ পরি মোতিম-মালবর
লম্বিত রুরু-নখ সাজে॥
অনেক সাধ করি করে নবনীত ভরি
দেয়লুঁ ভোজন লাগি।
সো নাহি খাওত ক্ষিতিতলে ডারত
ইহ মোর করম অভাগী॥

বংশী কহয়ে শুন   মাতা যশোমতি
তোহারি চরণে করোঁ সেবা।
এ তুয়া নন্দন   ভুবন-বিমোহন
পুণ-ফলে পাওই কেবা॥ ১১৫৭॥

(৭)

ভাটিয়ারী।

ভাল নাচে রে নাচে রে নন্দ-তুলাল।
ব্রজ-রমণীগণ   চৌদিগে বেঢ়ল
যশোমতী দেই করতাল॥ ধ্রু॥
রুণুর ঝুনুর ধ্বনি   ঘাঁঘর কিঙ্কিণী
গতি নট খঞ্জন ভাতি।
হেরইতে অখিল-   নয়ন মন ভুলায়ে
ইহ নব-নীরদ-কাঁতি॥
করে করি মাখন   দেই রমণীগণ
খাওই নাচই রঙ্গে।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-   পঙ্কজ-সুললিত
চরণ চালই কত ভঙ্গে॥
কুঞ্চিত কেশ   বেশ দিগম্বর
কটি-তটে ঘুঙ্গুর সাজ।
বংশী কহই কিয়ে   জগ-জন-মঙ্গল
শ্রবণে সুধা সম বাজ॥ ১১৫৮॥

(৮)

মায়ূর।

দধি-মন্থন-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান॥
কহে শুন যাহুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পূরি কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়ি মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি॥ ধ্রু॥
দেখ দেখ রোহিণি গদ গদ কহে রাণী
যাহুয়া নাচিছে দেখ মোর।
ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥ ১১৫৭॥

(৯)

পঠমঞ্জরী ।

নাচে রে নাচে রে মোর রাম দামোদর ।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর ॥
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার ।
গলায় গাঁথিয়া দিব মণিময় হার ॥
তাতা থৈয়া থৈ বলয়ে নন্দরাণী ।
করতালি দিয়া নাচে রাম যাদুমণি ॥
রাম কানু রে মোর রাম কানু ।
মণিময় ঝুরি মাথে ঝলমল তনু ॥ ১১৬০ ॥

(১০)

সুহিনী ।

নব-নীরদ-নীল সুঠাম তনু ।
ঝলমল ও মুখ চান্দ জনু ॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুঁটা ।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা ॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জিনি ।
গলে শোভিত মোতিম-হার-মণি ॥
ভুজ-লম্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া ।
নখ চন্দ্রক গর্ব্ব বিখণ্ডনয়া ॥
হিয়ে হার রুরু-নখ রত্নে জড়া ।
কটি কিঙ্কিণী ঘাঁঘর তাহে মোড়া ॥

পদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল-পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ-বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম-করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ ১১৬১॥

(১১)

ভাটিয়ারী।

নাচত মোহন নন্দ-দুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাহিঁ রসাল॥ ধ্রু॥
স্থল-পঙ্কজদল জিনিয়া চরণতল
অরুণ-কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ- চান্দ সুশোভিত
হেরইতে জগ-মন-লোভা॥
মণি-আভরণ কত অঙ্গহিঁ ঝলকত
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা বলি চান্দ-বদন তুলি
নবীন কোকিল যেন বোলে॥ ১১৬২॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ঊনবিংশঃ পল্লবঃ।

বিংশ পল্লব।

বাৎসল্য (২)।

---

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

ভাটিয়ারী।

গোরা নাচে শচীর তুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি সবে দেই করতালি
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥ ধ্রু॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোণার কাঁঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাঞাছে ধড়াগাছি আঁটি॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবন-মোহন বেশ ভুরু কামধনু॥
রজত কাঞ্চন নানা আভরণ
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উতপল চরণ যুগল
তুলিতে নূপুর বাজে॥

শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বলে ধর ধর কর কোলে
গোরা মোর পরাণের পরাণী ॥ ১১৬৩ ॥

(২)

তথা রাগ।

যমুনার জলে গেলা যশোদা রোহিণী।
শূন্য ঘর পাঞা লুটে এ ক্ষীর নবনী ॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি উদুখল দিয়া।
তবু ত শিকার ভাণ্ড লাগি না পাইয়া ॥
নড়িতে ছেদিয়া ভাণ্ড হেটে পাতে মুখ।
হেনই সময় দেখে জননী সম্মুখ ॥
মায়ের শবদ শুনি যাদুধন নাচে।
ধড়ার অঞ্চল দিয়া চাঁদ-মুখ মোছে ॥
এমনে কেমনে গোপাল লুকাইবা আর।
তোমার বুক বাহিয়া পড়ে গো-রসের ধার ॥
ঘনরাম দাসে বোলে শুন যশোমতি।
মায়ারূপে তোমার ঘরে অখিলের পতি ॥ ১১৬৪ ॥

(৩)

সুহই।

অরুণ অধর উরে নবনী লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই।

হেরি যশোমতী প্রেমেতে পূরিত আঁখি

আয় কোলে বলিহারি যাই ॥

কর মোছে অধর মোছাই।

আয় মোর বাছনি কানাই ॥ ১১৬৫ ॥

(৪)

শ্রীরাগ।

দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি ॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ-নয়নে রাণী চাহে চারি ভিত ॥
হেদে রে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এ ঘর ও ঘর করি গোপাল লুকায় ॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল-ভুবন-পতি যায় পলাইয়া ॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে ॥
রাণীর কোল হইতে গোপাল গেলা পলাইয়া।
আকুল হইলা রাণী গোপাল না দেখিয়া ॥
ঘরে ঘরে উকটিল সকল গোকুল।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল ॥
কার ঘরে আছ গোপাল বলে ডাক দিয়া।
তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিয়া ॥

শ্রীদাম ডাকিয়া বলে কানাই আমার ঘরে।
সবাকার প্রাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে॥
ঘনরাম দাসে কহে থির কর মন।
প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন॥১১৬৬॥

(৫)

সিন্ধুড়া।

আমি কিছু নাহি জানি ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী
তোমারে সুধাই ইহার কথা।
না দেখি গোকুলচান্দ কেমন করয়ে প্রাণ
বল না গোপাল পাব কোথা॥
আমি কি এমন জানি কোলে লৈয়া যাতুমণি
বাছারে করাইছি স্তন পান।
মোরে বিধি বিড়ম্বিল উথলি গো-রস গেল
তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥
ভুলিলাম রোহিণীর বোলে গোপাল নামাঞা কোলে
সে কোপে কোপিত যাতুমণি।
কোপিত-নয়ান-কোণে চাঞাছিল আমা পানে
আমি কি এমন হবে জানি॥
তোমরা করিছ খেলা গোপাল আমার কোথা গেলা
দঢ় করি বোল এক বোল।
ঘনরাম দাস কহে আকুল হইলা সবে
রাখালের মাঝে উতরোল॥ ১১৬৭॥

(৬)

ধানশী।

কি বলিলা নন্দরাণি　　হারাঞাছ নীলমণি
কানাই বিনা না রাখিব হিয়া।
ক্ষুধা ব'লে ভাই গেলা　　সেই হৈতে রৈয়াছে খেলা
আমরা রৈয়াছি মুখ চাঞা॥
হেদে শ্রীদামের মা　　শুন গো রোহিণি বা
এ পথে দেখেছ গোপাল মোর।
আর এক বিপরীত　　যাইতে না দেখি পথ
কাল হৈল নয়ানের লোর॥
নিরমিয়া শোক-নদী　　তাহে ফেলাইলা বিধি
বিধি তাহে না দিলা সাঁতার।
এ দুখ কহিব কারে　　স্তন ফাটে ক্ষীর ভরে
চলিয়া যাইতে নারি আর॥ ১১২৮॥

(৭)

ধানশী।

ঘরে ঘরে উকটিতে　　পদচিহ্ন দেখি পথে
সকরুণ-নয়ানে নেহারে।
আহা মরি হায় হায়　　মূরছিয়া পড়ে তায়
কান্দে পদচিহ্ন লৈয়া কোরে॥
মায়েরে করেছ রোষ　　সঙ্গিয়ার কিবা দোষ
কোথা আছ বল ডাক দিয়া।

যদি থাকে মনে রোষ ক্ষেম ভাই সব দোষ
যশোদা মায়ের মুখ চাঞা ॥
শুনিয়া শ্রীদামের কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
তুরিতে আইলা নীলমণি ।
মরণ শরীরে যেন পাইল পরাণ দান
শুনিয়া সে নূপুরের ধ্বনি ॥
বসিয়া মায়ের কোলে গদ গদ বাণী বোলে
অনেক সাধের যাদুমণি ।
সব ধন সম্পদ সকল তোমার আগে
চল যাই করিয়ে নিছনি ॥
ধরিয়া বলাইর হাতে দাড়াঞা মায়ের আগে
নাচিতে লাগিলা দুই ভাই ।
ঘনরাম দাসে কয় হইলা আনন্দময়
গোপালের বলিহারি যাই ॥ ১১৬৯ ॥

(৮)

ধানশী ।

কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে ।
অরুণ-কিরণ দিছে চরণ তুলিতে ॥
ব্যাঘ্র-নখ মণিহার হিয়ার মাঝে দোলে ।
চরণে নূপুর কিবা রুণু ঝুনু বোলে ॥
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া ।

কোথা গেলা নন্দরায় আনন্দ বহিয়া যায়
দেখসিয়া নয়ান ভরিয়া ॥
চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী।
সাধ করিয়া মায় নূপুর দিয়াছে পায়
পা খানি তুলিয়া নাচ দেখি ॥ ১১৭০ ॥

তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ বলে নন্দরাণী।
করতালি দিয়া নাচে রাম যাতুমণি ॥

অথ গোষ্ঠাষ্টমী।

(১)

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্র।

ভূপালী।

গৌরাঙ্গচান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
পূরুব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল।
গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লসিত হিয়া।
আনহ ছান্দন ডুরি বলে ডাক দিয়া ॥
আজি শুভদিন চল গোষ্ঠেরে যাইব।
আজি হৈতে গো-দোহন আরম্ভ করিব ॥

ধবলী শাওলী কোথা শ্রীদাম সুদাম।
দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম॥
ভাবাবেশে বেয়াকুল শচীর নন্দন।
নিত্যানন্দ আসি কোলে করে সেই ক্ষণ॥
চৈতন্য দাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি।
হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি॥ ১১৭১॥

(২)

ভাটিয়ারী।

নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ।
রামকৃষ্ণ হাতে দিব গো-দোহন-ভাণ্ড॥
প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়া গোপগণ।
পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা সভা-জন॥
যত্ন করি যতেক ব্রাহ্মণ মুনিগণে।
আনাইলা নন্দ ঘোষ করি নিমন্ত্রণে॥
পাদ্য অর্ঘ দিয়া নন্দ পূজে মুনিগণে।
রাম কৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে॥
মুনিগণে কহে শুন নন্দ মহামতি।
আজি শুভ দিন হয় শুক্লাষ্টমী তিথি॥
পুত্র-হস্তে দেহ গো-দোহন-ভাণ্ড আজ।
গোষ্ঠপূজা মহোৎসব কর মহারাজ॥
পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয়।
মহামহোৎসব করে আনন্দ হৃদয়॥

চৈতন্য দাসের মনে পরম উল্লাস।
দেখিব নয়নে গাভী-দোহন বিলাস ॥ ১১৭২ ॥

(৩)

জয়জয়ন্তী।

ডাকিয়া তখন　　　নিজ প্রজাগণ
আজ্ঞা দিল ব্রজরাজ।
বস্ত্র অলঙ্কার　　　নানা উপহার
করহ গোষ্ঠের সাজ ॥
শুনি গোপী যত　　　আনন্দিত চিত
যৌতুক থালীতে ভরি।
নন্দের ভবনে　　　দিলা দরশনে
দিব্য বাস ভূষা পরি ॥
নন্দের গৃহিণী　　　যশোদা রোহিণী
অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে।
হরিদ্রা কুঙ্কুম　　　গন্ধ মনোরম
দিলা রাম-কৃষ্ণ-অঙ্গে ॥
সুবাসিত জলে　　　ধান্য দূর্ব্বাদলে
স্নান সমাপন করি।
পরিয়া বসন　　　মণি-আভরণ
গোষ্ঠেতে চলিলা হরি ॥
নন্দ মহামতি　　　মুনির সংহতি
সভাসদগণে লৈয়া।

নানা বাদ্য বাজে মঙ্গল সুসাজে
গোষ্ঠে প্রবেশিলা যাঞা ॥
যশোদা রোহিণী গোপিনী সঙ্গিনী
মঙ্গল দ্রব্য সহিতে।
নানা উপহারে বস্ত্র অলঙ্কারে
গোষ্ঠে হৈলা উপনীতে ॥
দিব্য আলিপনে অগোর চন্দনে
স্থান কৈলা পরিষ্কার।
দিব্য চন্দ্রাতপ নিবারি আতপ
উপরে বান্ধিল তার ॥
স্থাপিল কদলী জলঘট ভরি
সহিত আম্রের দল।
রত্ন-পীঠোপরি বৈসে রাম হরি
হৈল মহা কোলাহল ॥
স্বর্ণ-সূত্রে করি ছান্দনের ডুরি
রত্নের দোহন-ভাণ্ড।
মুনি-আজ্ঞামতে রাম-কৃষ্ণ-হাতে
আনন্দে দিলেন নন্দ ॥
বেদ পাঠ করি ব্রাহ্মণ সকলি
করে আশীর্ব্বাদ-ধ্বনি।
নর্ত্তক গায়ক ভট্টাদি যাচক
শব্দ চতুর্দ্দিকে শুনি ॥

স্বর্গে সুরগণ পুষ্প বরিষণ
করিয়া সুখেতে ভাসে।
ত্রিভুবন ভরি আনন্দ সবারি
কহয়ে চৈতন্য দাসে ॥ ১১৭৩ ॥

(৪)

তথা রাগ।

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইলা দুই গাই।
ধবলী শাঙলী বৎস সহিত তথাই ॥
সুরভি-সন্ততি সেই মহা দুগ্ধবতী।
স্বর্ণযুক্ত শৃঙ্গ খুর নবীন যুবতী ॥
দুই গাই দুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়া।
দোহন করিলা গাভী আনন্দিত হৈয়া ॥
দোঁহাকার দুই ভাণ্ড ক্ষণেকে পূরিল।
প্রথম দোহন দুগ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
চৈতন্য দাসেতে কহে গাভীর দোহন।
দেখি ব্রজবাসিগণের জুড়াইল মন ॥ ১১৭৪ ॥

(৫)

তথা রাগ।

আইলা সকলে নন্দের মহলে
নন্দ আনন্দিত মন।
প্রথমে পূজিল ব্রাহ্মণ সকল
দিলেন অনেক ধন ॥

সুবর্ণ রজত গাভী বৎস কত
লক্ষাধিক পরিমাণ।
অলঙ্কার যত দক্ষিণা সহিত
ব্রাহ্মণে করয়ে দান॥
নর্ত্তক গায়ক ভট্টাদি বাদক
গোধনে তুষিল সবে।
নানা মিষ্ট অন্ন করাইয়া ভোজন
বিদায় করিলা তবে॥
কৃষ্ণ বলরাম সখাগণ বাম
করিল ভোজন কেলি।
নন্দ যশোমতী করিল আরতি
গোপ-গোপীগণ মেলি॥
ধন্য ব্রজ-জন ধন্য সে ব্রাহ্মণ
ধন্য সে গোকুলপুর।
ধন্য গাভীগণ যমুনা-পুলিন
এ দাস চৈতন্য ফুর॥ ১১৭৫॥

অথ বৎসচারণাদি।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভাটিয়ারী।

ভালি রে নাচে রে মোর শচীর দুলাল।
চঞ্চল বালক মেলি   সুরধুনী-তীরে কেলি
হরিবোল দিয়া করতাল॥
কুটিল কুন্তল শিরে   বদনে অমিয়া ঝরে
রূপ জিনি সোণা শতবাণ।
যতন করিয়া মায়   ধড়া পরাঞাছে তায়
কাজরে উজোর দু নয়ান॥
করে শোভে তাড় বালা   গলে মুকুতার মালা
কর পদ কোকনদ জিনি।
সবে কহে মরি মরি   সাগরে কামনা করি
হেন সুত পাইল শচী রাণী॥ ১১৭৬॥

(২)

ধানশী।

ও গো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া   মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥

অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সবাই দাঁড়াইয়া রাজপথে ॥
বিশাল অর্জ্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান
সাজিয়া সবাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল-নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায় ॥
চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে ধাইবে বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥ ১১৭৭ ॥

(৩)

সুহই।

গোপাল নাকি যাবে দূর-বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে ॥ ধ্রু ॥
দধি-মন্থন-কালে সম্মুখে বসিয়া খেলে
আঙ্গিনার বাহির নাহি করি।
আঙ্গিনার বাহির হৈয়া যদি গোপাল খেলে যাঞা
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
গোপাল যাবে বাথানে কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়ানের তারা।

কোরে থাকিতে কত   চমকি চমকি উঠি

নয়ান-নিমিখে হই হারা ॥

গোপাল আমার পরাণ-পুতলী।

তোমারে সোঁপিয়া রাম   কিছুই সন্দেহ নাই

তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি ॥ ১১৭৮ ॥

(৪)

ভাটিয়াবী।

বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ।

যারে চিয়াইয়া   দুগ্ধ পিয়াইতে নারি

তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ ॥

বসন ধরিয়া হাতে   ফিরে গোপাল সাথে সাথে

দণ্ডে দণ্ডে দশ বার খায়।

এ হেন দুধের ছাওয়াল   বনেরে বিদায় দিয়া

দৈবে মরিবে বুঝি মায় ॥

কত জন্ম ভাগ্য করি   আরাধিয়া হরগৌরী

তাহে পাইলাম এ দুঃখ-পাসরা।

কেমনে ধৈরজ ধরে   মায় কি বলিতে পারে

বনে যাউক এ দুধ-কোঙরা ॥ ১১৭৯ ॥

(৫)

তথা রাগ।

নন্দরাণি গো ! মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।

বেলি অবসান কালে   গোপাল আনিয়া দিব

তোরে আগে কহিনু নিশ্চয় ॥ ধ্রু ॥

সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেনু বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।
গোপ-কুলে উতপতি গোধন-চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে॥
শুনিয়া বলাইর কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বলে রাণী ভাসে প্রেম-জলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥ ১১৮০॥

(৬)

মায়ূর।

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে ধারা বহে দু নয়ানে
মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।
নারিল পাঠাইতে বনে দেখিয়া সে মুখ পানে
শিশুগণে করয়ে মিনতি॥

স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে　　　　বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বনাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদ গদ কহে　　　　আজি রাখি যাহ সবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর॥ ১১৮১॥

(৭)

গান্ধার।

আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতি অঙ্গ চুম্বইতে মনে হয় লোভা॥
বান্ধিতে বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখিযুগ ঝর ঝর না হইল বেশ॥
পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীত ধড়া।
ক্ষীণ মাজা দেখি ভয়ে ভাঙ্গি পড়ে পারা॥
পরাইতে নূপুর কোমল সে চরণ।
নারিনু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন॥
স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস।
নিছনি লইয়া মরু ঘনরাম দাস॥ ১১৮২॥

শ্রীরাগ।

(৮)

গোপালে সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাই-চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার॥

পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটি-তটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া॥
ঘনরাম দাসে বলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥ ১১৮৩॥

(৯)

মঙ্গল।

বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা-মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥
এ দুখানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখিবেন তায়
জানু রক্ষা করু দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজ যুগ নখাঙ্গুলি রক্ষা করু বনমালী
কণ্ঠ মুখ রাখু দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব
অধ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥
জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশ দিকে দশ দিকপাল।

যত শত্রু হউ মিত্র　　　রক্ষা করু সর্ব্বত্র
　　নহে তুমি হও তার কাল ॥
এই সব মন্ত্র পড়ি　　　প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
　　গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয়　　　নন্দরাণী প্রেমময়
　　বলরামের হাতে সমর্পিল ॥ ১১৮৪ ॥

(১০)

শ্লোকঃ।

শৃণু বল মম বাক্যং বালকানাং বলী ত্বং
গিরি-বন-জল-মধ্যে রক্ষ কৃষ্ণং মদীয়ং।
ইতি বল-কর-যুগ্মে কৃষ্ণ-পাণিং নিধায়
নয়ন-গলিত-ধারা নন্দ-জায়া পপাত ॥

(১১)

কামোদ।

প্রণতি করিয়া মায়　　　চলিলা যাদব রায়
　　আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু　　　গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
　　সুর নর হরষিত মন ॥
আগে আগে বৎসপাল　　　পাছে ধায় ব্রজ-বাল
　　হৈ হৈ শবদ ঘন-রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম　　　দক্ষিণে সে বলরাম
　　ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর ॥

নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহ যায় বৃষ-ছান্দে কেহ কারো চড়ে কান্ধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা-কূলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায়॥ ১১৮৫॥

(১২)

ভাটিয়ারী।

সকল রাখাল মেলি খেলা আরম্ভিল।
রাম কানাই দুই ভাই দু দিকে দাঁড়াইল॥
শ্রীদামে কানাইয়ে খেলা বলাইয়ে সুবলে।
এই মত আর সব শিশুগণে খেলে॥
কানাই হারিয়া কান্ধে করয়ে শ্রীদামে।
সুবল হারিয়া কান্ধে করে বলরামে॥
বংশীবটের তলে রাখিবারে যায়।
হেরি সব শিশুগণে শিঙ্গা বেণু বায়॥
শ্রীদাম কানাইর কান্ধে হইতে নামিল।
আবা আবা রব দিয়া নাচিতে লাগিল॥
এ দাস মাধব বলে অপরূপ নহে।
প্রেমের অধিক নাই সাধু লোকে কহে॥১১৮৬॥

(১৩)

সারঙ্গ।

নিরমল যমুনা- জল মাহা হেরই
আপন আপন তনু-ছায়।
দশনহিঁ অধর নয়ন করি বঙ্কিম
কোপ করয়ে পুন তায়॥
ক্ষণে তিরিভঙ্গ রঙ্গ করি রহতহিঁ
ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজায়।
ক্ষণে তরুবর হিলন দেই রঙ্গহিঁ
রঙ্গিম চরণ দোলায়॥
বিহরয়ে নন্দ-দুলাল।
শৃঙ্গ মুরলী করে গলে গুঞ্জাবলি
চৌদিগে বেড়ি ব্রজবাল॥ ১১৮৭॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং বিংশঃ পল্লবঃ।

একবিংশ পল্লব

গোষ্ঠলীলা (১

---

(১)

তত্র শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রঃ।

বেলোয়ার।

আজু যে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলি শাঙলি বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়-ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায় পাঁচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সবার আনন্দ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে॥১১৮৮॥

(২)

ভূপালী।

নীল পীত ধড়া নন্দ পরায় আপনি।
চন্দন-তিলক দেই যশোদা রোহিণী ॥
চূড়ায় ময়ুর-পুচ্ছ গলে গুঞ্জাহার।
চরণে নূপুর রাণী দেই দোঁহাকার ॥
গোপালে সাজাঞা রাণী দোলমাল হিয়া।
একবার কোলে আয় রে মা মা বলিয়া ॥১১৮৯॥

(৩)

সুহই।

হের আয় রে বলরাম হাত দে মোর মাথে।
ধড় রাখিয়া প্রাণ দিয়ে তোর হাতে ॥
আর এক কথা কহি শুন হলধর।
যশোদার বালক বলি না ভাবিহ পর ॥
যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে।
বেলি অবসান হৈলে সকালে আসিবে ॥১১৯০॥

(৪)

শ্রীরাগ।

আমার শপতি লাগে	না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু	পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে

শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।

তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও

মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে॥

ক্ষুধা হৈলে চাহি খাইও পথ পানে চাহি যাইও

অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।

কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইও কানু

হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥

থাকিও তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়

রবি যেন না লাগয়ে গায়।

যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পান হাতে থুইও

বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥ ১১৯১॥

(৫)

ভাটিয়ারী।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।

বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥

হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।

সাজিয়া কাচিয়া সবে হইলা বাহিরে॥

আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।

গোধন চালাঞা সবে চলিলা এক সাথে॥ ধ্রু॥

চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।

কাঁচনী পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেণু॥

সবার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেঢ়িয়া চলিলা শ্যাম-চান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞান দাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥ ১১৯২॥

(৬)

তথা রাগ।

আজু বন বিজই রাম কানু।
আগে পাছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু॥
সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল।
সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল॥
কারু নীল কারু পীত কারু রাঙ্গা ধড়ি।
সুরঙ্গ চতুনা মাথে বিনোদ পাগড়ি॥
কারু গলে গুঞ্জাগাভা কারু বনমালা।
রাখালের মাঝে নাচিছে চিকণ কালা॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি মুনি-মন ভুলে।
ঝাঁপিল রবির রথ গো-খুরের ধূলে॥ ১১৯৩॥

(৭)

ভাটিয়ারী।

গোঠেরে সাজল গোপাল।
ধবলি শাঙলি　　পিউলি বলিয়া
হাঁকারে সব রাখাল॥ ধ্রু॥

কারু কান্ধে চেলি বিনোদ পাগড়ি
কারু গলে গুঞ্জাগাভা।
শ্বেত লোহিত কারু নীল পীত
কটি-তটে ভাল শোভা॥
ভাই বলরাম পূরিছে বিষাণ
কানাই পূরিছে বেণু।
উচ্চ পুচ্ছ করি শ্রবণ তুলিয়া
আগে চলে সব ধেনু॥
নাচত গাওত বেণু বাজাওত
ধেনু চালাওত রঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার লৈয়া আগুসার
যাদবেন্দ্র চলু সঙ্গে॥ ১১৯৪॥

(৮)

ভাটিয়ারী।

ভালি রে গোপাল চূড়ামণি।
বংশীবটের মাঠে গোঠের সাজনি॥ ধ্রু॥
বান্ধিয়া মোহন চূড়া গুঞ্জার আঁটনি।
বরিহা বকুলমালে ঈষত টালনি॥
গলায় ফুলের দাম গো-ধূলি সব গায়।
নাচিয়া যাইতে সে মঞ্জীর বাজে পায়॥
মণিময় আভরণ শ্যাম কলেবর।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধর॥

সবার সমান বেশ নাটুয়া কাচনি।
সঘনে পবন-বেগে ফিরায় পাঁচনী ॥
ব্রজ-বালক সঙ্গে রঙ্গে চলি যায়।
নবচন্দ্র দাস পায় পড়িয়া লোটায় ॥ ১১৯৫ ॥

(৯)

সারঙ্গ।

ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে।
শ্বেত শ্যাম দুই ভাই চান্দ মেঘ এক ঠাঞি
শিশুগণ তারা যেন ফিরে ॥ ধ্রু ॥
কেহ জল-পানে ধায় অঞ্জলি পূরিয়া খায়
কেহ দেখে নিজ অঙ্গ-ছায়া।
যমুনা আনন্দ-মন তরঙ্গ উঠিছে ঘন
দেখি ব্রজ-বালকের মায়া ॥
তুলিল কানাইর বানা ঠাঞি ঠাঞি রাখালের থানা
সুবলের থানা সবার আগে।
মাঝে রাজা শ্যাম-ধাম তার বামে বলরাম
রাখাল বেঢ়িল লাখে লাখে ॥
কেহ হাতী ঘোড়া হয় রাখাল রাখালে বয়
কেহ নাচে কেহ গায় গীত।
কেহ বায় শিঙ্গা বেণু বনে রাজা হৈল কানু
বলাই হইলা তার মিত ॥

কেহ বলে সাজ সাজ বসিলা রাখাল-রাজ
অসুর উপরে দেও হানা।
বংশীবদনে গায় দধি দুগ্ধ কাড়ি খায়
কংসের যোগান দিতে মানা॥ ১১৯৬॥

(১০)

ধানশী।

যমুনার তীরে তরু-তল সুশীতল
আসিয়া মিলল দোন ভাই।
সবে বলে ভাল ভাল কি খেলা খেলাবি বল
আজু খেলিব এই ঠাঞি॥
কারু কোচড়ে ভেটা করি রামচাকি দাঁড়াগুলি
কেহ কেহ পাঁচনী ফিরায়।
রাম কানাই কুতূহলে দুই ভাই দুই দলে
শিশুগণে করে ধাওয়া ধায়॥
কৌতুকে ঠেলাঠেলি নিজ অঙ্গ হেলাহেলি
কেহ কেহ লাটুয়া ঘুরায়।
সব শিশু থরে থরে গেঁড়ুয়া বলাই করে
লোফে গেঁড়ু মত্ত বলাই॥
সাওলি ভাঙ্গলুঁ বলি ডাকে মহামত্ত বলী
চৌদিগে পড়ে ধাওয়া ধাই।
এক শিশু কহে শুন সাওলি পাত্যাছি পুন
মার যদি কানাইর দোহাই॥ ১১৯৭॥

(১১)

ভাটিয়ারী।

আরে মোর রাম কানাই।
যমুনা-তীরের ছায়ে খেলে দোন ভাই ॥
সবাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল ॥
যে জন হারিবে ভাই কান্ধে করি নিবে।
বংশীবটের তলে নিয়া রাখিয়া আসিবে ॥
দুই দিগে দুই ভাই আসি দাঁড়াইলা।
যার যেই খেলু সব বাঁটিয়া লইলা ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি কানাইর দিগে হৈল।
সুবল বলাইর দিগে নাচিতে লাগিল ॥
শ্রীদাম কহে আমরা কানাইর দিগে হব।
কানাই হারিলে আর কান্ধে না চড়িব ॥
এমতে বাঁটিয়া খেলু খেলা আরম্ভিলা।
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা ॥
ঘনরাম দাস কহে দেখিয়া বলাই।
আপনি সাওলি ভাঙ্গি হারিলা কানাই ॥১১৯৮॥

(১২)

ধানশী।

আজি খেলায় হারিলা কানাই।
সুবলে করিয়া কান্ধে   বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে যাই ॥ ধ্রু ॥

শ্রীদাম বলাই লৈয়া চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রম-জল-ধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে ॥
কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তবু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥
মত্ত বলাই চান্দে কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেঁড়ুয়া লইয়া করে হারিলে সবারে মারে
ঘনরাম দাস দেখি কয় ॥ ১১৯৯ ॥

(১৩)

সারঙ্গ।

ভাগ্যবতী যমুনা মাই।
যার এ কূলে ও কূলে ধাওয়া ধাই ॥
শ্বেত শাঙল দোন ভাই।
যার জলে দেখে আপন ছাই ॥
যমুনার জলে কিবা শোভা।
এ যদুনন্দন মনলোভা ॥ ১২০০ ॥

——

অথ বনভোজন।

(১৪)

তথা রাগ।

খেলা সমাধিয়া　　শ্রমযুত হৈয়া
সখাগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভোজন-সম্ভার　　ছিল ভারে ভার
ভোজনে বসিলা রঙ্গে॥
যমুনা-পুলিনে　　বেড়ি সখাগণে
মাঝে করি বৈসে কানু।
পাড়ি বনপাত　　তাহে নিল ভাত
জল ভরি শিঙ্গা বেণু॥
সব সখা মেলি　　করিয়া মণ্ডলী
ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল কৈয়া　　মুখ হৈতে লৈয়া
সবে দেই কানুর মুখে॥
সবে কহে ভাই　　আমার কানাই
মোরে বড় ভাল বাসে।
আমার সমুখে　　বসি খায় সুখে
সদা রহে মোর পাশে॥
এহি করি মনে　　করয়ে ভোজনে
আনন্দ-সাগরে ভাসে।

বিশ্বম্ভর দাস করি মনে আশ
রহে সুবলের পাশে ॥ ১২০১ ॥

(১৫)

শঙ্করাভরণ।

তোর এঁঠো বড় মিঠা লাগে কানাই রে।
খাইতে বড় সুখ পাই তেঞি তোর এঁঠো খাই
খেতে খেতে বেঁতে হৈতে দিতে হৈল ভাই রে ॥ ধ্রু ॥
ও রাঙ্গা অধর মাঝে না জানি কি মধু আছে
আমরা তোর চান্দ-মুখের বালাই যাই রে।
এই উপহার নেও খাইয়া আমাদিগে দেও
এ দাস উদ্ধবে কিছু দিতে চাই রে ॥ ১২০২ ॥

(১৬)

তথা রাগ।

ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজ-বালক
বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দী-নীর- সমীর বহই মৃদু
শীতল করু সব গায় ॥
সুন্দর শ্যাম-শরীর।
শ্রীদামক কোরে অলসে তঁহি শুতল
সুবল-কোরে বলবীর ॥ ধ্রু ॥
নব নব পল্লব লেই সখাগণ
বীজই দুহুঁ জন অঙ্গে।

কোকিল ভ্রমর　　　কানু-মুখ হেরি হেরি
গায়ই শবদ-তরঙ্গে ॥
আলস তেজি　　　বৈঠল নন্দনন্দন
দূরহিঁ গেও সব ধেনু।
হেরইতে যতনে　　　একযোগ কারণে
বাওই মোহন বেণু ॥ ১২০৩ ॥

(১৭)

তথা রাগ।

সব সহচর সনে বেণু বাজাওয়ে।
প্রেমহিঁ কোই কানু-গুণ গাওয়ে ॥
কোই কোই নিরখয়ে কানুক মুখ।
খেলই কোই ততহুঁ মন সুখ ॥
কোই চক্রবৎ লগুড় ফিরায়।
কাহুঁক কান্ধে চড়ি কোই যায় ॥
ঐছে সখা সহ খেলয়ে কান।
মোহন রাম-কানুক গুণ গান ॥ ১২০৪ ॥

(১৮)

ভাটিয়ারী।

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা　　　আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই ॥ ধ্রু ॥

ধেনু না দেখিয়া বনে স্থগিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণু-রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘনে ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন॥ ১২০৫॥

(১৯)

সিন্ধুড়া।

শ্রুতি-অবতংস অংস পরি লম্বিত
মুরলী অধর সুরঙ্গ।
চরণে লম্বিত পীত ধটিকর অঞ্চল
গো-ধূলি-ধূসর শ্যাম-অঙ্গ॥

ধেনু চরাওত		বেণু বাজাওত
কানাই কালিন্দী-তীরে।
ধবলি শাঙলি বলি		দিগ নেহারই
গরজই মন্দ গভীরে॥
করধৃত লগুড়		ভূমে আরোপিত
কটি-অবলম্বনকারী।
বাম-চরণ পর		দখিণ চরণ খানি
অঙ্গ-ভঙ্গ জগ-মন-হারী॥
ব্রজ-বালক সঙ্গে		রঙ্গে কত ধাওত
মত্ত-সিংহ-গতি গমনে।
চান্দ মুখের ঘাম		বাম করে বারই
রহই লগুড় হিলানে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি		ধেনুগণ ধাওত
চাহত ঝর ঝর দিঠে।
অনন্ত দাস কহ		কানু-মুখ হেরি হেরি
পুচ্ছ নাচাওত পিঠে॥ ১২০৬॥

(২০)

জয়জয়ন্তী।

সখাগণ সঙ্গে		রঙ্গে যদুনন্দন
ধেনু চরাওত কালিন্দী-তীরে।
সম-বয়-বেশ		কেশ পরি চন্দ্রক
গজবর-গমনে চলই ধীরে ধীরে॥

দাম শ্রীদাম মহাবল কোকিল
সবহুঁ সখা সঞে বহুবিধ খেল।
কর চরণে মহী ধরই ধবলী সম
কোই বৎস কোই বৃষ সম ভেল ॥
কোই কোকিল সম গরজয়ে কুহু কুহু
কোই ময়ূর সম নৃত্য রসাল।
ঐছন ক্রীড়নে নিমগন সব জন
দূর কানন মাহা চলু সব পাল ॥
যমুনা-তরঙ্গ রঙ্গ হেরি কোই কোই
জল মাহা পৈঠি করয়ে জল-খেলা।
ঐছে আনন্দে বিহরে ব্রজ-বালক
দাস অনন্তক চিত হরি নেলা ॥ ১২০৭ ॥

(২১)

শ্রীরাগ।

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া।
মাতামাতি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া ॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সবারে ॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়' আমা সবাকার ॥

বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই ॥ ১২০৮ ॥

অথ উত্তর গোষ্ঠ।

(২২)

তথা রাগ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাইয়া॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥ ১২০৯ ॥

(২৩)

ভাটিয়ারী।

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া　　সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু　　উৰ্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু-রব　　বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ সুখে।

যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরাঞা একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে ॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥ ১২১০ ॥

(২৪)

গৌরী।

বন সঞে আওত নন্দ-দুলাল।
গো-ধূলি-ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমাল ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ বেণু-রব শুনইতে
ব্রজবাসিগণ ধায়।
মঙ্গল থারি দীপ করে বধূগণ
মন্দির-দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বর-ধর মুখ জিনি বিধুবর
নব-মঞ্জরী অবতংস।

চূড়া ময়ূর-　　শিখণ্ডক মণ্ডিত
বায়ই মোহন বংশ ॥
ব্রজবাসিগণ　　বাল বৃদ্ধ জন
অনিমিখে মুখ-শশী হেরি।
ভুখিল চকোর　　চান্দ জনু পাওল
মন্দিরে না চলয়ে ফেরি ॥
গোগণ সবহুঁ　　গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে　　যশোমতী আওল
মোহন ভণিত রসাল ॥ ১২১১ ॥

(২৫)

গৌরী।

নন্দ-তুলাল বাছা যশোদা-তুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥
রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী।
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ তুখানি ॥
নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরে যাউক মা ॥
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে ॥ ১২১২ ॥

(২৬)

কল্যাণী।

পঞ্চদীপে নিরমঞ্ছন কেল।
কত শত চুম্ব বদন পর দেল॥
কোরে আগোরি সুত মন্দিরে গেল।
বহু উপহার থার পর দেল॥
রাম কানাই ব্রজ-বালক সঙ্গে।
ভোজন কয়ল বহুত রসরঙ্গে॥
কাতরে তবহুঁ পুছয়ে নন্দরাণী।
গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী॥
স্তন-ক্ষীরে ভিগল পহিরণ-চীর।
ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর॥
আকুল ভই তব পুছত বাত।
মোহন নিরখই রোহিণী সাথ॥ ১২১৩॥

(২৭)

গৌরী।

কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দ-মুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুখাঞাছে হিয়া॥
মলিন হৈয়াছে মুখ রবির কিরণে।
না জানি ভ্রমিলা কোন্ গহন কাননে॥

নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁকিল চরণে।
একদিঠ হৈয়া রাণী চাহে চরণ পানে॥
না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে।
এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দেখেছে॥ ১২১৪॥

(২৮)

ধানশী।

আগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী।
আমরা সঙ্গের ভাই　　তবু ত না মন পাই
তোমারে ভুলাবে কত খানি॥ ধ্রু॥
তৃণ খাইতে ধেনুগণ　　যদি যায় দূর বন
কেহ ত না যায় ফিরাইতে।
তোমার দুলাল কানু　　বাজায় মোহন বেণু
ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে॥
আমরা ফিরাইতে ধেনু　　তাহা নাহি দেয় কানু
সদা ফিরে সুবলের পাছে।
সুবলে করিয়া কোলে　　প্রেমে গদ গদ বোলে
না জানি মরমে কিবা আছে॥
কিবা লীলা করে এহ　　বুঝিতে না পারে কেহ
অপরূপ চরিত্র বিহরে।
বলরাম দাস ভণে　　বলাই দাদা নাহি জানে
আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥ ১২১৫॥

(২৯)

কল্যাণী।

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে।

বামে বসাইয়া শ্যাম দক্ষিণে বসাইয়া রাম

চুম্ব দেই মুখ-সুধাকরে॥ ধ্রু॥

ক্ষীর ননী ছেনা সর আনিয়া সে থরে থর

আগে দেই রামের বদনে।

পাছে কানাইর মুখে দেয় রাণী মহাসুখে

নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে॥

গোপের রমণী যত চৌদিগে শত শত

মুখ হেরি লহু লহু বলে।

মাতা যশোমতী মেলি মঙ্গল হুলাহুলি

আরতি করয়ে কুতূহলে॥

জ্বালিয়া রতন বাতি করে সবে আরতি

হরষিত যশোমতী মাই।

কহে বলরাম দাসে আনন্দ-সাগরে ভাসে

দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই॥ ১২১৬॥

(৩০)

তথা রাগ।

জয় জয় রাম কানাই দুই ভাই।

কলিতে হইলা দোঁহে চৈতন্য নিতাই॥

পঞ্চরসে মাতাইলা অখিল ভুবন।
সে কৃপা নহিলে ইহা জানিবে কোন্ জন ॥ ১২১৭ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং একবিংশঃ পল্লবঃ।

দ্বাবিংশ পল্লব।

গোষ্ঠলীলা (২)।

(১)

তদ্ভুচিত শ্রীমহাপ্রভু।

ভাটিয়ারী।

গৌর কিশোর　　পূরুব রসে গর গর
মনে ভেল গোঠ-বিহার।
দাম শ্রীদাম　　সুবল বলি ডাকই
নয়নে গলয়ে জলধার ॥
বেত্র বিষাণ　　সাজ লেই সাজহ
যায়ব ভাণ্ডীর সমীপ।
গৌরীদাস　　সাজ করি তৈখনে
গৌর নিকটে উপনীত ॥

ভাই অভিরাম বদনে ঘন বাওই
নূপুর চরণহিঁ দেল ।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র পহুঁ আগুসরি
ধবলী ধবলী ধ্বনি কেল ॥
নদীয়া নগর- লোক সব ধাওত
হেরইতে গৌরক রঙ্গ ।
দাস জগন্নাথ ছান্দ দোহনি লেই
যাওব সব অনুসঙ্গ ॥ ১২১৮ ॥

(২)

তথা রাগ ।

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব ।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরী চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে ।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে ॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা ।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী ।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈলা রতন ভূষণ ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন ॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি ।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ায় টালনি ॥

চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণী॥ ১২১৯॥

(৩)

সিন্ধুড়া।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সবারে।
বন কত অতি দূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
নিকটে গোধন রেখ মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ জাতি গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণি
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥১২২০॥

(৪)

ধানশী।

সাজল রাখালগণ নিতি নব নৌতুন
নন্দের অঙ্গনে সবে যায়।
কানাই কানাই বলি করে অঙ্গ হেলাহেলি
আনন্দে ললিত গীত গায়॥
গোপালেরে সাজাইয়া চাঁদ-মুখ মোছাইয়া
ভালে দিল চন্দনের বিন্দু।
নব জলধর যেন চলিয়া যাইতে হেন
উদয় হইল যুগ ইন্দু॥
দুই ভাই সাজি তায় হাসিয়া হাসিয়া যায়
করে কর করি একবন্ধ।
দেখিয়া বালক সব শুনি শিঙ্গা-বেণু-রব
সুরপুরে লাগে বহু ধন্দ॥
ব্রজ-নারীগণ সব যার যেই বালক
সবাকার বিয়াকুল চিত।
ঘনশ্যাম দাস ভণে হৈয়া আনন্দিত মনে
নিরখই দুহাঁকার রীত॥ ১২২১॥

(৫)

ভাটিয়ারী।

সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈয়া।
অভাগিনী রৈল তোমার চাঁদ-মুখ চাইয়া॥

থাকিহ শ্রীদামের সঙ্গে চরাইহ বাছুরী।
জোরে শিঙ্গা রব দিও পরাণে না মরি॥
এ ক্ষীর নবনী এই খাইতে তোরে দিলুঁ।
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মলুঁ॥ ১২২২॥

(৬)

তথা রাগ।

নন্দরাণি যাও গো ভবনে।
তোমার গোপাল আনি দিব বেলি অবসানে॥
লৈয়া যাই তোমার গোপাল রাখিব বসাঞা।
আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদ-মুখ চাঞা॥
লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক॥
যে দিনে যেবা মনে করি কানাই তাহা জানে।
ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হৈতে আনে॥
এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া।
তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া॥
নন্দরাণি তেঞি তোমার গোপাল লৈয়া যাই।
সঙ্গেতে সাজিল পাছে এ দাস বলাই॥ ১২২৩॥

(৭)

ভূপালী।

আজু গোঠেরে সাজল দোন ভাই।
রাম কানাই গোঠে সাজে　　যোড়ে শিঙ্গা বেণু বাজে
বরজে পড়িল ধাওয়া ধাই॥ ধ্রু॥

চৌদিকে ব্রজ-বধূ মঙ্গল গাওত
মূরছিত কতহুঁ নয়ান।
আগে লাখে লাখে ধেনু গগনে উঠিছে রেণু
দ্বিজগণে করে বেদ গান॥
মুরহর হলধর ধরাধরি করে কর
লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ।
ঘনাঞা ঘনাঞা কাছে আনন্দে ময়ূরী নাচে
চান্দে মেঘে দেখি এক সঙ্গ॥
সুবল তুলিল বানা যেখানে বলাইর থানা
রাখালের কান্ধে ভাল সাজে।
রাম কানাই কুতূহলে সাজিলা যে আগু দলে
বলাইর যুগল শিঙ্গা বাজে॥ ১২২৪॥

(৮)

তথা রাগ।

কানাই বলাই চলে দোন ভাই
বিদায় হইয়া যায়।
নন্দ যশোমতী স্নেহাধিক অতি
সঙ্গে সঙ্গে চলি যায়॥
কত যে যতনে পিতা মাতাগণে
নিজ গৃহে পাঠাইয়া।
মত্ত বলরাম অতিশয় প্রেম
বিচিত্র বৈভ গে'ল হিয়া॥

বেয়াকুল মনে　　সহিত স্বগণে
ব্রজরাজ গেলা ঘর।
তাহার পিরীতে　　অগেয়ান চিতে
ফিরি চলে হলধর॥
ভুলিয়া সখার　　প্রেমের আবেশে
কানাই চলিলা বনে।
বলাই ফিরল　　কিছু না জানল
এ দাস উদ্ধবে ভণে॥ ১২২৫॥

(৯)

তথা রাগ।

শিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা কটিতে আঁটিয়া।
সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লৈয়া॥
শ্রীদাম ডাকিয়া বলে ভাই রে কানাই।
এ সব রাখাল মাঝে বলাই দাদা নাই॥
তুমি যদি বেণু পূরি ডাক এক বার।
বড় মনে সাধ আছে ভাঙ্গি খাব তাল॥
শ্রীদামের কথা শুনি হরষিত হৈয়া।
হাসি পূরে বেণু দাদা বলাই বলিয়া॥
ঘনরাম দাসের মন করে উচাটন।
দাদা রে বলাই বলি ডাকে শিশুগণ॥ ১২২৬॥

(১০)

সারঙ্গ।

বট ভাণ্ডীরে যাবি বলাই আয় রে আয়।
বরজ-বালক সব তোর মুখ চায়॥
ধেনু তৃণ নাহি খায় তোহারি ধেয়ানে।
উচ্চ-পুচ্ছ ধায় সব ব্রজ-পুর পানে॥
যমুনার তীরে যত রাখালের মেলা।
নাহিক নটন গীত নাহি কারু খেলা॥
তো বিনু নাহিক সুখ গহন কাননে।
যাদবেন্দ্র ডাকে ঝাট দেও দরশনে॥ ১২২৭॥

(১১)

তথা রাগ।

ধাইয়া আইলা নন্দরাণী কেশ নাহি ঢাকে।
বাছার মুখের বেণু তোরে কেনে ডাকে॥
কানাইর মুখের বেণু শুনিয়া বলাই।
মাতল রোহিণী-সুত ডাকে ভাই ভাই॥
শিঙ্গা-রবে কহে কেন ডাক রে কানাই।
নিকটে আসিছি আমি আর ভয় নাই॥
ঘনরাম দাস বোলে শুন যশোমতি।
জান না এমতি হয় রাখালের মতি॥ ১২২৮॥

(১২)

মঙ্গল।

বাঁকুয়া পাঁচনী হাতে　　রঙ্গিয়া রাখাল সাথে
বাহির হৈলা রোহিণী-নন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদ-মুখে　　উভ করি দিলা ফুকে
শিঙ্গা-রবে ভেদিল গগন॥
পরিধান নীল ধটী　　গলে শোভে হেম-কাঁঠি
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠান　　আঁখিযুগ ঘূর্ণমান
শোভে কত রতন-ভূষণ॥
এক কাণে কোকনদ　　দেখিতে লাগয়ে সাধ
আর কাণে মকর-কুণ্ডল।
জিনি মদ-মত্ত হাতী　　গমন মন্থর-গতি
ধরণী করয়ে টলমল॥
বাহির হৈলা বলরাম　　না দেখিয়া ঘনশ্যাম
প্রেমে ছল ছল ছু নয়ন।
জ্ঞান দাসেতে কয়　　মিলিল রাখালময়
মাঝে করি নন্দের নন্দন॥ ১২২৯॥

(১৩)

দেশ বরাড়ী।

কত কোটি চন্দ্র জিনি　　উজোর বদন খানি
মল্ল-ছাঁদে পরে নীল ধটী।.

কর পদ সুরাতুল জিনি কোকনদ ফুল
বিনোদ-রূপের পরিপাটী ॥

বলাই মল্ল-বেশে আইলা বাথানে।

শ্রীকরে চম্পক বেড়া চাঁচর চিকুরে চূড়া
শিখি-পুচ্ছ উড়িছে পবনে ॥ ধ্রু ॥

কনক অঙ্গদ বালা গলে বৈজয়ন্তী মালা
মকর-কুণ্ডল এক কাণে।

কান্ধে শোভে শিঙ্গা বেত্র ঘূর্ণিত রাতুল নেত্র
রাতা উতপল আর কাণে ॥

বাথানে আসিয়া সুখে শিঙ্গা দিল চাঁদ-মুখে
ডাকে শিঙ্গা ধাও ধাও বলি।

শুনিয়া শিঙ্গার রব ধাইল ধবলী সব
মেলি গেল রাখাল-মণ্ডলী ॥

হাঁকি নিজ নিজ পাল সব করি সমিশাল
সবে মেলি করি এক ছাঁদ।

বলাই রঙ্গিয়া বড়ি হাতে নিল ছান্দন-ডুরি
চলিলা যেমন সোণার চাঁদ ॥

সকল রাখাল সঙ্গে পরম কৌতুক রঙ্গে
তাল বন পানে ঘন চায়।

রূপ গুণ বেশ দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
প্রেম দাস কি বলিবে তায় ॥ ১২৩০ ॥

(১৪)

শ্রীরাগ।

আসিয়া বলাই বলে কানাই ওরে ভাইয়া।
আমারে ডাকিয়া ছিলা কিসের লাগিয়া ॥
হাসিয়া কানাই বলে বলাই ওরে ভাই।
ধেনুক মারিয়া সবে তাল ফল খাই ॥
শুনিয়া বলাই মনে হরষিত হৈয়া।
সামাইলা তাল-বনে কৌতুক করিয়া ॥
রুষিয়া আইল ধেনুক বলাই দেখিয়া।
লীলায় মারিল তার পুচ্ছ ঘুরাইয়া ॥
তাল ফল লৈয়া সবে করিলা ভোজন।
ঘনরাম দাস হেরি আনন্দিত মন ॥ ১২৩১ ॥

(১৫)

ভাটিয়ারী।

চলিলা রাখালগণ　　যথা গিরি গোবর্দ্ধন
ধেনুগণ ধায় আগে আগে।
ঘন বায় শিঙ্গা বেণু　　গগনে গো-ক্ষুর-রেণু
চরণে শরণ মহী মাগে ॥
যমুনার তীরে তীরে　　গোগণ আনন্দে চরে
পাছে পাছে ধায় রাম-কানু।
শ্রীদাম সুদাম দাম　　ধাইছে ডাহিন বাম
উভ করি মুখে দিয়া বেণু ॥ ১২৩২ ॥

(১৬)

ধানশী।

নানা খেলা খেলিয়া শ্রমযুত হৈয়া
বসিলা তরুর মূলে।
মলয় পবন বহয়ে সঘন
শীতল যমুনা-কূলে॥
ছরমে ঘরমে আলসে বলাই
শুইলা সুবল-কোরে।
কানাই দেখিয়া আকুল হইয়া
পাদ সম্বাহন করে॥
নবীন পল্লব লইয়া শ্রীদাম
সঘনে করয়ে বায়।
বসন ভিজাঞা যতনে আনিয়া
মোছয়ে বলাই গায়॥
শ্রম দূরে গেল শীতল হইল
বলরামের শ্রীঅঙ্গ।
সব সখাগণ হরষিত মন
শিবাই দেখয়ে রঙ্গ॥ ১২৩৩॥

(১৭)

অথ যজ্ঞপত্নীর অন্ন-ভোজন।

ভাটিয়ারী।

শ্রীনন্দনন্দন   করি গোচারণ
মলিন ও মুখ-শশী।
সঙ্গে হলধর   সব সহচর
বংশীবট-তলে বসি॥
সকল রাখাল   ক্ষুধায় ব্যাকুল
কহয়ে তেজিয়া লাজ।
হৃদয় বুঝিয়া   কি খাবে বলিয়া
পুছয়ে রাখালরাজ॥
বটু কহে ভাই   অন্ন খাইতে চাই
যদি খাওয়াইতে পার।
তবে সুখ পাই   গোধন চরাই
কিছু না চাহিয়ে আর॥
বটুর বচন   শুনিয়া তখন
হাসি নবঘনশ্যাম।
এ উদ্ধব দাস   চির দিন আশ
পূরাও মনের কাম॥ ১২৩৪॥

(১৮)

শ্রীরাগ। একতালী তাল।

শ্রীদাম সুদামে ডাকি কহয়ে কানাই।
যাজ্ঞিক নিকটে চাহি অন্ন আন যাই॥
কহ গিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আগে।
রাম-কৃষ্ণ ক্ষুধায় তোমারে অন্ন মাগে॥
শুনিয়া শ্রীদাম গিয়া মুনি বরাবর।
রামকৃষ্ণ অন্ন চাহে কি কহ উত্তর॥
মুনি কহে কোন্ রাম-কৃষ্ণ কহ শুনি।
বলে ব্রজরাজ-সুত পরিচয় জানি॥
অরুণ-নয়ান মুনি সক্রোধ বচন।
যজ্ঞ-অগ্রভাগ চাহে গোপের নন্দন॥
দেবতারে অন্ন নাহি করি সমর্পণে।
গোপজাতি আগে মাগে ভয় নাহি মনে॥
নিন্দা শুনি শ্রীদামাদি ফিরিয়া আইলা।
মুনির ভর্ৎসনা রাম-কৃষ্ণেরে কহিলা॥
অন্ন নাহি দেয় আর কহে কটু বাণী।
শুনিয়া উদ্ধব দাসের আকুল পরাণি॥ ১২৩৫॥

(১৯)

তথা রাগ।

শুনিয়া শ্রীদামের কথা অন্তরে পাইয়া ব্যথা
কহে তুমি যাও পুনর্ব্বার।

যাঁহা যজ্ঞপত্নী রহে　　কহ কৃষ্ণ অন্ন চাহে
শুনিলে নৈরাশ নহে আর ॥
শুনি আর বার ধাই　　যজ্ঞপত্নী স্থানে যাই
কৃষ্ণ-আজ্ঞা কহিলা সত্বর।
কহি তোমাদের আগে　　রাম-কৃষ্ণ অন্ন মাগে
ইথে মোরে কি কহ উত্তর ॥
শুনি কৃষ্ণ-পরসঙ্গ　　প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গ
থরে থরে থালী সাজাইয়া।
দিব্য অন্ন ভরি ভরি　　চলিলা যে সারি সারি
কুল-ভয় লজ্জা তেয়াগিয়া ॥
আর এক মুনির নারী　　তার পতি করে ধরি
রাখিলা নির্জ্জন-গৃহে তারে।
যাইবারে না পাইয়া　　নিজ তনু তেয়াগিয়া
শ্রীকৃষ্ণ ভেটিল দেহান্তরে ॥
নানা অন্ন ব্যঞ্জন　　লৈয়া মুনি-পত্নীগণ
যেখানে বসিয়া রাম-কানু।
নবঘনশ্যাম দেখি　　প্রেমে ছল ছল আঁখি
সমর্পিল অন্ন সহ তনু ॥
নিরখিয়া শ্যাম-রূপ　　কি কোটি কন্দর্প-ভূপ
পদ-তলে করয়ে নিছনি।
এ উদ্ধব দাস কয়　　লখিলে লখিল নয়
অখিল অমিয়া-রস-খনি ॥ ১২৩৬ ॥

(২০)

মঙ্গল।

নবঘন জিনি তনু দক্ষিণ করেতে বেণু
সুবলের কান্ধে বাম ভুজ।
চূড়া বাঁধা শিখি-পুচ্ছ বরিহা মালতী-গুচ্ছ
ভাঙ ভৃঙ্গ নয়ান অম্বুজ॥
অলকা তিলক ভালে কাণে মকর-কুণ্ডলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
দশন মুকুতা-পাঁতি কম্বু-কণ্ঠ শোভা অতি
মণি-রাজ হিয়া পরিসর॥
বনমালা তঁহি লম্বে সারি সারি অলি চুম্বে
ক্ষীণ কটি সুপীত বসন।
নাভি-সরোবর পাশে ত্রিবলী-লতিকা ভাসে
নিমগন রমণীর মন॥
রামরম্ভা উরু ছান্দে কত বিধু নখ-চান্দে
অরুণ-কমল পদ-তলে।
দাঁড়াঞা কদম্ব-তলে বঙ্কিম লগুড় হেলে
রঙ্গ-ভঙ্গী নয়ান-অঞ্চলে॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বঙ্গে বেশ নটবর অঙ্গে
হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে।
এ দাস উদ্ধব ভণে ভুলিল রমণীগণে
রূপ দেখি নিমিখ না চলে॥ ১২৩৭॥

(২১)

বামকেলি।

যজ্ঞ-পত্নী অন্ন দিয়া　　নযান-ইঙ্গিত পাঞা
নিজ গৃহে কবিলা গমনে।
অন্ন পাঞা বন মাঝে　　আনন্দে বাখালবাজে
সখা সহ বসিলা ভোজনে॥
অগ্রজ শ্রীবলবাম　　কৃষ্ণ কবি নিজ বাম
চৌদ্দিগে বেড়িযা সব সখা।
আনিযা পলাশ পাত　　বাড়িলা ব্যঞ্জন ভাত
কি আনন্দ নাহি তার লেখা॥
খাইতে খাইতে সুখে　　কেহ দেই কাক মুখে
বন্য ভোজন বস-কেলি।
খাইতে খাইতে আগে　　ব্যঞ্জন যে ভাল লাগে
প্রশংসি প্রশংসি ভাল বলি॥
কক্ষতালি দিয়া দিযা　　ভুঞ্জযে আনন্দ হিযা
সুখেব সাগব মাঝে ভাসে।
ভোজন হইল সায　　আচমন কৈলা তায়
গুণ গায় এ উদ্ধব দাসে॥ ১২৩৮॥

অথ গোষ্ঠ-বিহার যথা।

(২২)

তুড়ী।

রাখালে রাখালে মেলা খেলিতে বিনোদ খেলা
অতিশয় শ্রম সবাকার।
ননীর পুতলী শ্যাম রবির কিরণে ঘাম
স্রবে যেন মুকুতার হার॥
শ্রীদাম আসিয়া বোলে বৈসহ তরুর তলে
কানাই হইবে মাঠে রাজা।
যমুনা-পুলিনে ভাই কংসের দোহাই নাই
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা॥
বনফুল আন যত সপত্র কদম্ব শত
অশোক-পল্লব আম্র-শাখা।
শুনি শ্রীদামের কথা সকল আনিল তথা
নবগুঞ্জা-গুচ্ছ শিখি-পাখা॥
গাঁথিয়া ফুলের মালে কদম্বতরুর তলে
রাজপাট করি নিরমাণ।
এ উদ্ধব দাসে ভণে কক্ষতালি ঘনে ঘনে
আবা আবা বাজায় বয়ান॥ ১২৩৯॥

(২৩)

ধানশী।

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ গদ নেহারে বদনে॥
অশোক-পল্লব করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখি-পুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইর গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥
স্তোককৃষ্ণ পুতি থানা ঠাঞি ঠাঞি বসাইল থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইর দোহাই দিয়া
চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা বচন চালায়।
বটু করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্ব্বাদ-বাণী
দাম বসুদাম নাচে গায়॥
অতি মনোহর ঠাট নিরমিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস-কেলি।
এ উদ্ধব দাস কয় সখ্য-দাস্য-রসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি॥ ১২৪০॥

(২৪)

সারঙ্গ।

মোহন যমুনার মাঠে অশোকের বন।
নবীন পল্লব সব অতি সুশোভন॥
তার মধ্যে দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
সখা সঙ্গে বিহরয়ে অতি অনুপাম॥
নবীন-জলদ-শ্যাম-তনু মনোহর।
ধাতু-রাগ-নব-গুঞ্জা-শৃঙ্গ-বেণুধর॥
কদম্ব-মঞ্জরী কাণে শিখি-চন্দ্র চূড়ে।
পীতবাস পরিধান বনমালা উরে॥
শ্রীদামের অংসে বাম হস্ত-পদ্ম দিয়া।
দক্ষিণ হস্তেতে এক পদ্ম ঘুরাইয়া॥
দাঁড়াইয়া তরু-তলে সঙ্গে বলরাম।
নব মেঘে চান্দে কিয়ে ভেল এক ঠাম॥
আহীর-বালক সব বেঢ়ি চারি পাশ।
মনের হরিষে দেখে নবচন্দ্র দাস॥ ১২৪১॥

(২৫)

শ্রীরাগ।

পীত-ধটী হেম-কাঁঠি ছান্দন ডুরি মাথে।
গাভী-দোহন-ভাণ্ড শোভে বাম হাতে॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী দক্ষিণ কক্ষ-মূলে।
ধবলি বলিয়া ধায় কালিন্দীর কূলে॥

লম্বিত গুঞ্জার মালা গোরোচনা ভালে।
গোধূলি-ধূসর অঙ্গ কাণে ফুল-ডালে॥
ছান্দনের ডুরি আর রাঙ্গা লড়ি হাতে।
নবচন্দ্র দাস রহে চাহি এক ভিতে॥ ১২৪২॥

(২৬)

শ্রীগান্ধার।

পাল জড় করি　　　শিশুগণ মেলি
নামাইল যমুনার জলে।
আনন্দে গোগণে　　　করে জলপানে
পিও পিও সবে বলে॥
উচ্চ পুচ্ছ করি　　　জলে পেট ভরি
উপরে উঠিল ধেনু।
রাখাল মেলিয়া　　　হুলিয়া হুলিয়া
ঘন বায় শিঙ্গা বেণু॥
নব তৃণ পাইয়া　　　ধেনু খাইয়া খাইয়া
ভ্রময়ে যমুনা-তীরে।
নন্দের নন্দন　　　করি গোচারণ
সখাগণ সঙ্গে ফিরে॥
বেলি অবসান　　　দেখি বলরাম
ধেনুগণ লৈয়া সুখে।
কৃষ্ণ মাঝে করি　　　সখাগণ ঘেরি
চলিলা গোকুল মুখে॥

গোষ্ঠে প্রবেশিয়া গোগণ রাখিয়া
পথেতে মিলিল মায়।
পুত্র কোলে নিলা পরাণ পাইলা
দাস গোবর্দ্ধন গায়॥ ১২৪৩॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং দ্বাবিংশঃ পল্লবঃ।

ত্রয়োবিংশ পল্লব।

গোবর্দ্ধন-যাত্রা (১)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীগান্ধার।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
পুন গিরি-ধারণ পূরব লীলা-ক্রম
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ॥ ধ্রু॥
শুদ্ধ ভক্তি গোবর্দ্ধন পূজা কর জগ-জন
এই বিধি দিলা কলি মাঝে।

শ্রবণাদি নব অঙ্গ কল্পতরুময় শৃঙ্গ
পঞ্চ-রস ফল তাহে সাজে ॥
পুলক-অঙ্কুর শোভা অশ্রু-জল মনোলোভা
মন্দ বায়ু বেপথু সুন্দর।
নিজেন্দ্রিয়-উপচারে সেব সেই গিরিবরে
প্রেম-মণি পাবে ইষ্ট-বর ॥
দেখিয়া লোকের গতি কলিযুগ-সুরপতি
কোপে তনু কম্পিত হইল।
অধরম-ঐরাবতে কুমতি-ইন্দ্রাণী সাথে
সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল ॥
কাম-মেঘ বরিষণে ক্রোধ-বজ্র নিক্ষেপণে
লোকের হইল বড় ডর।
লোভ-মোহ-শিলাঘাতে মাৎসর্য্যাদি-খর-বাতে
ধৈর্য্য ধর্ম্ম উড়ে নিরন্তর ॥
জানিয়া জীবের ভয় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়
উপায় চিন্তিলা মনে মনে।
ভক্ত-ভাব-সারোদ্ধার নিজে করি অঙ্গীকার
ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে ॥
তাহার আশ্রয়ে লোক পাসরিল দুঃখ শোক
কলি-ভয় খণ্ডিল সকলে।
তবে কলি-দেবরাজ পাঞা পরাভব-লাজ
স্তুতি করে চরণ-কমলে ॥

অপরাধ ক্ষমাইয়া কহে কিছু দীন হৈয়া
যত জীব প্রভুর আশ্রয়।
যেবা তব গুণ গায় তাহে মোর নাহি দায়
এই সত্য করিল নিশ্চয়॥
প্রভু তারে দয়া কৈল ধন্য কলি নাম থুইল
অদ্যাপিহ ঘোষয়ে সংসার।
চৈতন্য দাসেতে বলে গোবর্দ্ধন-লীলা-ছলে
যুগে যুগে জীবের উদ্ধার॥ ১২৪৪॥

(২)

তথা রাগ।

গাও রে গাও রে সুখে কৃষ্ণের চরিত।
গিরি গোবর্দ্ধন- যাত্রা মনোরম
শ্রবণ-মঙ্গল গীত॥ ধ্রু॥
এক দিন ব্রজে ইন্দ্র পূজা কাজে
সাজে গোপ গোপী যত।
জানিয়া কারণ নন্দের নন্দন
কহেন আপন মত॥
শুন ব্রজ-রাজ গোপের সমাজ
না পূজ দেবের রাজা।
মোর লয় মনে গিরি গোবর্দ্ধনে
সাবধানে কর পূজা॥

এহি সে উচিত　　মোর অভিমত
পাইবে বাঞ্ছিত ফল।
নানা উপহারে　　বস্ত্র অলঙ্কারে
সত্বরে সাজিয়া চল॥
বিপ্রে দেহ দান　　হইবে কল্যাণ
না ভাবিহ আন চিতে।
কহে কৃষ্ণদাস　　সবার উল্লাস
শ্রীবাস-বচন-রীতে॥ ১২৪৫॥

(৩)

তথা রাগ।

কি আনন্দ আজু বৃন্দাবনে।
গিরি গোবর্দ্ধন পূজা না যায় কহনে॥ ধ্রু॥
নন্দ আদি গোপ গোপী একত্র হইয়া।
গিরি গোবর্দ্ধন পূজে নিকটে যাইয়া॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আনি ধরিলা সকলে।
কৃষ্ণ-গুণ গায় নানা বাদ্য কোলাহলে॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ দেব-মায়া মতে।
আরোহণ একরূপে করিলা পর্ব্বতে॥
দেখি গোপগোপীগণে প্রণাম করিলা।
সবে কহে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমন্ত হৈলা॥
প্রণাম করিয়া কহে নন্দের নন্দন।
দেখ দেখ কি ভাগ্য যতেক গোপগণ॥

যত ব্রজবাসী সবে পাইয়া আহ্লাদ।
পর্ব্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্ব্বাদ॥
নানা দ্রব্য অলঙ্কারে সাজায়ে গোধনে।
বেদের বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥
কৃষ্ণের সহিত তবে গেলা গোবর্দ্ধনে।
ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গ কথা কৃষ্ণদাস ভণে॥ ১২৪৬॥

(৪)

তথা রাগ।

যত গোপগণ পূজে গোবর্দ্ধন
না কৈল ইন্দ্রের পূজা।
পাই অপমান কোপে কম্পমান
সাজিলা দেবের রাজা॥
মহা অহঙ্কারে কৃষ্ণ-নিন্দা করে
অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া।
কহে গোপ-পুরী মহাবৃষ্টি করি
আজি ডুবাইব যাঞা॥
ডাকি মেঘগণে যতেক পবনে
আজ্ঞা দিলা সুর-পতি।
শিলা-বৃষ্টি করি ভাঙ্গ ব্রজপুরী
যাহ যাহ শীঘ্র-গতি॥
আপনি তখনে চড়িয়া বাহনে
বজ্র হস্তে দেবরাজ।

সঙ্গে সেনাগণ　　ছাইয়া গগন
আইল গোকুল মাঝ ॥
চতুর্দ্দিকে মেঘে　　ধায় বায়ু-বেগে
দিনে হৈল অন্ধকার।
খর বরিষণে　　বজ্রের ক্ষেপণে
ভাঙ্গিল ঘর দুয়ার ॥
প্রলয়ের হেন　　বৃষ্টি-ধারা ঘন
ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে।
হাহাকার করি　　পথাপথ ছাড়ি
ব্রজবাসী সব নড়ে ॥
পড়িয়া সঙ্কটে　　কৃষ্ণের নিকটে
আইলা গোকুল-বাসী।
ধেনুগণ যত　　যূথে যূথে কত
দাঁড়াইল নিকটে আসি ॥
কৃষ্ণ মহামতি　　গোকুলের পতি
কর পরিত্রাণ বলে।
চৈতন্যের দাস　　করি এই আশ
এবার রাখ গোকুলে ॥ ১২৪৭ ॥

(৫)

তথা রাগ।

নন্দ আদি গোপ গোপী হইলা বিকল।
দেখিয়া জানিলা কৃষ্ণ ইন্দ্র করে বল ॥

এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
এক হস্তে তুলিয়া ধরিলা গোবর্দ্ধন॥
কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে।
সবারে ডাকেন আর জননী জনকে॥
আইস আইস সবে শিশু বৎসগণ লৈয়া।
এই গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হইয়া॥
গোপগণে বলে কৃষ্ণ শুন হে বচন।
হাত হৈতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন॥
সকল গোকুল-পুরী যাবে রসাতলে।
কিসে হৈতে রক্ষা তবে পাইবে সকলে॥
কান্দিয়া যশোদা দেবী কহে গোপগণে।
একাকী পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরিবে কেমনে॥
কোথা রে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম।
সবে মেলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম॥
চৈতন্য দাসেতে কহে শুন যশোমতি।
গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি॥ ১২৪৮॥

(৬)

তথা রাগ।

হেনকালে সখী মেলে রাই-কনক-গিরি
আচম্বিতে দরশন দিলা।
দাঁড়াঞা রূপের ভরে ধরি সহচরী-করে
মুখ জিনি শশী ষোলকলা॥

রাই নব সুমেরু-সুঠান।

স্মিত-সুরধুনী-ধারে　　রসের ঝরণা ঝরে

হেরি হেরি তৃপিত নয়ান॥

নব অনুরাগ-বাতে　　স্থির নাহি বান্ধে চিতে

পাসরিলা নিজ মরিযাদ।

কাঁপে তনু থরহরে　　পর্ব্বত ডোলয়ে করে

গোয়ালে গণিল পরমাদ॥

লগুড় লইয়া করে　　কেহ কেহ গিরি ধরে

উদার ব্রজের গোপগণ।

ললিতা দেবী হাসি　　দাঁড়াইলা আগে আসি

রাইয়েরে করিয়া অদর্শন॥

ভাব সম্বরিয়া হরি　　রাখিল গোকুল-পুরী

ইন্দ্রেরে করিয়া পরাজয়।

চৈতন্য দাসের বাণী　　ত্রিভুবনে জয়-ধ্বনি

গোবর্দ্ধন-লীলা রসময়॥ ১২৪৯॥

(৭)

তথা রাগ।

জয় জয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

ব্রজের জীবন প্রাণধন॥ ধ্রু॥

পরিবার সহ ব্রজবাসী।

গর্ত্ত হৈতে উঠিলা হরষি॥

সেই খানে লীলায় শ্রীহরি।
স্থাপিলেন গোবর্দ্ধন গিরি॥
নন্দ আদি যত গোপগণে।
আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে॥
কেহ কেহ করে আলিঙ্গন।
স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ॥
যশোদা রোহিণী হর্ষ পাঞা।
চাঁদ-মুখ চুম্বয়ে চাপিয়া॥
আনন্দেতে নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী॥
দেবরাজ পাঞা পরাভব।
করযোড়ে করে নানা স্তব॥
নিজ অপরাধ ক্ষমাইয়া।
গেলা আপনার গণ লৈয়া॥
চৈতন্য দাসেতে ইহা গায়।
যুগে যুগে ভক্তের সহায়॥ ১২৫০॥

———

গোবর্দ্ধন-যাত্রা (২)।

---

(১)

মঙ্গল।

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা ইন্দ্র-যজ্ঞ নিবারিয়া
নন্দ আদি যত গোপগণ।
নানা উপহার লৈয়া সকলে একত্র হৈয়া
আইলেন যথা গোবর্দ্ধন॥
সহস্র সহস্র জন রান্ধে অন্ন ব্যঞ্জন
এক ঠাঞি লৈয়া করে রাশি।
দধি-দুগ্ধ-সরোবর রোটী-রাশি থরে থর
হরিষে সাজায় ব্রজবাসী॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিমত পাক কৈল বহু মত
সূপান্ন পায়স শিখরিণী।
ব্যঞ্জনের কত কূপ পর্ব্বত সমান স্তূপ
অন্নকোটি করিলা সাজনি॥
নানা বাদ্য বাজে কত নর্ত্তকী নাচয়ে শত
সহস্র সহস্র লোকে গায়।
যত গোপ গোপীগণ অলঙ্কৃত সব জন
আনন্দ অবধি নাহি পায়॥

ধেনু বৎস সাজাইয়া কত স্বর্ণ-মুদ্রা লৈয়া
ব্রাহ্মণেরে দেই নন্দরায়।
মহা মহোৎসব রোল কে কার শুনয়ে বোল
এ মাধব দেখিয়া বেড়ায়॥ ১২৫১॥

(২)

শ্রীরাগ।

নানা মত অন্নকোটি করিয়া সাজন।
গোবর্দ্ধনে বিপ্রগণ কৈল সমর্পণ॥
মূর্ত্তিমন্ত গোবর্দ্ধন আপনে আইলা।
অন্ন ব্যঞ্জন সব ভোজন করিলা॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলা গোপগণে।
দেখি ব্রজবাসিগণ সবিস্ময় মনে॥
কৃষ্ণ কহে এই শৈল কর নমস্কার।
মাগি বর লেহ সবে যে ইচ্ছা যাহার॥
বর দিয়া গোবর্দ্ধন অন্তর্দ্ধান কৈলা।
প্রণাম করিয়া সবে বিস্ময় হইলা॥
গোবর্দ্ধন-প্রসাদ সবে করিলা ভক্ষণ।
আনন্দিত ব্রজবাসী প্রসন্ন হৈল মন॥ ১২৫২॥

(৩)

ধানশী।

যত ব্রজবাসিগণ পূজা কৈলা গোবর্দ্ধন
না করিল ইন্দ্রের অর্চ্চন

করিল শৈলের পূজা   শুনি ইন্দ্র মহারাজা
ক্রোধ করি ডাকে মেঘগণ ॥

মহাক্রোধে ইন্দ্রদেব   প্রলয়-কালের মেঘ
চারি জনে ডাকিয়া আনিলা।

অতি ক্রোধ-মন করি   নন্দের গোকুল-পুরী
ডুবাইতে তারে আজ্ঞা দিলা ॥

তবে দেব স্থরপতি   আনি ঐরাবত হাতী
আপনি করিলা আরোহণ।

গোধন নাশিতে মেঘ   যায় অতি বায়ু বেগ
উপনীত নন্দের ভবন ॥

পবনে করিয়া ঝড়   উড়াইল বৃক্ষ ঘর
মুষল-ধারায় পড়ে জল।

ঝনকি তড়িত পাত   ঘন হয় বজ্রাঘাত
জলে পূর্ণ হৈল উচ্চ স্থল ॥

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা   গোধনাদি সব লৈয়া
গোবৰ্দ্ধনের লইলা শরণ।

কৃষ্ণচন্দ্র অতি ত্রস্ত   পসারিয়া বাম হস্ত
ধরিলেন গিরি গোবৰ্দ্ধন ॥

তার মধ্যে গোপগণ   ধেনু বৎস ধন জন
সশঙ্কিত হইয়া রহিলা।

ইন্দ্রদেব সাত দিন বৃষ্টি করি পরবীণ

পরাভব আপনি মানিলা ॥ ১২৫৩ ॥

ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলে।

(৪)

তথা রাগ।

পর্ব্বত-গহ্বরে থাকি ব্রজবাসিগণ।
কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ এই সবার মন ॥
পরাভব মানি ইন্দ্র গেলা নিজ স্থান।
ধেনু বৎস লইয়া উঠে যত গোপগণ ॥
নন্দ যশোমতী অতি হরষিত হৈয়া।
বহু দান কৈল কৃষ্ণের কল্যাণ লাগিয়া ॥১২৫৪॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ত্রয়োবিংশঃ পল্লবঃ।

চতুর্ব্বিংশ পল্লব।

শরৎ-পূর্ণিমায়াং মহারাসঃ (১)।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাব সুরধুনীরে করিল ॥

ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান ।
সহচরগণ গোপীগণ অনুমান ॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া ।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস ।
রাস-রস গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশ ॥ ১২৫৫ ॥

(২)

কামোদ ।

নাচত গৌর　　রাস-রস অন্তর
　　গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী ।
বরজ-সমাজ　　রমণীগণ যৈছন
　　তৈছন অভিনয়-রঙ্গী ॥
　　দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ ।
গাওত বাওত　　মধুর ভকত শত
　　মাঝহিঁ বর-দ্বিজরাজ ॥ ধ্রু ॥
তা তা থ্রিমি থ্রিমি　　মৃদঙ্গ সুবাজত
　　রুণু ঝুনু নূপুর রসাল ।
রবাব বীণ　　আর স্বর-মণ্ডল
　　সুমিলিত কর করতাল ॥
এ হেন আনন্দ　　না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
　　নিরুপম প্রেম-বিলাস ।

এ সুখ-সিন্ধু পরশ কিয়ে পাওব

কহ রাধামোহন দাস ॥ ১২৫৬ ॥

(৩)

অভিসার।

কানড়া।

শরদ চন্দ পবন মন্দ

বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ

ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী

মত্ত মধুকর ভোরণী।

হেরত রাতি ঐছন ভাতি

শ্যাম মোহন মদনে মাতি

মুরলী গান পঞ্চম তান

কুলবতী-চিত চোরণী ॥

শুনত গোপী প্রেম রোপি

মনহিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি

তাঁহি চলত যাঁহি বোলত

মুরলীক কল লোলনী।

বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ

একু নয়নে কাজর-রেহ

বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু

একু কুণ্ডল ডোলনী ॥

শিথিল-ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলী
গলিত বেণী লোলনী।
ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছনে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দ দাস বোলনী॥ ১২৫৭॥

(৪)

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ-নারী
হেরি হসত মুরলীধারী
নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেম-সিন্ধু গাহনী।
পুছত সবক গমন-ক্ষেম
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কৈছে পাওলি কানন ওর
থোর নহত কাহিনী।

গলিত ললিত কবরী-বন্ধ
কাহে ধাওত যুবতীবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব
বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী ॥
কিয়ে শারদ চান্দনী রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম-পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর-ভাতি
বুঝি আওলি সাহনী।
এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাহে মনহিঁ গোই
ইহহিঁ আন নহই কোই
গোবিন্দ দাস গায়নী ॥১২৫৮ ॥

(৫)

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান ॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ-করণী।
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণী ॥
আকুল অন্তর গদ গদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিশিখ নাহি সহই ॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তহুঁ ইহ অনুবন্ধ ॥

ভাঙ্গলি কুল শীল মুরলীক সানে।
কিঙ্করীগণ জনু কেশ ধরি আনে॥
অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারী-নিচোল॥
তোহে সেঁাপিত জীউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহল ব্রজ যৌবত মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস॥ ১২৫৯॥

(৬)

মহারাস।

কামোদ।

কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল সাজ।
মাঝহিঁ মাঝ মহা মরকত সম
শ্যামর নটবর রাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহার।
থির বিজুরী সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখে অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহিঁ কত কত চান্দে।

কনক-লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পদুমিনী পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতি-ভাষ।
মধুকর মিলি কত পদুমিনী গাওত
মুগধল গোবিন্দ দাস॥ ১২৬০॥

(৭)

অত্রান্তরে অন্তর্দ্ধানং।

কেদার।

রাস-বিহারে মগন শ্যাম নটবর
রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডলী ছোড়ি রাই-কর ধরি হরি
চললি আন বন-ধামে॥
যব হরি অলখিত ভেল।
সবহুঁ কলাবতী আকুল ভেল অতি
হেরইতে বন মাহা গেল॥ ধ্রু॥
সখীগণ মেলি সবহুঁ বন ঢুঁড়ই
পুছই তরুগণ পাশ।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ ভেল অতি অলখিত
না দেখিয়া জীবন নিরাশ॥
কহ কহ কুসুম- পুঞ্জ তুহুঁ ফুল্লিত
শ্যাম-ভ্রমর কাঁহা পাই।

কোন উপায়ে　　নাহ মঝু মিলব
উদ্ধব দাস তাঁহা যাই ॥ ১২৬১ ॥

(৮)

তথা রাগ।

পনস পিয়াল　　চূতবর চম্পক
অশোক বকুল বক নীপ।
একে একে পুছিয়া　　উতর না পাইয়া
আওল তুলসী সমীপ ॥
জাতি যূথী নব-　　মল্লিকা মালতী
পুছল সজল-নয়ানে।
উতর না পাই　　সতিনী সম মানই
দূরহিঁ করল পয়ানে ॥
পুন দেখে তরুকুল　　অতিশয় ফলফুল-
ভরে পড়িয়াছে মহী মাঝ।
কানুক হেরি　　প্রণাম করল ইহ
এ পথে চলল ব্রজরাজ ॥
এত কহি বিরহে　　বেয়াকুল অতিশয়
ব্রজ-রমণীগণ রোয়।
উদ্ধব দাস কহে　　শ্যাম ভেল অলখিত
কতি খণে মিলব মোয় ॥ ১২৬২ ॥

(৯)

তথা রাগ।

যূথে যূথে রঙ্গিণী বরজ-বর-কামিনী
যামিনী কানন মাহ।
সব জন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
করে ধরি রাইক বাহ॥
সজনি! অব হরি কোন কানন মাহা গেল।
গুণবতী গুণহিঁ মনহিঁ মন বান্ধল
নাগর অনুকূল ভেল॥ ধ্রু॥
ঠামহিঁ ঠাম চরণ-চিহ্ন হেরই
রাই করল যাঁহা কোর।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনাওল
সুরত-রভসে ভেল ভোর॥
কিশলয়-শেজ ঠামহিঁ ঠাম হেরই
টুটল কত ফুলমাল।
তুহুঁ অঙ্গ-পরিমলে কানন বাসল
গুঞ্জরে মধুকর-জাল॥
ধনি ধনি রমণী- শিরোমণি সুন্দরী
আরাধল মনমথ দেব।
গোপাল দাস কহ ও সহচরী সহ
রাধামাধব সেব॥ ১২৬৩॥

(১০)

ধানশী।

সকল রমণীগণ ছোড়ি বর-নাগর
রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই কুসুমকুল তোড়ই
কেশ-বেশ করি দেল॥
চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন
কান্ধে চঢ়ব মন কেল।
বুঝইতে ঐছে বচন বহু-বল্লভ
নিজ তনু অলখিত ভেল॥
না দেখিয়া নাহ তাঁহি ধনী রোয়ত
হা প্রাণনাথ উতরোলে।
ব্রজ-রমণীগণ না দেখিয়া মন-দুখে
ভাসল বিরহ-হিলোলে॥
উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া
হেরল রোদতি রাধা।
সখীগণ মেলি ধরণী পর লুঠই
উদ্ধব দাস চিতে বাধা॥ ১২৬৪॥

(১১)

তথা রাগ।

সবে মেলি বৈঠল কালিন্দী-তীর।
ঝর ঝর সবহুঁ নয়ানে বহে নীর॥

কাঁহা গেও নাহ দুখ-সাগরে ডারি।
অবলা মতি কৈছে তরইতে পারি॥
বিরহ-বিয়াধি-বিরামক লাগি।
গাওত তছু গুণ যামিনী জাগি॥
বিষ-জল ব্যাল বর্ষ ভয়ে রাখি।
অব কাহে মারসি অকরুণ আঁখি॥
যবহুঁ চলসি বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগ শত যাত॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়ে পান॥
তুয়া পদ-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥
কৈছে কণ্টক-বনে করসি বিহার।
সোঙরি সোঙরি জীউ ধরই না পার॥
এত কহি রোয়ত গদ গদ ভাষ।
কহ রাধামোহন দাসক দাস॥ ১২৬৫॥

বরাড়ী।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

(১২)

তথা রাগ।

যত নারীকুল　　বিরহে আকুল
ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর　　বুঝিয়া অন্তর
দাঁড়াইল যমুনা ধারে॥
কদম্বের তলে　　বসি কোন ছলে
মৃদু মৃদু বায় বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে　　ব্রজবধূগণে
তাঁহাই মিলল আসি॥
মরণ-শরীরে　　পরাণ পাওল
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে　　পুড়িয়া যেমন
অমিয়া সায়রে কেলি॥
চাতকিনীগণ　　হেরি নব ঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর　　বদন সুন্দর
চকোরিণী চারি পাশে॥
বিরহে তাপিত　　ভেল তিরপিত
বরিখে অমিয়া-রাশি।
জ্ঞান দাস কহে　　শ্যামের বদনে
আধ ঈষত হাসি॥ ১২৬৬॥

(১৩)

বিহাগড়া।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগো
বেণুনা সংজগৌ দেবকী-নন্দনঃ ॥ ১২৬৭ ॥

(১৪)

বেলোয়ার।

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ
করতল তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্র-গতি সকল কলাবতী
করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি ॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত লতাবলী
অঙ্গ-ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥ ধ্রু ॥
নটন-হিলোল- লোল মণি-কুণ্ডল
শ্রম-জল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস-ভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ-রস-লালসে
তনু তনু আলসে রহ তনু লাই।
গোবিন্দ দাস পহুঁ মূরতি মনোভব
কত যুবতী-রতি-আরতি বাঢ়াই ॥ ১২৬৮ ॥

(১৫)

গান্ধার।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাস-মণ্ডলে ॥ ১২৬৯ ॥

(১৬)

কেদার।

কালিন্দী-তীর　　সুধীর সমীরণ
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত ময়ূর　　মত্ত মধুকর
শারী শুক পিকু পঞ্চম ভাষ ॥
নিধুবনে নিধুবন-মুগধ মুরারি।
মুগধ গোপবধূ　　অধিক লাখ সঞে
রঙ্গে বিহরে বৃষভানু-কুমারী ॥ ধ্রু ॥
নাচত নটিনী　　গাওয়ে নট-শেখর
গাওত নটিনী নাচে নটরাজ।
শ্যামর সঞে গোরী　　গোরী সঞে শ্যামর
নব জলধরে জনু বিজুরী বিরাজ ॥
হেরি হেরি অপরূপ　　রাস-কলা-রস
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ।
ভুলল গগনে　　সগণে রজনীকর
চৌদিগে ফিরত দীপ ধরি চন্দ ॥

তারাগণ সঞে তারাপতি হেরি
লাজে লুকায়ল দিনমণি-কাঁতি।
গোবিন্দ দাস পহুঁ জগ-মন-মোহন
বিহরই ভেল কলপ সম রাতি ॥ ১২৭০ ॥

(১৭)

কেদার।

মণ্ডিত-হল্লীষক-মণ্ডলাং।
নটয়ন্ রাধাঞ্চল-কুণ্ডলাং ॥
নিখিল-কলা-সম্পদি পরিচয়ী।
প্রিয়সখি! পশ্য নটতি মুরজয়ী ॥
মুহুরান্দোলিত-রত্ন-বলয়ং।
সনয়ন-বলয়ৎ কর-কিশলয়ং ॥
গতি-ভঙ্গিভিরবশীকৃত-শশী।
স্থগিত-সনাতন-শঙ্কর-বশী ॥ ১২৭১ ॥

(১৮)

বিহাগড়া। প্রবন্ধ।

আগর তাতা দধি দম্বা উয়ারে
থুগু থুগু থুগু থুগু থুগু থুগু তা।
দৃগি তা দৃগি দৃগি মাদল বাজত
অঙ্গ-ভঙ্গে চলি যায়ত পা ॥
তা তা তা থৈয়া তা থৈয়া দিগি দিগি
দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি দিগি তা ॥ ধ্রু ॥

রতি-রঙ্গে রঙ্গিত　　ভঙ্গিম গোপিনী
সঙ্গে নাচে গোপালা।
থিয়া ইয়া ইয়া ইয়া　　আ ইয়া আ ইয়া
বহুবিধ ছন্দ রসালা॥
রুণু রুণু রুণু রুণু　　ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু
কঙ্কণ কর রণরণি।
ঝম ঝম ঘাঁঘব　　ঘাঘটি কটি কিঙ্কিণী
কঙ্কণ ঝুমুর ধ্বনি॥
ডগ মগ ডগ মগ　　ডম্ফ ডিমিকি ডিমি
পি পি বেণু নিসানে।
চলত চিত্র-গতি　　নর্ত্তক-পদ অতি
মাধব ইহ রস গানে॥ ১২৭২॥

(১৯)

বিহাগড়া।

চৌদিকে চারু　　অঙ্গনা বেঢ়িয়া
রঙ্গিণী কত গায়নী।
ক্রুত্তা তা থৈয়া থৈয়া বোলনি॥
মাঝে বিরাজে শ্যাম সুঘড় শিরোমণি।
কিঙ্কিণী কিনি কিনি বোলনি॥
তাগর নাধোগ্গা ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেটি।
তি ঘেনে নাঙ্ তিন্ত ঘতিন্ত ঘনাঙ্।
গরণ ঘেনাতিনি তা খিটি তৃঘং তীগরঝাঁ॥

বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি স্থর।
রাধামোহন দাস রস-পূর॥ ১২৭৩॥

(২০)

কেদার।

ও নব-জলধর অঙ্গ।
ইহ থির-বিজুরী-তরঙ্গ॥
ও বর-মরকত ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধা মাধব মেলি।
মুরতি মদন রস-কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথী রসাল॥
ও নব পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চান্দ উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ॥ ১২৭৪॥

(২১)

শ্রীরাগ।

রাস-অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ।
বৈঠল দুহুঁ জন রভস-তরঙ্গ॥

শ্রম-ভরে অঙ্গ ঘাম বহি যায়।
কিঙ্করীগণ করু চামরের বায়॥
পৈঠল সবহুঁ যমুনা-জল মাহ।
পানী-সমরে দুহুঁ করু অবগাহ॥
নাভি-মগন জলে মণ্ডলী কেল।
দুহুঁ দুহুঁ মেলি করই জল-খেল॥
কণ্ঠ-মগন জলে করল পয়ান।
চুম্বয়ে নাহ তব্ সবহুঁ বয়ান॥
ছলে বলে কানু রাই লেই গেল।
যো অভিলাষ করল দুহুঁ মেল॥
জল সঞে উঠি তব্ মোছয়ে শরীর।
জনু বিধু-মণ্ডিত যামুন তীর॥
রাস-বিলাস করি পানী-বিলাস।
দাস অনন্তক পূরল আশ॥ ১২৭৫॥

(২২)

কেদার।

কেলি সমাধি উঠল দুহুঁ তীরহিঁ
বসন ভূষণ পরি অঙ্গ।
রতন-মন্দির মাহা বৈঠল নায়র
করু বন-ভোজন-রঙ্গ॥
আনন্দ কো করু ওর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু বনফল
ভুঞ্জই নন্দকিশোর॥ ধ্রু॥

নাগর-শেষ লেই সব রঙ্গিণী
ভোজন করু রসপুঞ্জে।
ভোজন সমাধি তাম্বূল সবে খাওল
শুতলি নিজ নিজ কুঞ্জে॥
ললিতানন্দ কুঞ্জ যমুনা-তট
শুতল যুগল কিশোর।
দাস নরোত্তম করতহিঁ সেবন
অলস নয়ন হেরি ভোর॥ ১২৭৬॥

(২৩)

কামোদ।

কুসুম-আসন হেরি বামে কিশোরী গোরী
বৈঠল কুঞ্জ-কুটীরে।
চিবুকে দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মুখানি নিছিয়া লেই শিরে॥
দেখ সখি! অপরূপ ছান্দে।
প্রেম-জলধি মাঝে ডুবল দুহুঁ জন
মনমথ পড়ি গেও ফান্দে॥ ধ্রু॥
রতন পালঙ্ক পর শেজ বিরাজিত
শুতল যুগল কিশোর।
স্মের-মধুর মুখ- পঙ্কজ মনোহর
মরকত কাঞ্চন জোর॥

প্রিয়নর্ম্ম সহচরী বীজন করে ধরি
বীজই মারুত মন্দ।
শ্রম-জল সকল কলেবর মিটল
হেরই পরম আনন্দ ॥
নরোত্তম দাস আশ পদ-পঙ্কজ-
সেবন-মধুরিম-পানে।
নিজ নিজ কুঞ্জে নিন্দ গেও সখীগণ
প্রিয়জন সেবই বিধানে ॥ ১২৭৭ ॥

(২৪)

ধানশী।

কোমল-শশি-কর-রম্য-বনান্তর-নির্ম্মিত-গীত-বিলাস।
তূর্ণ-সমাগত-বল্লব-যৌবত-বীক্ষণ-কৃত-পরিহাস ॥
জয় ভানু-সুতা-তট-রঙ্গ-মহানট সুন্দর নন্দ-কুমার।
শরদঙ্গীকৃত-দিব্য-রসাবৃত-মঙ্গল-রাস-বিহার ॥ ধ্রু ॥
গোপী-চুম্বিত-রাগ-করম্বিত-মান-বিলোকন-লীন।
গুণ-বর্গোন্নত-রাধা-সঙ্গত সৌহৃদ-সম্পদধীন ॥
তদ্বচনামৃত-পান-মদাহৃত-বলয়ীকৃত-পরিবার।
সুর-তরুণীগণ-মতি-বিক্ষোভন খেলন-বল্গিত-হার ॥
অম্বু-বিগাহন-নন্দিত-নিজ-জন-মণ্ডিত-যমুনা-তীর।
সুখ-সম্বিদঘন পূর্ণ-সনাতন নির্ম্মল-নীল-শরীর ॥১২৭৮॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ-ধ্যানেন এতদ্‌গীতসংগ্রহঃ।

শরৎকালীয়-মহারাসঃ (২)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

কামোদ।

দাং দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল বাজত
কতহুঁ তান সুতানুয়া।
অখিল ভুবনক নাথ নাচত
শ্রীবাস আদি সবে গানুয়া॥
জানু-লম্বিত বাহু যুগল
কলিত-কলধৌত ঠানুয়া।
অরুণ-অম্বরে ভুবন ডগ মগি
যৈছে প্রাতর-ভানুয়া॥
ক্ষণহিঁ কম্পিত ক্ষণহিঁ পুলকিত
ক্ষণহিঁ করযুগ চালনা।
ক্ষণহিঁ উচ করি বোলই হরি হরি
পূরব-প্রেমক পালনা॥
চাঁদ অবধৌত ঠাকুর অদ্বৈত
সঙ্গে সহচর মেলিয়া।
কহে রামানন্দ কুলিশ সরসয়ে
দারু দরবিত কেলিয়া॥ ১২৭৯॥

(২)

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল
আরে সে কেলি-কদম্ব-মূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে শারদ-যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব
পিক কুহু কুহু করত গাব
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনী
বিবিধ রাগ গায়নী।
বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মূরছি পড়ত কাম
সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম
পিয়ল বসন দামিনী।
শাঙল ধবল কালিম গোরী
বিবিধ বসন বনি কিশোরী
নাচত গাওত রস বিভোরি
সবহুঁ বরজ-কামিনী।
বীণা কপিনাস পিনাক ভাল
সপ্ত-স্বর বাজত তাল
এ স্বর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ
মেলি কতহুঁ গায়নী।

নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল
হাসি হাসি কেহু করত কোল
ভালি ভালি বোলনী।
বলরাম দাস পড়ত তাল
গাওত মধুর অতি রসাল
শুনত ভুলত জগত উমত
হৃদয়-পুতলী দোলনী॥ ১২৮০॥

(৩)

তথা রাগ।

নাচত বৃষভানু-কিশোরী
অঙ্গে অঙ্গে বাহু জোরি
মেঘ উপরে যৈছে দামিনী
ফিরত ঐছন ভাতিয়া।
তরু তমাল শ্যামলাল
মাঝে রহত ধরত তাল
ভালি ভালি করত রহত
গমন মন্থর পাতিয়া॥
নূপুর বলয়া কঙ্কণ সাজ
কন কন কন কিঙ্কিণী বাজ
তালে রিঝত সুঘড়-শেখর
ডুবল জলদ-কাঁতিয়া।

বসন ভূষণ কবরী-ভার
খোলি পড়ত বার বার
হসত খসত কোই পড়ত
রঙ্গিণী রঙ্গে মাতিয়া ॥

তাল মৃদঙ্গ ডম্ফ বাজ
বীণা পাখোয়াজ মধুর গাজ
আনন্দে মগন বৃষভানু-সুতা
সব সখীগণ সঙ্গিয়া।

রস-ভরে উহ ক্ষীণ অঙ্গ
রাই বৈঠলি শ্যাম সঙ্গ
মন্দ মন্দ হসত খসত
কানু অঙ্গে অঙ্গিয়া ॥ ১২৮১ ॥

(৪)

বিহাগড়া।

নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন
নওল গোকুল-কামিনী।
তপন-নন্দিনী- তীরে ভালি বনি
ভুবন-মোহন লাবণি ॥
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে পাখোয়াজ
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলসে গোবিন্দ প্রেম-আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী ॥

চারু চিত্রিত তুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনী।
তুহুঁ কলেবর ভরল শ্রমজল
মোতি মরকত হেম মণি॥
উরহিঁ লোলনী বাজত কিঙ্কিণী
নূপুর-ধ্বনি সঙ্গিয়া।
গীম-দোলনী নয়ন-নাচনী
সঙ্গে রসবতী রঙ্গিয়া॥
রাসে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া।
নীল দরপণ শ্যাম-মূরতি
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া॥ ১২৮২॥

(৫)

বিহাগড়া।

নাচে রে নাগর-শিরোমণি।
যূথে যূথে পাটোয়ার সুঘড় রমণী॥
রঙ্গিম-অধরে মৃদু মধুরিম হাস।
বঙ্ক নেহারণি পিরীতি-সম্ভাষ॥
থৈ তাতা থৈ তাতা কেহ কেহ বোল।
কনয়া-নূপুর মণি-কিঙ্কিণী রোল॥
চৌদিগে গাওত কত কত রমণী।
মাঝে বিরাজে শ্যাম সুঘড়-শিরোমণি॥ ১২৮৩॥

(৬)

কেদার।

নটহিঁ নটবর　　রাস-মণ্ডল
　　রমণী-মণ্ডল মাঝ রে।
হেম-করিণী-　　নিকর অন্তরে
　　বিহরে কুঞ্জর-রাজ রে॥
কনয়া-কঙ্কণ　　ঝনর ঝন নন
　　রতন-কিঙ্কিণী বোল রে।
দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি　　তাল তাণ্ডব
　　রাস-রসে মন ভোর রে॥
গোরী গোপিনী　　বাহু সুবলনী
　　শ্যাম তরুণ তমাল রে।
যৈছে যমুনাক　　মাঝে বিহরই
　　কনকময় মিরিণাল রে॥
সুভগ আনন　　ঘামময় কণ
　　মুদিত মনসিজ অঙ্গ।
দাস অনন্ত কহে　　ও রূপ বরণি নহে
　　বরিখে কত কত রঙ্গ॥ ১২৮৪॥

(৭)

কামোদ।

চন্দন চান্দ　　কুসুম নব কিশলয়
　　মন্দ পবন পিকু-রাব।

বরিহা কপোত জোরে জোরে নাচত
চাতক নিজ পরথাব ॥
ভালি রে ভালি অভিনব মদন সমাজে।
রাধা রসবতী অতি রসে আরতি
কানু রসিক-বর রাজে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত কুঞ্জহিঁ রঞ্জন মনসিজ
নব নব রঙ্গিণী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ কতহুঁ রস মধুকরী
ভ্রমি ভ্রমি করু রস-কেলি ॥
ধনি রে ধনি রে ধনি তুহুঁ রূপ লাবণি
ধনি বৈদগধি কত ভাতি।
আর কে কহু কত তুহুঁ রসে উনমত
জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি ॥ ১২৮৫ ॥

(৮)

তথা রাগ।

মনমথ-যন্ত্র সুধীর-সুনায়রী
শ্যামসুন্দর রস-সীম।
সব বৈচিত্র্য কলারস চাতুরী
নাগরী গুণ-গরিম ॥
বিলসই রাসে রসিকবর কান।
রাই বিনোদিনী শোভই বাম ॥ ধ্রু ॥

নয়নক অঞ্জন　　কানু-কৃত রেখহিঁ
রাই তাহিঁ ভেল ভোর।
প্রেমে পরশ-রস　　লীলা-রস-লহরী
দুহুঁ তনু ভাবে উজোর॥
চঞ্চল চারু　　চিকুরে শিখি-চন্দ্রক
সুন্দর সিন্দূর দাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে　　উদয় সুখ-সম্পদ
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ॥ ১২৮৬॥

(৯)

সুহই।

নাগরী নাগর শ্যাম রসরাজে।
রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলী মাঝে॥
অতিরসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজত কত কত মদন-তরঙ্গ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতি-রস-আবেশে বাঢ়ল দুহুঁ রঙ্গ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা॥ ধ্রু॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ওর।
হেম মকরত জনু লাগল জোর॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধর-রস নেল।
দুহুঁ মুখ-চাঁদে দুহুঁ চুম্বন দেল॥

তুহুঁক মরম তুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞান দাস কহে মদন দালাল ॥ ১২৮৭ ॥

(১০)

বেলোয়ার।

রাস-বিলাসে রসিক বর-নাগর
বিলসই রসবতী মাঝে।
তুহুঁ বনি বেশ বয়স বৈদগধি
অবধি করিয়া ধনি সাজে ॥
এক অপরূপ রস এহ ক্ষিতি-মণ্ডলে
মধুময় কুসুমিত-কুঞ্জে।
রাধা রাতি দিবস রস-আরতি
শ্যামর-ঘন-রস-পুঞ্জে ॥
অলিকুল-রব শুক-রাব।
কোকিলকুল গুরু পঞ্চম গাব ॥ ধ্রু ॥
ফিরত মনোহর ময়ূরক পাঁতি।
মদন হাট পড়য়ে দিন রাতি ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র একতান।
নিজ গণ সঙ্গে রঙ্গে রস গান ॥
নারী পুরুষ তুহুঁ ভাবে বিভোর।
জ্ঞান দাস কহ কি কহব ওর ॥ ১২৮৮ ॥

(১১)
গুর্জ্জরী।

বিলসে গোবিন্দ　　প্রেম-আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী।
চারু চিত্রিত　　তুহুঁক অম্বর
পবনে কিঞ্চিত দোলনি॥
উরে লম্বিত　　হার চম্পক-
দাম কর্দ্দম চন্দনে।
তুহুঁক কলেবর　　ভরল শ্রম-জল
মোতি মরকত কাঞ্চনে॥
কনক দরপণ　　ভাল বেঢ়ল
মাঝে শ্যাম নটরাজ রে।
নবীন জলধরে　　থির বিজুরী
নবীন শশধর সাজ রে॥
বলয়া রণরণি　　কনক-কিঙ্কিণী
নূপুর-ধ্বনি সঙ্গিয়া।
নয়ন-চাহনি　　প্রেম দোলনি
হেরই নব নব রঙ্গিয়া॥ ১২৮৯॥

(১২)
বেলোয়ার।

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
নটন-বিলাস-　　উলাস পুলক তনু
এক শকতি দুই একই পরাণ॥ ধ্রু॥

একে নব কুঞ্জ কুসুম অতি মনোহর
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ নীপ পর হিমকর
মদনদেব মোহন নট-রাজ ॥
বাজত বলয় নূপুর মণি-কিঙ্কিণী
শ্যাম-বামে রহু গোরী কিশোরী।
দুহুঁ ভুজ দুহুঁক কান্ধ পর শোভই
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী ॥
মৃদু-মধুর-স্মিত- মিলিত দৃগঞ্চল
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ- সাগরে শুতল
জ্ঞান দাস চিতে ঐছন ভাণ ॥ ১২৯০ ॥

(১৩)

বিহাগড়া।

দুহুঁ জন নটন- পরিশ্রম অতিশয়
প্রিয়-সহচরীগণ মেলি।
নিকটহিঁ যমুনা- নীর সুশীতল
পৈঠি করত জল-কেলি ॥
দেখ রাধা-মাধব রঙ্গে।
হেম-কমলিনী সনে নীল-কমল জনু
ভাসই যমুনা-তরঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

চৌদিগে সখীগণ　　করে কর বন্ধন
মাঝহিঁ রাধা কান।
জল-মণ্ডুক-ধ্বনি　　করে জল উছলনি
আনন্দে কয়ল সিনান॥
অপরূপ শ্যাম-　　চরিত কোই সমুঝব
সখী সঞে কেলি-বিলাস।
সব জন মরমে　　নিকটে মঝু বিহরত
কহতহিঁ ইহ শ্যাম দাস॥ ১২৯১॥

(১৪)

তথা রাগ।

রাধা-মাধব সখীগণ সঙ্গ।
নাহি উঠল তীরে মোছল অঙ্গ॥
সবে মেলি কয়ল বসন পরিধান।
করতহিঁ বহুবিধ বেশ বনান॥
বৈঠল দুহুঁ জন নিরজন-কুঞ্জে।
রতন-পীঠ পর আনন্দ-পুঞ্জে॥
বহু উপহার তাঁহি আনি দেল।
ভোজন কয়ল সখীগণ মেল॥
ভোজন সারি শয়ন-পরিযঙ্কে।
নাগরী শুতল নাগর-অঙ্কে॥
ললিতা তাম্বূল বীড় বনাই।
উদ্ধব দাস কবে দেওব যোগাই॥ ১২৯২॥

শরৎকালীয়-মহারাসঃ (৩)।

---

(১)

ধানশী।

শারদ-পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজোর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ভাল ফুল ভরি ডাল
সৌরভ পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগ-মন-লোভা
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণি মাণিকেতে বান্ধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছান্দা॥
চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি মাঠনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত॥

নেতের পতাকা　　　　উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল　　　　বেদ-অগোচর
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা　　　　কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে　　　　অতি অপরূপ
নাহিক যাহার পর॥ ১২৯৩॥

(২)

কামোদ।

রমণী-মোহন　　　　বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে　　　　বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী॥
মধুর মুরলী　　　　পূরে বনমালী
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর　　　　বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি　　　　বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল-　　　　রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥

শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখ-রাশি ॥
আনন্দ-অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ-কর্ম্ম যত হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে ॥
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করয়ে প্রাণী ॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ-আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি।

তেজি আবর্ত্তন   হই আনমন
ঐছনে সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু লৈয়া   কোলেতে করিয়া
দুগ্ধ করায়ে পান ।
শিশু ফেলি ভূমে   চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান ॥
কেহ বা আছিল   শয়ন করিয়া
নয়ানে আছিল নিঁদ ।
যেমন চোরাই   হরণ করিল
মানসে কাটিয়া সিঁদ ॥
কেহ বা আছিল   রন্ধন করিতে
তেমনি চলিয়া গেল ।
কৃষ্ণ-মুখী হৈয়া   মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী   ধাইল অমনি
কেহ কাহো নাহি মানে ।
যমুনার কূলে   কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজ-নারীগণে   দেখিয়া তখনে
হাসিয়া নাগর রায় ।
রাস-বিলসন   করল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায় ॥ ১২৯৪ ॥

(৩)

মঙ্গল।

ব্রজ-রমণীগণ হেরি হরষিত মন
নাগর নটবর-রাজ।
নটন-বিলাস- উলাসহিঁ নিমগন
চৌদিকে রমণী-সমাজ॥
যূথে যূথে মেলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ
মাঝহিঁ রাধা-কান॥
শারদ-সুধাকর গগনহিঁ নিরমল
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুন্দর
অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞান দাস কহ নাগর রসময়
করু কত কৌতুক কেলি॥ ১`৯৫॥

(৪)

কেদার।

শ্যামর সকল-কলারস-সীম।
গোরী নাগরী কত গুণহিঁ গরিম॥

তুহুঁ বনি বেশ বয়স এক ছান্দ।
রাজিত কঞ্জ মঞ্জু মুখ-চান্দ ॥
বিলসই রাসে রসিক-বর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ ॥
তুহুঁ বৈদগধি তুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
তুহুঁক মরমে পৈঠে তুহুঁক সোহাগ ॥
তুহুঁক পরশ-রসে তুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগরে নাহি বোল ॥
পূরল তুহুঁক মনোরথ-সিন্ধু।
উছলিত ভেল তহিঁ স্বেদ বিন্দু বিন্দু ॥
তুহুঁক পরশ-রসে তুহুঁ উমতায়।
জ্ঞান দাস কহ মদন সহায় ॥ ১২৯৬ ॥

(৫)

সুহই।

কুঞ্জ-কুটীর　　কুসুম নব পল্লব
ভ্রমরা ভ্রমরী কত রঙ্গে।
সারী নারী শুক　　পুরুখ জোরে জোরে
ময়ূর ময়ূরীক সঙ্গে ॥
ভুবনে অনুপ রাস-　　রস অতি মোহন
ষড় ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে　　নিতি নব নিরবাহে
খেণে খেণে নবীন পিরীতি ॥

নয়নে নয়নে রস পরশিতে গুণ দশ
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।
খেণে খেণে হৃদয়ে হৃদয় পরশাইতে
ভাবে ভরয়ে তুহুঁ অঙ্গ॥
নাচত গাওত কোই কোই বাওত
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞান দাস কহু আবেশে অবশ তনু
তাহে কত কেলি বিশেষ॥ ১২৯৭॥

(৬)

শ্রীরাগ।

ভরি নায়র কোর।
বিলসই রাই সুখের নাহি ওর॥ ধ্রু॥
ধনী রঙ্গিণী রাই।
বিলসই হরি সঞে রস অবগাই॥
হরি মানস সাধা।
বিলসই শ্যাম পরাজিত রাধা॥
হরি সুন্দর মুখে।
তাম্বূল দেই চুম্বই নিজ সুখে॥
ধনী রঙ্গিণী ভোর।
ভুলল গরবে কানু করি কোর॥
তুহুঁ তুহুঁ গুণ গায়।
একই মুরলী-রন্ধ্রে দুজন বাজায়॥

কেহ কহে মৃদু ভাষ।
নাগরী-পরশে অবশ পীতবাস ॥
কেহ কাড়ি লয়ে বেণু।
রাস-রসে আজি ভুলল কানু ॥ ১২৯৮ ॥

(৭)

সুহই।

আজু রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে কত রস-ধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার ॥
ভাবে পিছল পথ গমন সুবঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-পরিমল পঙ্ক ॥
দিগ বিদিগ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥১২৯৯॥

(৮)

শ্রীরাগ।

আরে, নিকুঞ্জ-বনে　　　　শ্যামের সনে
কি রূপ দেখিনু রাই।
কেমন বিধাতা　　　　ঘটন মূরতি
লখই নাহিক যাই ॥
সজল জলদ　　　　কানুর বরণ
চম্পক-বরণী রাই।

মণি মরকত কাঞ্চনে জড়িত
ঐছন রহল ঠাই ॥
কিয়ে অপরূপ রাস-মণ্ডল
রমণী-মণ্ডল-ঘটা।
মনমথ-মন পাইল অচেতন
দেখিয়া ও অঙ্গ-ছটা ॥
বদনে মধুর হাস অধরে
হৃদয়ে হৃদয়ে সঙ্গ।
কোন রসবতী রসের আবেশে
কুসুম-শয়নে অঙ্গ ॥
নবীন মেঘের নিবিড় আভা
তাহে বিজুরী উজোই।
দাস লোচনের রাই সরবস
ও রস-আবেশে মোই ॥ ১৩০০ ॥

(৯)

কেদার।

আজু দুহুঁ ভালে বনি।
দুহুঁ কাঁধে দুহুঁ ভুজ দোঁহে দোঁহা প্রেম-পুঞ্জ
লাবণ্য-সায়রে যৈছে চান্দ চান্দনী ॥ ধ্রু ॥
সুন্দর সে মুখ ভাল তিলক ত্রিভঙ্গ মাল
সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু ইন্দু-বদনী।

শিরে শিখণ্ড বেণী　　মত্ত ময়ূর ফণী
অতিরসে অবশ বিনোদ বিনোদিনী ॥
রস-ভরে পীনস্থলী　　কম্পিত জঘন দলি
কটি টুটি পড়ে ভয়ে ফুকরে কিঙ্কিণী।
অরুণ চরণ-ভঙ্গে　　দুহুঁ প্রেম-রস-রঙ্গে
কুঙ্কুম-রঞ্জন নখ-মণি খনি খনি ॥ ১৩০১ ॥

(১০)

ততঃ সম্ভোগঃ।

রাধা-বদন হেরি কানু আনন্দ।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দ ॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি।
কুসুম-শরে রাই কানু অসম্বরি ॥
পুলকে পূরিত তনু হৃদয় উল্লাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস ॥
দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা ॥
হার টুটল পরিরম্ভণ বেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি ॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর ॥

তুহুঁ দোঁহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান।
জ্ঞান দাস হেরি তুহুঁ গুণ গান ॥ ১৩০২ ॥

(১১)

শঙ্করাভরণ।

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ-কেলি ॥
নিধুবনে মুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর তুহুঁ একই পরাণ ॥
চান্দ চন্দন মন্দ মলয়জ-বাতে।
অতিরসে বাদর নহে পরভাতে ॥
রাধা-মাধব মধুর বিলাস।
লহু অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস ॥
রূপ কলা গুণ তুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ-রস আরতি অমূল ॥
নিবিড় আলিঙ্গন করল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে সীতকার ॥
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
তুহুঁ তনু একই নহত পরভেদ ॥
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞান দাস কহ একই পরাণ ॥ ১৩০৩ ॥

(১২)

বরাড়ী।

বড় অপরূপ　　　দেখিনু সজনি
নয়লী কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল-মণি　　　কনকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম-শয়নে　　　মিলিত নয়নে
উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী　　　কোরে ঘুমায়লি
চান্দের উপরে চান্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত　　　সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন-বাণ　　　দোঁহে অগেয়ান
কি বিধি কৈলা নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ　　　পবন বহ মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন　　　দোঁহার দুহুঁ জন
কহয়ে রায় বসন্ত॥ ১৩০৪॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং চতুর্ব্বিংশঃ পল্লবঃ।

পঞ্চবিংশ পল্লব

গোষ্ঠবিহার (১)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভাটিয়ারী।

লাখবাণ-হেম- বরণ গৌর-জুতি
মুখ বর শারদ-চান্দ।
অখিল ভুবন-মন- মোহন মনমথ-
মনমথ রাজকি ছান্দ॥
দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম।
আনন্দ-সার মিলিত নবদ্বীপে
প্রকট ভাব অবিরাম॥ ধ্রু॥
সঙ্গব সুসময় হেরি খেণে বোলত
হোয়ব গোঠ বিহারে।
পুন তব বোলত সফল জীবন তছু
যো ইহ রূপ নিহারে॥

ব্রজপতি-নন্দন   চান্দ চলত বন
সৌধ উপরে চল যাই।
রাধামোহন   ইহ রস মাগয়ে
সোই চরণ জনু পাই ॥ ১৩০৫ ॥

(২)

মায়ূর।

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-লেহ।
গোধন সঙ্গে   বিজয় করু নিজ সুতে
কি করব না পায়ই থেহ ॥ ধ্রু ॥
মুখ ধরি চুম্বন   করতহিঁ পুন পুন
নয়নে গলয়ে জল-ধার।
স্তন-গত বসন   ভিগি পড়য়ে ঘন
ক্ষীর-ধার অনিবার ॥
বিনিহিত নয়ন   বয়ন-কমল পর
যৈছন চান্দ চকোর।
দিন-অবসানে   কিয়ে পুন হেরব
অনুমানি হোয়ত বিভোর ॥
কো বিহি অদভুত   প্রেম ঘটাওল
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
ভণ রাধামোহন   অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস-মরিযাদ ॥ ১৩০৬ ॥

(৩)

তথা রাগ।

আজু বিপিনে যাওত কান
মূরতি মূরত কুসুম-বাণ
জনু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী-নটবর-শোহিনী।
ঈষত হসিত বদন-চন্দ
তরুণীগণ-নয়ন-ফন্দ
বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী
ত্রিভুবন-মন-মোহিনী॥
কুসুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পিঞ্ছ-নিচয়-রচিত-মুকুট
মকর-কুণ্ডল ডোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর
গীম শোহন রতন রাজ
মোতিম-হার লোলনী॥
কটি পীত-পট কিঙ্কিণী বাজ
মদগতি অতি কুঞ্জর-রাজ
জানু লম্বিত কদম্ব-মাল
মত্ত মধুকর ভোরণী।

অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ
তরুণ-তরণী-কিরণ গঞ্জ
গোবিন্দ দাস হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জু-মঞ্জীর বোলনী ॥ ১৩০৭ ॥

(৪)

তুড়ী।

গোঠে বিজই ব্রজরাজ-কিশোর।
জননী-বিরচিত বেশ উজোর ॥ ধ্রু ॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজ-বালক হৈ হৈ বলিয়া ॥
সম-বয়-বেশ সবহুঁ করি ছান্দ।
রাম-বামে চলু শ্যামর চান্দ ॥
ময়ূর-শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া ॥
শির পর চান্দ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করয়ে কত খুরলী ॥
কটি-তটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর-গতি চলু গজবর জিনিয়া ॥
মণি-মঞ্জীর বাজত রুণু ঝুনিয়া।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি ধনিয়া ॥ ১৩০৮ ॥

(৫)

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে গণ্ডকিরী গুর্জ্জরী
গৌরী গোল গান্ধার ॥ ধ্রু ॥
গোপী-গোপ- গবীগণ-গোপক
গোকুল-গাম-বিহারী।
গুঞ্জা গৈরিক গোরস-গরভিত
গোরোচনা রুচির-ধারী ॥
গহন-গুহাগত গো-চারণ-রত
গো-দোহন-রতি-কারী।
গো-গিরিধারী গূঢ় গরবাইত
গুরু গৌরব পরচারী ॥
গজ-গতি-গামী গান-গুণ-গুম্ফিত
গগনে চলয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহী গিরীশ্বর-নন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ ॥ ১৩০৯ ॥

(৬)

জয়জয়ন্তী।

মুদির-মরকত- মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছা ন।

মল্লিকা মালতী　　মালে মধুকর

মত্ত মনমথ ফান্দ ॥

শ্যাম সুন্দর　　সুঘড় শেখর

শরদ-শশধর-হাস।

সঙ্গে সবয়স　　সুবেশ সম-রস

সতত সুখময় ভাষ ॥

চিকণ চাঁচর　　চিকুর চুম্বিত

চারু চন্দ্রক পাঁতি।

চপল চমকিত　　চকিত চাহনি

চিত-চোরক ভাতি ॥

গিরিক গৈরিক　　গোরজ গোরোচন

গন্ধ-গরভিত বাস।

গোপ গোপন　　গরিম গুণ-গণ

গাওত গোবিন্দ দাস ॥ ১৩১০ ॥

(৭)

সারঙ্গ।

গোধন সঙ্গে　　রঙ্গে যদুনন্দন

বিহরই যমুনা-তীর।

দাম শ্রীদাম　　সুদাম মহাবল

গোপ গোপাল সঙ্গে বলবীর ॥

বাজত ঘন ঘন বিষাণ বেণু।
হৈ হৈ রব হাম্বারব গরজন
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু॥ ধ্রু॥
সম-বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল
হেরইতে জগ-জন মন করু ভোর॥
বলয়া বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপুর রুণু ঝনু বাজ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ নিতি নিতি ঐছন
বিহরই নব-ঘন বিপিন সমাজ॥১৩১১॥

(৮)

অথ দিবাভিসার।

সুরট সারঙ্গ।

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
তাতল বালুকা দহন সমান।
চঢ়ল মনোরথে ভাবিনী চলু পথে
তাপ তপন নাহি জান॥
প্রেমক গতি দুরবার।
নবীন-যৌবনী ধনী চরণ কমল জিনি
তবহিঁ কয়ল অভিসার॥ ধ্রু॥

কুল গুণ গৌরব　　সতী-যশ অপযশ
　　তৃণ করি না মানয়ে রাধে।
মন মাহা মদন-　　মহোদধি উছলল
　　ছোড়ল কুল-মরিযাদে ॥
কতহুঁ বিঘিনি　　জিতল অনুরাগিণী
　　সাধল মনমথ-তন্ত্র।
গুরুজন-নয়ন　　নিবারিতে সুবদনী
　　পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র ॥
কেলি-কলাবতী　　কুসুম-সরসী-কূলে
　　কৌশলে করল পয়ান।
যত ছিল মনোরথ　　পূরল মনমথ
　　ইহ কবি শেখর গান ।। ১৩১২ ॥

(৯)

সারঙ্গ।

সহচর সঙ্গে　　রঙ্গে যদুনন্দন
　　কত কত মত করি খেল।
রাইক গমন-　　সময় বুঝি তৈখনে
　　আন ছলে আপহিঁ গেল ॥
　　সজনি! হের দেখ মিলন-রঙ্গ।
চান্দক দরশনে　　যৈছন জলনিধি
　　উছলিত অধিক তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

দূরহিঁ দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁকর
নয়নহিঁ আনন্দ-নীর।
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত দুহুঁ ঘরমাইত
কম্পিত দুহুঁক শরীর॥
কতহুঁ যতনে দুহুঁ হোয়ল এক ঠাম
দুহুঁ রূপ পিবইতে চাহ।
রাধামোহন পহুঁ চতুর-শিরোমণি
খেলত রস অবগাহ॥ ১৩১৩॥

(১০)

ধানশী।

দূরহিঁ দুহুঁ হেরি দুহুঁ পুলকায়িত
দুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর।
নয়ানে নয়ানে যব দুহুঁ দোঁহা নিরখই
তব বহ আনন্দ-লোর॥
সজনি! দেখ রাধামাধব-প্রেম।
দুহুঁ দোঁহা কি করব থেহ না পাওত
জনু দুহুঁ দারিদ-হেম॥ ধ্রু॥
দুহুঁকর বচন রচন পুন গদ গদ
দুহুঁ অঙ্গ ভেল সুকম্প।
দুহুঁ দোঁহা পরশিতে দুহুঁ ভেল নিমগন
ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥

অপরূপ বিধু-মণি　　তুহুঁ কিয়ে বিধুবর
মঝু মন করত আশংস।
রাধামোহন পহুঁ　　তুহুঁ অতি নিরুপম
ত্রিভুবন করু পরশংস ॥ ১৩১৪ ॥

(১১)

সারঙ্গ।

ঘন ঘন চুম্বন　　ঘন পরিরম্ভণ
ভুজে ভুজে সঘন বন্ধান।
ঘন ঘন নখ-শর-　　ঘাতন তুহুঁ জন
আনন্দে আপনা না জান ॥
অপরূপ নিধুবন-কেলি।
অতি রসে নিমগন　　দিনহিঁ রাধা মাধব
মদন-কদন দূরে গেলি ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ দোঁহা উর পর　　নিচল-কলেবর
করত সঘন সীতকার।
অভিনব ঘনবর　　থির বিজুরী কিয়ে
বেড়ি রহল অনিবার ॥
দাস যতুনন্দন　　কব সোই হেরব
হোয়ব কেলি অবসান।
শুকযুগ হেরি　　তবহুঁ নিবেদব
করইতে সো সমাধান ॥ ১৩১৫ ॥

(১২)

সুহই।

রাধা মাধব যব তুহুঁ মেলি।
নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি ॥ ধ্রু ॥
তহিঁ পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
কল-জল-শীকর-নিকর বিরাজ ॥
সৌরভ-মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ ॥
তহিঁ বর সুরত-বাপী অবগাহ।
রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ ॥ ১৩১৬ ॥

ইত্যাদি গ্রীষ্মসময়োচিত-মিলনং।

(১৩)

ধানশী।

রাই নিয়ড় সঞে চলু বর কান।
সখাগণ মাঝহিঁ করল পয়ান ॥
দূরহিঁ নেহারি ধেনুগণ ধায়।
সহচরগণ সব মিলল তায় ॥
ধেনুগণ অঙ্গহিঁ দেওত হাত।
উচ্চ পুচ্ছ করি ধুনায়ত মাথ ॥
সবহুঁ সখাগণ পুছত তাই।
কোন কাননে ছিলা ভাই কানাই ॥

কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান।
যত্নন্দন হেরি আকুল পরাণ॥ ১৩১৭॥

(১৪)

করুণ ভাটিয়ারী।

হিয়ায় কণ্টক দাগ　　বয়ানে বন্ধন-রাগ
মলিন হৈয়াছে মুখ-শশী।
আমা সবা তেয়াগিয়া　　কোন বনে ছিলা গিয়া
তোমা বিনে সব শূন্য বাসি॥
নবঘন-শ্যাম তনু　　ঝামর হৈয়াছে জনু
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে　　হাতে হাতে সোঁপি দিলে
ঘরে গেলে কি বলিব মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে　　আইলাম তোমার সনে
বসিয়া থাকিব তরু-ছায়।
বনে বনে উকটিয়া　　তোর লাগি না পাইয়া
আমা সবা প্রাণ ফাটি যায়॥১৩১৮॥

অথ উত্তর-গোষ্ঠ—গৃহাগমন।

(১৫)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

বেলি অবসান　　হেরি শচী-নন্দন
ভাবহিঁ গদ গদ বোল।

কান্নুক গমন- সময় অব হোয়ল
শুনিয়ে বেণুক রোল ॥
সজনি ! না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস।
প্রেমহিঁ নিমগন রহতহিঁ অনুক্ষণ
কতিহুঁ নাহি অবকাশ ॥ ধ্রু ॥
খেণে পুন কহই নিকটহিঁ শুনিয়ে
ঘন হাম্বা-রব রাব।
হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে
গোকুল-জন যত ধাব ॥
ঐছন ভাতি করত কত অনুভব
যো রসে কৃত অবতার।
রাধামোহন পহুঁ সো বর শেখর
তৈছন সতত বিহার ॥ ১৩১৯ ॥

(১৬)

কানড়া বা গৌরী।

গো-খুর-ধূলি উছলি ভরু অম্বর
ঘনহুঁ হাম্বা-রব হৈ হৈ রাব।
বেণু-বিষাণ- নিসান সমাকুল
সঙ্গে রঙ্গে সব সহচর ধাব ॥
বন সঞে গিরিবর-ধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজ-রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥ ধ্রু ॥

কুটিল অলকাকুল　　গোরজ-মণ্ডিত
বরিহা-মুকুট মনোহর ছান্দ।
বিপিন-বিহারী　　ছরমে ঘরমাইত
ঝামর নীল উতপল মুখ-চান্দ॥
কিশলয়-বলিত　　ললিত মণি-কুণ্ডল
গণ্ড-মুকুরে উজিয়ার।
গোবিন্দ দাস পহুঁ　　নটবর-শেখর
হেরইতে জগ ভরি মদন বিথার॥ ১৩২০॥

(১৭)

গৌরী।

তরুণী-লোচন-　　তাপ-বিমোচন-
হাস-সুধাঙ্কুর-ধারী।
মন্দ-মরুচ্চল-　　পিঞ্ছ-কৃতোজ্জ্বল-
মৌলিরুদার-বিহারী॥
সুন্দরি! পশ্য মিলতি বনমালী।
দিবসে পরিণতি-　　মুপগচ্ছতি সতি
নব-নব-বিভ্রম-শালী॥ ধ্রু॥
ধেনু-খুরোদ্ধৃত-　　রেণু-পরিপ্লুত-
ফুল্ল-সরোরুহ-দামা।
অচির-বিকস্বর-　　লসদিন্দীবর-
মণ্ডল-সুন্দর-ধামা॥

কল-মুরলী-রুতি- কৃত-তাবক-রতি-
রত্র দৃগন্ত-তরঙ্গী।
চারু-সনাতন- তনুরনুরঞ্জন-
কারি-সুহৃদ্গণ-সঙ্গী ॥ ১৩২১ ॥

(১৮)

তুড়ী।

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল।
বৎসক বান্ধি ছান্দি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল ॥
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গো-ধূলি-ধূসর অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
নব নব পল্লব- গুচ্ছ-সুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃত মণি- কুণ্ডল দোলনি
হেরই চমকি পড়য়ে কত কাম ॥
বন-ফুল-মাল বিরাজিত উর পর
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দ দাস পহুঁ জগ-মন-মোহন
ব্রজ-রমণীগণ হরষিত তায় ॥ ১৩২২ ॥

গোষ্ঠবিহার (২)।

---

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

স্মরট সারঙ্গ।

সুরধুনী-তীরে তীর মাহা বিলসই
সম-বয় বালক সঙ্গ।
করতল-তাল- বলিত হরি হরি ধ্বনি
নাচত নটবর-ভঙ্গ॥
জয় শচীনন্দন ত্রিভুবন-বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ-অনুরঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জন
সঙ্কীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক-গৌর প্রেম-ভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহিঁ অঙ্গ পুলককুল আকুল
কঞ্জ-নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনী চতুর-শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।

গোবিন্দ দাস এ হেন রসে বঞ্চিত
অবহুঁ শ্রবণে নাহি পিব ॥ ১৩২৩ ॥

(২)

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

তথা রাগ।

কমল জিনিয়া আঁখি শোভা করে মুখ-শশী
করুণায় সবা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বোলে আইস আইস কবি কোলে
প্রেম-ধন সবারে বিলায় ॥
কাঁচনি কাঁটির বেশ শোভিছে চাঁচর কেশ
বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে
বিবিধ জীবের তাপ-হর ॥
হরি হরি বোল বলে ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে
রাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখ-চান্দ নিতাই প্রেমের ফান্দ
ভাব-সিন্ধু উছলে লহরী ॥
নিতাই করুণা-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগত ডুবিল।
মদন-মদেত অন্ধ প্রসাদ হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল ॥ ১৩২৪ ॥

(৩)

তুড়ী।

যমুনাক তীরে		ধীরে চলু মাধব
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে।
ইন্দীবর-নয়নী		বরজ-বধু কামিনী
সদন তেজিয়া বনে ধাওই রে॥
অসিত অম্বুধর		অসিত সরসীরুহ
অসিত কুসুম অহিমকর-সুতা-নীর।
ইন্দ্র-নীলমণি		উদার মরকত-
শ্রী-নিন্দিত বপু-আভা রে॥
শিরে শিখণ্ডদল		নব গুঞ্জাফল
নিরমল মুকুতা লম্বিত নাসাতল।
নব কিশলয় অব-		তংস গোরোচন
অলকা তিলক মুখ-শোভা রে॥
শ্রোণি পীতাম্বর		বেত্র বাম কর
কম্বু-কণ্ঠে বনমালা মনোহর।
ধাতু-রাগ-		বিচিত্র কলেবর
চরণে চরণ পরি শোভা রে॥
গোধূলি-ধূসর		বিশাল বক্ষঃস্থল
রঙ্গ-ভূমি জিনি বিলাস নটবর।
গো-ছান্দন রজ্জু		বিনিহিত কন্ধর
রূপে ভুবন-মনোলোভা রে॥

ব্রহ্মা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর।
সো হরি কৌতুকে ব্রজ-বালক সাথে
গোপ নগরী অভিলাষা রে॥
অনুখণ সো মধু- রিপু-পদ-পঙ্কজ-
পরাগ-লালস-মানস-মধুকর।
অভিনব সংকবি দাস জগন্নাথ
জননী-জঠর-ভয়-নাশা রে।॥ ১৩২৫॥

(৪)

শ্রীগান্ধার।

ব্রজ নন্দকি নন্দন নীলমণি।
হরি-চন্দন-তিলক ভালে বনি॥
শিখি-পুচ্ছক বন্ধনী বামে টলি।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম ঢলি॥
অতি কুঞ্চিত-কুন্তল-লম্বী চলি।
মুখ নীল-সরোরুহ বেঢ়ি অলি॥
ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব-বারিদ বিদ্যুত স্থির জনি॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।
কল-কিঙ্কিণী সংযুত পীত কটি॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চ-স্বরং।
কর বাদন নর্ত্তন গীত বরং॥

পদ-নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দিগ দশে॥
যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে॥
গজ সর্প সঞে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ ভূ-বীরুধ পুষ্প-ফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ ১৩২৬॥

(৫)

শ্রীরাগ।

শ্রুতিপাশ বিলাস		মণি-মকরাকৃতি
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডে দোলে।
নটবেশ সুকেশ		চূড়া শিখী সাজনি
মালতী-মাল প্রসন্ন গলে॥
ধেনু চরাওত		বেণু বাজাওত
কালিন্দী-তীর পুলিন-বনে।
প্রিয় দাম শ্রীদাম		সুদাম মহাবল
এ সব গোপ সখা সগণে॥
অতি মন্দ সুগন্ধ		বহে মলয়ানিল
উড়ত চূড়ে ময়ুর শিখণ্ড।
ধবলি শাঙলি		পিয়লি ডাকই
মণি-মণ্ডিত করে পাঁচনী দণ্ড॥

শিখি-পুচ্ছ-শিরে নব-মেঘ-রুচিং।
মণি-কাঞ্চন-ভূষিত-বেণু-করং॥
সিত চন্দনে চর্চ্চিত-নীল-তনুং।
বনমালা গলে বর-পীত-পটং॥ ১৩২৭॥

(৬)

সারঙ্গ।

গিরিধর লাল গিরি পর খেলন
তরু হেলন পদ-পঙ্কজ দোলনিয়া।
অতি বল সুবল মহাবল বালক
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহনিয়া॥
গিরিবর নিকট খেলত শ্যামসুন্দর
ঘূর্ণিত নয়ন বিশালা।
নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনা-তট
চঞ্চল ধায় গোপালা॥
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দনন্দন
উপনীত যমুনা-তীর।
পাঁচনী বেত্র বাম কক্ষে দাবই
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥
প্রিয় সুদাম শ্রীদাম মধুমঙ্গল
তীরে রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর মূরতি মনোহর
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ॥ ১৩২৮॥

(৭)

তথা রাগ।

গলিত রজত-গিরি　　জিনি তনু সুন্দর
জানু লম্বিত বন-মাল।
নীল বসন বনি　　অপরূপ শোভনি
মরকতে হীর মিশাল॥
ধাওত ধবলী পাছে বলরাম।
চঞ্চল নয়ন　　ঢুলায়ে জনু পঙ্কজ
হেরি মুগধ ভেল কাম॥ ধ্রু॥
উভ করে ধবলি　　শাঙলি বলি ডাকই
কোমল বৎস লেই কান্ধে।
সঘনে খসয়ে শিখি-　　পুচ্ছ মনোহর
ছান্দন ডুরি দেই বান্ধে॥
বদন চান্দ　　অধর জিনি বান্ধুলী
তাহে মধুর মৃদু হাস।
বরিখয়ে অমিয়া　　নয়ন ভরি পিবই
সহচর সুন্দর দাস॥ ১৩২৯॥

(৮)

ভাটিয়ারী।

নীল বসন　　রতন ভূষণ
নাটুয়া মোহন বেশ।

বদন-ছান্দে মদন কান্দে
চামরী চাঁচর কেশ ॥
তাহাতে বিনোদ চূড়া।
শিখণ্ড রচিত গুঞ্জায় খচিত
বিবিধ কুসুমে বেড়া ॥ ধ্রু ॥
গণ্ড-মণ্ডলে এক কুণ্ডল
এক মঞ্জরী ফুল।
চান্দ-বদনে শিঙ্গার নিসানে
ধাওয়ে ধবলীকুল ॥
মধুমঙ্গল বামে সুবল
সমুখে চিকণ কালা।
তার মাঝে রাম জিনি কোটি কাম
যমুনা দু'কূল আলা ॥
সখাগণ সনে ভাণ্ডীরের বনে
যমুনা-পুলিনে রৈয়া।
চরায় ধেনু বাজায় বেণু
দাস সুন্দরে লৈয়া ॥ ১৩৩০ ॥

(৯)

তুড়ী।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনী কাচনি বেত্র বেণু
মুরলী খুরলী গান রি।

প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আও রি আও রি
ফুকরি চলত কান রি ॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি
চারু-চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভাণ রি।
আগম নিগম বেদসার
লীলায় করত গোঠ বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি ॥ ১৩৩১ ॥

(১০)

ধানশী।

মরকত রজত মিশাল।
শ্যাম রাম রূপ ভাল ॥
অংসহিঁ ভুজ অবলম্বি।
দুহুঁ দুহুঁ ললিত ত্রিভঙ্গী ॥
হিলন কেলি-কদম্ব।
বনি বনমাল বিলম্ব ॥
দুহুঁ মুখ চান্দ উজোর।
শ্যাম দাস চিত ভোর ॥ ১৩৩২ ॥

দানলীলা (১)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

মল্লার। সমতাল।

হোর দেখ নব নব গৌরাঙ্গ-মাধুরী
রূপে জিতল কোটি কাম।
অঙ্গহিঁ অঙ্গ ঘামকুল সঞ্চরু
যৈছন মোতিম-দাম॥
নয়নহিঁ নীর বহ কম্পই থির নহ
হাসি কহত মৃদু বাত।
কো জানে কি ক্ষণে ঘর সঞে আয়লুঁ
ঠেকি গেলুঁ শ্যামর হাত॥
বেশক উচিত দান কভু না শুনিয়ে
কাঁহা শিখলি অবিচার।
বুঝি দেখি নিরজন গোবর্দ্ধন-বন
লুঠবি তুহুঁ বাটপার॥
কো ইহ ভাব- ভরহিঁ ভরমাইত
কিঞ্চিত পাটল আঁখি।
রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব
ও রস-মাধুরী দেখি॥ ১৩৩৩॥

(২)

শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং অস্যোচিতং যথা।

ধানশী।

মুদির-মরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লিকা-মালতী- মালে মধুকর
মত্ত মনমথ ফান্দ॥

ইত্যাদি ১০৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৩)

অথ অভিসারানুবন্ধঃ।

ধানশী।

সুন্দরি! শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল সব ভাল হৈল
ইহা উপজিল যথা॥ ধ্রু॥
অরুণ উদয়ে ব্রাহ্মণ-নিচয়ে
আইল গোকুল মাঝ।
জরতীর স্থানে করি নিবেদনে
আপন মনের কাজ॥
গোবর্দ্ধন পাশে আমরা হরিষে
করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ-যুবতী ঘৃত দিবে তথি
ইষ্টবর পাবে দান॥

জটিলা শুনিয়া আমারে ডাকিয়া
যতন করিয়া বৈল।
বধূরে সাজাঞা গবীঘৃত লৈয়া
তুরিতে তাঁহাই চৈল॥

এ সব বচনে সব সখীগণে
রাইয়ের আনন্দ হোয়।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
দরশ হইবে মোয়॥

এত মনে করি অতিরসে ভরি
অঙ্গহিঁ সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসরা সাজাঞা সত্বর
সবে মেলি চলি গেল॥

এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদিয়া
বান্ধিয়া ও চূড়া-চান্দে।
সুবলাদি লইয়া আধ পথে যাইয়া
রহল দানীর ছান্দে॥

বেণুর নিসান করয়ে সঘন
বাজায় ও জয়-তুরী।
এ যতুনন্দন করে দরশন
নিবিড় আনন্দে ভরি॥ ১৩৩৪॥

(৪)

ভাটিয়ারী।

চললি রাজপথে রাই সুনাগরী
নাসবেশ করি অঙ্গে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ সাজাইয়া পসরা
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥
বেনন পাটের জাদে বান্ধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতী-মালে।
সীঁথায় সিন্দূর লোচনে কাজর
অলকা তিলক চারু ভালে॥
মণিময় আভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরুপম বিচিত্র কাঁচুলী
পীন পয়োধর ভার॥
চরণ-কমলে রাতুল আলতা
বাজন নূপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস ভণে ও রূপ যৌবনে
জিতবি নিকুঞ্জ-রাজে॥ ১৩৩৫॥

(৫)

শ্রীরাগ।

ব্রজকুল-নন্দন চান্দ হাম পেখলুঁ
অপরূপ কত কত বেরি।

প্রতি অঙ্গ রঙ্গ তরঙ্গিম শোভন
পূরবহিঁ এতহুঁ না হেরি॥
সজনি! কো ইহ মাধুরী অপার।
যো সুধাসিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন
মঝু আঁখি পিবই না পার॥ ধ্রু॥
তনু তনু অতনু- যূথ কিয়ে সেবই
কিয়ে রূপ আপহিঁ সেব।
কিয়ে সুমনোহর কান্তি-রূপ-ধর
কিয়ে বর-রস-অধিদেব॥
এত কহি গোরী ভোরি পুন অনিমিখ-
নয়ন-চষকে করু পান।
সো বচনামৃতে কিয়ে রাধামোহন
শ্লাঘই পাতব কান॥ ১৩৩৬॥

(৬)

বরাড়ী।

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী
দামিনী যৈছে উজোর।
গোবর্দ্ধন-তট নিকটহিঁ বাট
লেই যজ্ঞ-ঘৃত ঘোর॥
দেখ সখি! অপরূপ রঙ্গ।
নিরুপম প্রেম- বিলাস রসায়ন
পিবইতে পুলকিত অঙ্গ॥ ধ্রু॥

দূর সঞে দরশন　　অনিমিখ লোচন
বহতহিঁ আনন্দ-নীর।
আনন্দ-সায়রে　　ডুবল দুহুঁ জন
বহুক্ষণে ভৈ গেল থির॥
অতিশয় আদর　　বিদগধ নাগর
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
ইহ যতুনন্দন　　নিরখয়ে দুহুঁ জন
অতি সুখে নিমগন চিত॥ ১৩৩৭॥

(৭)

অথ রূপোল্লাস।

ধানশী।

সুন্দর বদনে　　সিন্দূর-বিন্দু
শাঙল চিকুর-ভার।
জনু রবি শশী　　সঙ্গহিঁ উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রামা হে। অধিক চন্দ্রিম ভেল।
কত না যতনে　　কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥ ধ্রু॥
উরজ-অঙ্কুর　　চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কত না যতনে　　কত না গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়॥

চঞ্চল-লোচনে বঙ্ক নেহারণি
অঞ্জন শোভন তায় ।
জনু ইন্দীবর পবনে হেলিত
অলি-ভরে উলটায় ॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এ সব এরূপ জান ।
রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥ ১৩৩৮ ॥

(৮)

বরাড়ী ।

কানুক মধুর বচন রচনগণ
শুনইতে নায়রী ভোর ।
মধুরিম-হাস- মিলিত নয়নে থোর
চাহনি তাকর ওর ॥
সজনি ! কো কহু প্রেম-বিলাস ।
হেরইতে ঐছন নিজ নিজ জীবন
নিছন করু অভিলাষ ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ জন নয়নে নয়ন-শর বরিষণে
হানল দুহুঁকর চিত ।
রস-আকুতে ভরি আন ছলে নাগরী
আনতহিঁ ভেল উপনীত ॥

নাহ রসিকবর　　পন্থ আগোরল
কহতহিঁ চতুরিম বাত।
আনন্দে নিমগন　　দাস যত্নুনন্দন
শুনতহিঁ পুলকিত গাত ॥ ১৩৩৯ ॥

(৯)

সিন্ধুড়া।

আহীর-রমণী যত　　চালাঞা বাহির পথ
আপনে যাইছ আন ছলে।
বাহু নাড়া দিয়া যাও　　দানী পানে নাহি চাও
এত না গরব কার বলে ॥
হেদে লো কিশোরি গোরি　　শুনহ বচন মোরি
তোর দান না করিব আন।
এতেক শুনিয়া তবে　　হাসিয়া বোলয়ে সবে
কিবা দান কহ দেখি কান ॥
পুন হাসি কহে বাণী　　শুন ওহে বিনোদিনি
অল্প নিব তোমার পিরীতে।
পীত-বাস কাম-রায়　　সে বা যত দান চায়
তাহা তুমি না পারিবে দিতে ॥
.ল গজমোতি-হার　　এক লক্ষ দান তার
ছুই লক্ষ সীঁথার সিন্দুর।
তিন লক্ষ কেশপাশ　　দান মাগে পীত-বাস
চারি লক্ষ পায়ের নূপুর ॥

কুসুম-কবরী ঝুরি পাঁচ লক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরা করোঁ রাজ-সেবা কাঁচুলীতে লুকা কিবা
দেখাইয়া করাও পরতীত॥
কে জানে কিসের দান কি বোল বলিলে কান
অন্য হৈলে আমি ভালে জানি।
যদি পুন হেন বোল তবে পাবে প্রতিফল
হাসিল অনন্ত পহুঁ শুনি॥ ১৩৪০॥

(১০)

বরাড়ী।

এই ত বৃন্দাবন-পথে।
নিতি নিতি করি গতায়াতে॥
যদি হাতে করি লইয়ে সোণা।
তুমি কে না কহে কোন জনা॥
তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥
সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার।
তাহে কেনে এতেক জঞ্জাল॥
তুমি ত বরজ-যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥
দূর কর হাস পরিহাস।
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ১৩৪১॥

(১১)

ধানশী।

গরবহিঁ সুন্দরী　　চললহিঁ আনত
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহিঁ বাত　　দান দেহ মঝু হাত
আন ছলে কাঁচলী তোর॥
অপরূপ প্রেম-তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস-　　কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ॥ ধ্রু॥
অলপ পাটল ভেল　　অথির দৃগঞ্চল
তহিঁ জল-কণ পরকাশ।
ধুনাইত ভুরূ-ধনু　　পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ-হাস॥
ঐছন হেরি　　চরিত পুন তৈখনে
বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধা-মাধব　　দুহুঁকর পদতলে
রাধামোহন বলিহারি॥ ১৩৪২॥

(১২)

ভাটিয়ারী।

এই মনে বনে　　দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।

রাখাল হইয়া রাজ-কুমারী সঙ্গে
কিসের রভস রঙ্গ ॥
এমন আচর নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে ॥
ছুঁইও না ছুঁইও না নিলজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি ॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক-ধূমে।
কাম-সাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে ॥
সূরয-উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তবু হয়ে নহে তোমার শকতি
রাই-অঙ্গে দিতে হাত ॥
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরী
করহ তাকর সঙ্গ ॥ ১৩৪৩ ॥

(১৩)

ধানশী।

তোহারি হৃদয়ে　　বেণী বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ-গিরি কোর।
সুন্দর বদন-ছবি　　কনক-ধূম পিবি
ততহিঁ তপত জীউ মোর॥
সুন্দরি! তোহারি চরণ-যুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে　　কাঁহা চলি যাওব
তুহুঁ সে তীরিথময় গৌরী॥ ধ্রু॥
সিন্দূর সুন্দর　　মৃগমদে পরশল
এহি সূরয-গ্রহ জানি।
তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ-　　রাজহিঁ সোঁপলুঁ
সুন্দরি সহস্র পরাণী॥
কাম-সাগরে হাম　　সহজই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি অব　　চরণে না ঠেলবি
গোবিন্দ দাস মুখ চাই॥ ১৩৪৪॥

(১৪)

মায়ূর।

সখীগণ সমুখহিঁ　　কাতরে কানু যব
সুবিনয় করলহিঁ দিঠে।
তব তছু অভিমত　　করইতে কোই সখী
গোপতে বচন কহু মিঠে॥

সুন্দরি ! অলখিতে হও তিরোধান।

গিরিবর-কুঞ্জ- কুটীরে অতি গোপতে

যাই রাখহ নিজ মান ॥ ধ্রু ॥

ইহ অতি চপল- চরিত বর গিরিধর

কিয়ে জানি করু বিপরীত।

শুনি উহ সুবচন ভীতহিঁ জনু জন

রাই করল সোই নীত ॥

বুঝি পুন নাগর সব গুণ-আগর

অলখিতে তঁহি উপনীত।

রাধামোহন পুন দেখি সুনাগরী

আনন্দে নিমগন চিত ॥ ১৩৪৫ ॥

(১৫)

ধানশী।

পরশহিঁ গদ গদ নহি নহি বোল।

তনু তনু পুলকিত আনন্দ-হিলোল ॥

কো করু অনুভব দুহুঁক বিলাস।

এক মুখে সীতকার এক মুখে হাস ॥

নিমীলিত নয়ন নয়ন অরু থির।

মণি তরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর ॥

নাগরী দেওল ঘন-রস দান।

রাধামোহন পহুঁ অমিয়া সিনান ॥ ১৩৪৬ ॥

———

গোষ্ঠগমন।

(১)

সারঙ্গ।

নন্দের নন্দন যায় বেণু বাজাইয়া।
মরুক মেনে গৃহ-কাজ দেখ বাহির হৈয়া॥
কার ঘরের বন্ধুয়া যায় রূপ দেখ যাইয়া।
যদি না শুন আমার বোল মরিবা ঝুরিয়া॥
নীল উতপল শ্যাম বসন শোভা ভাল।
থির বিজুরী মেঘে করিয়াছে আল॥
রতন-খেচনী মোহন বাঁশী শোভে বাম হাতে।
চলিতে না চলে অঙ্গ দোলায় রাজপথে॥ ১৩৪৭॥

(২)

ভাটিয়ারী।

কালিন্দী কিনারে নাগর ধায়।
আমার পানে চাঞা চাঞা ঘনাইয়া বাঁশী বায়॥
ক্ষণে ক্ষণে শ্রীদামের কান্ধে অবলম্বি।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশী হইয়া ত্রিভঙ্গী॥
নখ-মণি ইন্দু জিনি রাঙ্গা চরণেতে সাজে।
ছুগাছি সোণার নূপুর চলিতে ভাল বাজে॥

মণিময় আভরণ বসন পিয়লি।
নব জলধরে জনু পড়িছে বিজুরী ॥ ১৩৪৮ ॥

(৩)

তথা রাগ।

নীল-কমল-দল শ্রীমুখ-মণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
নাচিতে নাচিতে যায় গো-ধূলি লেগেছে গায়
আহীর-বালক চারি পাশ ॥
মণিময় ঝুরি মাথে কনয়া পাঁচনী হাতে
রতন-নূপুর রাঙ্গা পায়।
আগে আগে ধেনু ধায় পাছে যায় শ্যামরায়
বরিহা উড়িছে মন্দ বায় ॥
সবার সমান ঝুঁটা কপালে চন্দন ফোঁটা
বিনোদ রাখাল কোন জনা।
শ্রীদামের কান্ধে হাত ওই যায় প্রাণনাথ
রাই দিছেন সখীরে চিনাঞা ॥ ১৩৪৯ ॥

(৪)

তথা রাগ।

মকর-কুণ্ডল মেলে কনক-কেতকী দোলে
কেওয়া নহে কামের করাতি।

উপরে বিজুরী ভাতি　　　হেম-আভরণ-কাঁতি
পীত পিন্ধন কত ভাতি ॥
সজনি ! পেখলুঁ বরিহা চূড়া মালে।
মাতল ভ্রমর জালে　　　ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে
পড়ে জানি নয়ন-কমলে ॥ ধ্রু ॥
কুন্দে কুন্দাওল কালা　　　কনক কেয়ূর বালা
শ্যাম-অঙ্গে করে ঝিকিমিকি।
অঙ্গের সৌরভ পাঞা　　　অলি-রাজ আইল ধাঞা
লাখে লাখে মদন ধানুকী ॥১৩৫০॥

(৫)

তথা রাগ।

কানুক গোঠ গমন হেরি রাই।
বিরহে বেয়াকুল নিরজনে যাই ॥
তঁহি মুখরা সখী সঞে উপনীত।
রাইক মুখ হেরি গদ গদ চিত ॥
সো কহে কাহে বিলপসি অনুরাগে।
হাম মিলায়ব তোহে কানুক আগে ॥
ধনী কহে এক দিন হেরিনু তাহে।
উদ্ধব কহয়ে গোঠে কানন মাহে ॥ ১৩৫১ ॥

(৬)

বরাড়ী।

বড়ি মাই ! কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।

যমুনা-পুলিন বনে দেখেছি রাখাল সনে
খেলা-রসে হৈয়াছিল ভোর ॥ ধ্রু ॥

বংশীবটের তল ছায়া অতি সুশীতল
তাহাতে যাইতে না লয় মন।

রবির কিরণে চান্দ- মুখানি ঘামিয়াছিল
ভোকে আঁখি অরুণ বরণ ॥

পীতধড়া অঞ্চল ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম-কায়া।

মোর মনে হেন হয় যদি নহে লোক-ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করোঁ ছায়া ॥

কি করিব কোথা যাব এ দুখ কাহারে কব
না কহিলে মনে বেথা লাগে।

বংশীবদনে কয় কি করিবে লোক-ভয়
কহ যাঞা যশোদার আগে ॥১৩৫২॥

(৭)

সুহই।

কহিতে কহিতে এ সব কথা।
দ্বিগুণ ভৈগেল অন্তরে ব্যথা ॥

রূপের লাবণি অসীম গুণে।
সোঙরি ধৈরজ না ধরে মনে॥
পুন পুন গোঠ-গমন-লীলা।
কহিতে নয়ন নীরে ভরিলা॥
সখীগণ কহে প্রবোধ-বাণী।
হেরিয়া উদ্ধব আকুল প্রাণী॥ ১৩৫৩॥

(৮)

ধানশী।

কানুক গোঠ-গমনে ধনী রাই।
বিরহে বেয়াকুল থির না পাই॥
সখীগণে কহে হই বিরহে বিভোর।
কৈছে মিলব আজু নন্দ-কিশোর॥
হৃদয়ক তাপ মিটব হামার।
গোগণে কানন ভেল বিথার॥
গোপ সখাগণ তাহে অপার।
আজুক কি করব মিলন-বিচার॥
কৈছনে যাওব ইহ দিন মাঝ।
যদুনন্দন তুয়া সঙ্গহিঁ সাজ॥ ১৩৫৪॥

—

দানলীলা (২)।

(১)

সঙ্কেত মুরলী।

বেলোয়ার।

সোঙরি পূরব-লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলী চালাঞা করে সুললিত গান॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনী-তীরে তরু লতা পুলকিত॥
ভুবন-মোহন গোরা-মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥১৩৫॥

(২)

শ্রীরাগ।

খেলা-রসে ছিলা কানাই শ্রীদামের সনে।
হেন কালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥
আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী।
শ্রীরাধিকার কাণে তাহা প্রবেশিল আসি॥

শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া।
বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিব যাইয়া॥
রায় শেখর কহে এই কথা বটে।
চল সবে যাই আমরা যমুনার তটে॥ ১৩৫৬॥

(৩)

গান্ধার।

মোহন মুরলী-রবে　　আকুল হইলা সবে
আর চিত ধরণে না যাই।
চল চল বড়ি মাঈ　　মথুরার বিকে যাই
দান ছলে ভেটিব কানাই॥
চলু বৃষভানু-নন্দিনী।
আনন্দে আকুল চিত　　অঙ্গ ভেল পুলকিত
শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী॥ ধ্রু॥
সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি　　ঘৃত দধি ছেনা পূরি
সারি সারি পসরা উপর।
তাহাতে উড়নি ভালি　　বিচিত্র নেতের ফালি
দাসী শিরে করে ঝলমল॥
নিতম্ব গুরুয়া ভরে　　পাখানি টলমল করে
যেন ময়-মত্ত করিণী।
লোঠন লোটায় পিঠে　　কাঁকালি লুকায় মুঠে
তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিণী॥

মুখে চুয়াইছে ঘাম যেন মুকুতার দাম
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায় রহিয়া রহিয়া যায়
যমুনা কিনারে দিল দেখা॥
নাগর আছিলা কতি দেখিয়া সে কুলবতী
দান-ছলে আগুলিলা আসি।
দাস জগন্নাথে কয় মুখ নিরখিয়া রয়
যেন চকোরে মিলে শশী॥ ১৩৫৭॥

(৪)

ধানশী।

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ।
কনক-মুকুর কত মুখ নিরবাহ॥
অধর অরুণ-ছবি মাণিকের কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সবে তোহে ছোড়ব গোরস-দান॥
উর পর বিরাজিত কনক মহেশ।
চামর-ধাম সুবাসিত কেশ॥
সিন্দূর-বিন্দু ভাল পর শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিদ্রুম-লোভ॥
নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক হার।
ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভার॥

সখী সনে যুগতি করয়ে আন ঠামে।
জ্ঞান দাস কহব পরিণামে ॥ ১৩৫৮ ॥

(৫)

সিন্ধুড়া।

আইস বৈস তরু-মূলে শশিমুখি রাই।
তোমার বদন-শোভা বলিহারি যাই ॥
ঢর ঢর কষিল-কাঞ্চন-তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব-যৌবন-হিলোরি ॥
বদন শারদ-সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক ॥
আলো রাই কি বলিব আর।
ভুবনে দিবারে নাহি তুলনা তোমার ॥
কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমের জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দূর সীঁথে বড় পরমাদ ॥
উন্নত উরজ কিবা কনক-মহেশ।
মুঠে ধরিয়ে কিবা ক্ষীণ মাঝ দেশ ॥
উলটি কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞান দাসের পহুঁ জীয়ে এই অবলম্ব ॥১৩৫৯॥

(৬)

মায়ূর।

কবরী-ভয়ে　　চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশ।

হরিণী নয়ন-ভয়ে স্বর-ভয়ে কোকিল
গতি-ভয়ে গজ বনবাস ॥
সুন্দরি ! কাহে মোরে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহিঁ পলায়ল
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি ॥ ধ্রু ॥
কুচ-ভয়ে কমল- কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥
ভুজ-ভয়ে কনক- মৃণাল পঙ্কে রহু
কর-ভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন-পরতাপে ॥ ১৩৬০ ॥

(৭)

বরাড়ী।

হেন রূপে কেন যাও মথুরার বিকে।
বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবে বিপাকে ॥
দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।
হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥
বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম।
শ্রম-জল-বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥

বংশীবদনে কহে শুন হে নাগর।
বুঝিলাম বট তুমি-রসের সাগর॥ ১৩৬১ ॥

(৮)

গান্ধার।

না যাইহ না যাইহ রাই বৈস তরু-মূলে।
আসিতে পাইয়াছ ব্যথা চরণ-যুগলে॥
মণি মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি।
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি॥
চাঁচর কেশের বেণী দুলিছে কোমরে।
ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥
নীল ওঢ়নীর মাঝে মুখ শোভা করে।
সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥
করি-কুম্ভ-দম্ভ জিনি কুম্ভ কুচ-গিরি।
গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভাল শোভে।
বিন্ধিবেক ব্যাধ হেম-হরিণীর লোভে॥
সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়।
রবি শশী বলি মুখ রাহু গরাসয়॥
নলিনী দলন রাই তব মুখ করে।
চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে॥

তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে।
পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে॥
বংশীবদনে কহে কহিলে সে ভাল।
বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥ ১৩৬২॥

(৯)

ধানশী।

ওহে নাগর! ঘনাঞা ঘনাঞা আইস কাছে।
সোণার বরণ মোর দেখিয়া হৈয়াছ ভোর
ভরমে পরশ কর পাছে॥ ধ্রু॥
আমরা ত কুলবতী তুমি সে রাখাল জাতি
কি কহিতে কিবা কহ বাণী।
বাওনেতে চান্দ যেন ধরিতে করয়ে মন
সেই দেখি তোমার কাহিনী॥
সঘনে ঢুলাও মাথা শুনিয়া না শুন কথা
পসারি আসিছ দুটি বাহু।
না বুঝিয়া কর বল পাইবা তাহার ফল
তখন কথা না শুনিবে কেহু॥
শুনিয়া কহয়ে দানী শুন শুন বিনোদিনি
না পারিবে আমারে বঞ্চিতে।
বিকি না ছাড়িবা তুমি আমি ত পথের দানী
নিতুই ঠেকিবে মোর হাতে॥ ১৩৬৩॥

(১০)

আশাবরী।

ওহে নাগর ! কেমনে তোমার সঙ্গে পিরীতি করিব।
সোণার বরণ　　তনু খানি মোর
ছুঁইলে বদল পাছে হব ॥ ধ্রু ॥
তোমার গলায়　　গুঞ্জামালা-গাছি
আমার গলায় গজ-মোতি।
নিক'ড়ে বনের ফুলে　　চূড়াটি বান্ধিয়া আছ
ময়ূর-পুচ্ছ তার সাথী ॥
মণি মুকুতার　　নাহি আভরণ
সাজনি বনের ফুলে।
চূড়াটি বেড়িয়া　　ভ্রমর গুঞ্জরে
তাহে কি রমণী ভুলে ॥
কি জানি কি কর্‌্যা　　রাখালে ভুলাঞা
আইলা কোন বনে থুইয়া।
আমরা রাখাল নই　　চতুর সমাজে রই
ভুলাইবা কি বোল বলিয়া ॥ ১৩৬৪ ॥

(১১)

সিন্ধুড়া—তেওট।

শুন লো সুন্দরি　　প্রেমেতে আগোরি
তোমার অনুরাগে মরি।

তোমার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
আইলাম গোকুলপুরী ॥
তোমার কারণে ফিরি বনে বনে
ধেনু রাখিবার ছলে।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া লাগি না পাইয়া
ছলে বসি তরু-তলে ॥
রাই! আমি সে তোমার দানী।
সকল ছাড়িয়া রাধা নাম ধেয়াইয়া
নামের মহিমা শুনি ॥ ১৩৬৫ ॥

(১২)

কামোদ।

হেদে হে কিশোরি গোরি তোহে পরিহার করি
শুনি কিছু কর অবধান।
ও চাঁদ মুখের হাসি হৃদয়ে রহল পশি
বৈদগধি বধয়ে পরাণ ॥
রাই তোমার বৈদগ্ধতা কি কহব তার কথা
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে পরাণ কেমন করে
তোমার গুণের নাহি ওর ॥
যে জন প্রণত হয় তাহারে তেজিতে নয়
মনে বিচারহ এই কথা।

তুমি যে কহাও বাণী　　তাহাই কহিয়ে আমি
নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বথা ॥
যে পণ করহ তুমি　　সেই পণ দিব আমি
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞান দাস কয়　　তুহুঁ তনু একই হয়
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ ॥ ১৩৬৬ ॥

(১৩)

মঙ্গল।

কিছু বলো না হে　　কৈও না হে
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ　　সদা করে আনচান
দেখিলে সে জীয়ে চাঁদ-মুখ ॥ ধ্রু ॥
তুমি জল আমি মীন　　আমি দেহ তুমি প্রাণ
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি।
কে জানে কে হেদে কেনে　　আধ তিল তোমা বিনে
আপনা ভসম সম বাসি ॥
সরল সারিকা হাম　　পিঞ্জর তোমার প্রেম
তাহে বন্দী হইয়াছি হরি।
তোমার বিয়োগে হাম　　সদাই বিয়োগী হে
তেঞি আনি দধির পসারি ॥
দাঁড়াঞা পথের মাঝে　　তিলাঞ্জলি দিলাম লাজে
তুয়া গুণে বাজাঞা নিসান।

হের দেখ ওহে শ্যাম তুই বাহুতে তোমার নাম
দাগিয়া রেখেছি নিজ প্রাণ ॥
ধৈরজ ধরিতে নারি এক নিবেদন করি
না হইও মোর বধের বধী।
বংশীবদনে কয় এ কথা অন্যথা নয়
এক জীউ দুই কৈল বিধি ॥ ১৩৬৭ ॥

(১৪)

ধানশী।

তোমার বদন আমার জীবন
সরবস ধন তুমি।
তোমা ধরি চিতে খুঁজিতে খুঁজিতে
আসিয়া পাইলাম আমি ॥
রাই হে ! কি মোর করম ভাগি।
ব্রজের জীবন সবাকার ধন
আসিয়া পাইলাম লাগি ॥ ধ্রু ॥
দরিদ্রের মত ফিরিয়ে জগত
চনক মুঠের আশে।
তার মাঝে যেন হেম বরিষণ
বিধি মিলাওল পাশে ॥
এতক্ষণে মোর আশ পূরল
ভাঙ্গল মনের ধন্দ।

কহে নটবর　　　　এ হেন দুর্ল্লভ

রাই শ্যামর চন্দ ॥ ১৩৬৮ ॥

(১৫)

ভূপালী।

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলা-রস দান ছলে ॥
দূরে গেও সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই ॥
ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়নে বয়ন।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলন ॥
দোঁহার অধর মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিলা রাই ঘন-রস দান ॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস ॥ ১৩৬৯ ॥

ইত্যাদি অনুরাগযুক্ত-দানপর্য্যায়ো গীতঃ পূর্ব্বাপর-মনোহরসাহি-শ্রীসঙ্কীর্ত্তনানুসারেণ এতদ্গীত-সংগ্রহঃ। তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ।

———

দানলীলা (৩)।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

সুহই।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
কিসের দান চাহে গোরা দ্বিজ-মণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরের নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥
কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসু ঘোষ গান॥ ১৩৭০॥

(২)

শ্রীরাগ।

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরার বিকে রাঙ্গিয়া বড়াই সাথে॥

পথে যাইতে কহে কথা কানু-পরসঙ্গ।
প্রেমে গর গর চিত পুলকিত অঙ্গ॥
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
চঞ্চলা হরিণী যেন চৌদিকে নেহারে॥
হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে॥
তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্র-ধনু।
বড়াই বলে চিন না নন্দের বেটা কানু॥
মথুরার বিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসেছে কানাই॥
বাসুদেব ঘোষ কহে দধির পসারিণি।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী॥ ১৩৭১॥

(৩)

ভাটিয়ারী।

এমনে কেমনে যাব পথে শ্যাম দানী।
আপনা খাইয়া কেনে　　আইলাম তোমার সনে
জাতি জীবনে টানাটানি॥ ধ্রু॥
ঘরে হৈতে বারাইতে　　কত না বিপদ পথে
সাপিনী চলিয়া গেল বামে।
তখনি বলিলাম আমি　　হাসি না শুনিলে তুমি
না জানি কি হয়ে পরিণামে॥

নীপ-মূলে করি থানা ঘাটি করিয়াছে মানা
কানাই হৈয়াছে মহাদানী।
আমরা সে কুলবতী তাহে নব যুবতী
কি করিলে কিবা হয় জানি॥
হাতে বাঁশী মুখে হাসি পথের নিকটে বসি
আঁখি ঠারে ত্রিভুবন ভুলে।
ডারি দিব ছেনা দধি পসার পরশে যদি
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥
মনে না করিহ ভয় গো-রসের দানী নয়
শুন শুন রাই বিনোদিনি।
হরেকৃষ্ণ দাসে বোলে ঝাট আইস তরুতলে
আনন্দে করহ বিকি কিনি॥ ১৩৭২॥

(৪)

শ্রীরাগ।

কপট দানের ছলে বসিয়া রৈয়াছে।
এ পথে কেমনে যাব দানী ছোঁয় পাছে॥
এমন হইবে বলি আমি ত না জানি।
মথুরার বিকে যাইতে পথে মহাদানী॥
বিকি শিখাইব বলি লৈয়া আইলে সাথে।
আনিয়া সোঁপিয়া দিছ রাখালের হাতে॥
বংশীবদনে বলে শুন ধনি রাই।
দান ছলে ফিরে পথে রসিক কানাই॥ ১৩৭৩॥

(৫)

শ্রীরাগ।

কোথা যাও গোয়ালিনি কোথা তোমার ঘর।
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসরা আমার।
কে তুমি তোমার বোলে ওলাব পসার॥
ঘাটের ঘাটিয়াল আমি পথের মহাদানী।
আজি দান দিতে হৈল শুন বিনোদিনি॥ ১৩৭৪॥

(৬)

বরাড়ী।

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি॥
এ গজ-গামিনি তো বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর-দান॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার।
বরণে চোরায়সি কুঙ্কুম-ভার॥
কনয়া কলস দো রস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
তেঞি অতি মন্থর গমন-সঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহিঁ বিচার॥
সুবল লেহ তুহুঁ গো-রস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান॥

যাঁহা বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ ॥ ১৩৭৫ ॥

(৭)

ধানশী।

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই পথে দানী ॥
সীঁথায় সিন্দূর তোমার নয়ানে কাজর।
তুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর ॥
হৃদয়ে কাঁচুলী গলে গজ-মোতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার ॥
করেতে কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী ॥
রঙ্গণ আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর ॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানি-রাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী সমাজে ॥
জ্ঞান দাস কহে তুমি ছাড় ঢীট-পণা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন্ জনা ॥১৩৭৬॥

(৮)

সিন্ধুড়া।

শুন শুন শুন সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।

বিকি কিনির দান　　গো-রসে মানিয়ে
বেশের দান কভু নাহি শুনি ॥
সীঁথায় সিন্দূর　　নয়ানে কাজর
রঙ্গণ আলতা পায়।
এ কি বিকি কিনির ধন　　নারীর যৌবন
ইথে কার কিবা দায় ॥
মণি-আভরণ　　সুরঙ্গ শাড়ী
জাদ নাহি কেবা পরে।
যদি দানের এ গতি　　তুমি ত গোকুল-পতি
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥
আমরা চলিতে না জানি　　কহিতে না জানি
তোমারে কেনে বা বাজে।
জ্ঞান দাস কহে　　কেমনে জানিব
পরের মনের কাজে ॥ ১৩৭৭ ॥

(৯)

ভাটিয়ারী।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে　　এ পথে কণ্টক আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির ॥
ঘরে হৈতে বারাইতে　　ও চাল ঠেকিল মাথে
হাঁচি জেঠী পড়ি গেল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে　　ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা ॥

বিষম দানীর দায় এক লয় আর চায়
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে লেয় বাদ দিবার বেলে দায়
একেক লক্ষের পরমাদ ॥
মণি-আভরণ ছিল ডরে ডরে সব দিল
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোণার গাছ দানী ত না ছাড়ে কাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া ॥
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ
না রাখিব এ ছার জীবন ॥
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে তুটি বাহু।
জ্ঞান দাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু ॥ ১৩৭৮ ॥

(১০)

বরাড়ী।

হেদে হে নিলাজ কানাই না কর এতেক চাতুরালি।
যে না জানে মানুষতা তার আগে কহ কথা
মোর আগে বেকত সকলি ॥ ধ্রু ॥

বেড়াইলা গাবী লৈয়া সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া
এবে হৈলা দানী মহাশয়।
কদম্ব-তলায় থানা রাজপথ কর মানা
দিনে দিনে বাড়িল বিষয়॥
আন্ধার বরণ কাল গা ভূমেতে না পড়ে পা
কুল-বধূ সনে পরিহাস।
এই রূপ নিরখিয়া আপনাকে চাও দেখি
আই আই লাজ নাহি বাস॥
মা তোমার যশোদা তার মুখে নাহি রা
নন্দ ঘোষ অকলঙ্ক নিধি।
জনমিয়া তার বংশে কাজ কর জিনি কংসে
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি॥
একই নগরে ঘর দেখা শুনা আট পর
তিল আধ নাহি আঁখি লাজ।
রায় শেখরে কয় রাজারে না করে ভয়
এ দেশে বসতি কিবা কাজ॥১৩৭৯॥

(১১)

সৌরাষ্ট্রী।

কহ লহু লহু জটিলার বহু
তোমারে সবাই জানে।
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ
এত না গরব কেনে॥

পসরা লইয়া যাইছ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজ-কাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পরিচয়॥
এ রূপ যৌবনে নানা আভরণে
যাইছ মথুরার বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কাকে॥
অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে॥
এত কহি হরি দু বাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞান দাসে কয় কিবা কর ভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥ ১৩৮০॥

(১২)

বরাড়ী।

হেদে হে নন্দের সুত কে তোমা করিল মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ না ছাড় রমণী পাছ
বুঝালে না বুঝ হিত বাণী॥ ধ্রু॥

শুনিয়াছি শিশুকালে　　পূতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্ত্তের লৈয়াছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ী　　দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান॥
কাড়ি নিব পীত-ধড়া　　আলুঞা ফেলিব চূড়া
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবে যদি　　মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে॥
মোহন চাতুরী করি　　বাঁশীতে সন্ধান পুরি
বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী-মণ্ডল করি　　আভরণ লব কাড়ি
ভালমতে সাধাইব দান॥
রাখাল বর্ব্বর জাতি　　ধেনু রাখ দিবারাতি
মহিষ গোধন বৎস লৈয়া।
কুল-বধূ সনে হাস　　ইথে নাহি লাজ বাস
এখনি কংসেরে দিব কৈয়া॥ ১৩৮১॥

(১৩)

সুহই।

কি করব গোরস দান।
আপনে দিল সমাধান॥
অধরে অমিয়া-রস তোর।
যৌবন যোধ আগোর॥

তোহে কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না করু বাদে॥
কুচ-কনকাচল পারে।
শোভে তথি মোতিম-হারে॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশে।
বেণী-ভুজঙ্গিনী পাশে॥
ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন-তরঙ্গ॥
অতয়ে বুঝিয়ে রণ-আশ।
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥ ১৩৮২॥

(১৪)

পঠমঞ্জরী।

রাই-মুখ হেরি মুখরা কহে।
এত কি আমার পরাণে সহে॥
রাখাল হইয়া ছুঁইতে চায়।
অব কি করব নাহি উপায়॥
দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।
লুকাই যাইয়া নিকুঞ্জ মাঝে॥
এত কহি সবে ধাইয়া চলে।
নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে॥
রসিক নাগর বুঝিয়া কাজ।
লুকাঞা চলিলা কুঞ্জের মাঝ॥

রাই কানু তাঁহা দরশ পাই।
রহে দুহুঁ দোহাঁ বদন চাই ॥
প্রতি অঙ্গে দানী লইলা দান।
রতি রতি-পতি মূরতিমান ॥
যে ছিল মানস পূরল আশ।
আনন্দে মগন শেখর দাস ॥ ১৩৮৩ ॥

দানলীলা (৪)।

(১)

মায়ূর।

গোঠে বিজই ব্রজ-　　রাজ-কিশোরবর
বাজত বেণু বিষাণ।
করি কত ছদ্ম　　পদ্ম-মুখী নিকসই
হেরইতে বিপিনে পয়ান ॥
সুন্দরী হেরই না পায়ল রঙ্গ।
সুন্দর সুবদন　　দ্রুত চলি গেও বন
না জানিয়ে কোন তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
মেঘ-নাদ শুনি　　যৈছন চাতকিনী
ধাওল পানীক আশে।
দারুণ দখিণ　　পবনে দুখ দেওল
ভৈ গেল তবহিঁ নৈরাশে ॥ ১৩৮৪ ॥

(২)

ধানশী।

কানুক গোঠ গমন নাহি হেরিয়া
অতি উতকণ্ঠিত রাই।
মন্দিরে নিজ সহ- চরী সনে বৈঠলি
সো মুখ হৃদি অবগাই॥
সজনি! কি করব অব হাম থেহ।
গুরুজনে বঞ্চিয়া কৈছন মিলব
শ্যামর রসময় দেহ॥ ধ্রু॥
ঐছন বচন রচন তব করইতে
মুখরা মিলল সোই ঠাম।
তাকর বদন হেরি তহিঁ জানল
পূরব সব মনকাম॥
মুখরা কহত তব্ চল সবে যাওব
গোবর্দ্ধন গিরি পাশ।
দধি ঘৃত গোরস তঁহি সব বেচব
সঙ্গহিঁ মোহন দাস॥ ১৩৮৫॥

(৩)

বরাড়ী।

দধি ঘৃত গোরস সাজাঞা পসার।
চীরহিঁ ঝাঁপল দেওল তার॥

কিঙ্করীগণ সব শির পর নেল ।
মুখরা সঙ্গে ধনী তঁহি চলি গেল ॥
সহচরী সঙ্গহিঁ বিনোদিনী রাই ।
দূরহিঁ কানুক দরশন পাই ॥
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল ।
ঘামহিঁ ভিগল নীল নিচোল ॥
কো ইহ কেলি-কদম্বক মূল ।
নব মেঘে বিজুরী জড়িত সমতুল ॥
বাহু তুলিয়া উহ ডাকয়ে কায় ।
মুখরা কহয়ে ইহ নব রসরায় ॥
পন্থহিঁ মাগয়ে গোরস দান ।
মোহন কহয়ে মোহে ঐছন ভাণ ॥১৩৮৬ ॥

(৪)

সুহই ।

কপট দানের ছলে দান সিরজিয়া ।
ঘট পাতি বসিয়া রৈয়াছে বিনোদিয়া ॥
বড়াই দেখিয়া কহে বচন চাতুরী ।
কার ঘরের বধূ লৈয়া যাও সঙ্গে করি ॥
এ রূপ যৌবনে কোথা লৈয়া যাও বধূ ।
না জানি অন্তরে উহার কত আছে মধু ॥
সুকোমল চরণ ভঙ্গিমা শোভা অতি ।
এ বেশে বাহির করে কেমন বা পতি ॥

বড়াই কহে এত কথা কিবা প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে কেন না করি গমন॥
পর-বধূ প্রশংসিয়া তোমার কি কাজ।
ঘনাঞা আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ॥
তোর পিতা নন্দ রায় পরম উদার।
তাহার তনয় হৈয়া হেন ব্যবহার॥
এই পথ দিয়া মোরা যাই মথুরাতে।
পথের বিরোধ কর কুল-বধূ সাথে॥
চাতুরী না কর কানাই চতুর সেয়ান।
কংস রাজা শুনিলে লইবে জাতি প্রাণ॥১৩৮৭॥

(৫)

শ্রীরাগ।

কানাই কত ফরকাহ চুল।
দানী হৈয়া সে যে জন বৈসয়ে
তার ধরম গণ্ডা মূল॥
আছে মেনে তোমার চাঁচর কেশ
টানিয়া বেন্ধেছ ভালে।
তাহার উপরে শিখী পাখ্যের পাখা
জড়ান বকুল ফুলে॥
এ তাড় তোড়ল বলয় ঘাঘর
ইথে আছে বুঝি ভাড়া।
নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া
হৈয়াছ উদাম ষাঁড়া॥ ১৩৮৮॥

(৬)

শ্রীরাগ।

দানী কহে ফির ফির না শুনয়ে রাই।
বাহু পসারিয়া দানী রাখল তাই॥
কহে কিয়ে পসারে বিথারি দেখি এথা।
আগে বুঝি নিব দান পাছে কব কথা॥
যত আভরণ গায় বেশ ভূষা আছে।
সব লেখা করি দান দেহ মোর কাছে॥
নিতি নিতি গতায়াত কর এই ঠাঞি।
এ পথে মদন-রাজ কভু শুন নাই॥
কত ভঙ্গে কথা কহ ভয় নাহি বাস।
রাজ-অনুগত জনে হেরি পুন হাস॥
কাহার গরবে যাহ দিয়া বাহু নাড়া।
ভূষণ যৌবন ধন সব হবে হারা॥
বংশী কহয়ে বুঝি অরাজক হৈল।
পথে বাটোয়ারী করা নহিবেক ভাল॥ ১৩৮৯॥

(৭)

তথা রাগ।

রাজা এথা থাকে কোথা কেবা সাধে দান।
কিবা চায় কিবা লয় কেবা করে আন॥
কুল-নারী হেরি হেরি ঠারে কও কথা।
সঙ্গে বুড়ী হাতে নড়ি ঘন নাড়ে মাথা॥

এখনি যাইয়া কব গোকুল সমাজ।
কোথা যাবে দান সাধা কোথা যাবে সাজ॥
কোথা পলাইয়া যাবে সুবল রাখাল।
তিলেকে ভাঙ্গিয়া যাবে সব ঠাকুরাল॥
অতয়ে আমার বোলে হও সাবধান।
কুলবতী দেখি আর না করিহ আন॥
বংশীবদনে কহে কেবা শুনে কথা।
এখনি দেখিয়া লবে যেবা থাকে যথা॥১৩৭০॥

(৮)

বরাড়ী।

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জামালা তাহে বন-সোণা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥
অহে কানাই! বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা।
আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহিয়ে আমরা॥ ধ্রু॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজ-ভয় নাহি মান কংস-দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥

চতুরে চাতুরী কত　　আর কহ অবিরত

কাঁচা কাঞ্চনের সমান।

জ্ঞান দাস কহে　　হিয়ায় কষিয়া লহ

কাঁচা নহে কষটি পাষাণ ॥ ১৩৯১ ॥

(৯)

ভাটিয়ারী।

ওহে কানাই! এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।

পরের রমণী দেখি　　সঘনে ফিরাও আঁখি

দঢ় জনার হাতে ঠেক নাই ॥ ধ্রু ॥

আন্ধার বরণ গা　　ভূমিতে না পড়ে পা

কি গরবে ঘন ঘন হাস।

বনে বনে চরাও গাই　　আপনাকে চিন নাই

হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস ॥

পেঁচ রাখি পর ধড়া　　টেড়া করি বান্ধ চূড়া

কাণে গোঁজ বনফুল ডাল।

ডিগর লইয়া সাথী　　বনে ফির নানা ভাতি

বেচাইবে ব্রজ-রাজের পাল ॥

বনে আছে ফুলগুলা　　তাহা তুলি পর মালা

গায়ে সদা রাঙ্গা মাটী মাখি।

এত বেশ ভূষায় কিবা　　পর-নারী ভুলাইবা

বংশীদাসের মনে দেয় সাখী ॥ ১৩৯২ ॥

(১০)

তথা রাগ।

সুধাও দেখি সুবল সখা কার ঘরের এই হটী।

দেখিতে দেখিতে মোরে কি গুণ করিল হে
খেপা কৈলে এই যে মেয়েটি ॥ ধ্রু ॥

আর চোর চুরি করে লোকজন অগোচরে
ধন কাড়ি সব লয় হরি।

এ বড়ি বিষম চোর দেখিতে দেখিতে মোর
তনু মন সব কৈল চুরি ॥

মেয়ে নয় এই যে মেয়ের বেশ ধরিয়াছে
নিশ্চয় সে বাটোয়ারী বটে।

অঙ্গ-বাস ঘুচাইয়া সাবধানে দেখ ভাইয়া
কি কি ধন ইহার নিকটে ॥

এত বলি গোপীনাথ দিতে চাহে গায়ে হাত
চুম্বন করিতে বারে বার।

উচিত কহিল তোরে দান দিয়া যাও মোরে
নহে ত উতার অলঙ্কার ॥

শুনিয়া ললিতা বলে বন মাঝে নহে ভালে
রাজ-পথে এত কি জঞ্জাল।

আপন নগর ঘরে যদি লাগি পাই তোরে
তবে সে জানিয়ে ভালে ভাল ॥

দানী কহে দোহাই আছে　　লৈয়া যাব রাজার কাছে
তবে সে জানিবা ভালে তুমি।
বংশীবদনে কয়　　মোরে না করিহ ভয়
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিব আমি॥ ১৩৯৩॥

(১১)

ধানশী।

শুন শুন নিলাজ কান।
কা সঞে মাগহ দান॥
সবে দধি ঘৃতের পসার।
কাহে করহ অবিচার॥
সহজেই তুহুঁ সে অধীর।
ধর কুল-বধূগণ-চীর॥
রাজ-ভয় নাহিক তোহার।
পথ মাহা এতহুঁ বেভার॥
গোপ গোয়ালগণ সঙ্গ।
অহনিশি কৌতুক রঙ্গ॥
তেঞি সাহস এত ভেল।
পরশহ কুলবতী চেল॥
বিপরীত কর পরিহাস।
কহ রাধাবল্লভ দাস॥ ১৩৯৪॥

দানলীলা (৫)।

(১)

সুহই।

ত্রিভুবন-বিজয়ী মদন মহারাজ।
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুঞ্জক মাঝ॥
গোরস আওল রসবতী ঠাম।
সৃজিল বিপিন-পথে সরবস দান॥
তোহে কহ গোপিনি আয়ানের রাণি।
কেমনে জানিবা দান সহজে আয়ানী॥
তুহুঁ গজ-গামিনী হরি জিনি মাঝ।
নব-যৌবন-মদে নাহি দেহ রাজ॥
মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ।
আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ॥
কেবল গোরস-দানে কেনে দেহ ভঙ্গ।
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥
এ সব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দ দাস কহে চপল কানাই॥ ১৩৯৫॥

(২)

ভাটিয়ারী।

মাধব! দূরে কর উলট নয়ান।
সোই চাতুরী-পণ জগ মাহা জানিয়ে
যোই রাখয়ে নিজ মান॥ ধ্রু॥

হাসি হাসি নিয়ড়ে　　আসিছ অবলা হেরি
ভাল নহে তোহারি বেভার।
লোকলাজ ভয়　　এক না মানসি
ও কূলে কংস দুরবার॥
নহ কুলটা হাম　　ব্রজ-কুল-কামিনী
নিকটে তাত-ঘর মোর।
তুহুঁ বনচারী　　চোর-মতি চঞ্চল
তাহে সাহস এত তোর॥
শ্রুতি-সম্ভব নহ　　ইহ সব কুবচন
যে সব কহসি মঝু আগে।
জ্ঞান দাস কহ　　ঐছে কহসি কাহে
আওলি নব অনুরাগে॥ ১৩৯৬॥

(৩)

পঠমঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বলে কোন ছলে যাও অবিচারে॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
এক পণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে॥
চিরদিন আছয়ে দান সমুখে আষাঢ়ী।
অঙ্গে বহু-মূল ধন আর নীল শাড়ী॥

সীঁথার সিন্দূর দান কহনে না যায়।
নয়নে কাজর রেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষত চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞান দাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥ ১৩৯৭॥

(৪)

শ্রীরাগ।

পথ ছাড় অহে কানাই কিবা রঙ্গ কর।
যার বাতাস নিতে না পাও তার করে ধর॥
এখনি মরণ হউ এ ছিল কপালে।
বৃষভানু-সুতা-তনু ছুঁইলে রাখালে॥
একে সে তোমারে ভাল না বাসে কংসাসুর।
এ বোল শুনিলে হৈবে দেশ হৈতে দূর॥
কে তোমারে বিষয় দিল ফেল দেখি পাটা।
তুমিও নূতন দানী আমরা নহি টুটা॥
থাকিবা খাইবা যদি যমুনার পানী।
গোপীগণে না রাখিহ না হইও দানী॥ ১৩৯৮॥

(৫)

পঠমঞ্জরী।

এড়িয়া না যাইহ বড়াই ধরি তোমার পায়।
কি লাগি নন্দের পো ধরিয়া রহায়॥

ঘরের বাহির কৈলা বলিয়া কহিয়া।
আনিয়া রাখালের হাতে দিলা যে সোঁপিয়া ॥
এ দেশে বিচার এই রাজা নাহি পাটে।
গোয়ালা হইয়া দানী দান সাধে বাটে ॥
এ দেশে এমন বড়াই এ দেশে এমন।
দানী হৈয়া কেবা টানে অঙ্গের বসন ॥
অবোধ নন্দের পোলা না শুনে কারো বোল।
পাছে চাহে দান দানী আগে চাহে কোল ॥
বংশীবদনে বোলে হরষিত হিয়া।
দানী নহে নন্দসুত আছে দাঁড়াইয়া ॥ ১৩৯৯ ॥

(৬)

সুহিনী।

হেম-ঘট পাইয়া পাথারে।
চোরার মন সাত পাঁচ করে ॥
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই।
কিবা ধন মাগয়ে কানাই ॥
তুমি কি না জান বনমালি।
রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী ॥ ১৪০০ ॥

(৭)

পঠমঞ্জরী।

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষত হাসি ॥

কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে॥
পসরা ছুঁইতে করহ সাধ।
বরাকের দানী সোণায় সাধ॥
মুখের সুখেতে কহিতে চাও।
বিপরীত ইথে করিলে পাও॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥
কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাও।
হাতে কি চান্দের পরশ পাও॥
জ্ঞান দাস কহে গোপ-ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥ ১৪০১॥

(৮)

শ্রীরাগ।

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পর-নারী দেখিয়া না কাঁপ॥

যে দেখি মরমে এই ভাব।
তেঞি সে বাতাসে রসে ডুব॥
জ্ঞান দাস কহে শুন হে শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥ ১৪০২॥

অথ শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ।

(৯)

ধানশী।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজ রূপ   কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলিল ও না বেশে॥ ধ্রু॥
আইস বৈস মোর কাছে   রৌদ্রে মিলাও পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ তুখানি রাঙ্গা পায়   কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হানিছে মোর গায়॥
কেমন তোমার গুরুজন   কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজপতি-যে   কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ   বসনে ঝাঁপিছ বুক
দেখিয়া হইনু বড় তুখী।
জ্ঞান দাসে কয়   পসারি যে জন হয়
রসাল বচনে করে বিকি॥ ১৪০৩॥

(১০)

ধানশী।

বিনোদিনি! মো বড় উদার দানী।

সকল ছাড়িয়া দানী হইয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥ ধ্রু॥

খঞ্জন-নয়ন অঞ্জনে রঞ্জিত
তাহে কটাক্ষের বাণ।

নাসিকা উপরে অমূল্য মুকুতা
উহার অধিক দান॥

অলকা উপরে কুটিল কবরী
তাহে চন্দনের রেখা।

পরশ দাপনি জিনি মুখখানি
কে করে দানের লেখা॥

পীন পয়োধর সুমেরু-শিখর
তাহে মুকুতার হারে।

রতন অধিক যতন করিয়া
ও ধন লৈয়াছ কোরে॥

চরণ উপরে কনক নূপুর
চলিতে করয়ে ধ্বনি।

রসের পসার করি আগুসার
প্রবোধ করহ দানী॥

বংশীবদনে কহল যতনে
শুনহ রাজার ঝি।
উচিত কহিতে মনে মন্দ ভাব
আঁচলে ঝাঁপিয়া কি ॥ ১৪০৪ ॥

(১১)

তথা রাগ।

হেদে লো বিনোদিনি! এ পথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব-তলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥ ধ্রু ॥
এ ভর দুপর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রোদে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রম-ভরে আউলাইল কবরী ॥
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া ॥
মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ
মোর কাছে বৈস বিনোদিনি।
বংশীবদনে কয় এই সে উচিত হয়
শ্যাম সঙ্গে কর বিকি কিনি ॥ ১৪০৫ ॥

(১২)

বরাড়ী।

মোহন বিজন বনে দূরে গেল সখীগণে
একলা রহিল ধনী রাই।
দুটি আঁখি ছল ছলে চরণ-কমল-তলে
কানু আসি পড়ল লোটাই॥
বিনোদিনি! জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি
আনন্দের কি কহিব ওর॥ ধ্রু॥
রবির কিরণ পাইছে চান্দ-মুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জীর দুটি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি
চন্দন চর্চ্চিত করি গায়॥
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করেতে ধরি
বসায়ল নিজ পীতবাসে।
নির্জ্জন নিকুঞ্জ বনে মিলল দোঁহার সনে
মনে মনে হাসে বংশী দাসে॥১৪০৬॥

(১৩)

মঙ্গল।

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলা-রস দান ছলে॥

তুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়ন-বিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু জর জর অঙ্গ॥
দূরে গেল সখীগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই॥
তুহুঁ দোহাঁ হেরইতে তুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
তুহুঁজন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখীগণ হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস॥ ১৪০৭॥

(১৪)

বরাড়ী।

বিনোদিনি! মুঞি বড় উদার দানী।
সকল ছাড়িয়া　　বিষয় লৈয়াছি
তোমার মহিমা শুনি॥
হেম বরণ　　মণি আভরণ
সদাই নয়নে দেখি।
পাসরিতে নারি　　হিয়ায় ভরি
পালটিতে নারি আঁখি॥
তুমি সে পরাণ　　সরবস ধন
এ তুই নয়ানের তারা।
এত কলাবতী　　গোকুলে বসতি
কারু নহে হেন ধারা॥

কি জানি কি গুণে হিয়ার মাঝারে
পশিয়া করহ বাস।
অপরূপ নহে এমত সহজে
কহয়ে বংশী দাস ॥ ১৪০৮ ॥

(১৫)

ধানশী।

ওনা ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজালো জাতি কুল ॥
কেবা নাহি পরে বনমালা।
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা ॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে ও রূপ দেখিয়া ॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলল অবলা ॥
কেবা নাহি কহে কথা খানি।
তোমার চাঁদ-মুখে সুধা খসে জানি ॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে সে ভুবন কৈল আলা ॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞান দাস কহে ভাল হয় ॥ ১৪০৯ ॥

(১৬)

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগ-মদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানী।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥ ১৪১০।

ইত্যাদি গোষ্ঠবিহারাদি দানলীলা।

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং পঞ্চবিংশঃ পল্লবঃ।

———

ষড়্‌বিংশ পল্লব।

নৌকা-বিলাসঃ (১)।

(মানস-গঙ্গায়াং।)

(১)

তদুচিত শ্রীমহাপ্রভু।

তুড়ী।

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে।
সুরধুনী-তীরে গেলা সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িলা গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকা খানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানী॥
পারিষদগণ সবে হরি হরি বলে।
পুরব সোঙরি কেহ ভাসে প্রেম-জলে॥
গদাধর-মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষে কহে মনের উল্লাসে॥ ১৪১১॥

(২)

মল্লার ।

সবহুঁ সখীগণ চলু ঘর মাই ।
নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই ॥
মানস-সুরধুনী দু'কূল পাথার ।
কৈছনে সহচরী হোয়ব পার ॥
প্রাবৃট সময়ে গরজে ঘন ঘোর ।
খরতর পবন বহই তহিঁ জোর ॥
দূরহিঁ নেহারত নাগর শ্যাম ।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম ॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক-বর কান ।
চঢ় সবে পার উতারব হাম ॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেলি ।
চঢ়ল তরণী পর সহচরী মেলি ॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান ।
বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান ॥
টুটী তরণী হেরি ভেল তরাস ।
সিঞ্চয়ে পানী করে জ্ঞান দাস ॥ ১৪১২ ॥

(৩)

ভাটিয়ারী ।

মানস-গঙ্গার জল　　ঘন করে কল কল
দু'কূল বাহিয়া যায় ঢেউ ।

গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঢ়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥
দেখ সখি! নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চঢ়িলুঁ কেনে নায় ॥ ধ্রু ॥
নাইয়ার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞান দাস কহে সখি থির হৈয়া থাক দেখি
এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥ ১৪১৩ ॥

(৪)

শ্রীরাগ।

যব্ লহু লহু হাসি মরমে মরমে পশি
নায়ে চঢ়াওল ওই।
তৈখনে মঝু মন ভেলহিঁ আনছন
বেকত ধয়ল ফল সোই ॥
এ সখি! হরি সঞে মানহ কুঞ্জ-বিনোদ।
ইহ নাবিক অতি চঞ্চল চপল-মতি
অব যেও তেও পরবোধ ॥ ধ্রু ॥

গগনহিঁ সঘন বিজুরী ঘন ঝলকই
দিনহিঁ ভেল আন্ধিয়ার।
খরতর পবনে তরণী ঘন ঘুরত
পৈঠত জল অনিবার॥
দুরজন জানি পড়ল জীউ সঙ্কটে
ইথে জনি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব সব সখী জীবউ
গোবিন্দ দাস কহ সার॥ ১৪১৪॥

(৫)

মল্লার।

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়েব নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নাইয়ার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নাইয়া মোরে কোলে করি নিল॥
জ্ঞান দাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নাইয়া কিসের পরমাদ॥ ১৪১৫॥

(৬)

জয়জয়ন্তী ।

নাইয়া হে এখন লইয়া চল পার ।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার ॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে ।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥
নাইয়া হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে ।
ইথে কি গরব কর কুল-বধূ সাথে ॥
পারে নেও নূতন নাইয়া না কর বেয়াজ ।
জ্ঞান দাস কহে নাইয়া বড় রসরাজ ॥ ১৪১৬ ॥

(৭)

ধানশী ।

শুন বিনোদিনি ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে ।
তুয়া অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি
আমারে তুলিয়া কর পারে ॥
যোগী ভোগী নাপিতানী তোমার লাগিয়া দানী
ওঝা হৈলাম তোমার কারণে ।
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে
তুয়া লাগি করিনু দোকানে ॥
রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনু সনে
তুয়া লাগি বনে বনচারী ।

তোমার পিরীতি পাইয়া   এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া
তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী ॥
না বোল কুবোল ধনি   রমণীর শিরোমণি
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয়   না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
জাতি জীবন ধন তুমি ॥ ১৪১৭ ॥

(৮)

ভাটিয়ারী।

না বাও নবীন কাণ্ডারি।
ঝলকে উঠয়ে জল ভয়ে কেঁপে মরি ॥
ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম।
সফল করিলা বিধি পূরিল মনকাম ॥
নবনী মাখন ছেনা যে ছিল পসারে।
সকল দিলেন শ্যাম-নাগরের করে ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন।
সবে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥
আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ সঙ্গে।
হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে ॥ ১৪১৮ ॥

কীর্ত্তনিয়া-মুখাৎ শ্রুত্বা নানামতে সংগ্রহঃ গাননির্ব্বাহকার্য্যে।
ইত্যাদি মানস-গঙ্গায়াং নৌকা-বিলাসঃ।

নৌকা-বিলাসঃ (২)।

(যমুনায়াং।)

(১)

আদৌ শ্রীমহাপ্রভুঃ।

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।

সুরধুনী মাঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া
সহচর মেলিয়া খেলায়॥

প্রিয় গদাধর সঙ্গে পূরব রভস-রঙ্গে
নৌকায় বসিয়া করে কেলি।

ডুবু ডুবু করে না বহয়ে বিষম বা
দেখি হাসে গোরা বনমালী॥

কেহ করে উতরোল ঘন ঘন হরিবোল
দু'কূলে নদীয়ার লোক দেখে।

ভুবন-মোহন নাইয়া দেখিয়া বিবশ হৈয়া
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥

জগজন-চিত-চোর গৌরসুন্দর মোর
যে করে তাহাই পরতেক।

কহে দীন রামানন্দে এ হেন আনন্দ-কন্দে
বঞ্চিত রহিনু মুঞি এক॥ ১৪১৯॥

(২)

কামোদ।

দধি ঘৃত পসরা   লেই সব রঙ্গিণী
আওল কালিন্দী-তীরে।
যমুনা-তরঙ্গ-   রঙ্গ হেরি আকুল
পরশ না পায়ই নীরে॥
প্রাবিট সময়ে   উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন
গরজন দু'কূল পাথার।
ঐছন হেরি   কহই সব কামিনী
কৈছনে হোয়ব পার॥
মুখরা সঞে ধনী   রমণী-শিরোমণি
বদন পাণিতলে নাই।
হেরি নাগর-বর   হরষিত অন্তর
তরণী লেই চলু যাই॥
কর্ণধার-বর   চড়িয়া তরণী পর
আওল রাইক পাশ।
চড় সবে পারে   উতারব এ ধনি
কিছু নাহি ভাব তরাস॥
এত কহি সবহুঁ   পাণি ধরি নাবিক
তরণী উপর সবে নেল।
জ্ঞান দাস ভণ   লেই রমণীগণ
গহন পানী মাহা গেল॥ ১৪২০॥

(৩)

আশাবরী।

যমুনার দু'কূল করিল আলা নাইয়ার রূপে।
জগজন-মন ভুলে দেখিয়া স্বরূপে॥
গলে বনমালা দোলে শিরে শিখি-পাখা।
দেখি মেনে জাতি কুল নাহি যায় রাখা॥
মুচকি হাসিয়া নাইয়া যার পানে চায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে সেই জন ধায়॥
ঠেকিনু নাইয়ার হাতে কি করি উপায়।
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায়॥
বংশীবদনে কহে থির কর হিয়া।
তোমরা এমন হৈলে না কহিতে নাইয়া॥ ১৪২১॥

(৪)

তথা রাগ।

রাই কানু যমুনার মাঝে।
ফিরয়ে তরণী জলের ঘূরণী
দূরে গেল কুল লাজে॥ ধ্রু॥
কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই কানু রূপে ভুলি॥

কহয়ে ললিতা   হৈয়া সচকিতা
শুন লো মুখরা বুড়ি।
তোহারি কথায়   চড়ি ভাঙ্গা নায়
পরাণ সহিতে মরি॥
মুখরা কহয়ে   যে মাগে কাণ্ডারী
তাহাই করহ দান।
এ ভাঙ্গা তরণী   পার হবে এখনি
কেনে বা যাইবে প্রাণ॥
এ সব বচন   শুনিয়া কাণ্ডারী
কহই ললিতা পাশে।
তোমার সখীর   পরশ মাগিয়ে
বংশী শুনিয়া হাসে॥ ১৪২২॥

(৫)

ভাটিয়ারী।

শুন লো বড়াই বুড়ি   তুমি সে নাটের গুঁড়ি
আনিয়া করিলি পরমাদ।
মোর মনে যত ছিল   সকলি বিফল হৈল
দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥
দু'কূলে বহিছে বায়   কাঁপিছে রাধার গায়
নন্দ-সুত নবীন কাণ্ডারী।
তরণী নবীন নয়   ভার দিতে করি ভয়
ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥

হাসি বলে গোবিন্দাই পার হবে ভয় নাই
অশ্ব গজ কত করি পার।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কত পার হৈছে শত শত
যুবতীর যৌবন কত ভার ॥
শুনি বিনোদিনী রাই নয়ান-ইঙ্গিতে চাই
কানু-মন করিলেন চুরি।
হাসি হাসি ধীরে ধীরে ভাঙ্গা তরণীর পরে
আঁচলে ধরিল যাই হরি ॥
সখীগণ দেখি রঙ্গ আন ছলে দেই ভঙ্গ
রাই রহে কানু এক পাশে।
কাম-কলহ-বাদ পূরল মনের সাধ
হরষিত দেখে বংশী দাসে ॥ ১৪২৩ ॥

(৬)

ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোহার হৃদয়-অনুবন্ধ ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহিঁ ঢার।
ফারলুঁ কাঁচুলী ডারলুঁ হার ॥
কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতখণে তবহুঁ না পাওল তীর ॥
হাম নিরাশ তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জীউ ভেজই কেহ হরি বোল ॥

এত দিনে কুলবতী-কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥
উঠত কূলে পরে যো তুহুঁ মাগ।
কাহু সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দ দাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন নাওক মাঝ॥ ১৪২৪॥

নৌকা-বিলাসঃ (৩)।

(১)

মল্লার।

মুখরার সনে রাই সখীগণ সনে।
যমুনা সাঁতার দেখি ভাবে মনে মনে॥
ডাক দিয়া বলে নাইয়া না আন ঘাটে।
আমরা হইব পার বেলা সব টুটে॥
দেখিয়া নাগর-রাজ জীর্ণ তরি লৈয়া।
হাসিয়া কহয়ে কথা কাণ্ডারী হইয়া॥
কি দিবে আমারে কহ কতেক বেতন।
একে একে পার করিব যত জন॥
রাই কহে যাহা চাহ তাহা আমরা দিব।
কাণ্ডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব॥

সখী সঞে নৌকায় চড়িল বিনোদিনী।
তরঙ্গ বাড়িল তায় জীর্ণ তরিখানি ॥
তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে।
হেরি সব সহচরী কাঁপয়ে অন্তরে ॥
তরঙ্গ দেখিয়া থরহরি কাঁপে রাই।
কোলে করি বায় নৌকা কাণ্ডারী কানাই ॥
রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে।
এ পার হইল নৌকা দেখিতে দেখিতে ॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ প্রেমে ভাসে।
নৌকা-বিলাস কহে উদ্ধব দাসে ॥ ১৪২৫ ॥

(২)

ধানশী।

ক্ষীর সর মাখন সহচরী দেল।
নাবিক সো সব কছু নাহি নেল ॥
রাইক আঁচর ছোড়ি না যায়।
সব সখীগণ তবে রচয়ে উপায় ॥
নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর।
তব্ হাম ছোড়ব আঁচর তোর ॥
কহি কহি চুম্বয়ে রাই-বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান ॥
পূরল মনোরথ আনন্দ ওর।
বৃষভানু-কুমারী ও নন্দোকিশোর ॥

নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল ।
বংশীবদন চিতে আনন্দ ভেল ॥ ১৪২৬ ॥

ইতি যমুনায়াং নৌকা-বিলাসঃ ।
ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ষড়বিংশঃ পল্লবঃ ।

সপ্তবিংশ পল্লব

প্রাবৃট্-সময়-শেষে শরৎ প্রবেশিল ।
জলে জলরুহগণ নিরমল হৈল ॥
বৃন্দাবনে বৃন্দাবন-চন্দ্র গোপী সঙ্গে ।
করিল রাসাদি-লীলা নানা-রস-রঙ্গে ॥
শরতের অন্তে সে হেমন্ত ঋতু নাম ।
তাহে যে বিলাস রাধা কৃষ্ণ অনুপাম ॥
কুমারিকাগণ-বস্ত্র হরিল কানাই ।
শুনি রাধা সুবদনীর কৌতুক সদাই ॥
হেমন্তের অন্তে নব শিশির প্রবল ।
অতিশয় শীতে তনু সদাই চঞ্চল ॥
শীতে ভীত সুধামুখী প্রবেশে কুঞ্জেতে ।
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র তবে মিলিলা তথাতে ॥
নানা রস-কৌতুকে মদন-যুদ্ধ করি ।
নিবারিলা শীত দোঁহে নাগর নাগরী ॥

অথ বসন্তলীলা।

(বসন্ত-পঞ্চম্যাং)।

---

(১)

তত্র শ্রীমহাপ্রভু।

বসন্ত।

দেখ দেখ ঋতু-রাজ বসন্ত সময়।
সহচর সঙ্গে বিহরে গোরা রায়॥
ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
যুবতীর চিত হরে নয়নের শরে॥
সহচর মেলি ফাগু দেয় গোরা গায়।
কুঙ্কুম পিচকা লেই কেহ কেহ ধায়॥
নানা যন্ত্রে সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ॥ ১৪২৭॥

(২)

তথা রাগ।

অভিনব-কুট্মল- গুচ্ছ-সমুজ্জ্বল-
কুঞ্চিত-কুন্তল-ভার।

প্রণয়ি-জনেরিত-　　　বন্দন-সহকৃত-
চূর্ণিত-বর-ঘন-সার ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ-সঙ্কট-　　　বৃন্দাবন-তট-
বিহিত-বসন্ত-বিহার ॥ ধ্রু ॥
চটুল-দৃগঞ্চল-　　　রচিত-রসোচ্চল-
রাধা-মদন-বিকার।
ভুবন-বিমোহন-　　　মঞ্জুল-নর্ত্তন-
গতি-বল্গিত-মণি-হার ॥
অধর-বিরাজিত-　　　মন্দতর-স্মিত-
রোচিত-নিজ-পরিবার।
নিজ-বল্লব-জন-　　　সুহৃৎ সনাতন
চিত্ত-বিহরদবতার ॥ ১৪২৮ ॥

(৩)

তথা রাগ।

কেলি-রস-মাধুরী-　　　ততিভিরতিমেদুরী-
কৃত-নিখিল-বন্ধু-পশুপালং।
হৃদি বিধৃত-চন্দনং　　　স্ফুরদরুণ-বন্দনং
দেহ-রুচি-নির্জ্জিত-তমালং ॥
সুন্দরি! মাধবমবকলয়ালং।
মিত্র-কর-লোলয়া　　　রত্নময়-দোলয়া
চলিত-বপুরতিচপল-মালং ॥ ধ্রু ॥

ব্রজ-হরিণ-লোচনা- রচিত-গোরোচনা-
তিলক-রুচি-রুচিরতর-ভালং।
স্মিত-জনিত-লোভয়া বদন-শশি-শোভয়া
বিভ্রমিত-নব-যুবতি-জালং॥
নর্ম্মনয়-পণ্ডিতং পুষ্পচয়-মণ্ডিতং
রমণমিহ বক্ষসি বিশালং।
প্রণত-ভয়-শাতনং প্রিয়মধি সনাতনং
গোষ্ঠ-জন-মানস-মরালং॥ ১৪২৯॥

(৪)

বসন্ত।

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুটল কুসুম সব কানন-অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহিঁ সব রঙ্গিণী মেলি এক সঙ্গে।
ভেটল নাগরী নাগর রঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল-কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিণী জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দ দাস অবধি নাহি পান॥১৪৩০॥

(৫)

তথা রাগ।

আওত রে ঋতু-রাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন-মহোৎসব পিককুল রাব॥
দিনে দিনে দিন-কর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহুঁ শিখর-কোর॥
মলয়জ পবন সহিত ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥
সরোবর-সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞান দাস কহে রস নিরবাহা॥ ১৪৩১॥

(৬)

তথা রাগ।

ফুয়ল অশোক নাগ রঙ্গণ মালতী।
পরিমলে ভরল মাধবী রঙ্গলতী॥
পাটল কিংশুক শোভা কাঞ্চন কেশর।
করুণ কমল কুন্দ করবীর-বর॥
মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ।
ললিত লবঙ্গলতা বন্ধুজীব সাজ॥
সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা।
হংস সারস পড়ে মেলি দুই পাখা॥

ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুণ গুণ স্বরে।
মধুমদে মাতি পড়ে ফুলের উপরে॥
কোকিল পঞ্চম গায় শিখিকুল নাচে।
মলয়-পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে॥
নির্ম্মল যমুনা-জল পুলিনের শোভা।
এ যত্নন্দন পহুঁ ভেল মনলোভা॥১৪৩২॥

(৭)

তথা রাগ।

আওল ঋতু-পতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ-আসন নব পীঠল-পাত।
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।
সমুখহিঁ কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ-মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ অশোক-দল বাণ॥

কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল।
শিশিরক সবহুঁ করল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব-দলে করু আসন দান ॥
নব-বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥ ১৪৬৩ ॥

(৮)

মায়ূর।

নব বৃন্দাবন　　　নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত　　　নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন　　　কুঞ্জবন শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর ॥ ধ্রু ॥
নবীন-রসাল-　　　মুকুল-মধু-মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ　　　চিত উমতায়ই
নব-রসে কাননে ধায় ॥

নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি-মতি মাতি॥ ১৪৩৪॥

হোরি (১)।

---

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

বসন্ত।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
ঋতু বসন্তে সকল প্রিয়গণ মেলি
জলনিধি-তীরে চলিলা॥ ধ্রু॥
এক দিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর
বাসু ঘোষ গোবিন্দাদি মিলি।
গৌরীদাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি
গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি॥
স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে
সঘনে ফেলায় গোরা-গায়।

গৌরীদাস খেলি খেলি　　গৌরাঙ্গ জিতল বলি
করতালী দিয়া আগে ধায়॥
রুষিয়া স্বরূপ কয়　　হারিলা গৌরাঙ্গ রায়
জিতল আমার গদাধর।
কক্ষতালী দেয় কেহু　　নাচে গায় উর্দ্ধ-বাহু
এ দাস মোহন মনোহর॥ ১৪৩৫॥

(২)

তথা রাগ।

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম॥ ধ্রু॥
চুয়া চন্দন　　পরিমল কুঙ্কুম
ফাগু-রঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি　　মাতল মনসিজ
যুবতী যূথ শত গাওত ঝুমরি॥
কেহু অম্বর ধর　　কেহু হার হর
কেহুঁ তনু পরশিয়া রহল বিভোরি।
কেহু লেই মুরলী　　কেহু লেই মুদরী
দূরহিঁ দূরে কেহু গাওত হোরি॥
ডম্ফ রবাব　　উপাঙ্গ পাখোয়াজ
করতল-তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দ দাস পহুঁ　　নটবর-শেখর
নাচত গাওত তাল ধরি॥ ১৪৩৬॥

(৩)

বসন্ত।

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগু-রঙ্গে আজি সবে হৈয়াছে বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারী।
শ্যাম-নাগর-অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর-অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞান দাস হেরি জুড়ায় নয়ন॥ ১৪৩৭॥

(৪)

যথা রাগ।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ-মনমথ ছান্দ॥
সুন্দরীগণ-করমণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়ানে॥

চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে॥
তরল-নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সঞে কাঢ়ি মুরলী লেই ধাই॥
ঘন করতালী ভালি ভালি বোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহিঁ ধরণী।
স্থল-জলচর ভেল সবে এক বরণী॥
অরুণহিঁ নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ-হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥ ১৪৩৮॥

(৫)

বৃষভানু-কুমারী নন্দকুমার।
হোরিক রঙ্গে অঙ্গে অরুণাম্বর
মন আনন্দ অপার॥
নিরখত বয়ন নয়ন-পিচকারী
প্রেম-গোলাব মনহিঁ মন লাগ।
দুহুঁ অঙ্গ পরিমল চুয়া চন্দন ফাগু-
রঙ্গ তহিঁ নব অনুরাগ॥
খেলত তনু মন জোরি ভোরি দুহুঁ
কতয়ে রঙ্গ রস ভাতি।

তনু তনু সরস পরশে মন মাতল
তুহুঁ পর তুহুঁ পড়ু মাতি ॥
ব্রজ-বনিতা যত রিঝি রিঝায়ত
রস-গারি মৃদু মৃদু ভাষ।
শ্রম-জল-কলেবর হেরিয়া চামর
ঢুলায়ত উদ্ধব দাস ॥ ১৪৩৯ ॥

(৬)

ইমন কল্যাণী।

ঋতুরাজ ব্রজ-সমাজ হোরি রঙ্গে রঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥
নাগরী-বর হোরি-রঙ্গ- উনমত-চিত শ্যাম সঙ্গ
নাচত কত ভঙ্গিয়া।
গাওত কত রস প্রসঙ্গ বাওত কত বীণ মোচঙ্গ
থৈয়া থৈ মৃদঙ্গিয়া ॥
চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ
সঙ্গীত স্বর সুরঙ্গিয়া।
স্বরমণ্ডল স্বর অভঙ্গ বিবিধ যন্ত্র জলতরঙ্গ
মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া ॥
খেলি গোলাল অঙ্গ লাল সুন্দর বর দ্যুতি রসাল
রঙ্গিণীগণ সঙ্গিয়া।
ব্রজ-বধূগণ ধরত তাল গাওত পদ নন্দলাল
রাই অঙ্গে অঙ্গিয়া ॥

হো হো করি করত ভাষ　　করতালী ঘন মন উলাস
জয় জয় বর ঢঙ্গিয়া।
গোবিন্দ-গুণ করি প্রকাশ　　রচিত গীত উদ্ধব দাস
হোরি রস-তরঙ্গিয়া ॥ ১৪৪০ ॥

(৭)

বসন্ত।

আজু রঙ্গে হোরি
খেলত শ্যাম গোরী ॥

সখীগণ মিলি গাওত বাওত
কিশোর কিশোরী নাচি নাচাওত
আনন্দে মন ভোরি।

বিবিধ যন্ত্র তাল মৃদঙ্গ
কোই মোচঙ্গ বাওয়ে উপাঙ্গ
তন নন নন তোরি ॥

তথ তথ তথ তত্ত থৈয়া
দৃগতি দৃগতি দ্রিমি ধৈয়া
চঙ লউ লউ লোরি।

কুড়ু গুড়ু গুড়ু দাং দ্রিমিদাং
কিট কিট কিটধাং তৃগধাং
শিবরাম গাওয়ে হোরি ॥ ১৪৪১ ॥

(৮)

তথা রাগ।

রাধা-মাধব নাচত হোরি-আনন্দে।

অরুণ ডম্ফ করে অরুণ তাল ধরে

বাওত কতহিঁ প্রবন্ধে॥ ধ্রু॥

থো দ্রিমি দ্রিমিধো তথৈ তথৈ তৎ

তা থো থো বোল মৃদঙ্গ।

কন কন কন ধ্বনি বীণ-নাদ শুনি

স্বরমণ্ডল-স্বরে মূরছে অনঙ্গ॥

চঞ্চল চরণ খঞ্জন-গতি ভঙ্গিম

ঝন নন মঞ্জীর বোলে।

ঝম ঝম ঝুমরি ঝুমরে ঝুমরা কোই

বাওয়ে ডম্ফ উতরোলে॥

অরুণ মেঘের কাছে অরুণ চন্দ্র নাচে

নখতর অরুণ আকাশে।

অরুণ কোকিল গায় অরুণ ময়ূর ধায়

ইহ শিবরাম রস ভাষে॥ ১৪৪২॥

(৯)

মায়ূর।

রঙ্গে হো হো হোরি।

খেলত নওল কিশোরী॥ ধ্রু॥

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ

সখীগণ ঘন করতালী।

কুসুম চন্দন　　আবির উড়ত ঘন

বরিখণ জনু পিচকারী ॥

দুহুঁ দুহুঁ খেলন　　সমর প্রবন্ধহিঁ

দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু ভোরি।

জিতলুঁ জিতলুঁ ঘন　　দুহুঁ জন গরজন

সখীগণ ভণ রব জোরি ॥

ক্ষণে ক্ষণে স্থকিত　　বদন দুহুঁ নিরখণ

যৈছন চাঁদ চকোরী।

তহিঁ শিবরাম　　দাস মন আনন্দে

হেরি হাসে থোরি থোরি ॥ ১৪৫৩ ॥

(১০)

তুড়ী বসন্ত।

হোরি হো রঙ্গে মাতি।

আবিরে অরুণ গোরী শ্যামর কাঁতি ॥ ধ্রু ॥

নিপতিত যন্ত্রে　　সুরঙ্গিম কুঙ্কুম

চুয়া চন্দন কেশর সাথী।

চৌদিগে আবির　　উড়ায়ত ব্রজ-বধূ

অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি ॥

বীণ উপাঙ্গ　　মুরজ স্বরমণ্ডল

ডম্ফ রবাব বাওয়ে কত ভাতি।

কোই মায়ুর　　সুরট কোই সারঙ্গ

কোই বসন্ত গাওয়ে স্বর-জাতি ॥

নাচত ময়ূর ঘোর ঘন কোকিল
রোল বোলে মত্ত মধুকর পাঁতি।
ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন
হেরি শিবরাম হরিখে ভরু ছাতি ॥ ১৪৪৪ ॥

(১১)

বিহাগড়া।

বাজে দিগ দিগ থৈ থৈয়া হোরি রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
কিশোর কিশোরী সখিনী মেলি
তপন-তনয়া-তীরে কেলি
সুখময় অতি মধু ঋতু-পতি
রতিপতি তথি সঙ্গে ॥
মস্থণ ঘুস্থণ চুবক চন্দন
যন্ত্র-রন্ধ্রে বরিখে সঘন
অরুণ বসন লোলিত রসন
শ্রম-জল গল অঙ্গে।
বীণ মুরজ স্বর উপাঙ্গ
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ
চঞ্চল গতি খঞ্জন জিতি
নৃত্যতি অতি ভঙ্গে ॥
গাওয়ে গমকে গোপী মেলি
গৌরী গুর্জ্জরী রামকেলি
সুভগা সুহিনী সুহই সাহানি
সঙ্গীত রস-তরঙ্গে।

যূথে যূথে যুবতীবৃন্দ
মাঝে শোহত গোকুলচন্দ
গোবর্দ্ধন হৃদি বর্দ্ধন
করু মর্দ্দন অনঙ্গে ॥ ১৪৪৫ ॥

(১২)

ধানশী।

খেলত রাধা　　শ্যাম রঙ্গ ভরি
বৃন্দা-বিপিন সমাজ।
চুয়া চন্দন　　বন্দন কুঙ্কুম
রঙ্গ মুটকি ভরি সাজ ॥
বৈঠল শ্যাম　　সঙ্গে মধুমঙ্গল
সুবল সখাদিক সাথে।
রাধা ললিতা　　বিশাখাদি সহচরী
পিচকারী করি নিজ হাতে ॥
কানুক পিচকারী　　যব বরিখত
একহিঁ শত শত ধারে।
সহচরী মেলি　　রাই যব ডারত
কত কত শত এক বারে ॥
বহুবিধ রঙ্গ　　অঙ্গ সব ভিগত
আঁচরে মোছত মুখ।
জিতল জিতল ভাষি　　হাসি দেই করতালী
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ত সুখ ॥

গাওত বাওত আবির উড়ায়ত
কোই নাচয়ে মনোরঙ্গে।
ডম্ফ রবাব সবহুঁ মেলি সুস্বর
উদ্ধব দাস তছু সঙ্গে ॥ ১৪৪৬ ॥

(১৩)

বসন্ত।

বিহরতি সহ রাধিকয়া সঙ্গী।
মধু-মধুরে বৃন্দাবন-রোধসি হরিরিহ হর্ষ-তরঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
বিকিরতি যন্ত্রেরিত-মঘবৈরিণি রাধা কুঙ্কুম-পঙ্কং।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগ-মদ-রস-রাশিভিরবিশঙ্কং ॥
ক্ষিপতি মিথো যুব-মিথুনমিদং নবমরুণতরং পটবাসং।
জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভিজল্পতি কল্পয়দতনু-বিলাসং ॥
সুবলো রণয়তি ঘন-করতালীং জিতবানিতি বনমালী।
ললিতা বদতি সনাতন-বল্লভমজয়ত পশ্য মমালী ॥১৪৪৭॥

(১৪)

তথা রাগ।

খেলাতে হারিয়া শ্যাম পলাইতে চায়।
চৌদিকে ব্রজ-বধূ পথ নাহি পায় ॥
আবিরে অরুণ আঁখি মেলিতে না পারে।
হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে ॥
কর সঞে মুরলী ভূমেতে পড়ে খসি।
করতালী দেয় সব সখীগণ হাসি ॥

শিখি-পুচ্ছ আলুইয়া পড়ে মহীতলে।
অরুণিত বসন ভিজিল শ্রম-জলে ॥
শ্যামেরে বিভোর দেখি রসবতী রাই।
অরুণ বসন দিয়া ও মুখ মুছাই ॥
সিংহাসনে বৈসে রাই কোরে করি শ্যাম।
শ্রম-ভরে দুহুঁ অঙ্গে পরিপূর্ণ ঘাম ॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দোঁহে চামর ঢুলায়।
শ্রীরূপমঞ্জরী দোঁহে তাম্বূল যোগায় ॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দেই সুবাসিত জল।
এ মোহন দাস হেরি নয়ন সফল ॥ ১৪৪৮ ॥

(১৫)

কামোদ।

নাগরী নাগর   অরুণ বসন ধর
শ্রম-ভরে ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ মুখ-ইন্দু   বিন্দু বিন্দু চুয়ত
অরুণিত মুকুতার দাম ॥
দুহুঁ মন আনন্দ-পুঞ্জে।
বহুবিধ খেলি   হেলি দুহুঁ দুহুঁ তনু
বৈঠল নিরজন কুঞ্জে ॥ ধ্রু ॥
রতন-সিংহাসন   আসন মণিময়
ফুলচয়-রচিত সুঠান।

সকল সখীগণ করতহিঁ সেবন
সময়োচিত যত জান ॥
বারি ঝারি ভরি দেই গুণমঞ্জরী
কোন সখী চামর ঢুলায়।
সুরঙ্গ অধরে কোই তাম্বূল যোগায়ই
উদ্ধব দাস বলি যায় ॥ ১৪৪৯ ॥

(১৬)

শ্রীরাগ।

বৃন্দার রচিত কতেক পরকার।
সখীগণ আনল বহু উপহার ॥
রতন থারি ভরি রাখল তাই।
বারি ঝারি ভরি দেওল যাই ॥
রতন আসন পর বৈঠল কান।
ভোজন করল আপন মন মান ॥
আচমন সারি তলপে মুখবাস।
ভোজন করু ধনী সখীগণ পাশ ॥
যো কছু শেষ ভুঞ্জল সখী সাথ।
আচমন কয়ল মুছল পদ হাত ॥
শ্যাম বামে ধনী বৈঠল যাই।
প্রিয়-সহচরী কোই তাম্বূল যোগাই ॥
শুতল শেজে রাই ঘনশ্যাম।
চামর বীজন করু দাস বলরাম ॥ ১৪৫০ ॥

হোরি (২)।

---

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

বসন্ত।

কো কহু আজুক আনন্দ ওর।
ফুল-বনে দোলত গৌর কিশোর॥
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
শান্তিপুর-নাথ গাওই রঙ্গে॥
সহচর ফাগু লেপই গোরা-গায়।
ধায়ই শুনি সব লোক নদীয়ায়॥
খোল-করতাল-ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দ আনন্দে বিভোর॥ ১৪৫১॥

(২)

তথা রাগ।

নিপততি পরিতো বন্দন-পালী।
তং দোলয়তি মুদা সুহৃদালী॥
বিলসতি দোলোপরি বনমালী।
তরল-সরোরুহ-শিরসি যথালী॥

জনয়তি গোপী-জন-করতালী।
কাপি পুরো নৃত্যতি পশুপালী॥
অয়মারণ্যক-মণ্ডনশালী।
জয়তি সনাতন-রস-পরিপালী॥ ১৪৫২॥

(৩)

তথা রাগ।

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু-রঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন-তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানী।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞান দাস চিত নয়ন জুড়ায়॥ ১৪৫৩॥

(৪)

তথা রাগ।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মূরুছে অনঙ্গে॥
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারী।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পওার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম হার॥
দোলোপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞান দাস হেরি পূরয়ে আশ॥ ১৪৫৪॥

(৫)

আশাবরী।

অঞ্জলি ভরি ফাগু লেই সখীগণে।
রাই-কানু-অঙ্গে দেই ঘনে ঘনে॥
দোলোপরি দুহুঁ দোলত ভাল।
গাওত কোই সখী ধরি করে তাল॥

বাওত কত কত যন্ত্র সুরঙ্গ।
বীণ রবাব স্বর-মণ্ডল উপাঙ্গ॥
শোভিত তরুকুল বিকসিত ফুল।
ঝঙ্করু মধু-মদে সব অলিকুল॥
মলয়-পবন বহে যামুন তীর।
নাচত শিখিকুল কুঞ্জ-কুটীর॥
বিলসই তঁহি দোলোপরি কান।
ইহ নবকান্ত তুহুঁক গুণ গান॥ ১৪৫৫॥

(৬)

অথ হোরি-সম্ভোগস্য রসোদ্গারঃ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

বিভাষ।

গৌর বরণ হিরণ কিরণ
অরুণ বসন তায়।
রাতা উতপল নয়ন-যুগল
প্রেম-ধারা বহি যায়॥
দেখ দেখ নবদ্বীপ-দ্বিজরাজ।
ভাবে বিভোর সদা গর গর
মধুর ভকত মাঝ॥ ধ্রু॥
কহয়ে আবেশে পূরব বিলাসে
মধুর রজনী কথা।

অমিয়া ঝরণ ঐছন বচন
হরল মনের ব্যথা ॥
শুনি হরষিত সকল ভকত
প্রেমের সাগরে ভাসে।
সে সব সোঙরি কান্দয়ে গুমরি
দীন গোবর্দ্ধন দাসে ॥ ১৪৫৬ ॥

(৭)

তথা রাগ।

ঋতু-পতি-রজনী বিলাসিনী কামিনী
আলসে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
কাঞ্চন-বরণ- হরণ তনু অরুণিত
মধুর মধুর মৃদু ভাখি ॥
সব সহচরীগণ আওল তৈখন
এক জন করয়ে পুছরি।
কহ ধনি কৈছনে গিরিবর-ধর সনে
কালি খেললি পিচকারী ॥
পদ্মা সহচরী কৈছনে বাঁচলি
বাঁচলি তুমুল সংগ্রাম।
গৃহ-পতি-সেবন কাজে রহলু তব্
যাই না পেখলুঁ হাম ॥
শুনি তব্ রসবতী হরিষে ভরল মতি
কহ সোই কৌতুক ভাষ।

সো বচনামৃতে শ্রবণ জুড়ায়ই
ইহ গোবর্দ্ধন দাস ॥ ১৪৫৭ ॥

(৮)

শ্রীরাগ।

শুন শুন সখি তোমারে কহিয়ে
আজুক রভস-কেলি।
পিয়ার সহিতে খেলিতে খেলিতে
ভৈ গেলুঁ একই মেলি ॥
আবির লইয়া নয়ানে দেওল
করে কচালিয়ে আঁখি।
হেনই সময়ে বয়ান চুম্বয়ে
তারে কেহু নাহি দেখি ॥
পিচকারী যেন বরিখয়ে ঘন
অরুণ বরণ নীর।
পুরুষ কি নারী চিনিতে না পারি
ঐছন ভেল গভীর ॥
হেন বেলে পিয়া নিয়ড়ে আসিয়া
হাসিয়া কয়ল কোর।
এ উদ্ধব গীতি পিরীতি আরতি
বন্ধুয়া জানয়ে তোর ॥ ১৪৫৮ ॥

(৯)

ধানশী।

শুন শুন আজুক কৌতুক কাজ।
মিলল যব্ হাম নাগর-রাজ॥
চন্দ্রাবলী নিজ সহচরী মেলি।
আওল কানু সঞে করইতে কেলি॥
তৈখনে দূর সঞে হেরলুঁ হাম।
যূথহিঁ যূথ করল এক ঠাম॥
ভদ্রাদিক আসি মিলল মোয়।
বহুতর ফাগু উড়ায়ল সোয়॥
ফাগু-রজে সকল করলুঁ আন্ধিয়ার।
নারী পুরুষ কোই লখই না পার॥
ঐছনে কানুক মাঝহিঁ ঘেরি।
আনলুঁ নিধুবনে সো নাহি হেরি॥
তাঁহা যাই সবহুঁ হোই এক ঠাম।
পিয়া সঞে খেলি পূরায়লুঁ কাম॥
সো সব কি কহব পুছ সখী পাশ।
গোবর্দ্ধন কহ পূরল আশ॥ ১৪৫৯॥

(১০)

সিন্ধুড়া।

আবিরে অরুণ　　　　সব বৃন্দাবন
উড়িয়া গগন ছায়।

বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায় ॥
চপল নয়ন পিচকারী যেন
নিরখে নয়ন মোর।
নব অনুরাগ- ফাগু ভরল
তনু মন করি জোর ॥
শুধুই শ্যামল অঙ্গ-পরিমল
চন্দন চুয়াক ভাতি।
মোর নাসা জনু ভ্রমরী উমতি
ততহিঁ পড়ল মাতি ॥
নয়ানে নয়ানে বয়ানে বয়ানে
হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি।
দুহুঁ কলেবর অরুণ অম্বর
ঝাঁপিয়া কয়ল কেলি ॥
রসিক নাগর রসের সাগর
কয়ল ঐছন কাজ।
এ উদ্ধব ভণ চতুর দু জন
রসবতী রসরাজ ॥ ১৪৬০ ॥

(১১)

সুহিনী।

কি কহব সো সব রঙ্গ।
কানু খেলই মঝু সঙ্গ ॥

সুবল সখা করি বাম।
সমুখে দাঁড়ায়লুঁ হাম॥
ললিতা ডাহিনে রহু মোর।
হেরি কানু ভেল বিভোর॥
করহিঁ খসল পিচকারী।
ঐছে পড়ল তনু ঢারি॥
সচকিত হই হাম ধাই।
কোরে আগোরলুঁ তাই॥
বয়ানে বয়ান যব্ দেল।
ঈষত শ্বাস তব্ ভেল॥
করে করি মাজিয়ে মুখ।
হেরইতে বিদরয়ে বুক॥
ক্ষণেকে চেতন যব্ হোই।
চৌদিশে হেরই সোই॥
কহই রাই কাঁহা গেল।
ইহ দুখ বিহি কাহে দেল॥
হাম নিজ পরিচয় বাণী।
কতহুঁ কহলুঁ ধরি পাণি॥
তব্ মুখ হেরই মোর।
হাম রহু কোরে আগোর॥
সখীগণ সচকিত থারি।
বয়ানে দেয়ল তব্ বারি॥

বৈঠল কুঞ্জহিঁ যাই।
তঁহি সব কহল বুঝাই॥
প্রেম-বিচিত্র বিলাস।
কহ গোবর্দ্ধন দাস॥ ১৪৬১॥

অথ অভিসারানুরাগ।

(১)

দূতীর উক্তি।

তুড়ী।

আজু কোই কুলবতী নাহি বাহিরাব।
যমুনা সিনানে কোই নাহি যাব॥
বিপতি পড়ল আজু যুবতী সমাজ।
সখাগণ সঙ্গে খেলই ব্রজ-রাজ॥
পন্থহিঁ পন্থ ঘেরল চৌ ওর।
সব ব্রজ-বালক তাহে আগোর॥
বটু সুবল দুহুঁ ভেল এক ঠাম।
যূথহিঁ যুথ কয়ল নিরমাণ॥
ভরি পিচকারী লেই সবে হাত।
ঘন বরিখণ জনু পড়তহিঁ মাথ॥

আবিরে না হেরিয়ে দিগ বিদিগ।
রঙ্গে বসন বহি যাওত ভিগ ॥
কহ গোবর্দ্ধন রহ গৃহ মাহ।
কোই জনি মন্দির ছোড়ি বাহিরাহ ॥ ১৪৬২ ॥

(২)

কামোদ।

ঘন মুরলী-ধ্বনি　　ডম্ফ-শবদ শুনি
উমড়ই হৃদয় বিশাল।
হো হো হোরি　　সঘনে তহিঁ গরজন
উনমত যত ব্রজ-বাল ॥
মাঝহিঁ মনমথ-রাজ।
নবঘন অরুণ-　　বরণ তনু হেরইতে
তেজই কুলবতী লাজ ॥ ধ্রু ॥
চুয়া চন্দন　　মৃগ-মদ কুঙ্কুম
পিচকারী ভরি সবে লেই।
সব জন কোপে　　কোপিত হই দুহুঁ দুহুঁ
নয়ন বয়ন পর দেই ॥
ইহ দিন কৈছে　　রহিতে কহ ঘর মাহা
সো সুখে হোই নৈরাশ।
সখীগণ সঞে আজি　　যাই তঁহি হেরব
সঙ্গে গোবর্দ্ধন দাস ॥ ১৪৬৩ ॥

(৩)

বসন্ত।

ব্রজকে ঢেঁঠনা খেলত হোরি।
সঙ্গহিঁ গোকুল-বাল বিভোরি॥
বাটহিঁ বাটহিঁ রহই আগোরি।
আবির্ গুলাল রচই্ ঝক ঝোরি॥
কেশর কুসুম গোলালকি রঙ্গ।
ভরি পিচকারীহুঁ ভিগত অঙ্গ॥
শ্যামসুন্দর মনোমোহন রায়।
সহচর সঙ্গহিঁ ফাগু খেলায়॥ ১৪৬৪॥

হোরি (৩)।

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ-ফাগু-রঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেব-কুমারী নারীগণ সঙ্গ।
পুলক-কদম্ব-করম্বিত অঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত গৌর-তনু।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু মূরতি জনু॥

ফাগু-অরুণ তনু অরুণহিঁ চীর।
অরুণ নয়ানে বহে অরুণহিঁ নীর॥
কণ্ঠহিঁ লোলত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকত সব গাওয়ে রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ান ঢুলাওত প্রেম-তরঙ্গ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দ দাস॥ ১৪৬৫॥

(২)

বসন্ত।

খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ।
গদাধর নরহরি দোঁহার সমাজ॥
নিতাই অদ্বৈত সহ খেলই রসাল।
ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াল॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ।
শ্রীবাস স্বরূপ সহ মুরারি মুকুন্দ॥
দোঁহে দোঁহে ফাগু খেলে করি হরি-ধ্বনি।
গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি॥
কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়া।
দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া॥ ১৪৬৬॥

(৩)

তথা রাগ।

মধুরিপুরত্র বসন্তে।

খেলতি গোকুল- যুবতিভিরুজ্জ্বল

পুষ্প-সুগন্ধি-দিগন্তে ॥ ধ্রু ॥

প্রেম-করম্বিত- রাধা-চুম্বিত-

মুখ-বিধুরুৎসবশালী।

ধৃত-চন্দ্রাবলি- চারু-করাঙ্গুলি-

রিহ নব-চম্পক-মালী ॥

নব-শশি-রেখা- লিখিত-বিশাখা-

তনুরথ ললিতা-সঙ্গী।

শ্যামলয়াঞ্চিত বাহুরুদঞ্চিত-

পদ্মা-বিভ্রম-রঙ্গী ॥

ভদ্রা-লম্বিত- শৈব্যোদীরিত-

রক্ত-রজোভরধারী।

পশ্য সনাতন- মূর্ত্তিরয়ং ঘন-

বৃন্দাবন-রুচিকারী ॥ ১৪৬৭ ॥

(৪)

তথা রাগ।

ঋতু-রাজার্পিত-তোষ-তরঙ্গং।

রাধে ভজ বৃন্দাবন-রঙ্গং ॥

মলয়ানিল-গুরুশিক্ষিত-লাস্যা।

নটতি লতাবলিরুজ্জ্বল-হাস্যা ॥

পিক-ততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গং।
পশ্যতি তরুকুলমঙ্কুরদঙ্গং ॥
গায়তি ভৃঙ্গ-ঘটাদ্ভুত-শীলা।
মম বংশীব সনাতন-লীলা ॥ ১৪৬৮ ॥

(৫)

তথা রাগ।

নটবর-ভঙ্গী　　ফাগু রঙ্গী
নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ।
ঋতু-পতি গীতি　　চিত উমতায়ল
হেরি বদন বৃন্দাবন রঙ্গ ॥
ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধারমণ রমণী-মন-চোর ॥ ধ্রু ॥
সুন্দরীবৃন্দ　　করে কর মণ্ডিত
মণ্ডলী মণ্ডলী মাঝহিঁ মাঝ।
নাচত নারীগণ　　ঘন পরিরম্ভণ
চুম্বন লুবধল নটবর-রাজ ॥
কানু-পরশ-রসে　　অবশ রমণীগণ
অঙ্গে অঙ্গে মিলি কাঁপি রহু।
পূরল সবহুঁ　　মনোরথ মনোভব
মোহন গোবিন্দ দাস পহুঁ ॥ ১৪৬৯ ॥

———

হোরি (৪)।

(১)

তথা রাগ।

ঋতু-পতি রাধামাধব সঙ্গ।

বিবিধ বিলাস হোরি-রস-রঙ্গিত

আবিরে অরুণ দুহুঁ অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

অরুণিত শ্যাম- কলেবর-দরপণে

রাইক প্রতিবিম্ব লাগি।

ভরমহিঁ আন রমণী মনে মানিয়া

মানিনী ভেলি বিরাগী ॥

রসিক সুনাগর রাইক মান হেরি

মিনতি করত কর যোড়ি।

পীত বসন গলে সাধই পদতলে

রাই রহল মুখ মোড়ি ॥

প্রিয় সহচরী যত কতয়ে বুঝায়ত

সুখ সঞে কাহে বিপরীত।

দ্বিজ হরিদাস কহত কাহে রোখলি

প্রেমক ঐছে চরিত ॥ ১৪৭০ ॥

(২)

তথা রাগ।

এ ধনি মানিনি! মান নিবার।
আবিরে অরুণ-শ্যাম-　　　অঙ্গ-মুকুর পর
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার॥
তুহুঁ এক রমণী-　　　শিরোমণি রসবতী
কোন ঐছে জগ মাহ।
তোহারি সমুখে　　　শ্যাম সঞে বিলসব
কৈছন রস নিরবাহ॥
ঐছন সহচরী-　　　বচন শ্রবণে ধরি
স্নরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষত হাসি মনে　　　মান তেয়াগল
উলসিত দোঁহে দোঁহা হেরি॥
পুন সব জন মেলি　　　করয়ে বিনোদ কেলি
পিচকারী করি নিজ হাতে।
দ্বিজ হরিদাস　　　আবির যোগায়ত
সকল সখীগণ সাথে॥ ১৪৭১॥

(৩)

বসন্ত।

ফাগু খেলত বর নাগর-রায়।
রাধা রঙ্গিণী বহুবিধ গায়॥

হাসি হাসি সুন্দরী মনমথ-রঙ্গে ।
ফাগু লেই ডারয়ে নাগর-অঙ্গে ॥
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি ।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি ॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি ।
চমকি চমকি মুখ রহলিহুঁ গোরী ॥
ফাগু দেওল হরি লোচন-ওর ।
মুদল ধনী তুহুঁ লোচন-চকোর ॥
অধরহিঁ চুম্বন করু কত কান ।
গোবিন্দ দাস তুহুঁক গুণ গান ॥ ১৪৭২ ॥

(৪)

তত্র ধামালী । গুর্জ্জরী ।

রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল ।
অরুণিত মরকত অরুণিত হেমযুত
ঐছন মূরতি রসাল ॥ ধ্রু ॥
অরুণাম্বর বর শোহে কলেবর
অরুণ মোতি মণি-মাল ।
নটপটি পাগ উপরে শিখি-চন্দ্রক
ওঢ়নী রঙ্গ গোলাল ॥
তুহুঁ করে আবির তুহুঁ অঙ্গে ডারত
পিচকারী রঙ্গে পাখাল ।

অরুণিত যমুনা- পুলিন কুঞ্জবন
অরুণিত যুবতী-জাল ॥
অরুণিত তরুকুল অরুণ লতা ফুল
অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত সারী শুক শিখী কোকিল
উদ্ধব ভণিত রসাল ॥ ১৪৭৩॥

(৫)

মায়ূর। তেওট।

বৃন্দাবনে ধূম পড়ল রঙ্গ হোরি।
ফাঙ্গ-রঙ্গে রঙ্গিণী নওল কিশোরী ॥ ধ্রু ॥
রাধা সঙ্গে সবহুঁ সখীগণ মেলি
করে লেই ভরি পিচকারী।
সমুখহিঁ শ্যাম- সুন্দর-মুখ হেরি হেরি
পুন পুন দেওত ডারি ॥
সুবল সখা সনে রোখি শ্যাম পুন
হেরি সুন্দর মুখ গোরী।
পিচকা রঙ্গ অঙ্গে ঘন বরিখত
মুছত আঁখি মুখ মোরি ॥
সহচর সহচরী মুটকি মুটকি ভরি
বিবিধ গন্ধ রঙ্গ ঘোরি।
দেয়ত যোগাই রাই শ্যাম খেলত
উদ্ধব দাস মন ভোরি ॥ ১৪৭৪ ॥

(৬)

তথা রাগ।

দেখ শ্যাম গোরী সখী মেলি।

আবিরে অরুণ পিচকারী ঘন

হোয়ল তুমুল খেলি॥ ধ্রু॥

সখা সুবল করিয়া সঙ্গ।

জয় জয় বলি দেই করতালী

হাসি হাসি রস-রঙ্গ॥

সখী ললিতা বিশাখা সাথে।

হাসি খল খল জিতলুঁ জিতলুঁ

বলে পিচকারী হাতে॥

রস-শেখর রসিকা নারী।

শ্রম-জল দুহুঁ বয়ান ভরল

এ উদ্ধব বলিহারি॥ ১৪৭৫॥

(৭)

শ্রীরাগ।

শ্রম-জলে ঢর ঢর দুহুঁক কলেবর

ভিগল অরুণিম বাস।

রতন-বেদী পর বৈঠল দুহুঁ জন

খরতর বহই নিশ্বাস॥

আনন্দ কহই না যায়।

চামর করে কোই বীজন বীজই

কোই বারি লেই ধায়॥ ধ্রু॥

চরণ পাখালই তাম্বূল যোগায়ই
কোই মোছায়ই ঘাম।
ঐছন দুহুঁ তনু শীতল করল জনু
কুবলয় চম্পক-দাম॥
আর সহচরীগণে বহুবিধ সেবনে
শ্রম-জল কয়লহিঁ দূর।
আনন্দ-সায়রে দুহুঁ মুখ হেরই
গোবর্দ্ধন হিয়া পূর॥ ১৪৭৬॥

(৮)

তত্রানুরাগাভিসারোৎকণ্ঠা।

তথা রাগ।

কি করব এ সখি মন্দির মাহ।
ইহ মধু-যামিনী সব ব্রজ-কামিনী
বৃন্দা-বিপিনহিঁ যাহ॥ ধ্রু॥
হোরি-রঙ্গ- তরঙ্গিত শ্যামর
বিহরই কালিন্দী-তীর।
সোঙরি সোঙরি মন করত উচাটন
যতনে না হোয়ত থির॥
কি করব গুরুজন পরিজন দুরজন
ইহ সব বড়ই তেহার।
সহচরী রঙ্গহিঁ পরম নিশঙ্কহিঁ
কানু সঞে করব বিহার॥

মৃগ-মদ চন্দন কুঙ্কুম হারগণ
যতনে ঝাঁপি লেহ হাত।
তাম্বূল কপূরযুত লেই চলহ দ্রুত
গোবর্দ্ধন চলু সাথ ॥ ১৪৭৭ ॥

(৯)

কামোদ।

ঋতুপতি-যামিনী কালিন্দী-তীর।
বিকসিত ফুলচয় কুঞ্জ-কুটীর ॥
কোকিল-কুল পঞ্চম করু গান।
গুঞ্জরি চঞ্চরী করু মধু পান ॥
চান্দনী রজনী উজোরল তায়।
সুমলয় পবন বহই মৃদু বায় ॥
ঐছন সময়ে বিহরে মঝু নাহ।
কি করব অব হাম মন্দির মাহ ॥
সো সুখ যব্ মঝু উপজয়ে চিত।
অতি উতকণ্ঠিত না মানয়ে ভীত ॥
কতয়ে মনোরথ মন মাহা হোয়।
যৈছন রভসে মিলব পিয়া মোয় ॥
তুরিতে চলহ সখি পূরব আশ।
সঙ্গেহিঁ চলব গোবর্দ্ধন দাস ॥ ১৪৭৮ ॥

(১০)

বসন্ত।

পদ্মা সখী সহ　　আওল শুনলুঁ
খেলব নাহক সাথ।
বংশীবট-তট　　মিলন ভেল বুঝি
ফাগু-যন্ত্র করি হাত॥
সজনি! ইহ দারুণ পরমাদ।
ঐছন ভাতি　　রচন করি চল সখি
যাই করিয়ে সব বাদ॥ ধ্রু॥
ভদ্রা শ্যামলয়া　　সহ মিলব
যূথে যূথে এক হোই।
সবে মিলি ফাগু　　তিমির করি বেঢ়ব
লখই না পারই কোই॥
ঐছনে কানু　　লেই সবে আওব
তুরিতহিঁ নিধুবন পাশ।
গোবর্দ্ধন কহ　　আনন্দে খেলহ
পদ্মা পাউ নৈরাশ॥ ১৪৭৯॥

(১১)

শ্রীরাগ।

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে　　ঋতুপতি বিহরণে
তরু লতা প্রফুল্লিত সব।
ফল ফুলে নম্র ডাল　　পুষ্পোদ্যান শোভা ভাল
কোকিল-ভ্রমর-শিখি-রব॥

হোরি-রঙ্গে উনমত নানা যন্ত্র চমৎকৃত
গায় বায় বিলসয়ে শ্যাম।
রাই নিজ গৃহে থাকি অনুরাগে ডগমগি
গমন-ইচ্ছুক সোই ঠাম॥
সখী সঙ্গে বিনোদিনী কান্তি জিনি সৌদামিনী
তাহে চিত্র অরুণ বসন।
যৈছে চলে পূর্ণচন্দ্র সঙ্গে লৈয়া তারাবৃন্দ
তৈছে ধনী যায় কুঞ্জবন॥
বহুবিধ যন্ত্র সঙ্গে কুঙ্কুম আবির রঙ্গে
নৃত্য গীতে সবার উল্লাস।
মিলল নাগর সঙ্গে আরম্ভিলা খেলা রঙ্গে
নিরখই গোবর্দ্ধন দাস॥ ১৪৮০॥

(১২)

বিহাগড়া।

বিহরে শ্যাম নবীন কাম
নবীন বৃন্দা-বিপিন ধাম
সঙ্গে নবীন নাগরীগণ
নব ঋতুপতি-রাতিয়া।
নবীন গান নবীন তান
নবীন নবীন ধরই মান
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি
নবীন নবীন ভাতিয়া॥

ঈষত সরস মধুর ভাষ
সরস পরশে করু বিলাস
রসবতী ধনী রস-শিরোমণি
সরস রভসে মাতিয়া।
সরস কুসুম সরস সুষম
সরস কাননে ভেলি ভূষণ
রসে উনমত ঝঙ্কতি কত
সরস ভ্রমর-পাঁতিয়া॥
মধুর কেলি মধুর মেলি
মধুর মধুর করয়ে খেলি
মধুর যুবতী মাঝে মধুর
শ্যাম-গোরী-কাঁতিয়া।
কিবা সে দুহুঁক বদন-ইন্দু
তাহে শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু
আনন্দে মগন দাস গোবর্দ্ধন
হেরিয়া ভরল ছাতিয়া॥ ১৪৮১॥

(১৩)

বসন্ত।

যূথহিঁ যূথ রমণীগণ মাঝ।
বিহরই নাগরী নাগর-রাজ॥
বরিখত চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্ক।
নাচত গাওত পরম নিশঙ্ক॥

ঋতুপতি রয়নী উজোরল চন্দ।
পরিমল ভরি বহ মারুত মন্দ ॥
বাওত কত কত যন্ত্র রসাল।
কত কত ভাতি ধরয়ে করে তাল ॥
সারী শুক শিখিকুল কোকিল রাব।
সৌরভে মধুকর মধুকরী ধাব ॥
অপরূপ তুহুঁ জন অতনু-বিলাস।
গোবর্দ্ধন হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ১৪৮২ ॥

বসন্ত-বিহার (১)।

(১)

তত্র শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রঃ।

বসন্ত।

মধু-ঋতু বিহরই গৌর কিশোর।
গদাধর-মুখ হেরি আনন্দে নরহরি
পূরুব প্রেমে ভেল ভোর ॥
নবীন লতা নব পল্লব তরুকুল
নওল নবদ্বীপ ধাম।
ফুল্ল কুসুমচয় ঝঙ্কৃত মধুকর
সুখদ এ ঋতুপতি নাম ॥

মুকুলিত চূত গহন অতি সুললিত
কোকিল-কাকলী-রাব।
সুরধুনী-তীর সমীর সুগন্ধিত
ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥
মনমথ রাজ সাজ লেই ফিরয়ে
বন-ফুল-ফল অতি শোভা।
সময় বসন্ত নদীয়া-পুরন্দর
উদ্ধব দাস মনোলোভা॥ ১৪৮৩॥

(২)

অভিসার।

ধানশী।

সাজল রসবতী সহচরী সঙ্গ।
মনমথ-সমর মনহিঁ মন রঙ্গ॥
কালিন্দী-কূলে নিকুঞ্জক মাঝ।
রঙ্গভূমি অতি সুললিত সাজ॥
ঋতুপতি চমূ-পতি নব পরবেশ।
আওল বিপিনে রচন করি বেশ॥
মদন-কুঞ্জ মাহা শ্যাম রণ-বীর।
সাজলি তহিঁ ধনী সমরে সুধীর॥
ঐছনে হেরইতে কাম্মুক পাশ।
কহইতে আওল বলরাম দাস॥ ১৪৮৪॥

(৩)

দূত্যুক্তিঃ।

গান্ধার।

যাকর মাঝ হেরি মৃগ-রাজ।
ভঁয়ে পৈঠল গিরি-কন্দর মাঝ॥
শুনইতে সচকিত সবহুঁ মাতঙ্গ।
চরণহিঁ সোঁপল নিজ গতি-ভঙ্গ॥
আনি দেই নিজ লোচন-ভঙ্গী।
বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥
মঙ্গল-কলস পয়োধর জোর।
তঁহি নব পল্লব অধর উজোর॥
চৌদিশে মধুকর মন্ত্র উচার।
ঋতুপতি যোধে ভেল আগুসার॥
একলি চড়লি মনোরথ মাহ।
দৃঢ় করি কঞ্চুক কয়ল সন্নাহ॥
অব কি করব হরি করহ বিচারি।
তুয়া পর সুন্দরী সাজল ধারি॥ ধ্রু॥
লোচন বাণ করল শরজাল।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ার॥
যব্ করে পরশল কুসুমক চাপ।
তব্ ধরি ম্ঝু হিয়া থরহরি কাঁপ॥

কুসুম-বিশিখ যব্ লেওব হাত।
পড়ব কুসুম-শর বজর বিঘাত॥
বিধুমুখী নিধুবন-সমরে সুধীর।
যতনে পাওল ঋতুপতি বীর॥
সোই করব তহিঁ বীরক দাপ।
তাকর কোন সহব পরতাপ॥
সো যব আওব রঙ্গক ঠাম।
কহ বলরাম কি হয়ে পরিণাম॥ ১৪৮৫॥

(৪)

অস্যোত্তরং যথা।

ধানশী।

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর।
ভেটব সমরে ধীর সখী তোর॥
সঙ্গর-রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ।
আগে তুহুঁ সরবি সরব হাম পাছ॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ নাহি ডরবি।
হামারি বীরপণ দেখি কিয়ে মরবি॥ ধ্রু॥
সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গ নহ কোই।
ত্রিভুবন-শোহন মোহন হোই॥
ঋতুপতি কোটি ছোটি করি জান।
মনমথ-কোটি-মথন হাম কান॥
কি করব মধুকর মন্ত্র উচার।
শ্যাম-ভ্রমর যাঁহা কমল বিহার॥

অবলা কি করব রণ বল-ক্ষীণা।
সহচরীগণ রণ-যুকতি-বিহীনা॥
কিয়ে ছিয়ে ফুল-ধনু কুসুমক বাণ।
হিয়ে মণি-কিরণহিঁ করব মৈলান॥
ভাঙ চাপ মঝু বিশিখ কটাখ।
বরিখণে জর জর করবহিঁ তাক॥
ভুজযুগ-বল্লী-পাশে করি বন্ধ।
গিরব গিরায়ব কতহুঁ করি ছন্দ॥
সো ধনী কয়ল যো কঞ্চুক সন্না।
নখর-কৃপাণে হাম করব বিভিন্না॥
নিরদয় হৃদয়-কপাটক চাপে।
লঙ্ঘিব কুচ-গিরি আপন প্রতাপে॥
রণ-রথ জঘন করব অবলম্ব।
যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥
নবপল্লব জিনি অধর সুরাতে।
করব বিখণ্ডন রদন-বিঘাতে॥
তব্ যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে।
ঐছন যুকতি করব হাম চিতে॥
সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে।
প্রাণ-পারিজাত সোঁপব চরণে॥
তুহুঁ পদ সেবন হিয়ে অভিলাষ।
বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উল্লাস॥ ১৪৮৬॥

(৫)

কামোদ।

সাজল শ্যাম　　　　　সুরত-রণ-পণ্ডিত
করে করি কুসুম-কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে　　　　　কতহুঁ কত মধুকর
জিতল মনমথ-বাণ॥
ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে।
বেশ বিলাস　　　　　রসময় মাধুরী
কামিনী-লোচন-ফান্দে॥ ধ্রু॥
চুয়া চন্দন　　　　　অগোর বিলেপন
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমর-শমিত কেশ　　　　　বেশ করু বন্ধন
বরিহা চারু চরিত্রে॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী　　　　　ঝনঝন রণরণি
রতি-রণ-বাজন বাজে।
জ্ঞান দাস কহ　　　　　রসিক-শিরোমণি
সাজল রমণী সমাজে॥ ১৪৮৭॥

(৬)

বিহাগড়া।

তুহুঁ তুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল মেলি।
লখই না পারি কলহ কিয়ে কেলি॥
গদ গদ বচন কহই নাহি পারি।
যৈছন রোখে অবশ রহু থারি॥

ভাঙ-ধনুয়া পর করই সন্ধান।
মরমহিঁ হানল মনমথ-বাণ ॥
ঋতুপতি সমতি সৈনপতি রাজ।
আগহিঁ ভেজল সমরক সাজ ॥
মুকুলিত চূত অশোক বকফুল।
ভৈ গেল সবহুঁ বিশিখ সমতুল ॥
তাহে মলয়ানিল ভেল অনুকূল।
বাওই রণ-বাজন দ্বিজকুল ॥
অপরূপ রঙ্গভূমি বন মাঝ।
পৈঠল তুহুঁ জন সমর সমাজ ॥
রতি-রণ-বীরক নয়ন-শরজালে।
ভাগল সহচরী দূরহিঁ নেহালে ॥
ভুজে ভুজে তুহুঁ জন বন্ধন ছন্দ।
বলরাম দাস কহে লাগল ধন্ধ ॥ ১৪৮৮ ॥

(৭)

কেদার।

রাধা-মাধব কুঞ্জহিঁ পৈঠল
রতি-রণ-রঙ্গ রসালা।
রণ-বাজন ঘন কোকিল-কলরব
ঝঙ্করু মধুকর-মালা ॥

সজনি। হেরি তুহুঁ দিঠি ঝাঁপ।

মনমথ-সমরে   কুসুম-শর কো কহু

সোঙরি সোঙরি জীউ কাঁপ ॥ ধ্রু ॥

পহিলহিঁ রাই   নয়ান-শরে হানল

আকুল কুঞ্জক রাজ।

ভুজযুগ বরুণ-   পাশে ধরি বান্ধল

নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ ॥

রোখলি রাই   তহিঁ পুন হরি-উরে

কুচ-কাঞ্চন-গিরি হান।

সো গিরিধর বর   নখরে বিদারল

বিচলিত মানিনী-মান ॥

শ্রম-ভরে তুহুঁ তুহুঁ   অধর-মধু পিবই

তুহুঁ গুণ তুহুঁ পরশংস।

তুহুঁ তুহুঁ গণ্ড-   মুকুরে নিজ ছাহ হেরি

ভরমহিঁ তুহুঁ করু দংশ ॥

সিন্দুর-দহন-   বাণ হেরি মাধব

মৃগমদ-জলদে নিঝাউ।

পিঞ্ছ-মুকুট ভয়ে   বেণী-ভুজঙ্গিনী

বিলুঠই মহী গড়ি যাউ ॥

মাতল মদন-   রাজ-মদ-কুঞ্জর

অলক-অঙ্কুশ নাহি মান।

তোড়ল নীবি-বন্ধ গীমকর বন্ধন
নিজ পর দুহুঁ নাহি জান॥
রতি-রণ তুমুল পুলককুল-সঙ্কুল
ঘন ঘন মঞ্জীর বোল।
নিজ মদে মদন পরাভব পাওল
কুণ্ডল গণ্ডহিঁ লোল॥
অনুখণ কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্করু
রতি-জয়-মঙ্গল-তূর।
মনমথ-কেতু মকর-গতি যাওত
গোবিন্দ দাস কহ ফুর॥ ১৪৮৯॥

(৮)

তথা রাগ।

রাধা মাধব কুঞ্জ-গৃহে।
হেরইতে রূপ মদন-মন মোহে॥
দুহুঁ জন বৈঠি কহয়ে রস-ভাষ।
শ্রম-জলে দুহুঁক ভিগল দ্বয়বাস॥ ১৪৯০॥

বসন্ত-বিহার (২)।

(১)

বসন্ত।

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি।
কুসুম-ভরে কত অবনত শাখী॥
তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড়্ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ॥
বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলিত রুলম্ব॥
কাঁহা কাঁহা সারস-হংস-নিসান।
কাঁহা কাঁহা দাত্যুরী উনমত গান॥
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে ময়ুর॥
গোবিন্দ দাস কহ অপরূপ ভাতি।
চৌদিকে বেঢ়ল কুসুমক পাঁতি॥ ১৪৯১॥

(২)

পঠমঞ্জরী।

কুসুম-ভরে নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকরী মধুকর বোল॥

তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়।
দুহুঁ জন আরতি চন্দন বায়॥
পূর্ণমিক রাতি মোহন ঋতুরাজ।
বৈদগধী বিদগধ মিলল সমাজ॥
নাহ নীলমণি-বরণ সুঠাম।
রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি।
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরী॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রূপ বলিহারি বলরাম দাস॥ ১৪৯২॥

(৩)

তথা রাগ।

অপরূপ নব মধুমাস।
চৌদিগে কুসুম রিকাশ॥
নিধুবনে মধুকর রোল।
পিককুল পঞ্চম বোল॥
নাহ রসিকবর রায়।
রসবতী মিললি তায়॥
উপজল রস-পরসঙ্গ।
মোহন দেখত রঙ্গ॥ ১৪৯৩॥

———

বসন্ত-বিহার (৩)।

(১)

বসন্ত।

মলয়জ পবন- পরশে পিক কুহরই
শুনি উলসিত ব্রজ-নারী।
উলসিত পুলকিত সবহুঁ লতা তরু
মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চূত দূত ভেল ষট্‌পদ
শবদহিঁ দেওল বাধাই।
সন্ত বসন্ত পূজায়ল ঘরে ঘরে
জগ-জনে আনন্দ বাঢ়াই॥
চাতক পাত্র কপোত শিখণ্ডক
ডুহুঁজন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর সন্ত বিহঙ্গ শুক-মুখে
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥
কুঞ্জ লতা পর সাজল ঋতুপতি
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশল রাসস্থল ঝলমল
কানু শুনল নিজ কাণে॥

মাধবী মধুমতী বিমল চন্দ্রমুখী
সবাকারে কহসি বুঝাই।
রস-পরধান নারী যাঁহা বৈঠয়ে
সুন্দরী রসবতী রাই॥
ইহ মধু বচন শুনিয়া রসদায়িনী
দূতী চললি উল্লাসে।
গুরুয়া গমনেতে চলিতে না দেখে পথে
সবহুঁ কহল ধনী পাশে॥
শুনহ বচন মোর কানু পাঠাওল
মোহে কহলি নিজ কাজে।
শ্যাম সুঘড় নাগর রস-শেখর
রাস করব বন মাঝে॥
দূতীক বোলে দোলে ঘন অন্তর
আনন্দে ঝরে দুই আঁখি।
রাধা সুমুখী সফল তনু মানই
পুন পুন কহ চল দেখি॥
যতনহুঁ আননে আন নাহি বোলয়ে
স্বপনে নাহি আন ভাণ।
রাতি দিবস ধনী আন না ভাবই
নয়ানে না হেরই আন॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন কেশর ভরি
কুচযুগ শোভিত হারে।

বেশ বনাওল　　যো যাঁহা সাজল
ঐছন চলল বিহারে ॥
রঙ্গিণী সঙ্গে　　চললি ধনী সুন্দরী
সঙ্গীত সঞ্চরু লাই।
নব অনুরাগে　　জাগি রূপ অন্তরে
সবে মেলি শ্যামর গাই ॥
সব নব নাগরী　　বর-রসে আগরী
রস-ভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্ব-ভরে　　অঙ্গ করে টলমল
হেরইতে কত মনোহারী ॥
দুহুঁক দুলহ দুহুঁ　　দরশনে পহিলহিঁ
আধ নয়ন-অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত　　ঈষদবলোকিত
বাঢ়ল কতই আনন্দ ॥
পহিলহিঁ হাস　　সম্ভাষ মধুর দিঠে
পরশিতে প্রেম-তরঙ্গ।
কেলি-কলা কত　　দুহুঁ রসে উনমত
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান　　ঢুলাঢুলি উরে উরে
অধর অমিয়া-রস নেল।
রাস-বিলাস　　শ্বাস বহ ঘন ঘন
ঘামে তিলক বহি গেল ॥

বিগলিত কেশ কুসুম শিখি-চন্দ্রক

বেশ ভূষণ ভেল আন।

দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল

দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥

ধনি বৃন্দাবন ধনি রঙ্গিণীগণ

ধনি রাস-রসময় কান।

ধনি ধনি সরস কলারস ঋতুপতি

জ্ঞান-দাস গুণ গান॥ ১৪৯৪॥

(২)

ভূপালী।

বিদগধ নাগরী নাগর রসিয়া।

মধুকর মধু পিয়ে কমলিনী পশিয়া॥

বাঢ়ল রসসিন্ধু দুহেঁ এক হিয়া।

কালা মেঘে ঝাঁপল কুমুদ-বন্ধুয়া॥

রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস।

দুহুঁ দোঁহা মুখ হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস॥

পূর্ণমিক-চাঁদ-মুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু।

অনঙ্গ লাবণ্য-ফুলে পূজল ইন্দু॥

বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।

রতি-রস-শ্রমে বহে দীঘ নিশ্বাস॥

আলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান।

জ্ঞান কহে চান্দে কিয়ে চান্দের মিলান॥১৪৯৫॥

বাসন্তী রাসলীলা (১)।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

(১)

ধানশী বা বসন্ত।

নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ।
কলি-তিমির ঘোর গোরাচাঁদে উজোর
পারিষদ-তারাগণ মাঝ ॥ ধ্রু ॥
কীর্ত্তনে ঢর ঢর অঙ্গ ধূলি-ধূসর
হালত ভাব-তরঙ্গে।
করে করতাল ধরি বোলত হরি হরি
ক্ষণে ক্ষণে রহই ত্রিভঙ্গে ॥
বামে প্রিয় গদাধর কান্ধের উপরে তার
সুবলিত বাহু আজানে।
সোঙরি বৃন্দাবন আকুল অনুক্ষণ
ধারা বহে অরুণ নয়ানে ॥
আঁখি-যুগ ঝর ঝর যেন নব জলধর
দশন বিজুরী জিনি ছটা।
বাসুদেব ঘোষ গীতে কলি-জীব উদ্ধারিতে
বরিখল হরিনাম-ঘটা ॥ ১৪৯৬ ॥

(২)

সুহই।

মধু-ঋতু-যামিনী সুরধুনী-তীর।
উজোর সুধাকর মলয় সমীর॥
সহচর সঙ্গে গৌর নট-রাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন মাঝ॥
খোল করতাল-ধ্বনি নটন-হিলোল।
ভুজ তুলি ঘন ঘন হরি হরি বোল॥
নরহরি গদাধর বিহরই সঙ্গ।
নাচত গাওত কতহুঁ বিভঙ্গ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
নয়নানন্দ পহুঁ করয়ে বিলাস॥ ১৪৯৭॥

(৩)

অভিসারিকা।

ভূপালী।

চান্দ-বদনী ধনী করু অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রসের পসার॥
মধু-ঋতু রজনী উজোরল চন্দ।
সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ॥
কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ॥
নূপুর চরণে বাজয়ে রুণু ঝুনু।
মদন-বিজয়ী বাণ হাতে ফুল-ধনু॥

বৃন্দা-বিপিনে ভেটল শ্যাম রায়।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়॥
ধনী-মুখ হেরি মুগধ ভেল কান।
বৈঠল তরুতলে দুহুঁ এক ঠাম॥
পূরল দুহুঁক মরম-অভিলাষ।
আনন্দে হেরত বলরাম দাস॥ ১৪৯৮॥

(৪)

কামোদ।

সরস বসন্ত সময় বন শোহন
মোহন মোহিনী সঙ্গ।
অপরূপ রাস- বিলাসহিঁ নিমগন
দুহুঁ দুহুঁ অঙ্গহিঁ অঙ্গ॥
দেখ সখি! রাস-বিলাস।
কত কত যন্ত্র তন্ত্র সঞারত
কতহুঁ রাগ পরকাশ॥ ধ্রু॥
যূথহিঁ যূথ মিলি সব কামিনী
যামিনী বিলসই ভাল।
নাচত রঙ্গিণী প্রেম-তরঙ্গিণী
গাওত মদনগোপাল॥
বাওয়ে উপাঙ্গ ডম্ফ স্বর-মণ্ডল
কঙ্কণ কিঙ্কিণী রোল।
বহুবিধ তাল মান ধরু করতলে
অনন্ত আনন্দ হিলোল॥ ১৪৯৯॥ *

(৫)

কেদার।

ফুটল কুসুম অলিক মেলি।
কুহরে কোকিল বরিহা কেলি ॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে ॥
দেখ রি সখি কুঞ্জ মাঝ।
শ্যাম নায়র নায়রী সাজ ॥
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গাওত বাওত অখণ্ড মান ॥
তাতা দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ।
সরশ পরশ অঙ্গ অঙ্গ ॥
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ।
তাহে কতহুঁ নয়ন-ভঙ্গ ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ।
অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠ ॥
হিয়ে হীর-হার আলস লোল।
চরণে মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বোল ॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞান দাস চিত-বিলাস ॥ ১৫০০ ॥

(৬)

ভাটিয়ারী।

বৃন্দা-বিপিনে বিহরই মাধবী মাধব সঙ্গিয়া।

দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন   গাওত সুললিত

চলত নর্ত্তন-গতি ভাতিয়া ॥ ধ্রু ॥

শ্রবণ-যুগলে   কুণ্ডল শোহই

নব কিশলয় তোড়িয়া।

দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ   ভুজ শোহই

চুম্বই মুখ শশী মোড়িয়া ॥

মত্ত কোকিল   মুরলী তাহে বাওত

নাচত শিখিগণ মাতিয়া।

তেজি মকরন্দ   ধাই বেঢ়ল

মুখর মধুকর-পাঁতিয়া ॥

সকল সখীগণ   কুসুম বরিষণ

আনন্দে ও রসে ভাসিয়া।

দাস গোবিন্দ   কবহিঁ হেরব

ও রস-সায়রে গাহিয়া ॥ ১৫০১ ॥

(৭)

বিহাগড়া।

মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি।

মধুর-কুসুম-মধু মাতি ॥

মধুর বৃন্দাবন মাঝ।

মধুর মধুর রসরাজ ॥

মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রস-রঙ্গ ॥
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন গতি-ভঙ্গ।
মধুর নটিনী নট-রঙ্গ ॥
মধুর মধুর রস-গান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৫০২ ॥

(৮)

বসন্ত।

ঋতুপতি-রাতি রসিকবর-রাজ।
রসময় রাস-রভস রস মাঝ ॥
রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই।
রাস-রসিক সহ রস অবগাই ॥
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গহিঁ নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতি-রত রাগিণী-রমণ বসন্ত ॥
রটতি রবাব মহতী কপিনাস।
রাধারমণ করু মুরলী-বিলাস ॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান ॥ ১৫০৩ ॥

(৯)

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমি দ্রিমিয়া।

নটতি কলাবতী   শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥

ডগমগ ডম্ফ   দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।

কিঙ্কিণী রণরণি   বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥

বীণ রবাব   মুরজ স্বর-মণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।

ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি   মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বর-মণ্ডল একু রাব॥

শ্রম-ভরে গলিত   ললিত কবরী-যুত
মালতী-মাল বিথারল মোতি।

সময় বসন্ত   রাস-রস-বর্ণন
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি॥১৫০৪॥

(১০)

ভূপালী।

রাস-বিলাসে মুগধ নটরাজ।
যূথহিঁ যূথ রমণীগণ মাঝ॥

চুম্বয়ে রময়ে সবহুঁ সম-ভাব।
হেরইতে সুবদনী ভেল বিভাব॥
কোপে কমল-মুখী করল পয়ান।
বৈঠলি তিমির-কুঞ্জে করি মান॥
মণ্ডলী ছোড়ি রাই যব্ গেল।
হেরি নাগর-বর চমকিত ভেল॥
আকুল গোকুল-বল্লভ কান।
ছোড়ি সব রঙ্গিণী করল পয়ান॥
বিলপই মনমথ-বাণে ভই ক্ষীণ।
ঢুঁড়ই সবহুঁ কুঞ্জে মতিহীন॥
রাই না পাই যাই এক কুঞ্জ।
রোয়ত যৈছন মধুকর গুঞ্জ॥
কাঁহা গেও বিধু-মুখী কহি পুন রোয়।
পুন কিয়ে সো ধনী মিলব মোয়॥
বিলপই রোয়ই সো রস-রঙ্গিয়া।
আকুল উদ্ধব দাসক সঙ্গিয়া॥১৫০৫॥

(১১)

গুর্জ্জরী।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূ-নিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতি-ভয়েন॥
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব॥ ধ্রু॥

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ॥
চিন্তয়ামি তদাননং কুটিল-ভ্রু কোপ-ভরেণ।
শোণ-পদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ॥
তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥
তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।
তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি॥
দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।
কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি॥
ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী-রমণেন ॥১৫০৬॥

(১২)

তথা রাগ।

কবে হেন হবে কি আমারে।
এ নয়ানে দেখিব রাইয়েরে॥
ললিতা-অঙ্গুলী করে ধরি।
অভিসার করব সুন্দরী॥
সে বদন-চান্দের মাধুরী।
সে হাস্য সে বিনোদ চাতুরী॥

সে নয়ন-কোণের চাহনি।
মৃদু হাস্য মুখ মোড়ায়নি॥
বলয়া-কিঙ্কিণী-ধ্বনি শুনি।
মদনকে জাগায় মোহিনী॥
তাহা আমি শুনিব কি কাণে।
চমক পাইবে মোর মনে॥
এ যদুনন্দন দাস ভণে।
রাই বিনু না রহে জীবনে॥১৫০৭॥

(১৩)

তথা রাগ।

হেনই সময়ে এক সখী।
নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাই দেখি॥
কহে আসি বিনোদ নাগরে।
দেখ রাই কুঞ্জের ভিতরে॥
শুনিয়া চমকি উঠে কান।
সখী সঙ্গে করল পয়ান॥
যাঁহা বসি রাধিকা সুন্দরী।
সমুখে কহয়ে কর যোড়ি॥
ক্ষম ধনি মঝু অপরাধ।
হেন প্রেমে না করহ বাদ॥
হাম তুয়া অনুগত কান।
কাহে করসি মোহে মান॥

এত কহি চরণে ধরিয়া।
সাধয়ে অবনী লোটাইয়া ॥
কাতর দেখিয়া ধনী রাই।
করে কর ধরি মুখ চাই ॥
দূরে গেও মানিনী-মান।
এ যতুনন্দন গুণ গান ॥ ১৫০৮ ॥

(১৪)

ধানশী।

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু ॥
মান-জনিত তুখ সব দূরে গেল।
তুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি তুইজন ॥
নিকুঞ্জের মাঝে দোঁহার কেলি-বিলাস।
দূরেহিঁ দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস ॥১৫০৯॥

(১৫)

বিহাগড়া।

সরস বসন্ত   সুধাকর নিরমল
পরিমল বকুল রসাল।
রসের পসার   পসারল রসবতী
গাহক মদনগোপাল ॥

বৃন্দাবনে কেলি-কলা-নিধি কান।
হাস-বিলাস- মগন দিঠি মন্থর
হেরি মূরছয়ে পাঁচবাণ ॥ ধ্রু ॥
নব যুবরাজ পরশি তরল মণি
পুছই মূলকি বাত।
তরল-নয়ানী হাসি মুখ মোড়ই
ঠেলই হাতহিঁ হাত ॥
দুহুঁ রসে ভোর ওর নাহি পাওই
রস চাখই মদন দালাল।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস কৌতুক
দ্বিজ-কুল কহে ভালি ভাল ॥১৫১০॥

(১৬)

কেদার।

রজনী উজাগরি নাগর নাগরী
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয় রসভরে শ্যাম-নাগরের কোরে
অঙ্গ হেলি রহল নিঝুমে ॥
দেখ সখি ! অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম-নাগর-কোরে শুতিয়া রহল ধনী
কানু নেহারে মুখ-চান্দে ॥ ধ্রু ॥
কুঞ্চিত কুন্তল ভালে লাগিয়াছে
সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।

ফুয়ল কবরী আধ   বিনন পাটের জাদ
বীড় খসল কর বামে ॥
নীল বসন ভিগি   অঙ্গে লাগিয়াছে
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস।
যৈছে চান্দ-কলা   মেঘে গরাসল
নিরখই গোবিন্দ দাস ॥ ১৫১১ ॥

(১৭)

ললিত।

দেখ সখি! গোরী শুতল শ্যাম-কোর।
লাগল নীল   রতন কিয়ে কাঞ্চন
কুবলয় চম্পক জোর ॥
গোরী সুনাগরী   অধরে অধর ধরি
ঘুমায়ল বিদগধ চোর।
কনয়-কমলে অলি   মাতি রহল জনু
হিমকর শ্যাম চকোর ॥
পীন পয়োধর   তুঙ্গ মনোহর
রাতুল করযুগ সাজ।
উলটি কমল   বিকচ কিয়ে ঝাঁপল
কনয় ধরাধর-রাজ ॥
নাগরী গুরু উরে   নাগর বেঢ়ল
নাগরী-ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ।

জলদে বিজুরী যৈছে বেঢ়ল দুহুঁ তনু
গোবিন্দ দাস রহুঁ ধন্দ ॥১৫১২॥

(১৮)

রামকেলি।

হিমকর মলিন নলিনীগণ হাসউ
অরুণ-কিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোলে ভ্রমর-কুল আকুল
তেজত কুমুদিনী-কোর ॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চঙকি কহত শুক সারীক জোর ॥ ধ্রু ॥
কিশলয়-শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চন গোরী।
কিয়ে কুসুম-শর- তূণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতি-রসে ভোরি ॥
সহচরী ছোড়ি মন্দির জনু যাওত
জাগহুঁ সুন্দরি রাধে।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনইতে কাতর
কোন কয়ল রস-বাদে ॥ ১৫১৩ ॥

(১৯)

ললিত।

পদউধ কাক কোকিলের ডাক
জাগিলা যামিনী শেষ।

তুরিতে নাগরী　　গেলা নিজ ঘর
বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ ॥
অবশ আলিসে　　ঠেসানা বালিসে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ।
বসন ভূষণ　　হৈয়াছে বদল
তখনি উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী　　শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ ।
জানিলে এখন　　হইবে কেমন
বড় দেখি পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে　　শুন লো সুন্দরি
তুমি সে বড়ুয়ার বহূ ।
শ্যামের মোহন　　গুণের কারণ
রাখিতে না পারে কেহু ॥ ১৫১৪ ॥

ইত্যাদি বাসন্তী রাসলীলা (১)।

বাসন্তী রাসলীলা (২)।

বসন্ত-সময়োচিত-গীতং।

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্র।

তুড়ী।

নাচে রে নাচে রে নিতাই গৌর দ্বিজমণিয়া।

বামে প্রিয় গদাধর শ্রীবাস অদ্বৈত বর
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া॥ ধ্রু॥

বাজে খোল করতাল মধুর সঙ্গীত ভাল
গগন ভরিল হরি-ধ্বনিয়া।

চন্দন চর্চ্চিত গায় ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়
বন-মালা দোলে ভাল বনিয়া॥

গলে শুভ্র উপবীত রূপ কোটি কামজিত
চরণে নূপুর রণরণিয়া।

দুই ভাই নাচিয়া যায় সহচরগণ গায়
গদাধর-অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া॥

পূরুব রভস-লীলা   এবে পহুঁ প্রকাশিলা
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া।
বিহরে গঙ্গার তীরে   সেই ধীর-সমীরে
বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া ॥ ১৫১৫ ॥

(২)

কল্যাণী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর নাচে।
শিব বিরিঞ্চির   অগোচর প্রেম
বিভোর হইয়া যাচে ॥ ধ্রু ॥
রসের আবেশে   অঙ্গ ঢর ঢর
চলিতে আলাঞা পড়ে।
সোণার বরণ   ননীর পুতলী
ভূমে গড়াগড়ি বুলে ॥
শুনিয়া পূরুব   নিজ বৈভব
বৃন্দাবন-রসলীলা।
কীর্ত্তন-আবেশে   প্রেম-সিন্ধু মাঝে
ডুবিলা শচীর বালা ॥
হেন অবতারে   যে জন বঞ্চিত
তারে করু কৃপা-লেশে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য   ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥ ১৫১৬ ॥

(৩)

অভিসারিকা ।

ভূপালী।

নব মধুমাস কুসুমময় গন্ধ।
রজনী উজোরল গগনহিঁ চন্দ ॥
মলয়-পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি ॥
ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই।
সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই ॥
তবহিঁ চললি ধনী কালিন্দী-তীর।
অপরূপ শোভন ধীর-সমীর ॥
সখীগণ সহ তঁহি মিলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান ॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞান দাস কহ দুহুঁক বিলাস ॥ ১৫১৭ ॥

(৪)

ধানশী।

মধুর যামিনী কাম কামিনী
বিহরে কালিন্দী-তীর।
কোকিলা কুহরত ভ্রমরা ঝঙ্কৃত
বদত কীর সুধীর ॥

রাধা মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরী নাচয়ে ফিরি ফিরি
গাওয়ে রস-পরসঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
করহিঁ বন্ধন ঝমকে কঙ্কণ
চরণে মঞ্জীর রোল।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজয়ে কিনি কিনি
গণ্ডে কুণ্ডল দোল ॥
রাই নাচত কতহুঁ রসভৃত
কানু কত কত গাওই।
সবহুঁ সখী মেলি রচয়ে মণ্ডলী
জ্ঞান দাস মতি ভাওই ॥ ১৫১৮ ॥

(৫)

কেদার।

রাধা মাধব সঙ্গ।
বিহরয়ে প্রেম-তরঙ্গ ॥
চৌদিগে সহচরী মেলি।
মণ্ডলী করি করু কেলি ॥
করহিঁ করহিঁ বন্ধান।
মাঝহিঁ রাধা কান ॥
বহুবিধ রাগিণী ছন্দ।
গাওত কতহুঁ পরবন্ধ ॥

কত কত যন্ত্র রসাল।
ভেদ পবন ধরু তাল॥
অপরূপ রাস-বিলাস।
কহ জগমোহন দাস॥ ১৫১৯॥

(৬)

কানড়া।

জিনি কাদম্বিনী আড়ম্বিনী পটা।
সম্পায়ন কম্পা ঝম্পিত চম্পা
কম্পিত বিম্বাধর কিম্বা অণ্ডজ
ডিম্বালয় সম্বিত ছটা॥ ধ্রু॥
ইন্দু বদন সিন্ধু অমিয়াময়
বিন্দু বিমল সিন্দূর রুচিচয়
চন্দন বন্দন কেশর বেশর
বর মোতিম-ঠটা॥
খঞ্জন-গতি-গঞ্জন লোচন
অচলয়-অঞ্জন-রঞ্জন
তনু-তাপ-বিভঞ্জন পদ-
মঞ্জীর ঝঞ্জন রটা।
শিবরাম ভণিয় তাগরধ্বগ্
নাগরধ্বগ্ তদ্ধি লিঙ্গ লিঙ্গ
লিঙ্গ লিঙ্গ মৃদঙ্গ রঙ্গিয়
ত্রিয় ভঙ্গিয় ঘটা॥ ১৫২০॥

(৭)

কেদার।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর।
প্রেমে নাচে আনন্দে বিভোর ॥
বাজত কত কত তান।
কত রস করতহিঁ গান ॥
গগনে মগন ভেল চন্দ।
ফিরয়ে দীপ-ধর ছন্দ ॥
অপরূপ দুহুঁক বিলাস।
কহ রাধামোহন দাস ॥ ১৫২১ ॥

(৮)

শ্রীরাগ।

বৃন্দাবন রম্য স্থান   কোটি চিন্তামণি-ধাম
রতন-মন্দির মনোহর।
আনন্দে কালিন্দী-জলে   রাজহংস কেলি করে
কনক কমল উতপল ॥
তার মধ্যে হেম-পীঠ   অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্ট সখী প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসন   বসিয়াছে দুই জন
শ্যাম গোরী সুন্দরী রাধিকা ॥
ও রূপ লাবণ্য-রাশি   অমিয়া পড়িছে খসি
হাস পরিহাস সম্ভাষণে।

নরোত্তম দাস কয় নিত্যানন্দ সুখময়
সদাই সোঙরুক মোর মনে ॥ ১৫২২ ॥

(৯)

পঠমঞ্জরী।

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ।
দুহেঁ দুহাঁ হেরি হেরি করু কত রঙ্গ ॥
নব মধুমাসে নিধুবন সাজ।
দুহুঁ মুখ মঞ্জুল কুঞ্জ বিরাজ ॥
রাধা-মাধব রতি-রস-কেলি।
বিদগধ নাগর বৈদগধী মেলি ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণ পুলক ভুজ-দণ্ড।
চুম্বনে লুবধল দুহুঁ জন গণ্ড ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ জন পিব।
উতপলে পূজত হেমক শিব ॥
আবৃত নায়রী আবৃত কান।
অতিরসে ভেল অবশ পাঁচ-বাণ ॥
দুহুঁ গুণ-রূপ-কলা-রস-সীম।
জ্ঞান দাস কহ দুহুঁক মহিম ॥ ১৫২৩ ॥

(১০)

কেদার।

রতি-রসে মাতল অতিশয় নাহ।
অমিয়া-সরোবরে দুহুঁ অবগাহ ॥

সহজে নিরঙ্কুশ নাগর-রাজ।
তাহে মনমথ-নৃপ-কৌতুক কাজ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে ঘন সীতকার।
অনুখণ কিঙ্কিণী করয়ে ফুকার॥
কর গহি রাখিও যুগল চকেবা।
দংশইতে সরসিজ বারব কেবা॥
কহ হরিবল্লভ সহচরী-কুলে।
দেখই সতত উলাসই ফুলে॥ ১৫২৪॥

(১১)

বিহাগড়া।

সুরত সমাপি   শুতল বর নাগর
পাণি রহল কুচ আপি।
কনক-শম্ভু যৈছে   পূজকে পূজাওল
নীল সরোরুহ ঝাঁপি॥
সখি হে! মাধব-কেলি-বিলাসে।
মালতী অলি-রমী   নাহ আগোরল
পুন রতি-রঙ্গক আশে॥ ধ্রু॥
বদন মিলাই   রহল মুখমণ্ডল
কমলে মিলই যৈছে চন্দা।
ভ্রমর চকোর দুহুঁ   রভসে মিলায়ই
পিবই অমিয়া মকরন্দা॥

নিশি-অবশেষে জাগি সব সব সখীগণ
বিচ্ছেদ-ভয়ে করু খেদ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস আরতি
দারুণ বিহি কৈল ভেদ॥ ১৫২৫॥

(১২)

তথা রাগ।

নওল কিশোর নওল নাগরিয়া।
আপন ভুজে শ্যাম-মুখ-মণ্ডল
শ্যাম-উরে নিজ উর ধরিয়া॥
করত বিনোদ তরণী তনয়া-তট
উগারে অমিয়া-রস ভরিয়া॥১৫২৬॥

ইত্যাদি বাসন্তী রাসলীলা।

অথ ফুলদোল।

---

(১)

তত্র শ্রীমহাপ্রভু।

তুড়ী।

ফুলবন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে॥
ঘন জয় জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা-গায়ে ফুল ফেলি মারে জনে জনে॥

প্রিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ।
ফুলের সময়ে গোরার হইল আনন্দ॥
গদাধর সঙ্গে পহুঁ করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ এই করল প্রকাশ॥ ১৫২৭॥

(২)

বরাড়ী।

বন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাহিঁ।
মারত বদন নেহারি কুসুম-শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহুঁ মরমক কেলি।
নওল কিশোর নওল বর নাগরী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ ধ্রু॥
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল বিদগধ-রাজে॥ ১৫২৮॥

(৩)

কল্যাণী।

ফুলক গেন্দু লেই সব সখীগণ
ডারয়ে শ্যামক অঙ্গে।

আওল শ্যাম সুঘড় রণ-পণ্ডিত
বটু সুবল করি সঙ্গে ॥
অপরূপ রাইক কেলি।
দূরহি তাকি গেন্দু ফেলি মারয়ে
শ্যাম-অঙ্গে সখী মেলি ॥ ধ্রু ॥
রোখলি তহিঁ রণ- রসিক-শিরোমণি
ফুল-ধনুক লেই হাত।
শত শত গেন্দু এক বেরি ডারয়ে
সবহুঁ সখীগণ মাথ ॥
যূথহিঁ যূথ রমণী ভেল একযূথ
শ্যামক অঙ্গে পড়য়ে ফুলরাশি।
ফুল-ধনু ছোড়ি করহিঁ কর বারউ
গৌরদাস ইহ রস পরকাশি ॥ ১৫২৯ ॥

(৪)

ভূপালী।

নিধুবনে রাধামোহন-কেলি।
কুসুম-সমর করু সহচরী মেলি ॥
বৃন্দাদেবী যোগাওত ফুল।
বহুবিধ তোড়ক রচিত বকুল ॥
সহচরী কুসুম বরিখে শ্যাম-অঙ্গ।
তোড়ল পিঞ্ছমুকুট বহু রঙ্গ ॥

লাখে লাখে গেন্দু পড়য়ে শ্যাম-গায়।
মধুমঙ্গল সহ সুবল পলায়॥
সখীগণ মেলি দেই করতালী।
ফুল-ধনু লেই ফিরয়ে বনমালী॥
রাইক সঙ্গে করয়ে ফুল-রণ।
কোই না জিতয়ে সম দুই জন॥
অদভুত দুহুঁ জন কুসুম-বিলাস।
হেরি যদুনন্দন আনন্দে ভাস॥ ১৫৩৭॥

(৫)

তথা রাগ।

সমর সমাধিয়া যুগল কিশোর।
আওল দুহুঁ যাঁহা কুসুম-হিণ্ডোর॥
বৃন্দাদেবী-রচিত ফুল-দোলা।
ঝুলয়ে দুহুঁ জন আনন্দে বিভোলা॥
কুসুম বরিখে সব সহচরী মেলি।
গাওত বহুবিধ মনসিজ কেলি॥
কত কত যন্ত্র সুমেলি করি।
নাচত গাওত তাল ধরি॥
দোলত দুহুঁ জন কুসুম-হিণ্ডোরে।
দুই দিকে দুই সখী দেই ঝকোরে॥
তড়িতে জড়িত জনু জলধর-কাঁতি।
পরিমলে ধাওল মধুকর-পাঁতি॥

অপরূপ দোলত কেলি-নিকুঞ্জে।
দুহুঁ পর কুসুম পড়য়ে পুঞ্জে পুঞ্জে॥
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ মৃদু মৃদু হাস।
হেরি মুগধ যদুনন্দন দাস॥ ১৫৩১॥

(৬)

পঠমঞ্জরী।

ফুল বনে দেখিয়া ফুলময় তনু।
ফুলময় আভরণ করে ফুল-ধনু॥
ফুলময় ক্ষিতিতল ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুল-পুঞ্জ॥
ফুল-তনু হেরি মুগধ ফুল-বাণ।
ফুল-শরে হানল ফুলময় কান॥
ফুলে উয়ল বন ফুল-বায়ু মন্দ।
ফুল-রসে গুঞ্জরে মধুকর-বৃন্দ॥
অপরূপ ফুল-দোল ফুল-বিলাস।
ফুল করে রহ যদুনন্দন দাস॥ ১৫৩২॥

ইত্যাদি ফুলদোল-লীলা।

অথ মাধবী-বিলাস।

(১)

তদ্ভচিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

চৌদিকে ভকতগণ হরি হরি বলে।
রঙ্গণ মালতী-মালা দেই গোরা গলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন।
গোরাচাঁদের অঙ্গে সব করয়ে লেপন॥
রাঙ্গা-প্রান্ত পট্টবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল করে কিয়ে অঙ্গের লাবণি॥
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুঁটা।
উন্নত নাসিকা উর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা॥
আজানুলম্বিত ভুজ সরু পৈতা কান্ধে।
মদন-বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে॥
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেখ সবে গোরাচাঁদ শ্রীবাস ভবনে॥ ১৫৩৩॥

(২)

তুড়ী।

বিনোদ ফুলে বিনোদ মালা
বিনোদ গলে দোলে।

কোন্ বিনোদিনী গাঁথিলে মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ ধ্রু ॥
বিনোদ কেশ বিনোদ বেশ
বিনোদ বরণ খানি।
বিনোদ মালা গলায় আলা
বিনোদ দোলনি ॥
বিনোদ বন্ধন বিনোদ চিকুর
বিনোদ মালা বেড়া।
বিনোদ নয়ানে বিনোদ চাহনি
বিনোদ আঁখির তারা ॥
বিনোদ বুক বিনোদ মুখ
বিনোদ শোভা করে।
বিনোদ নগরে বিনোদ নাগর
বিনোদ বিহরে ॥
বিনোদ বলন বিনোদ চলন
বিনোদ সঙ্গিয়া সঙ্গে।
লোচন বোলে বিনোদিনীর
বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ ১৫৩৪ ॥

(৩)

বরাড়ী।

মাধব মাধবী মাধবী-কুঞ্জহি
বিরচই মাধবী বেশ।

মাধবী-হার		বলয় কর-কঙ্কণ
মাধবী সুরচিত কেশ ॥
দেখ সখি ! মাধবী-রঙ্গ।
যাকর কুসুমহিঁ		সুষমহিঁ ভুলল
মাধব মাধবী সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
যো মধু-মদে উন-		মত মধুকর বর
অবিরত করত ঝঙ্কার।
দ্বিজগণ ঘন ঘন		মঙ্গল-কলরব
তরুগণ ফল-ফুল-ভার ॥
কুঙ্কুম চন্দন		মৃগ-মদে লেপন
করু রঙ্গিণীগণ অঙ্গ।
তনু তনু অতনু		সুতনু তনু উতপল
মাধব হেরত রঙ্গ ॥ ১৫৬৫ ॥

(৪)

মায়ূর।

চুয়া চন্দন		অগোর গোরোচন
লেপই তুহুঁ জন অঙ্গ।
কুসুম-শিঙ্গার		কুসুম-সুকুমারীক
করু সখী মাধব সঙ্গ ॥
দেখ দেখ বিনোদ বিলাস।
শ্রীবৃন্দাবন		নিরুপম শোভন
আনন্দে ফুল-ছলে হাস ॥ ধ্রু ॥

কোকিল শবদে গভীর গদগদ রব
কপোত শবদে সীতকার।
মুকুল পুলককুল আসব ঝর ঝর
জনু লোচনে জল-ধার॥
হেরি দুহুঁ সখী সঞে নিমগন ক্রীড়নে
কত কত অতনু-বিলাস।
মাধব হেরি মন আনন্দে ভুলল
আপন সহচরী পাশ॥ ১৫৩৬॥

(৫)

ধানশী।

চন্দন-চরচিত বিরচিত বেশ।
কুসুম বকুল-মালে বান্ধল কেশ॥
মাধবী-কুঞ্জে রাই সখী সঙ্গ।
বিনোদ-বিলাসে মগন শ্যাম-অঙ্গ॥
কাঞ্চন-কেতকী-চম্পক-দাম।
ধনী-অঙ্গে বিরচল নাগর শ্যাম॥
নাগরী কুবলয়ে বিবিধ শিঙ্গার।
নাগর-অঙ্গে রচত কত আর॥
কুঙ্কম চন্দন রাই-অঙ্গে দেল।
শ্যাম-তনু মৃগ-মদে লেপন কেল॥

জমু তমু যৈছন মিলাওল বেশ।
কি কহব মাধব তাকর শেষ॥ ১৫৩৭॥

ইত্যাদি মাধবী-বিলাস।

মধ্যাহ্নে এতদ্গীতং গেয়ং॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং সপ্তবিংশঃ পল্লবঃ।

অষ্টাবিংশ পল্লব।

অথ জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমায়াং স্নানযাত্রা।

(১)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভূপালী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ আনে অর্ঘ্য-থালী॥
নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে।
গোরা-অভিষেক-রস বাসু ঘোষ গানে॥ ১৫৩৮॥

বরাড়ী দেশাক।

(২)

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী।
গোরা-অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥
সুবাসিত জল আনি কলসী পূরিয়া।
সুগন্ধি চন্দন আদি তাহে মিশাইয়া॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরা-গায়।
শ্রীঅঙ্গ মোছাঞা কেহ বসন পরায়॥
সিনান-মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥ ১৫৩৯॥

(৩)

তথা রাগ।

বসিলা গৌরাঙ্গচাঁদ রত্ন সিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা।
রূপের ছটায় দশ দিক হৈল আলা॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্বান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিল ভোজন॥
তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেঁহো আরতি করিলা।
নির্ম্মঞ্ছন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা॥

ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন ॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে ।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥
গোরা-অভিষেক এই অপরূপ লীলা ।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥১৫৪০॥

ইত্যাদি শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ।

(৪)

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য ।

ধানশী ।

গিরীষ সময় গৃহ মাহ ।
যশোমতী হরিষ বাড়াহ ॥
কহি সব গোকুল লোকে ।
নিজ সুতে করি অভিষেকে ॥
গিরীষ-তপন-ভয় লাগি ।
বাসই কুসুম-পরাগি ॥
সুশীতল বারি মধুর ।
কলস কলস ভরি পূর ॥
মলয়জ কর্পূর মিশাই ।
হিমকর শীকর লাই ॥
রতন বেদী নিরমাণ ।
তাঁহি আনাওল কান ॥

বাসিত তৈল লাগাই।
দাস দাসীগণ আই ॥
শির পর ঢালত বারি।
মাধব ঘোষ বলিহারি ॥ ১৫৪১ ॥

(৫)

ভাটিয়ারী।

চৌদিকে ব্রজবধূ দেই জয়কার।
ঘট ভরি শির পর দেই জলধার ॥
অপরূপ কানুক ইহ অভিষেক।
চৌদিকে ব্রজ-রমণীগণ দেখ ॥
কুসুম গুলাব কর্পূরযুত বারি।
ঘট ভরি দেওল শির পর ঢারি ॥
সিনান সমাপি পরই পীতবাস।
সহচরগণ বেঢ়ল চৌপাশ ॥
বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি।
বেশ বনাওত আনন্দ-কেলি ॥
মলয়জ কুঙ্কুম সুশীতল গন্ধ।
বহুবিধ ঘুসৃণ লেপয়ে বহু ছন্দ ॥
মলয়জ-কর্পূর-বাসিত ফুলহার।
পরায়ল কতহুঁ রতন-অলঙ্কার ॥
হেরি যশোমতী তব আনন্দে ভাস।
মাধব দেখয়ে রাইক পাশ ॥ ১৫৪২ ॥

(৬)

ধানশী।

পহিলহিঁ সুবদনী		পাক রচন করি
	ভোজন বহু উপহার।
সহচরী সঙ্গে		গোপতে হেরি প্রিয়-মুখ
	আনন্দ রঙ্গ অপার॥
	যশোমতী বচনহিঁ গোরী।
রোহিণী-কর পর		দেই বহু উপহার
	ভোজন করয়ে নন্দনন্দন থোরি॥ধ্রু॥
কত পরিহাস		করয়ে সখাগণ
	কৌতুক করত পরকাশ।
ভোজন সমাধি		শয়ন করু পালঙ্কে
	তাম্বূলে করু মুখ-বাস॥
বহুবিধ শপতি		বচন কহি যশোমতী
	ভোজন করাওল রাইয়ে।
ও রস-সায়র		ঐছন নিতি নিতি
	মাধব অবধি না পাইয়ে॥ ১৫৪৩॥

ইত্যাদি গ্রীষ্ম-কালোচিত অভিষেক।

(৭)

শ্রীজগন্নাথ-নীলাচলচন্দ্রস্য পদং যথা।

উড়িয়া খেমটা।

আশাবরী।

হের হো নীলগিরি-রাজহিঁ।
সুভদ্রা বলরাম সঙ্গে অনুপাম
সিনান-মণ্ডপ মাঝহিঁ ॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বেণু বীণা বাঁশী
মধুর দুন্দুভি বাজন্তি।
সেবাতি পড়্যারি ঘট ভরি বারি
ঢারউ তাকঙ্কু মাখন্তি ॥
জয় জয় ধ্বনি সুর নর মুনি
স্তুতি নতি প্রণিপাতহিঁ।
শ্রীমুখচন্দ্রকু সৌরভ আউছ
গজেন্দ্র বেশহুঁ আপহিঁ ॥
জয় যদুপতি তিন-লোক-গতি
বহু উপহার ভোজন্তি।
মণিকোঠাচলে শালবেগ বলে
দেব-নারীগণ নাচন্তি ॥ ১৫৪৪ ॥

ইত্যাদি স্নানযাত্রা।

তুড়ী।

এই বার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
অনায়াসে উদ্ধারিলা তোমরা দুই ভাই॥
লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥১৫৪৫॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং অষ্টাবিংশঃ পল্লবঃ।

ঊনত্রিংশ পল্লব।

অথ আষাঢ়ে রথযাত্রা।

(১)

শ্রীগৌরচন্দ্রস্য রথাগ্রে নর্ত্তনং যথা।

সুহই।

নীলাচলে জগন্নাথ রায়।
গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়॥

অপরূপ রথের সাজনি।
তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি।
নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সবে দিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করয়ে গোরা রায়॥
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না শুনি॥
নিতাই অদ্বৈত হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥
মুকুন্দ স্বরূপ রাম রায়।
মন বুঝি উচ্চস্বরে গায়॥
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
যার গানে অধিক সন্তোষ॥
বসু রামানন্দ নরহরি।
গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস।
ইহা সবার গানেতে উল্লাস॥

এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে।
কত দূর করিল গমনে॥
এ সবার পদ-রেণু আশ।
করি কহে বৈষ্ণবের দাস॥ ১৫৪৬॥

(২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা।

শ্রীরাগ।

আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার।
চক্র-ভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত-আকার॥
নৃত্যে যাঁহা যাঁহা প্রভুর পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশ গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥ ১৫৪৭॥

(৩)

ইমন।

অপরূপ রথ আগে।
নাচে গোরা রায়　　　সবে মেলি গায়
যত যত মহাভাগে॥ ধ্রু॥
ভাবেতে অবশ　　　কি রাতি দিবস
আবেশে কিছু না জানে।

জগন্নাথ-মুখ দেখি মহা সুখ
নাচে গর গর মনে ॥
খোল করতাল কীর্ত্তন রসাল
ঘন ঘন হরিবোল।
জয় জয় ধ্বনি সুর নর মুনি
গগনে উঠয়ে রোল ॥
নীলাচল-বাসী আর নানা দেশী
লোকের উথলে হিয়া।
প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে
দুখী যদু অভাগিয়া ॥ ১৫৪৮ ॥

(৪)

মঙ্গল। কন্দর্পতাল।

চৌদিকে মহান্ত মেলি করয়ে কীর্ত্তন কেলি
সাত সম্প্রদায় গায় গীত।
বাজে চতুর্দ্দশ খোল গগন ভেদিল রোল
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত ॥
উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস।
এ সবারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি
ভকত-মণ্ডল চারি পাশ ॥
হরি হরি বোল বোলে পদ-ভরে মহী দোলে
নয়ানে বহয়ে জল-ধার।

প্রেমের তরঙ্গ-রঙ্গ　　　　সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ
তাহে অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার ॥
ভাবাবেশে গোরা রায়　　　　নাচিতে নাচিতে যায়
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।
আনন্দ বিস্ময় মন　　　　দেখি প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন
নিজ পরিকরগণ সাথ ॥
দূরে গেল দুঃখ শোক　　　　প্রেমায় ভাসিল লোক
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী।
যে প্রেম-বিলাস-ধাম　　　　যদু কহে অনুপাম
যে দেখিল সেই তার সাখী ॥ ১৫৪৯ ॥

(৫)

রামকেলি।

চৈতন্য নিতাই আরে দোন ভাই নাচে রে।
খোল করতাল　　　　পঞ্চম রসাল
তাথৈয়া তাথৈয়া বাজে রে ॥
সোণার কমল　　　　করে টলমল
প্রেম-সুধা-সিন্ধু মাঝে রে।
উত্তম অধম　　　　দীন হীন জন
এ ঢেউ সবারে বাজে রে ॥ ১৫৫০ ॥

(৬)

গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন　　　　দেখি রূপ সনাতন
গান করে স্বরূপ দামোদর।

গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাঞা পড়য়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর ॥
নিত্যানন্দ-মুখ হেরি বলে পহুঁ হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেম-ধন পাওল জগ-জন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥ ১৫৫৭ ॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ঊনত্রিংশঃ পল্লবঃ।

ত্রিংশ পল্লব।

ঝুলন-যাত্রা (১)।

শ্রাবণ-শুক্লপক্ষে আন্দোলন-ক্রীড়া

(১)

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্র।

জয়জয়ন্তী।

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র
অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি রূপ নিরুপম
কষিল কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলাওত কত ভকত-বৃন্দ
গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন জয় জয় রব
উথলে নগর নদীয়া॥
নয়ন-কমল মুখ নিরমল
শরদ-চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক ধায় এক মুখ
হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া॥

ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার
স্বরধুনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে আন নাহি মনে
বাসু ঘোষ কহে জানিয়া ॥ ১৫৫২ ॥

(২)

কামোদ।

দেখ সখি! গৌরচন্দ্র বর রঙ্গী।
ঝুলত যুগল কিশোরক যৈছন
চলত সোই করি ভঙ্গী ॥ ধ্রু ॥
রচহ শিঙ্গার ঝুলন-সুখ হোয়ব
মনহিঁ ভেল উপনীত।
তৈছন সহচর গাওত আনন্দ
গৌর পহুঁক মনোনীত ॥
হেরি গদাধর লহু লহু বোলত
মন মাহা কিয়ে ভেল রঙ্গ।
আজু হাম তুয়া সনে ঝুলন বিলসব
সহচরগণ করি সঙ্গ ॥
ঐছে বিলাস গৌর পহুঁ বিলসয়ে
পূরব প্রেম-রসে ভোর।
কহ শিবরাম মনহিঁ সুখ ঐছন
কোই করব অব ওর ॥ ১৫৫৩ ॥

(৩)

মল্লার।

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ।
বিকসিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তঁহি বনি অপরূপ রতন-হিন্দোল।
তা পর বৈঠলি কিশোরী কিশোর॥
ব্রজ-রমণীগণ দেওত ঝকোর।
গিরত জানি ধনী করতহিঁ কোর॥
কত কত উপজল রস-পরসঙ্গ।
গোবিন্দ দাস তহিঁ দেখত রঙ্গ॥ ১৫৫৪॥

(৪)

মায়ূর।

বিপিন-বিহার　　করত নন্দনন্দন
সুবদনী ধনী করি সঙ্গ।
সকল কলাবতী　　দুহুঁ প্রেম-আরতি
মন মাহা উথলল রঙ্গ॥
রতন-হিন্দোল পর　　বৈঠল দুহুঁ জন
সখীগণ দেওত ঝকোরি।
গগনহিঁ মগন　　সগণ রজনীকর
আনন্দে করত নেহারি॥

দেখ দেখ অপরূপ ছান্দে।

মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ

কাননে হেরি মুখ-চাঁদে ॥ ধ্রু ॥

বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল

বুন্দ বুন্দ করু পাত।

কহ শিবরাম মলয় চল দুহুঁ পর

মৃদু মৃদু করতহিঁ বাত ॥ ১৫৫৫ ॥

(৫)

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত যুগল কিশোর।

নীলমণি জড়াওল কাঞ্চন জোর॥

ললিতা বিশাখা সখী ঝুলায়ত সুখে।

আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে॥

গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর।

রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌওর॥

বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।

দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা॥

ঝুলাওত সখীগণ করতালী দিয়া।

সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া॥

বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদ-বিন্দু।

অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ-ইন্দু॥

হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর বীজন লেই করয়ে সেবন ॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু-ডালে।
রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে ॥
কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে।
সখী সহ দোঁহাকারে হেরিব বিপিনে ॥ ১৫৫৬ ॥

(৬)

শ্রীরাগ।

দেখ সখি ঝুলত বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলন উপরে শোভে হেম নীল-মণি ॥

ঝুলি ঝুলি ঝুলাওয়ে   সকল সখীগণ
হেরি আনন্দে মাতিয়া।
দুহুঁক গুণ সবে   গাওত বাওত
হেম-পুতলী-পাঁতিয়া ॥
কপোত কীর   শুক সারী কোকিল
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
দুহুঁক মন মাহা   উয়ল মনসিজ
হেরত আনহিঁ ভাতিয়া ॥
বয়নে মৃদু মৃদু   হাস উপজত
হিলন দুহুঁ দোঁহা গাতিয়া।
রতি-রভস-রসে   হৃদয় গর গর
বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতিয়া ॥ ১৫৫৭ ॥

(৭)

জয়জয়ন্তী।

মাহ শাঙন বরিখে ঘন ঘন
দুহুঁ ঝুলে কুঞ্জক মাঝ।
বনি ফুল-মালা বিরচিত দোলা
দুহুঁ বিচ নটবর রাজ॥
গগনে গরজনি দমকে দামিনী
দুহুঁ গাওয়ে বহুবিধ তান।
রবাব বীণা কচ্ছপীনা দুহুঁ
করহিঁ কর ধরু মান॥
সঙ্গে সঙ্গিনী সবহুঁ রঙ্গিণী
দুহুঁ গান-পণ্ডিত শূর।
কৌ কানড়া কেদার কোড়া
দুহুঁ রঙ্গ-সায়রে বুর॥
জনু মেঘ দামিনী রূপ লাবণি
ঝুলত রাধা কান।
শুক সারী ময়ুর চকোর বোলত
শিবরাম দুহুঁ গুণ গান॥ ১৫৫৮॥

(৮)

মায়ুর।

নওল নওল নও রঙ্গমে।
সুখ শোহনি সব সঙ্গমে॥

রস-মাধুরী ধরু অঙ্গমে।
দ্বৌ নৃত্যত প্রেম-তরঙ্গমে ॥
উহ সঙ্গে ভাবিনী　　দমকে দামিনী
মধুর যামিনী অতি বনি।
সুভগ শাওন　　বরিখে ভাওন
বৃন্দ সুন্দর নহ্নি নহ্নি ॥
বদত মোর　　চকোর চাতক
কীর কোয়িল অনগণি।
রটত দবদা　　তোয়ে দাত্থর
অম্বুদাম্বরে গরজনি ॥
গাওয়ে সখী রি জোরি জোরি।
রস হেরি হাস উথোরি উথোরি ॥
থোরি থোরি চঙ্গ　　উপাঙ্গ আওজ
বাজে পাখোয়াজ ঝিঝি ঝিনাং।
ঝনন ঝন নন　　ঝাগর্না ঝাগর্ নন
তাগরধি নাগরধি দিমি দিনাং ॥
উহ দৃষ্টে ঠেরণ　　পহির-ভূখণ
ঝলকে ঝাইরি ঝলমলং।
উঘট ঘট ঘট　　থো দিগ্‌দিগ্ থো দিগ্‌দিগ্
থুঙ্গ থুঙ্গ নিধি নিধি নং ॥
বাজে ধুঁ ধুঁ ধীনা।
স্বর-মণ্ডল বাঁশরী বীণা ॥

বর বীণ তাল প্রবীণ পূরল
প্রেম-ভরে হিয়া হরখণি।
মণি-বিন্দু শরদ-ইন্দু
করত অমৃত বরখণি ॥
হংস সারস বদত পাবস
চারু চাতক রসঘণি।
বিহরয়ে শিব- রামকে প্রভু
পরম সুঘড় শিরোমণি ॥ ১৫৫৯ ॥

ঝুলন-যাত্রা (২)।

(১)

সূচিত শ্রীগৌরচন্দ্র।

কামোদ।

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
সুরধুনী-তীর গদাধর সঙ্গহিঁ
চান্দ রজনী উজোর ॥
শাঙন মাস গগন ঘন গরজন
নলপতি দামিনী-মাল।
বরিখত বারি পবন মৃদু মন্দহিঁ
গঙ্গ-তরঙ্গ বিশাল ॥

বিবিধ সুরঙ্গ   রচিতহিঁ দোলা
খচিত কুসুমচয়-দাম।
বট-তরু-ডালে   ডোর করি বন্ধন
মালতী-গুচ্ছ সুঠাম॥
বৈঠল গৌর   বামে প্রিয় গদাধর
ঝুলন রঙ্গ-রসে ভাস।
সহচর মেলি   ঝুলায়ত মৃদু মৃদু
দোলা ধরি দ্বৌ পাশ॥
বাজত মৃদঙ্গ   পূরব রস গাওত
সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গ।
নিত্যানন্দ   শান্তিপুর-নায়ক
হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ॥
পুরুষোত্তম   সঞ্জয় আদি বরিখত
কুঙ্কুম চন্দন ফুল।
উদ্ধব দাস   নয়নে কব হেরব
গৌর হোয়ব অনুকূল॥ ১৫৬০॥

(২)

বেলোয়ার।

আজু রচিত নব রতন-হিণ্ডোর।
সুরধুনী-তীরে   তুঙ্গ-তরু-তল তহিঁ
রসময় গৌর-কিশোর॥ ধ্রু॥

পরিকর সুঘড় ঝুলাওত লহু লহু
গাওত তান সরস রস মাতি।
উঘটত থোঙ্গ থোঙ্গ কত থৈ থৈ
নাচত মধুর বাওত বহু ভাতি॥
নদীয়া নগর না রহ কোই ঘর
তেজি চলত চৌদিশে নরনারী।
অধিক উছাহ হোয়ত হিয়ে পহুঁকর
হাস-মিলিত মুখ-চাঁদ নেহারি॥
সুরগণ গগনে মগন গণ সহ সুখে
বরিখত কুসুম করত জয়কার।
নরহরি ভণত ভুবন উমতায়ল
কো কহুঁ অদভুত রঙ্গ অপার॥ ১৫৬১॥

(৩)

তথা রাগ।

ঝুলয়ে সুন্দর রসময় গোরা
না জানি কি রঙ্গে মাতিয়া গো।
হেরি হেরি গদা- ধর মুখ আঁখি-
ভঙ্গী করে কত ভাতিয়া গো॥
নরহরি মুকু- ন্দাদি সঙ্গিগণে
মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো।
সুরচিত নব হিন্দোলা যতনে
ঝুলাওত সুখে ভাসিয়া গো॥

মধুর সুস্বরে গায় কেহ কেহ
কে ধরে ধৈরজ শুনিয়া গো।
সে শোভা দেখি আঁখি কে ফিরাবে
মৈনু মনে মনে গুণিয়া গো॥
এত দিনে কুল- লাজ যাবে সব
বলিয়ে শপথ খাইয়া গো।
নরহরি-নাথে নেহার বারেক
সুরধুনী-তীরে যাইয়া গো॥ ১৫৬২॥

(৪)

মল্লার।

দেখ সখি! ঝুলত রাধা শ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র সুমেলি সুস্বর
তান মান সুঠাম॥
আষাঢ় গত পুন মাহ শাওন
সুখদ যমুনা-তীর।
চান্দিনী রজনী সুখময় সুখোদয়
মন্দ মলয় সমীর॥
পরিপূর্ণ সরোবর প্রফুল্লিত তরুবর
গগনে গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন দামিনী দমকত
বিন্দু বরিখত নীর॥

তহিঁ কলপদ্রুম- তল ছায়া সুশীতল
রচিত রতন-হিণ্ডোর।
ঝুলয়ে তছু পর গোরী শ্যামর
ঝুলায়ে সখী তুই ওর॥
তড়িত ঘন জনু দোলয়ে দুহুঁ তনু
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নীল কমল বিকশিত
স্বেদ-বিন্দু পরকাশ॥
ছরম হেরি কোই বীজন বীজই
কর্পূর তাম্বূল যোগায়।
সুরট মেঘ- মল্লার গাওত
মোহন মৃদঙ্গ বাজায়॥
কুসুমচয় বর হার লটকত
ভ্রমর গুণ গুণ বোল।
হংস সারস সুস্বর শবদিত
দাছরী ঘন ঘন রোল॥
(দুহুঁ) ভালে চন্দন চাঁদ চমকিত
তিলক রচিত কপোল।
চঞ্চল মুকুট সুচারু চন্দ্রিক
পীঠ পর বেণী দোল॥
(দুহুঁ) শ্রবণে কুণ্ডল চপল ঝল মল
হৃদয়ে শশি-মণি-হার।

ঝলকে আভরণ ঝঙ্কৃত ঝন ঝন
ঝুকিত ঝুলন-বিহার ॥
(কোই) মসৃণ ঘুসৃণ সুগন্ধি ছিরকত
শ্যাম-গোরী-অঙ্গ হেরি।
সখী-ভাবে ইঙ্গিতহিঁ দাস উদ্ধব
করত কুসুমক ঢেরি ॥ ১৫৬৩ ॥

(৫)

কল্যাণী।

ঝুলত শ্যাম গোরী বাম
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত রভস-কেলি ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি
গাওত কত ভাতিয়া ॥
হেম মণিযুত বর হিঁডোর রচিত কুসুম-গন্ধে ভোর
পড়ত ভ্রমর-পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল বৃন্দা-বিপিন শোভিত ভাল
চাঁদ-উজোর রাতিয়া ॥
নবঘন-তনু দোলয়ে শ্যাম রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার
হিলন দুহুঁক গাতিয়া ॥
ধিধিকট ধিয়া তাথৈয়া বোল বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনিনা তিনিনা তা তিয়া।

ভেল পবন গ্রাম-পূর ঘোর শবদ জীল স্থুর
বরণ নাহিক যাতিয়া ॥
মণি-আভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক ঝুলনে বাজয়ে ঝুমুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝঞ্ঝাতিয়া।
রাধামোহন চরণে আশ কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পূরিত ছাতিয়া ॥ ১৫৬৪ ॥

(৬)

বেলোয়ার।

ঝুলত সুখময় শ্যাম গোরী।
বৃন্দা-বিপিন নিকুঞ্জ মাঝ মিলি
প্রিয় ললিতাদি ঝুলায়ত থোরি ॥
সুললিত তরল হিন্দোল মাঝ অতি
ঝলকত যুগল-রূপ রুচি-ধাম।
মৃগমদ-অঞ্জন- পুঞ্জ-জলদ-তনু
কেশর-বিদলিত-দামিনী-দাম ॥
শোভা ভুবন বিজয় নহ সমতুল
দুহুঁ মুখ-চন্দ বিমল পরকাশ।
হেরি দুহুঁক গুণ গাওত চৌদিশে
শুক পিককুল হিয়া অধিক উল্লাস ॥
ঝঙ্করু ভ্রমর যন্ত্র জনু বাজত
নৃত্যতি শিখিকুল উমগ অভঙ্গ।

নরহরি কহ কবি　　　　কো বরণব ইহ
বৃন্দাবন মধি বিবিধ তরঙ্গ ॥ ১৫৬৫ ॥

(৭)

কেদার।

আজু ললিত হিঁডোর মাঝে।
রঙ্গে ঝুলত নাগর-রাজে ॥
রাই সুবদনী বাম পাশ।
কতহুঁ আনন্দ-সায়রে ভাস ॥
কিবা অদভুত দুহুঁক শোভা।
নাহিক উপমা ভুবন-লোভা ॥
দুহুঁ দুহুঁ মুখ দুহুঁ সে হেরি।
হাসি চুম্ব দেই বেরি বেরি ॥
আঁখি-ভঙ্গী করি কতেক ভাতি।
কহে গদ গদ রভসে মাতি ॥
ললিতাদি সখী সে সুখে ভাসি।
নেহারে দোঁহার বদন-শশী ॥
রঙ্গে ঝুলায়ত মন্দ মন্দ।
মিলিয়া গাওত গীত সুছন্দ ॥
বাজত বেণু বীণ উপাঙ্গ।
মধুর মৃদঙ্গ মুরজ চঙ্গ ॥
কেহ নাচে কত ভঙ্গী করি।
অতি মোহিত তা দোঁহে হেরি ॥

সুর-নারী নিজগণ সঙ্গে।
পুষ্প বৃষ্টি করত রঙ্গে ॥
জয় জয় শব্দ বৃন্দাবন ভরি।
শুনিয়া রঙ্গে মাতে নরহরি ॥ ১৫৬৬ ॥

(৮)

মল্লার।

কালিন্দী-কূল বিকসিত ফুল মত্ত অলিকুল
পড়লহিঁ পাঁতিয়া।
নাচত মোর করতহিঁ সোর অনঙ্গ আগোর
ফিরতহিঁ মাতিয়া ॥
কানন ওর হেরইতে ভোর কিশোরী কিশোর
প্রেম-রসে ভাসিয়া।
ঝুলন কেলি দুহুঁ জন মেলি অঙ্গ অঙ্গ হেলি
হৃদয় উল্লাসিয়া ॥
কতয়ে সুতান করতহিঁ গান সাথত মান
যন্ত্র সুরঙ্গিয়া।
দেই করতাল অতি সুরসাল কহে ভালি ভাল
বাওয়ে মৃদঙ্গিয়া ॥
কত রস-ভাষ কমল বিকাশ মৃদু মৃদু হাস
দুহুঁ চন্দ্রাননে।
উদ্ধব দাস চিত-মন-আশ দুহুঁক বিলাস
দরশন কাননে ॥ ১৫৬৭ ॥

(৯)

তথা রাগ।

আজু রাধা শ্যাম সঙ্গেতে ঝুলে।
মণিময় নব হিন্দোলা সাজাইয়া
বংশীবট-তট কালিন্দী-কূলে॥
ললিতাদি রঙ্গে ভঙ্গী করি বেগে
ঝুলায়ই দুহুঁ বদন চাইয়া।
রসবতী ভুজ পসারি নাগরে
ধরে ভয়ে অতি আকুল হৈয়া॥
শ্যাম রঙ্গে চারু চিবুক পরশি
চুম্ব দেই ঘন মনের সুখে।
তাহা দেখি সখী হাসে রসে ভাসি
বসন অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে॥
কৌতুক-বচন কহি বৃন্দা-দেবী
ঝুলায়ই পুন যতনে ধীরে।
কি আনন্দ বৃন্দা- বনে নরহরি
জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে॥১৫৬৮॥

(১০)

বিহাগড়া কেদারিকা।

উথলই কালিন্দী-নীর।
তাহে অতি সুখময় ধীর-সমীর॥

শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
কলপ-তরুণ-তরু সাজ ॥
তাহে বনি রতন-হিণ্ডোর।
পরিমলে ভ্রমরা ভ্রমরীগণ ভোর ॥
বিবিধ কুসুম শোহে তায়।
মৃদু মৃদু মলয় পবন করু বায় ॥
ঝুলে বিনোদিনী বিনোদিয়া।
ঝুলায়ত সখী দুহুঁ বদন চাহিয়া ॥
চান্দনী রজনী উজোর।
পিবত অমিয়া-রস ভুখিল চকোর ॥
কোই নাচই মনোরঙ্গে।
বীণা রবাব বাজায়ে মৃদঙ্গে ॥
কতহুঁ প্রবন্ধ সুতান।
কত কত রাগ মেলি করু গান ॥
আনন্দ কো করু ওর।
হেরি শিবরাম দাস রহু ভোর ॥১৫৬৯॥

(১১)

ধানশী।

ঝুলনা হইতে নামিলা তুরিতে
রসবতী রসরাজ।
রতন-আসনে বসিলা যতনে
রতন-মন্দির মাঝ ॥

স্থচামর লেই　　বীজন বীজই
সেবা-পরায়ণ সখী।
স্থবাসিত জলে　　বদন পাখালে
বসনে মোছাঞা দেখি ॥
থারি ভরি কোই　　বিবিধ মিঠাই
ধরি দুহুঁ সনমুখে।
সখীগণ সহে　　কতহুঁ কৌতুকে
ভোজন করিল সুখে ॥
তাম্বূল সাজাঞা　　কোন সখী লৈয়া
দোঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুস্থমে　　আপাদ-বদনে
নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥
কুস্থম তলপে　　অলপে অলপে
বসিলা রাধিকা শ্যাম।
অলসে ঈষত　　নয়ন মুদিত
হেরিয়া মোহিত কাম ॥
দেখি সখীগণে　　কতহুঁ যতনে
শুতায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ইঙ্গিতে　　চরণ সেবিতে
এ দাস বৈষ্ণবে যায় ॥১৫৭০॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং ত্রিংশঃ পল্লবঃ।

একত্রিংশ পল্লব।

অথ অভিষেকঃ।

আদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

(১)

ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দ-কন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতহিঁ সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়ন-ঘন-মেহা॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা-মুখ-ইন্দু।
উছলল প্রেম-সুধারস-সিন্ধু॥
জগ ভরি পূরল প্রেম-তরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস পরসঙ্গে॥১৫৭১॥

(২)

সুহই।

আনন্দে ভকতগণ দেই জয়-রব।
শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরে মহামহোৎসব॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতূহলে॥

রতন-বেদীর পর বসি গোরাচাঁদ।
অপরূপ রূপ সে রমণী-মন-ফাঁদ॥
শান্তিপুর-নাথ আর নিত্যানন্দ রায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ প্রেমে ভাসি যায়॥
মুকুন্দ মুরারি আদি সুমধুর গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়॥
কহে কৃষ্ণদাস গোরাচাঁদের অভিষেক।
নদীয়ার নরনারী দেখে পরতেক॥১৫৭২॥

(৩)

ভূপালী।

শঙ্খ-দুন্দুভি-নাদ বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারীগণ করে অর্ঘ্যথালী॥
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত।
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥
গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণে।
গোরা-অভিষেক-রস বাসু ঘোষ গানে॥১৫৭৩॥

(৪)

ধানশী।

আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
প্রেমে ভাসি হাসি হাসি রোম-হর্ষ অঙ্গে॥

সীতানাথ লেই সাথ পণ্ডিত শ্রীবাস।
গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ ॥
হরিবোল উতরোল কীর্ত্তনের সাথ।
গৌর-শিরে ঢালে নীরে শান্তিপুর-নাথ ॥
অভিষেক সবে দেখ পরতেক পহুঁ।
নৃত্য-গীত-আনন্দিত প্রেম-হাস্য লহু ॥
ঘট ভরি ঢালে বারি গৌরচন্দ্র মাথ।
শুদ্ধস্বর্ণ গৌর-বর্ণ ভাব-পূর্ণ গাত ॥
সুবিস্তর কেশ-ভার চামরের ছান্দ।
মুখ-চন্দ্র-ভয়ে অন্ধকার যৈছে কান্দ ॥
অঙ্গ মোছি বস্ত্র কোঁচি পরাইল রামাই।
সিংহাসনে দিব্যাসনে বসিলেন যাই ॥
অদ্বৈতচন্দ্র প্রেম-কন্দ পূজা কৈল যত।
করি নিতান্ত রামকান্ত তাহা সে কৈবে কত ॥১৫৭৪॥

(৫)

মঙ্গল।

গৌর সুন্দর পরম মনোহর
শ্রীবাস-পণ্ডিত-গেহ।
শোণ চম্পক কনক দরপণ
নিন্দি সুন্দর দেহ ॥
বসিয়া গোরা পহুঁ হাসিয়া লহু লহু
কহয়ে পণ্ডিত ঠাম।

তোহারি প্রেম-রসে   এ মোর পরকাশে
দেখহ সো পহুঁ হাম ॥
শুনিয়া পণ্ডিত   অতি হরষিত
চরণ-তলে গড়ি যায়।
করয়ে স্তুতি নতি   প্রেম-জলে ভাসি
পুলকে পূরল গায় ॥
ভাগবতগণে   আনিয়া তৈখনে
পহুঁক করে অভিষেক।
বারি ঘট ভরি   রাখিল সারি সারি
গন্ধ আদি পরতেক ॥
মুকুন্দ গদাধর   পণ্ডিত দামোদর
মুরারি হরিদাস গায়।
উঠিল জয়ধ্বনি   মঙ্গল-রব শুনি
নদীয়া-নরনারী ধায় ॥
পণ্ডিত শ্রীবাস   পরম উল্লাস
পহুঁক শিরে ঢালে বারি।
চৌদিকে হরিবোল   বড়ই উতরোল
মঙ্গল-রব সব নারী ॥
নিতাই অদ্বৈত   অতিহুঁ হরষিত
হেরই ডাহিন বাম।
সিনান সমাপল   বসন পরায়ল
পূরল সব মনকাম ॥

কতহুঁ উপচারি পূজল গৌরহরি
ভোজন আসন বাস।
দণ্ডবত নতি করল বহু স্তুতি
কহ গোবর্দ্ধন দাস॥ ১৫৭৫॥

(৬)

তথা রাগ।

পূর্ণ সুখময় ধাম অম্বিকা নগর নাম
যাতে গৌর নিতাইর বিলাস।
ব্রজে প্রিয় নর্ম্ম-সখা সুবল বলিয়া লেখা
গৌরীদাস রূপে পরকাশ॥
এক দিন রাত্রি-শেষে দেখিলেন স্বপ্নাবেশে
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে।
কহে ওহে গৌরীদাস পূরিবে তোমার আশ
আমরা আসিব দুই জনে॥
নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
তোমারে ছাড়িয়া ক্ষণে সোয়াথ না হয় মনে
দোঁহে রব তোমার মন্দিরে॥ ধ্রু॥
স্বপ্ন-ভঙ্গ-অনুরাগী উঠিয়া বসিলা জাগি
মনে হৈল আনন্দ রসময়।
অভিষেক যত কাজ তুরিতে করহ সাজ
স্বরূপ চরণ ধরি কয়॥ ১৫৭৬॥

(৭)

তথা রাগ।

আনন্দে ঠাকুর গৌরীদাস।

ডাকিয়া আপন গণে　　কহিলেন জনে জনে

যে হয় চিত্তের পরকাশ ॥ ধ্রু ॥

আনহ মাঙ্গল্য দ্রব্য　　দুগ্ধ পুষ্প পঞ্চগব্য

ধূপ দীপ যত উপহার।

আম্রশাখা ঘটে বারি　　কলা রোপ সারি সারি

আর যত বস্ত্র অলঙ্কার ॥

শত ঘট পূর্ণ জল　　থড়া গুয়া নারিকল

মধ্যে পাতি দিব্য সিংহাসন।

ভক্তবৃন্দ যত জন　　আর কীর্ত্তনীয়াগণ

আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ ॥

হেনকালে আচম্বিতে　　নিত্যানন্দ করি সাথে

কর ধরাধরি দুই ভাই।

সেই স্থানে উপনীত　　পণ্ডিত আনন্দ-চিত

স্বরূপ কহয়ে বলি যাই ॥ ১৫৭৭ ॥

(৮)

বরাড়ী।

দেখ দুই ভাই　　গৌর নিতাই

বসিলা বেদীর পরে।

গগন তেজিয়া　　আসিলা নামিয়া

যেন শশী দিবাকরে ॥

হেরি হরষিত ঠাকুর পণ্ডিত
নিজগণ লৈয়া সাথে।
জল সুবাসিত ঘট ভরি কত
ঢালয়ে দোঁহার মাথে॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বেণু বীণা বাঁশী
খোল করতাল বায়।
জয় জয় রোল হরি হরি বোল
চৌদিগে ভকত গায়॥
সিনান করাইয়া বসন পরাইয়া
বসাইলা সিংহাসনে।
ধূপ দীপ জ্বালি লৈয়া অর্ঘ্যথালী
পূজা কৈলা দুই জনে॥
উপহারগণ করাইয়া ভোজন
তাম্বূল চন্দন শেষে।
ফুলহার দিয়া আরতি করিয়া
প্রণমিল কৃষ্ণদাসে॥ ১৫৭৮॥

———

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রস্যাভিষেকঃ।

(১)

মঙ্গল।

অপরূপ নিতাইচাঁদের অভিষেকে।
বামে গদাধর দাস মনে বড় সুখোল্লাস
প্রিয় পারিষদগণ দেখে॥

শত ঘট জল ভরি পঞ্চগব্য আদি করি
নিতাইচাঁদের শিরে ঢালে।
চৌদিকে রমণীগণ জয়কার ঘন ঘন
আর সবে হরি হরি বোলে॥
বাম পাশে গৌরীদাস হেরই দক্ষিণ পাশ
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ।
বাসু আদি তিন ভাই আনন্দে মঙ্গল গাই
ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন॥
ঘন হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল
প্রেমায় সকল লোক ভাসে।
সোঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে॥১৫৭৯॥

(২)

তথা রাগ।

জয় রে জয় রে জয় নিত্যানন্দ রায়।
পণ্ডিত রাঘব-ঘরে বিহরে সদায়॥
পারিষদ সকল দেখয়ে পরতেক।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক॥
নিত্যানন্দ-রূপ যেন মদন সমান।
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে।
আজানুলম্বিত মালা অতি শোভা করে॥

অরুণ কিরণ জিনি দুখানি চরণ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন॥ ১৫৮০ ॥

তত্র পূর্ব্বাভিষেকঃ।

ধানশী।

সুরধুনী-বারি ঝারি ভরি ঢারই
পুন ভরি পুন ভরি ঢারি।
কো জানে কাহে লাগি অভিষিঞ্চই
লীলা বুঝই না পারি॥
হেরইতে মঝু মনে লাগি রহুঁ।
সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ॥ ধ্রু॥
নব নব তুলসী মঞ্জুল মঞ্জরী
তাহি দেই হাসি হাসি।
কবহুঁ গৌর সিত শ্যামর লোহিত
কো জানে কতহুঁ মূরতি পরকাশি॥
ডাহিনে রহুঁ পুরুষোত্তম পণ্ডিত
কামদেব রহুঁ বাম।
অপরূপ চরিত হেরি সব চমকিত
গোবিন্দ দাস গুণ গান॥ ১৫৮১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য দেবাভিষেকঃ।

কল্যাণী।

ভয় পাই অতি　　দেব সুরপতি
　　আসিয়া গোকুলপুরী।
নিভৃতে পাইয়া　　হরষিত হৈয়া
　　পড়ে কৃষ্ণ-পদ ধরি॥
স্তুতি নতি করি　　পুনঃ পুনঃ পড়ি
　　অপরাধ ক্ষমাইল।
দেবগণ লৈয়া　　একত্র হইয়া
　　কৃষ্ণ-অভিষেক কৈল॥
আসিয়া সুরভি　　কৃষ্ণ-শিরোপরি
　　ঢালয়ে স্তনের ক্ষীর।
দেবগণ মিলি　　শির পর ঢালি
　　আকাশ-গঙ্গার নীর॥
দুন্দুভি বাজে　　বিদ্যাধরী নাচে
　　গন্ধর্ব্বে মধুর গায়।
পড়ে স্তুতি বাণী　　জয় জয় ধ্বনি
　　আকাশ ভেদিয়া যায়॥
দেব-কলরব　　মহামহোৎসব
　　নানা মর্ত্তে পূজা কৈল।
হৈয়া দণ্ডবতে　　পড়িলা ভূমিতে
　　চরণে শরণ লৈল॥
তুষ্ট হৈয়া হরি　　শুভ দৃষ্টি করি
　　সব দেবগণ পানে।
অভয় পাইয়া　　পদ-রজ লৈয়া
　　গেলা সব দেবগণে॥

নন্দের নন্দন আইলা ভবন
লোকে কেহ না জানিল।
গাইল মাধব কৃষ্ণ-অভিষেক
দেবগণে যেবা কৈল ॥ ১৫৮২ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়া অভিষেকঃ।

প্রীত্যা মঙ্গল-গীত-নৃত্য-বিলসদ্বীণাদি-বাদ্যোৎসবৈরিত্যাদি
বিলাপ-কুসুমাঞ্জলৌ।

তদ্‌যথা।

(১)

কামোদ।

এক দিন সুন্দরী রাই সুনাগরী
সব সহচরীগণ সঙ্গ।
শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ-নিকেতনে
বৈঠল কৌতুক-রঙ্গ ॥
তহিঁ পুন ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী
ব্রজ-বনদেবীকি সাথ।
রাইক শুভ অভি- ষেক করণ লাগি
আওল উলসিত গাত ॥
কত শত ঘট ভরি বারি সুবাসিত
তাঁহি করল উপনীত।
দধি ঘৃত গোরস কুঙ্কুম চন্দন
কুসুম-হার সুললিত ॥
বাস ভূষণ উপ- হার রসায়ন
আনল কত পরকার।

রতন-দেবী পর		বৈঠল শশি-মুখী

সখীগণ দেই জয়কার ॥

শ্রীবৃন্দাবন		ভূমীশ্বরী করি

ভগবতী করু অভিষেক।

চৌদিগে জয় জয়		মঙ্গল-কলরব

আনন্দে মোহন দেখ ॥ ১৫৮৩ ॥

(২)

বেলোয়ার।

বীণা উপাঙ্গ		ডম্ফ কত বাজত

মধুর মৃদঙ্গ সঙ্গে করতাল।

চৌদিগে সহচরী		জয় জয় রব করি

নাচত গাওত পরম রসাল ॥

দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক।

কনক মুকুর তনু		বদন চাঁদ জনু

নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক ॥

ভগবতী কতহুঁ		যতন করি রাইক

শির পরি ঢালই বাসিত বারি।

সুমেরু-শিখরে জনু		শত-মুখী সুরধুনী

বেগে গিরয়ে মহী ঐছে নেহারি ॥

কুঞ্চিত কুন্তল		বাহি পড়য়ে জল

চামরে মোতিম ঢরকে জনু।

হেরইতে অখিল		নয়ন মন ভুলয়ে

আনন্দে মোহন অবশ তনু ॥ ১৫৮৪ ॥

(৩)

তথা রাগ।

সিনান সমাধান মুছল অঙ্গ।
পহিরণ নীলিম বসন সুরঙ্গ ॥
মণিময় আভরণ ভগবতী দেল।
যাঁহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥
মণি-মন্দির মাহা আওল রাই।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল যাই ॥
বনফুল-মালা দেওল বনদেবী।
ঐছন চন্দনে বহু মত সেবি ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম।
ডাহিনে ললিতা বিশাখা বৈসে বাম ॥
মধুমতী ছত্র ধরিল ধনী মাথ।
চিত্রা বিচিত্রা দণ্ড ধরু হাত ॥
চম্প্‌কলতিকা চামর করু গায়।
শশিকলা শশী সম বীজন বায় ॥
ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল।
আরতি করি নিরমঞ্ছন কেল ॥
আর সব সহচরী মঙ্গল গায়।
মোহন দূরহিঁ নেহারই তায় ॥ ১৫৮৫ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ।

(১)

ভৈরবী।

আকাশ ভরিয়া উঠে জয় জয় ধ্বনি।
নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র দিনমণি॥
জন্মতিথি-পূজা কৃষ্ণচন্দ্র-অভিষেক।
সুর-নর-মুনিগণ দেখে পরতেক॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
জয় জয় দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র-শিরে ঢালে॥
নানা যন্ত্র-বাদ্য গীত দুন্দুভির রোল।
এ তিন ভুবনের লোক বলে হরিবোল॥
কলরব মহোৎসব জগত বেড়িয়া।
কান্দে হাসে প্রেমে ভাসে ভূমিতে পড়িয়া॥
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নন্দের নন্দন।
নরসিংহ দেব মাগে চরণে শরণ॥ ১৫৮৬॥

(২)

কেদার।

আজু বনি নব অভিষেক গোবিন্দকি।
পরমানন্দ প্রেম-সুখ-কন্দকি॥
ঝলকত নীল-নলিনী মুখ-শোহা।
হেরইতে অখিল-ভুবন-মন মোহা॥
গোরস দধি ঘৃত হলদিক নীরে।
গাগরী ভরি ভরি ঢারই শিরে॥

বাজত ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ।
জয় জয় দেই সুর-নারীগণ রঙ্গ॥
বলি বলি যাতহিঁ চরণারবিন্দ।
পরমানন্দকে পহুঁ শ্রীগোবিন্দ॥ ১৫৮৭॥

ইত্যাদি অভিষেক।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু মোর করুণা-সাগর।
কৃপা করি দেহ নিজ প্রেম-ভক্তি বর॥
ঠাকুর বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দীন পামরে॥

ইতি শ্রীগীতকল্পতরৌ তৃতীয়-শাখায়াং একত্রিংশঃ পল্লবঃ।

তৃতীয় শাখা সম্পূর্ণ।